রাজ-জীবনী

অর্থাৎ

মহামান্যা ভারশ্বেরী শ্রীশ্রীমতী ভিক্টোরিয়ার স্বর্গীয়
স্বামী প্রিন্স আলবার্টের জীবন চরিত।

শ্রীগোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত।
"ভিক্টোরিয়া-রাজসূয়," "যৌবনে যোগিনী,"
"পাষাণ-প্রতিমা," প্রভৃতি প্রণেতা।

শ্রীনীলরত্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

RAJ-JIBANI

OR

THE LIFE OF HIS ROYAL HIGHNESS THE PRINCE CONSORT.

BY
GOPAL CHANDRA MUKHOPADHYAYA.
AUTHOR OF "VICTORIA-RAJSUYA," "JAUBANA JOGINI,"
"PASHAN PRATIMA," &c. &c.

কলিকাতা,—৩৪ নং নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট।
ইডিন যন্ত্রে
শ্রীহরচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৮৯ সাল।

মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র।

DEDICATED, BY PERMISSION,

TO

HIS EXCELLENCY THE MOST NOBLE

GEORGE FREDRICK SAMUAL,

MARQUESS OF RIPON,

HER IMPERIAL MAJESTY'S

VICEROY AND GOVERNOR GENERAL OF INDIA,

K. G. P. C. G. M. S. I. G. M. I. E.

&c. &c. &c.

IN TOKEN

OF HIGH ESTEEM, ADMIRATION AND LOYAL DEVOTION,

BY HIS EXCELLENCY'S MOST DUTIFUL AND

HUMBLE SERVANT,

Gopal Chandra Mukhopadhyaya

THE AUTHOR.

7180

উৎসর্গ পত্র।

মহামহিমবর

শ্রীযুক্ত জর্জ ফ্রেডরিক সেমুয়েল

মার্কুইস অব রিপণ,

মহামান্যা শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরীর ভারত সাম্রাজ্যের

রাজপ্রতিনিধি এবং গবর্ণর জেনেরল

কে, জি, পি, সি, জি, এম, এস, আই, জি, এম, আই, ই,

বাহাদুরের

অনুমতিক্রমে

তদীয় পবিত্র নামে

তৎপ্রতি

মহোচ্চ সম্মান, শ্রদ্ধা, এবং রাজভক্তিসম্ভূত

আনুগত্যজ্ঞাপনচিহ্নস্বরূপ

মহামান্যের

একান্ত অনুগৃহীত এবং অনুগত ভৃত্য

গ্রন্থকার

শ্রীগোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক

এই গ্রন্থ

উৎসর্গীকৃত

হইল।

বিজ্ঞাপন।

জাতীয় স্মরণচিহ্নস্বরূপ মহামান্যা শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার স্বর্গীয় স্বামী মহামান্য প্রিন্স আলবার্টের জীবনচরিত জাতীয় ভাষায় প্রকাশ করিলাম। ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণকালে অলক্ষ্যে যেরূপ স্বরবর্ণ সমুচ্চারিত হইয়া থাকে, প্রিন্স আলবার্টের এই বিস্তৃত জীবনী মধ্যে সেই মত জননী ভারতেশ্বরীর পবিত্র জীবনীও সংগ্রথিত। অর্থবিহীন বাক্য যেরূপ সম্ভবে না, মহামাননীয়া ভারতেশ্বরীর জীবনীশূন্য প্রিন্স আলবার্টের জীবনীও সেই মত একেবারেই অসম্ভব। সরলতা, পবিত্রতা, সুখ, শান্তি, এবং আনন্দপূর্ণ ইংলণ্ডীয় রাজপরিবারের আদর্শ চিত্র এই গ্রন্থে সমঙ্কিত।

এক্ষণে ইয়ুরোপ খণ্ডে " রাজ্ঞী " (কুইন) বলিলে, যেমন জগতের সপ্তমাংশের অধিকর্ত্রী এক মাত্র জগন্মান্যা গ্রেট ব্রিটেনেশ্বরী—ভারতবর্ষের রাজরাজেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী ভিক্টোরিয়াকে বুঝায়, অথচ তথায় শত শত রাজ্ঞী বিরাজমান, সেই মত এক সময়ে " প্রিন্স " এই কথা বলিলে একমাত্র উদারহৃদয়, পরহিতব্রতাবলম্বী, নীতিজ্ঞপ্রধান সাধু আলবার্টকেই বুঝাইত। সাধু প্রিন্স আলবার্ট নিজ আদর্শ সদ্গুণাবলীর দ্বারা ইয়ুরোপ খণ্ডের কি নৃপালগণ, কি মন্ত্রীবর্গ, কি নীতিজ্ঞ সম্প্রদায়, কি পণ্ডিতমণ্ডলী, কি বিজ্ঞানবিদ্ বৃন্দ, কি শিল্পীদল, কি কবিকুল, কি বীরব্যূহ, কি শ্রমজীবী সম্প্রদায় প্রত্যেক শ্রেণিরই হৃদয়াকর্ষণ করিতে সম্পূর্ণরূপেই সমর্থ হইয়াছিলেন। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজসিংহাসন-পার্শ্বে সমুপবিষ্ট হইয়া, তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও নিজ অতুল ক্ষমতার অপব্যয় করেন নাই। আত্মগৌরব, সম্ভ্রম, ঐশ্বর্য্য, মহারাজ-শক্তিপরিচালনেচ্ছা, এবং স্বার্থকে দূরে রক্ষা পূর্ব্বক কেবল মনুজ সমাজের শুভ সঙ্কল্পে, নিম্নশ্রেণির প্রজাপুঞ্জের সার্ব্বাঙ্গীন হিতানুষ্ঠানে, বিশ্বজনীন শিল্পবিজ্ঞানোন্নতিসাধনে, ভারতেশ্বরীর সমস্ত সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ে, গ্রেট ব্রিটেনের সর্ব্ববিষয়ে উন্নতি, গৌরব, এবং বিক্রমবর্দ্ধনে, কায়, মন, প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। প্রিন্স আলবার্ট যেরূপ মহোচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হন, ইতিহাস আদিমধ্য বা বর্ত্তমান কালের সেরূপ পদস্থ—সেরূপ ক্ষমতা-

প্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকেই তাঁহার ন্যায় জগতের অশেষ হিতসাধক বলিয়া কীর্ত্তন করিতে সমর্থ নহে। এই কথাগুলি আমি রাজভক্তি-অন্ধের ন্যায় অন্যায় অতিরিক্ত বর্ণে রঞ্জিত করিতেছি না, তাঁহার জীবনী পাঠকের নেত্রে অঙ্গুলী অর্পণ পূর্ব্বক এই উক্তির সত্যতা সমর্থন করিয়া দিবে, আমার এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস।

এই আদর্শ রাজ-জীবন সম্বন্ধে আমি গ্রন্থ মধ্যে কোন প্রকার বিশেষ মতামত প্রকাশ এবং চরিত্র সমালোচন বা বিশ্লেষণ করি নাই, কারণ এই আদর্শ রাজ-জীবনী আত্মপরিচয় আপনিই প্রদান করিতে সমর্থ। সার থিয়োডোর মার্টিন কর্ত্তৃক ইংরাজিভাষায় প্রণীত "প্রিন্স কনসর্টের জীবন-চরিত" আমার প্রধান অবলম্বন, কিন্তু ইহা উক্ত গ্রন্থের সম্পূর্ণ অবিকল অনুবাদ নহে। রাজনৈতিকাংশ সাধারণ পাঠকবৃন্দের সুখপাঠ্য হইবে না বিবেচনায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। মাননীয় প্রিন্স আলবার্টের স্বহস্তলিখিত এবং পাশ্চাত্য জগতের অপরাপর বহুল নীতিজ্ঞশ্রেষ্ঠ এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মন্তব্য এবং পত্রাবলী ব্যতীত মহামান্যা ভারতেশ্বরীর স্বকর-প্রসূত মন্তব্য-পুস্তক, দৈনন্দিন গ্রন্থ এবং লিপি সমূহের অধিকাংশেই এই রাজ-জীবনী পরিপূরিত।

এই সরল পবিত্র আদর্শ রাজ-জীবনী জগতের নরনারী উভয় কুলেরই আদর্শস্থানীয়। সাধু প্রিন্স আলবার্টের জীবন যেরূপ মানব সমাজকে অসীম শুভ শিক্ষা প্রদান করিতেছে; অন্যপক্ষে সেই মত সাক্ষাৎ শান্তিস্বরূপিনী মহামান্যা ভারতেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী ভিক্টোরিয়ার পতিভক্তি, পতিপরায়ণতা, পতিগতপ্রাণতা, এবং পতি-ব্রতোদ্যাপন প্রণালী জগতের মহিলামণ্ডলীর শিক্ষাস্থল—আদর্শস্বরূপ।

শ্রীগোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা।
আহিরীটোলা।
৪০ নং শঙ্কর হালদারের লেন।
২০এ আশ্বিন, সন ১২৮৯ সাল।

রাজ-জীবনী

অর্থাৎ

মহামান্যা ভারতেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী ভিক্টোরিয়ার স্বর্গীয় স্বামী প্রিন্স আলবার্টের জীবন চরিত।

প্রথম অধ্যায়।

ফ্রান্সিস চার্লস আগষ্টাস আলবার্ট ইমানিউয়েল—ইংলণ্ডের প্রিয় আলবার্ট প্রিন্স কনসর্ট জার্ম্মানির অন্তর্গত সেক্স-কোবর্গ সালফেল্ডের ডিউক আর্নেষ্টের ঔরসে এবং সেক্স-গোথা-আলটেনবর্গের ডিউক আগষ্টাসের কন্যা লুইসির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহাদিগের দ্বিতীয় কুমার। কোবর্গ হইতে দুই ক্রোশ দূরবর্তী রোজিনা নামক স্থানে নিজ পিতার গ্রীষ্মাবাসে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের ষড়বিংশতি তারিখে আলবার্ট ইহ জগতে প্রথম প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার অগ্রজ এবং এক মাত্র ভ্রাতা আর্নেষ্ট সেক্স-কোবর্গ-গোথার বর্ত্তমান ডিউক পূর্ব্ব বর্ষের জুন মাসের একবিংশ তারিখে জন্ম পরিগ্রহণ করেন। এই শিশু কুমারদ্বয়ের নাম বংশপরম্পরাশ্রুত একটি ঘটনার সহিত সংযুক্ত। স্যাক্সনির ইলেক্টার অর্থাৎ নির্ব্বাচনক্ষমতাধারী ফ্রেডরিক, যিনি আলবার্টীয় এবং স্যাক্সনীয় শাখার আদি পুরুষ,- এবং যাঁহার সময় হইতে স্যাক্সন পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়, তাঁহার দুই কুমারের নাম আর্নেষ্ট এবং আলবার্ট ছিল। ফ্রেডরিকের কাণফুণগণ নামক স্থানবাসী কুঞ্জ নামক এক জন প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন। কোন কারণে কুঞ্জ নিজ অধিকৃত এক খণ্ড ভূস্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইলে, ফ্রেডরিক তাঁহাকে আর এক খণ্ড ভূমি এই মর্ম্মে প্রদান করেন যে, যত দিন না কুঞ্জ নিজাধিকৃত ভূস্বত্ব প্রাপ্ত হন, তত দিন নবীন ভূখণ্ডের স্বত্ব ভোগ করিবেন, পরে প্রাচীন ভূস্বত্ব প্রাপ্ত হইলে, তাঁহাকে

নবদত্ত ভূস্বত্ব পরিহার করিতে হইবে। কুঞ্জ প্রাচীন ভূস্বত্ব প্রাপ্ত হইলে, ফ্রেডরিক তাঁহাকে নবদত্ত ভূমির স্বত্ব ত্যাগ করিতে বাধ্য করায়, কুঞ্জ প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া, ১৪৫৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাইয়ে আলটেনবর্গের প্রাসাদ হইতে উক্ত শিশু কুমারদ্বয়কে হরণ করেন। কুঞ্জ আলবার্টকে লইয়া বোহেমিয়া প্রদেশে পলায়নকালে অপর তিন জন সহযোগী কর্ত্তৃক ধৃত হন, এবং তাঁহার অন্য ছয়জন সহযোগী, যাহারা আর্ণেষ্টকে হরণ করিয়া ভিন্ন পথের পথিক হয়, তাহারা কুঞ্জ ধৃত হইয়াছে শুনিয়া, তাহাদিগের জীবনের প্রতি হস্তক্ষেপ করা হইবে না, এরূপ প্রতিজ্ঞা করাইয়া আত্মসমর্পণ করে। কুঞ্জ এবং তাহার সহযোগীদিগের প্রাণ দণ্ড হয়। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ্চে, কোবর্গের বৃদ্ধা বিধবা ডচেস (আলবার্টের পিতামহী) লেখেন—'আর্ণেষ্টের শিশুদ্বয় একখানি সচিত্র পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছে। এক খানি চিত্রে স্যাক্সন কুমারদ্বয়ের হরণাঙ্কিত আছে। তাহারা এই চিত্র খানির প্রতি বিশেষ মনোযোগী। আলবার্ট স্মিতনয়নে বলিতেছে, তাহার ন্যায় এক জনের নাম আলবার্ট ছিল।' (আরলি ইয়ার্স অব প্রিন্স কনসর্ট, ২২ পৃষ্ঠা)

প্রিন্স আলবার্টের মর্ত্ত্যলোকে আগমনের তিন মাস পূর্ব্বে তাঁহার জীবনের ভাবি গতির প্রতি প্রবলা শক্তি পরিচালনানির্দ্ধারক একটি ঘটনা সংঘটিত হয়। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসের চতুর্ব্বিংশতি তারিখে ইংলণ্ডের কেনসিংটন প্রাসাদে প্রিন্সের পিতৃস্বসা ডচেস অব কেণ্ট এক নবকুমারী—ইংলণ্ডের বর্ত্তমান অধিশ্বরী—ভারতবর্ষের রাজরাজেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী ভিকটোরিয়াকে প্রসব করেন। বিচিত্র ঘটনা যে, ধাত্রী মাডাম শীবোল্ড উভয়েরই সূতীকাগারে ধাত্রীত্ব করেন এবং অধ্যাপক গেঞ্জলার যিনি এক বর্ষ পূর্ব্বে ডিউক এবং ডচেস অব কেণ্টের পরিণয় কালে পৌরহিত্য করেন, তিনিই প্রিন্সের দীক্ষা কার্য্য সম্পন্ন করেন। প্রিন্স আলবার্ট এবং তদীয় অগ্রজ উভয়েই শৈশবে বুদ্ধিমত্তার কারণ প্রশংসিত ছিলেন। আলবার্টের সৌন্দর্য্য, নম্রতা, এবং চটুলতা তাঁহাকে সর্ব্বপ্রিয়—বিশেষতঃ নিজ জননীর পরম প্রিয়পাত্র করিয়াছিল। তাঁহার শৈশব-সৌন্দর্য্য অতি চমৎকার ছিল। তাঁহার অষ্টম মাস বয়ক্রমকালে তাঁহার জননী লেখেন,—'আলবার্ট দীপ্তপ্রভ, অসীম সুন্দর।' দুই বর্ষ পরে (১৮২১ খৃঃ, ১১ই জুলাই) আলবার্টের পিতামহী নিজ দুহিতা ডচেস অব কেণ্টকে জ্ঞাত করেন,—'শিশু আলবার্ট সুদীর্ঘ নীলনয়ন

এবং অস্ফীত গণ্ড দ্বারা মনমোহিত করিতেছে। আলবার্ট নকুলের ন্যায় চটুল। সে ইতিমধ্যেই সকল কথা কহিতে সমর্থ, আর্ণেষ্ট ততদূর সুন্দর নহে, কেবল তাহার চঞ্চল ধূমল নয়নদ্বয় অতি সুরম।' এই সময়ে শিশু কুমারদ্বয় তাঁহাদিগের পিতৃব্য প্রিন্স লিওপোল্ডের নিকট প্রথম পরিচিত হন। প্রিন্স লিওপোল্ড নিজ স্ত্রী রাজকুমারী সার্লোটীর মৃত্যুর পর ১৮২০ খৃষ্টাব্দে রাজা চতুর্থ জর্জের ইংলণ্ডের সিংহাসনে অভিষেকান্তে প্রথম ইংলণ্ড পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মাতা লেখেন,—'আলবার্ট তাঁহার খুল্লতাত লিওপোল্ডকে বড় ভালবাসে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও সঙ্গ ত্যাগ করে না, তাঁহার প্রতি সাদরনয়নে দৃষ্টি দান, নিয়ত আলিঙ্গন, এবং তাঁহার নিকট অবস্থান ব্যতীত কোনমতে আনন্দানুভব করিতে পারে না। এই আসক্তি স্বভাবসিদ্ধ, এবং বয়োবৃদ্ধি সহকারে ক্রমে দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইবে।' প্রিন্স লিওপোল্ড নিজ বৃদ্ধা জননীর শীতকালে ইটালিতে বাস জন্য আয়োজনার্থ কোবর্গে আগমন করেন। বৃদ্ধা ডচেসকে যদিও তাঁহার সকল সন্তানই পরম স্নেহ করিতেন, কিন্তু তিনি লিওপোল্ডের বিশেষ স্নেহপাত্রী ছিলেন, সুতরাং লিওপোল্ডও তাঁহার বিশেষ স্নেহাধিকার করেন। লিওপোল্ড নিজ জননী সম্বন্ধে লেখেন,—'সকল বিষয়েই তিনি প্রশংসিতা নারী ছিলেন; উদারহৃদয়া, বিশেষ অভিজ্ঞান-শক্তিসম্পন্না, এবং পৌত্রদিগকে অতীব স্নেহের সহিত ভাল বাসিতেন।' তাঁহার 'পরম প্রিয়দর্শন, সদয়স্বভাব, সাক্ষাৎ বদান্যস্বরূপ স্বামী শিল্পবিদ্যায় বিশেষ দক্ষ এবং তৎপ্রতি বিশেষ অনুরাগীরূপে প্রশংসনীয় ছিলেন।' রাজা লিওপোল্ড ব্যক্ত করেন যে, পরিবারের মধ্যে এক মাত্র আলবার্ট সেই সদ্‌গুণাবলীর অধিকারী হইয়াছেন। ভারতেশ্বরী আরলি ইয়ার্স নামক প্রিন্সের বাল্যজীবনী মধ্যে এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, 'তাঁহার (বৃদ্ধা ডচেস) ন্যায় তাঁহার অধিকাংশ সন্ততি এবং পৌত্রগণের নয়ন অতীব সরল এবং সুনীল, মুখশ্রী রমণীয় এবং নাসা সুদীর্ঘ।'

স্বভাবতঃ দয়াশীলা, প্রবলা বুদ্ধিমতী, পরোপকারিণী, সেক্স-গোথা-আলটেনবর্গের ডিউক অগষ্টাসের দ্বিতীয়া স্ত্রীও (কুমারদ্বয়ের জননীর বিমাতা) কুমারদ্বয়কে অল্প স্নেহ করিতেন না। আরলি ইয়ার্স গ্রন্থের বিংশ পৃষ্ঠায় প্রকাশ—'বাস্তবিক তাঁহাদিগের পিতামহী এবং মাতামহী উভয়েই তাঁহাদিগের প্রতি সমধিক স্নেহ, এবং মমতা প্রদর্শন জন্য প্রতিযোগিতা করি-

তেন।' শিশুদ্বয় বয়স্ক হইলে, তাঁহাদিগের নিকট অবস্থান করিবেন, তাঁহারা নিয়ত এই কামনা করিতেন। এমতে ১৮২২ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে কুমারদ্বয়ের জনক জননী কিয়ৎ কালের জন্য কোবর্গ পরিহার, এবং পিতামহী ইটালিতে গমন করায়, তাঁহাদিগের মাতামহী কুমারদ্বয়কে নিজ সন্নিকটে রক্ষা করিবার কামনা করায়, তাঁহারা কয়েক সপ্তাহ কাল তাঁহার নিকট অবস্থান পূর্ব্বক আবাসে প্রত্যাগমন করিতে উদ্যত হইলে, তিনি অতীব দুঃখিত-হৃদয়ে বিদায় দান করেন। কুমারদ্বয় কোবর্গে উপনীত হইলে, পিতামহী নিজ স্নেহপাত্রদ্বয়কে অতীব আনন্দের সহিত গ্রহণ করেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ২৭এ জুনে তিনি লেখেন,—'গত কল্য আমার প্রিয় শিশুদ্বয় গোথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছে। আমার হৃদয় আনন্দে উচ্ছলিত হইতেছে। আর্ণেষ্ট অত্যন্ত বড় হইয়াছে ··· আলবার্ট তাহার ভ্রাতা অপেক্ষা অত্যন্ত ক্ষুদ্রকায় এবং কুঞ্চিতকেশে যেন স্বর্গীয় শিশুর ন্যায় সুন্দর।' তৎ সাময়িক চিত্রকর ডল কুমারদ্বয়ের যে চিত্রাঙ্কন করেন, তদ্দৃষ্টে সহজেই অনুমান হয় যে, পিতামহী স্নেহাধিক্য বশতঃ অতিরিক্ত বর্ণনা করেন নাই। কয়েক মাস পরে তিনি পুনরায় এক পত্র মধ্যে প্রকাশ করেন,—'সাধারণ্যে তাহারা অতি উত্তম বালক, অত্যন্ত বশম্বদ, এবং সহজেই বাধ্য হয়। আলবার্ট মধ্যে মধ্যে অবাধ্য হয় বটে, কিন্তু আরক্তিম নয়ন দর্শনে ক্ষুদ্র শিশু তৎক্ষণাৎ বশ্যতা স্বীকার করে। এক্ষণে আমার দৃষ্টিতেই সে আজ্ঞাবহ হয়।' কুমারদ্বয়ের শৈশব স্বভাব-সুলভ উদ্ধত প্রকৃতি দয়াবতী পিতামহীর পক্ষে কথঞ্চিৎ কষ্টদায়িকা হইয়াছিল। কয়েক মাস পরে তিনি লেখেন,—'বালকদ্বয় অত্যন্ত উদ্ধত, এবং আর্ণেষ্ট তালচঞ্চু পক্ষীর ন্যায় ধাবমান হয়।' কুমারদ্বয় এই সময়ে এক জন শিক্ষকের অধীনে অর্পিত হইবেন, এমত প্রস্তাব হওয়ায়, পিতামহী তুষ্ট হন, কিন্তু মাতামহী ভীতা হন। কুমারদ্বয় নিতান্ত শিশু—এক জনের বয়ঃক্রম পঞ্চ বর্ষ এবং অপর চতুর্থ বর্ষের নিম্নবয়স্ক, এবং ক্ষীণকলেবর হওয়ায়, ধাত্রীর নিকট হইতে এক জন পুরুষ শিক্ষকের অধীনে উভয়কে রক্ষা করিলে, শিক্ষক শিশুদ্বয়ের শৈশব-অভাব এবং পীড়াদি নিরাকরণ করিতে পারিবেন না বলিয়া মাতামহী চিন্তিতা হন। কিন্তু কুমার আলবার্ট নিতান্ত শিশু হইলেও এই পরিবর্ত্তনে প্রীত হন, প্রত্যহ শিক্ষকের ক্রোড়ে আরোহণ করিয়া উপরিতল হইতে নিম্নে পাঠাগারে আগমনকালে আনন্দ প্রকাশ করেন, এবং এই শৈশব সময় হই-

তেই নারীর অধীনতায় থাকিতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। কোবর্গবাসী ফ্লরশ্চুজ নামক এক জন অধ্যাপক কুমারদ্বয়ের শিক্ষকতার ভার গ্রহণ করিয়া, উভয়ের বয়ঃপ্রাপ্তি কাল পর্য্যন্ত শিক্ষা দান করেন। ছাত্রদ্বয়ের সদ্‌গুণরাজি তাঁহার অধ্যাপনা কার্য্যকে প্রীতিপ্রদ করিয়াছিল। প্রথম হইতেই কনিষ্ঠ কুমার শিক্ষকের চিত্তাকর্ষণ করেন। শিক্ষক লেখেন,—'প্রকৃতি এই সুন্দর শিশুর প্রতি প্রত্যেক অনুগ্রহ বর্ষণ করিয়াছে; সকলেই ইহাঁর প্রতি সানন্দ-নয়নে দৃষ্টি দান করেন এবং ইহাঁর দৃষ্টিও সকলের হৃদয় অধিকার করে।' আলবার্টের লাবণ্য যেরূপ তাঁহার মাতার ন্যায় হইয়াছিল, সেইমত তিনি জননীর ন্যায় চটুল, বাকপটু, এবং সদানন্দপ্রকৃতি হন। জননী আলবার্টকে সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহ করিতেন। অতিরিক্ত স্নেহ প্রকাশ সূত্রে ভ্রাতাদ্বয়ের মধ্যে সদ্ভাব বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও তিনি সেই স্নেহ প্রকাশে ক্ষান্ত হইতেন না। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আলবার্ট মাতার এই অতিরিক্ত স্নেহ অধিক দিন সম্ভোগ করিতে সমর্থ হন না। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে আলবার্টের জনক জননীর মধ্যে মনান্তর উপস্থিত হওয়ায়, উভয়ে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র বাস করেন এবং ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে উভয়ে স্ত্রী-স্বামি-সম্বন্ধ ত্যাগ করেন। পাশ্চাত্য জগতে এরূপ প্রথা বহুকাল হইতেই প্রচলিত। যাহা হউক কুমারদ্বয়ের গর্ভধারিণী সন্তানযুগলের হৃদয়ে যে দৃঢ় স্নেহস্তম্ভ প্রোথিত করেন, সন্তানদ্বয় মাতাকে তদবধি আজীবন দেখিতে না পাইলেও তাহা হৃদয়ে ধারণ করিয়া ছিলেন। কুমারদ্বয়ের পরিত্যক্তা জননী ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে সুইজার্ল্যাণ্ডের অন্তর্গত সেণ্ট ওয়েণ্ডেন নামক স্থানে দীর্ঘকাল শোচনীয় রোগ ভোগের পর দ্বাত্রিংশ বর্ষ বয়সে ইহ জগৎ পরিহার করেন। আরলি ইয়ার্স গ্রন্থে (৮ম পৃষ্ঠা) ভারতেশ্বরী লেখেন,—'প্রিন্স কখনও তাঁহাকে বিস্মৃত হন নাই, এবং তাঁহার জননী সম্বন্ধে নিতান্ত ক্ষুণ্ণহৃদয়ে এবং শোকগ্রস্তভাবে কত কথা বলিতেন এবং তাঁহার বিবাহের পর জননীর দুঃখদ এবং শোচনীয় পীড়ার বিবরণ পাঠকালে অতীব শোক প্রাপ্ত হন। তিনি শৈশবে নিজ মাতার নিকট হইতে যে একটি পিন (অলঙ্কার বিশেষ) প্রাপ্ত হন, রাজ্ঞীকে (ভারতেশ্বরীকে) তাহাই প্রথম উপহার স্বরূপ প্রদান করেন। প্রিন্সেস লুইসির (প্রিন্সের চতুর্থী কন্যা; যাঁহার পিতামহীর নামানুসারে লুইসি হইয়াছে) মুখাকৃতি তাঁহার (প্রিন্সের মাতার) ন্যায় হইয়াছে এমত প্রকাশ।'

কুমারদ্বয় মাতৃ-স্নেহশূন্য হইলে, পিতামহী এবং মাতামহী উভয়ে সম-ভাবে মাতৃস্থলাভিষিক্তা হইয়া, পরম স্নেহ প্রকাশ এবং কুমারদ্বয়ের বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাঁহাদিগের প্রতি দৃঢ় আনুরক্তি, বুদ্ধি এবং জ্ঞান বৃদ্ধি দর্শনে অসীম আনন্দ সঞ্চয় করেন। অতি শৈশব সময় হইতেই শিক্ষার প্রতি আলবার্টের সবিশেষ যত্ন দৃষ্ট হইতে থাকে। আরলি ইয়ার্স গ্রন্থে (২৮ পৃষ্ঠা) প্রকাশ যে, 'কোন একটা কিছু করিতেই হইবে, ইহা তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া গণ্য ছিল। শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার যেরূপ উদ্যম ছিল, বাল্য ক্রীড়াতেও সেইমত দৃষ্ট হইত, এবং যদিও শৈশবে তিনি ক্ষীণকায় বালক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার তেজস্বী স্বভাব তাঁহার ভ্রাতা এবং শৈশব সহচরদিগকে পরাস্ত এবং বশীভূত করিত এবং সময়ে সময়ে তিনি নিজ বাহুবলে সর্ব্বোপরি প্রাধান্য বিস্তার করিতেন।' কাউন্ট আর্থার মেনসড্রফ লেখেন,—'তিনি কেবল মাত্র প্রতারণা এবং অন্যায় কার্য্যে ক্রুদ্ধ হইতেন। আমার স্মরণ হয়, শৈশবে এক দিন আলবার্ট, আর্ণেষ্ট, ফার্ডিনাণ্ড, আগষ্টাস, আলেকজাণ্ডার, আমি এবং অপর কতিপয় বালক রোজিনা নামক স্থানে ক্রীড়া করিতেছিলাম এবং কথা হয় যে, আমাদিগের মধ্যে কয়েক জনে প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী প্রাচীন ধ্বংসা-বশিষ্ট উচ্চ দুর্গ অধিকার করিব, এবং অপর কয়েক জনে তাহা রক্ষা করি-বার চেষ্টা করিবে। আমাদিগের মধ্যে এক জন প্রস্তাব করে যে, দুর্গের পশ্চাদ্ভাগে এমত এক স্থান আছে যে, আমরা সেই স্থান দিয়া গুপ্তভাবে অলক্ষ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দুর্গাধিকার করিতে পারিব। এতচ্ছ্রবণে আলবার্ট বলেন যে,—"স্যাক্সন বীরের পক্ষে ইহা নিতান্ত অন্যায় কার্য্য, কারণ স্যাক্সন বীর সম্মুখ সমরেই শত্রুকে পরাস্ত করিবে।" এমতে আমরা উক্ত দুর্গাধিকার জন্য এরূপ বীরত্বের সহিত ধর্ম্মযুদ্ধ করি যে, আলবার্ট ভ্রম ক্রমে (আমি তাঁহার পক্ষীয় হইলেও) আমার নাসার উপর এরূপ মুষ্ট্যাঘাত করেন যে, আজি পর্য্যন্ত নাসায় তাহার চিহ্ন রহিয়াছে। তিনি আমাকে আঘাত করায় কত দূর দুঃখিত হন, তাহা আমার প্রকাশ করিবার আবশ্যক নাই।' (আরলি ইয়ার্স, ৫৭ পৃষ্ঠা)

শিক্ষক কুমার আলবার্টের আর দুইটি মহৎ সদ্গুণের উল্লেখ করেন। সৎ-কার্য্য এবং পরোপকার সাধন তাঁহার ব্রত ছিল এবং কেহ তাঁহার কোন উপকার করিলে, তাঁহার পক্ষে তাহা যতই কেন সামান্য হউক না, কৃতজ্ঞ-

চিত্ত তাহা তাঁহাকে কখনই বিস্মৃত হইতে দিত না। দশ বর্ষ কাল পর্য্যন্ত তিনি মধ্যে মধ্যে প্রায়ই পীড়াক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইতেন, এবং সেই সময়ে তাঁহার স্বভাবের মাধুর্য্য বিলক্ষণ প্রকাশ পাইত। 'সেই সময়ে তাঁহার হৃদয়-দ্বার সমগ্র জগতের পক্ষে উদ্ঘাটিত হইত। কত মহোচ্চ সৎ প্রস্তাব করিতেন, এবং আরোগ্য লাভের পর তৎ সমস্ত কার্য্যে পরিণত করিতে মনস্থ করিতেন—এবং যদিও তিনি নিজে স্পষ্ট পরিতুষ্ট হইতেন না, কিন্তু চিন্তায় এবং কার্য্যে সম্পূর্ণ স্বর্গীয় শিশুর ন্যায় মানসিক ভাব এবং আচরণ প্রদর্শন করিতেন।' (আরলি ইয়ার্স, ১০৬ পৃষ্ঠা) তাঁহার সম্পর্কীয় ভ্রাতা কাউন্ট আর্থার মেনসড্রফ লেখেন,—'তঁহার বাক্য এবং কার্য্য সম্পূর্ণ নৈতিক নির্ম্মলতাপূর্ণ ছিল।' তাহাই তাঁহার প্রকৃতির প্রশংসনীয় মাধুর্য্যের মূল। সুস্থ এবং সরলমতি বালকদিগের ন্যায় তিনি সদানন্দময় ছিলেন, এবং তাঁহার একটি বিশেষ গুণ ছিল যে, তিনি ব্যঙ্গব্যঞ্জক অনুকরণ দ্বারা অসীম হাস্যোৎপাদন করিতে পারিতেন। কিন্তু রহস্য ব্যতীত কোন মনুষ্যের অবমাননার জন্য বিদ্রূপাত্মক অনুকরণ করিতেন না। কুমারদ্বয়ের পদোপযুক্ত উচ্চ এবং বিস্তৃত শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বিত হয়। ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, ন্যায়, ধর্ম্মনীতি, লাটীন, আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাবলী, চিত্রবিদ্যা এবং সংগীতবিদ্যা শিক্ষার মধ্যে ধার্য্য হয়। বাল্যকালে শেষোক্ত বিদ্যাদ্বয়ের প্রতি কুমারদ্বয় বিশেষ মনোযোগী হন। আলবার্ট বাল্যকাল হইতেই প্রাণীতত্ত্ব শিক্ষায় সবিশেষ আসক্ত ছিলেন। এই প্রাণীতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা পরিণামে তাঁহার যশঃ সৌরভ বিকীর্ণ করে। তাঁহার অগ্রজও এ বিষয়ে তাঁহার সহযোগী ছিলেন। উভয় ভ্রাতা বাল্যকালে নানা স্থান হইতে যে সমস্ত প্রাণী সংগ্রহ করিয়া, "আর্ণেষ্ট-আলবার্ট-মিউজিয়ম" নামক চিত্রশালিকা স্থাপন করেন, তাহা এক্ষণে কোবর্গের ফেষ্টুঙ্গ নামক দুর্গে রক্ষিত হইয়াছে। কুমারদ্বয় পিতার রোজিনা, কালেনবর্গ, কোবর্গের নিকটবর্ত্তী কেটিনডর্ফ এবং গোথার * অন্তর্ব্বর্ত্তী রাইনার্টব্রুন প্রভৃতি নানা স্থানের গ্রাম্য

* প্রিন্স আলবার্টের মাতামহ সালফিল্ড-গোথার ডিউক আগষ্টাস ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁহার ভ্রাতা ডিউক ফ্রেডরিক উত্তরাধিকারী হইয়া, ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে অপুত্রকাবস্থায় মানবলীলা সম্বরণ করিলে, কোবর্গের ডিউক (আলবার্টের পিতা) গোথা প্রদেশ প্রাপ্ত হইয়া, কোবর্গ-গোথার ডিউক নামে অভিহিত হন।

আবাসে অবস্থানকালে প্রাণীতত্ত্ব শিক্ষার বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হন। গ্রাম্য নিবাসে অবস্থান কালে নদ, নদী, বন, উপবন, এবং ভূধরমালার স্বাভাব সৌন্দর্য্য এবং নানাবিধ জীব জন্তু দর্শন দ্বারা কুমারদ্বয় অসীম আনন্দ অনুভব করেন। শিকার্য্য জীব জন্তু দ্বারা উক্ত প্রদেশাবলী স্বভাবত পূর্ণ, সুতরাং নিজ পিতা এবং ভ্রাতার সহিত আলবার্ট মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া, শিকার বিদ্যায় দক্ষতা লাভ করেন। যদিও তিনি শিকার বিদ্যায় অগ্রজ অপেক্ষা অল্প দক্ষ ছিলেন না, কিন্তু তিনি কেবল মাত্র ব্যায়াম, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, স্বাভাবিক নব নব দৃশ্য এবং পদার্থ পর্য্যবেক্ষণ জন্যই শিকারে বহির্গত হইতেন। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, 'লোকেরা কেন সমস্ত দিবস মৃগয়ায় বন্দুক চালনা করে, আমি তাহা বুঝিতে পারি না। আমি মৃগয়াকে কেবল কয়েক ঘণ্টা কাল মাত্র আনন্দানুভবের কারণ বলিয়া স্বীকার করি। ইংলণ্ডের লোকেরা মৃগয়াকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম মধ্যে গণ্য করিতেছে।' প্রিন্স আলবার্ট এইরূপে মানসিক এবং শারীরিক উভয়বিধ শ্রম দ্বারা অচিরেই সবল, সুস্থ এবং কার্য্যদক্ষ বালক রূপে পরিণত হন।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে জ্যেষ্ঠ কুমার আর্ণেষ্টের সপ্তদশ বর্ষ বয়ক্রমকালে শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক স্বধর্ম্মে বিশ্বাস স্বীকার করিবার সময় উপস্থিত হয়। দেহ এবং মন বিভিন্ন হইলেও উভয় ভ্রাতার হৃদয় অভিন্ন ছিল। নিজ অনুজের 'অতুলনীয় মহান এবং ধীর' স্বভাবের প্রতি আর্ণেষ্ট যথেষ্ট সম্মান করিতেন, এবং সেই সূত্রে উভয় ভ্রাতার হৃদয়ে অকৃত্রিম সৌহার্দ্য ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আর্ণেষ্টের জীবনের এই প্রথম পবিত্র কার্য্যানুষ্ঠান সময় হইতে যাহাতে প্রিন্স বাল্যসহবাসী—সহচর প্রিয় ভ্রাতার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র রক্ষিত না হন, এবং যাহাতে কনিষ্ঠ কুমারেরও এই সময়ে শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক স্বধর্ম্মে বিশ্বাস স্বীকার অসাময়িক বলিয়া গণ্য না হয়, তাঁহা পরিবারবর্গের প্রার্থনীয় হওয়ায়, প্রিন্স ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের "পাম সাণ্ডে" নামক রবিবাসরে কোবর্গস্থ প্রাসাদের ভজনাগারে শপথ গ্রহণপূর্ব্বক স্বধর্ম্মে বিশ্বাস স্বীকার করেন। এতদুপলক্ষে ধর্ম্ম সম্বন্ধে উভয় কুমারের পরীক্ষা গৃহীত হয়। প্রিন্স আলবার্ট সেই পরীক্ষায় প্রীতিপ্রদরূপে উত্তীর্ণ হন এবং প্রশ্নোত্তরে ব্যক্ত করেন যে,—'আমি এবং আমার ভ্রাতা স্বীকৃত সত্যে (খৃষ্টধর্ম্মে) বিশ্বাসীরূপে আজীবন অবস্থান করিতে, দৃঢ়রূপে মনন করি-

য়াছি।' এই উত্তর উভয় ভ্রাতার হৃদয়ের অভিন্নতা দৃঢ়রূপে প্রতিপাদন করিতেছে। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে বেলজিয়ম-রাজ লিওপোল্ডের (আলবার্টের খুল্লতাত) সহিত সাক্ষাৎ জন্য তদীয় রাজধানী ব্রুসেলে গমন ব্যতীত একাল পর্য্যন্ত কুমারদ্বয় অন্য কুত্রাপি গমন করেন নাই। স্বধর্ম্মে বিশ্বাস স্বীকারের পর উভয় কুমার তাঁহাদিগের প্রমাতামহ (মাতামহীর পিতা) ডিউক অব মেকলিনবর্গ-স্বয়ারিণের পঞ্চাশদ্বার্ষিকী সিংহাসনাধিরোহণোৎসব দর্শনার্থ মেকলিনবর্গে গমন করেন। তথায় কিয়দ্দিবস অতিবাহিত করিয়া, প্রুসিয়ার রাজধানী বার্লিন নগরে উপনীত হন। উভয় ভ্রাতা, উভয়ত্র সমাদরে গৃহীত এবং সকলের প্রশংসাভাজন হন। প্রিন্স আলবার্ট বার্লিন হইতে (৯ই মে, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ) নিজ বিমাতাকে * লেখেন,—'আমরা যে ক্লান্তি স্বীকার করিতেছি, তাহা এক জন প্রবল বলশালির সাধ্যসাপেক্ষ। সাক্ষাৎ, সৈন্যদলের রণাভিনয় দর্শন, অশ্বারোহণে ভ্রমণ, প্রাতর্ভোজ, মধ্যাহ্নভোজ, সায়হ্নভোজ, নৃত্যসভায় গমন এবং ঐক্যতান বাদন শ্রবণ ক্রমাগত অবিশ্রান্তভাবে চলিয়াছিল, এবং আমরা ইহার কোন একটী হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হই নাই।' বার্লিন হইতে কুমারদ্বয় ড্রেসডেন, প্রেগ, ভিয়েনা, পেষ্ট, এবং অফেণ ভ্রমণ করিয়া, মে মাসের শেষে কোবর্গে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক শিক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত হন। এই সময়ে প্রিন্স আলবার্ট জর্ম্মাণ সাহিত্য এবং ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়নে দৃঢ় নিবিষ্ট হন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রিন্স আলবার্ট 'জর্ম্মাণ জাতির চিন্তা প্রণালী' অভিধেয় এক প্রস্তাব লিখিয়া কোবর্গের ব্যায়াম বিদ্যালয়াধ্যক্ষ ডাক্তার শীবোডকে সমালোচনা জন্য অর্পণ করেন। প্রিন্স ঐতিহাসিক প্রণালীতে জর্ম্মাণজাতির সভ্যতার উন্নতিবিবরণ বিশদরূপে উক্ত প্রস্তাবে বিবৃত করেন। ষোড়ষবর্ষীয় যুবকের পক্ষে এরূপ গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ সামান্য কথা নহে। প্রিন্স বিশেষ তত্ত্বানুসন্ধান, এবং পর্য্যালোচনার পর যে, এই প্রস্তাব সমালোচনার্থ অর্পণ করেন, তাহা সহজেই অনুমেয়।

---

* প্রিন্স আলবার্টের জননী ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন, ইহা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। পরবর্ষের হেমন্তকালে প্রিন্সের পিতা ওয়ার্টেম্বার্গের কুমারী মেরিকে বিবাহ করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পরিণয়সূত্রে কোবর্গের ডিউকপরিবারের সহিত ইংলণ্ডের রাজপরিবারের আত্মীয়তা দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হয়। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে প্রিন্স আলবার্টের পিতার সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রিন্স লিওপোল্ড ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ জর্জের কন্যা প্রিন্সেস সার্লোটীকে বিবাহ করেন। চতুর্থ জর্জের পুত্র সন্তান না থাকায়, রাজকুমারী সার্লোটীর নিজ পিতার পরলোক প্রাপ্তির পর ইংলণ্ডের সিংহাসন প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তিনি ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই নবেম্বরে নবযৌবনে ভিন্নজগতে প্রস্থান করায়, চতুর্থ জর্জের পরে চতুর্থ উইলিয়ম রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন। প্রিন্স লিওপোল্ড ইংলণ্ডেশ্বরীর স্বামীরূপে ইংলণ্ড সুশাসন করিবেন ইংরাজজাতি ইহা আশা করিয়াছিলেন। করাল কাল সেই আশামূলে কুঠারাঘাত করে। প্রিন্স লিওপোল্ড নিজ স্ত্রী বিয়োগের পর ইয়ুরোপীয় প্রধান প্রধান রাজগণের প্রস্তাবমত ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে বেলজিয়ম রাজ্যের সিংহাসন প্রাপ্ত হন এবং ফ্রান্সের তৎকালীন অর্লিয়েন্স বংশীয় রাজা লুইস ফিলিপের কন্যাকে বিবাহ করেন। প্রিন্স লিওপোল্ড স্বতন্ত্র রাজ্য প্রাপ্ত হইলেও ইংলণ্ডের প্রতি তাঁহার মমতা হ্রাস হয় নাই। নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র প্রিন্স আলবার্ট এবং নিজ ভাগিনেয়ী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার প্রতি তিনি আজীবন অশেষ স্নেহ প্রদর্শন এবং উভয়ের অসীম মঙ্গল সাধন করেন। প্রিন্সেস সার্লোটীর মৃত্যুর পর ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ জর্জের চতুর্থ ভ্রাতা ডিউক অব কেণ্ট একান্ন বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ১১ই জুলাই প্রিন্স আলবার্টের পিতার কনিষ্ঠা ভগ্নী ভিকটোয়ার মেরিয়া লুইসি প্রিন্সেস লিনিনগেনকে বিবাহ করেন। লুইসি ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে লিনিনগেনের প্রিন্স এমিক চার্লসের সহিত তাঁহার প্রথম পরিণয় হয়। এই বিবাহের ফল স্বরূপ একটী পুত্র ও একটী কন্যা জন্মে। পুত্রের নাম চার্লস এমিক প্রিন্স লিনিনগেন এবং কন্যার নাম আনা ফিয়োডারা। * হোহেনলো-ল্যাঙ্গেনবর্গের প্রিন্সের সহিত কন্যাটির পরিণয় হয়। ১৮১৩ খৃঃ

* প্রিন্স চার্লস এমিক ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র (ভারতেশ্বরীর ভ্রাতুষ্পুত্র) আর্নেষ্ট, প্রিন্স লিনিনগেন এক্ষণে ইংলণ্ডের রণতরীদলে নিযুক্ত থাকিয়া, একখানি রণতরীর অধ্যক্ষতা করিতেছেন। ভারতেশ্বরীর ভগ্নী আনা ফিয়োডোরা প্রিন্সেস হোহেনলো-ল্যাঙ্গেনবার্গ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

অব্দে লুইসির স্বামী ইহলোক পরিহার করায়, তিনি পুনরায় (১৮১৮ খৃঃ ১১ই জুলাই) পূর্ণযৌবনে ডিউক অব কেণ্টের সহধর্ম্মিণী হইয়া, ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২৪ মে এক কুমারী প্রসব করেন। সেই কুমারী বর্ত্তমান ইংলণ্ডেশ্বরী—ভারতের রাজরাজেশ্বরী ভিকটোরিয়া—পৃথিবীর সপ্তমাংশে যাঁহার জয়পতাকা উড্ডীয়মান এবং প্রভাকর এক মুহূর্ত্তও যাঁহার পতাকাকে কর দান করিতে ক্ষান্ত হইতে পারেন না। ভারতেশ্বরীর পিতা ডিউক অব কেণ্ট যে দিন দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেন, সেই দিনেই ডিউক অব কেণ্টের তৃতীয় অগ্রজ তৎকালীন অপুত্রক ডিউক অব ক্ল্যারেন্স পুনরায় বৃদ্ধ বয়সে দ্বিতীয়বার পরিণীত হন। তৎকালে ইংলণ্ডাধিপতি চতুর্থ জর্জ অপুত্রক থাকায়, এবং তাঁহার এক মাত্র কন্যা সার্লোটী প্রাণ ত্যাগ করায়, এবং কন্যা বিয়োগের পূর্ব্বে তিনি নিজ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করায়, তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির পর ডিউক অব ক্ল্যারেন্সের রাজ-সিংহাসন প্রাপ্তি এবং তাঁহার বিয়োগে তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে পুত্র বা কন্যা জন্মিলে, তাঁহার সিংহাসন প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিলেও † ডিউক অব কেণ্ট নিজ নবকুমারীকে ক্রোড়ে লইয়া, আত্মীয় এবং মিত্রসমাজে তাঁহাকে প্রদর্শন পূর্ব্বক নিয়ত বলিতেন, 'আপনারা দেখুন, ইনিই ইংলণ্ডের রাজ্ঞী হইবেন।' ডিউক অব ক্ল্যারেন্সের নবপরিণীতা দ্বিতীয়া ভার্য্যার গর্ভে দুইটী কুমারী জন্ম গ্রহণ করিয়া, শৈশবেই প্রাণ ত্যাগ করেন, কিন্তু আরও সন্তান জন্মিয়া তাঁহার উত্তরাধিকারীত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন বলিয়া তৎকালে সন্দেহ থাকে। এমতাবস্থায় কুমারী ভিকটোরিয়াকে তাঁহার ভাবি মহোচ্চ এবং প্রার্থনীয় পদ প্রাপ্তির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা সংবাদ অজ্ঞাত রাখিয়া, তাঁহাকে শিক্ষিতা করা কর্ত্তব্য বিবেচিত হয় এবং তিনি যত দিন না দ্বাদশবর্ষাতিক্রম করেন, তত দিন সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারেন নাই যে, তাঁহার ইংলণ্ডের সিংহাসন প্রাপ্তি সম্বন্ধে অন্য কেহ প্রতিযোগী আছেন কি না।

ভারতেশ্বরীর শাসনকর্ত্রী ব্যারনেস লেজেন ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বরে ভারতেশ্বরীকে লেখেন,—'মহামান্যা যৎকালে দ্বাদশবর্ষবয়স্কা ছিলেন, আপনার তৎকালীন কতকগুলি বিশেষ উক্তি এস্থলে উদ্ধৃত করিতে মহামান্যার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। আমি তৎকালে ডচেস অব কেণ্টকে (ভারতে-

† রাজা চতুর্থ জর্জ ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করিলে, ডিউক অব ক্ল্যারেন্স চতুর্থ উইলিয়ম উপাধি ধারণ পূর্ব্বক ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

শ্বরীর জননী) বলি যে, এক্ষণে মহামান্থার সিংহাসন প্রাপ্তি সংবাদ আপনাকে জ্ঞাত করা কর্ত্তব্য। তিনি আমার বাক্যে সম্মত হওয়ায়, আমি ঐতিহাসিক গ্রন্থমধ্যে বংশবৃক্ষ-তালিকা রক্ষা করি। মেং ডেবিস (ভারতেশ্বরীর শিক্ষক, যিনি পরে পিটারবরার বিসপ হন) গমন করিলে পর কুমারী ভিক্টোরিয়া নিয়মিতরূপে উক্ত গ্রন্থ খানি পুনরায় খুলেন এবং তন্মধ্যে অতিরিক্ত পত্র দর্শনে বলেন, "ইহা আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই।" আমি বলি "কুমারী, পূর্ব্বে আপনার ইহা দেখা কর্ত্তব্য বিবেচিত হয় নাই।" "আমি দেখিতেছি যে, আমি সিংহাসনের নিকটবর্ত্তিনী, পূর্ব্বে ইহা ভাবি নাই।" আমি বলিলাম "ইহা সত্য।" কয়েক মুহূর্ত্ত পরে কুমারী বলেন, "অনেক বালিকা ঈর্ষা করিতে পারে, কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে, ইহা কিরূপ বিপদসঙ্কুল। ইহাতে বিলক্ষণ জাঁকজমক আছে, কিন্তু উহার দায়ীত্ব সমধিক।" কুমারী কথোপকথন কালে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী উত্তোলন পূর্ব্বক শেষ সেই ক্ষুদ্র কর আমার করে অর্পণ করিয়া বলেন,—"আমি উত্তমা হইব। আপনি কেন আমাকে শিক্ষার—বিশেষ লাটীন শিক্ষার জন্য জিদ করেন, এক্ষণে আমি বুঝিলাম। আমার জেঠাই আগষ্টা এবং মেরি কখনও তাহা অধ্যয়ন করেন নাই; কিন্তু আপনি আমাকে বলেন যে, লাটীনই ইংরাজী ব্যাকরণের এবং উত্তমরূপে ভাব প্রকাশের মূল, এবং আপনার ইচ্ছামত আমি ইহা অধ্যয়ন করিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে আমি সমস্ত উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলাম।" কুমারী আমার করে করার্পণ করিয়া বারম্বার বলেন, "আমি ভাল হইতে চেষ্টা করিব!" আমি পরে বলি, "কিন্তু আপনার জেঠাই আডেলাইড এখনও অল্পবয়স্কা, এবং তাঁহার সন্তান হইতেও পারে, এবং তাঁহারাই তাঁহাদিগের পিতা চতুর্থ উইলিয়মের বিয়োগে সিংহাসন পাইতে পারেন, আপনি পাইতে পারেন না।" কুমারী উত্তর দান করেন,—"এবং যদি তাহাই হয়, আমি তাহাতে নিরাশ বোধ করিব না, কারণ জেঠাই আডেলাইড (চতুর্থ উইলিয়মের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী) আমাকে যেরূপ স্নেহ করেন, তাহাতেই আমি জানি, তিনি কিরূপ সন্ততিপ্রিয়া।" রাজ্ঞী আডেলাইডের দ্বিতীয়া কুমারী বিয়োগ হইলে, তিনি ডচেস অব কেণ্টকে লেখেন,—"আমার কন্যাদ্বয় মরিয়াছে, কিন্তু তোমারটী জীবীতা আছে, এবং সেটী আমারই।" ['আমি এতচ্ছ্রবণে ক্রন্দন করি, ও চিরদিনের জন্য অনুতাপিতা আছি।' ভারতেশ্বরী কর্ত্তৃক টীকা।]

কুমারী ভিকটোরিয়ার জন্ম গ্রহণের অষ্টম মাসের মধ্যে ডিউক অব কেন্ট (ভারতেশ্বরীর পিতা) অসময়ে (২৩এ জানুয়ারি, ১৮২০ খৃষ্টাব্দ) প্রাণ পরিহার করায়, প্রিন্স লিওপোল্ডের (ভারতেশ্বরীর মাতুল এবং প্রিন্স আলবার্টের খুল্লতাত) প্রতি ভারতেশ্বরীর এবং তাঁহার গর্ভধারিণীর রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পিত হয়। প্রিন্স লিওপোল্ড সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র স্কটল্যাণ্ড হইতে ডিউকের মৃত্যুস্থল সিডমাউথে দ্রুতগতি উপনীত হন। প্রিন্স লিওপোল্ড স্ত্রী-বিয়োগ শোকে নিতান্ত কাতর থাকায়, এত দিন নিজ ভাগিনেয়ীর প্রফুল্লানন দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই, কিন্তু এই সময় হইতে তিনি কুমারী ভিকটোরিয়ার পিতৃস্থানাভিষিক্ত হইয়া, তৎকার্য্য বিশেষ স্নেহ এবং বিজ্ঞতার সহিত সমাধা করেন। যত দিন না তিনি বেলজিয়ম-রাজ্যভার (১৮৩১ খৃষ্টাব্দে) প্রাপ্ত হন, তত দিন ইংলণ্ডে অবস্থান করিয়া, ভাগিনেয়ীকে লালন পালন, সুশিক্ষা দান এবং পরে বেলজিয়ম-রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া, আজীবন নিয়ত সদুপদেশ দান দ্বারা নিজ ভাগিনেয়ীর অশেষ শুভ সাধন করেন। এই সূত্রেই কুমারী ভিকটোরিয়া এই সময় হইতেই তাঁহার কোবর্গস্থ আত্মীয় মণ্ডলীর বিশেষ স্নেহপাত্রী এবং আদরের ধন হন। কুমারী ইংলণ্ডের ভাবি রাজ্ঞী রূপে নির্দ্ধারিতা হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার সহিত তদীয় কোবর্গস্থ মাতুল কুমারদ্বয়ের মধ্যে কোন এক জনের পরিণয় দান কামনা আত্মীয়গণের হৃদয়ে এরূপ বদ্ধমূল হয় যে, প্রিন্স আলবার্টের ধাত্রী তাঁহার তিন বর্ষ বয়ক্রমকালে সান্ত্বনা প্রদান সময়ে 'ইংলণ্ডে বধূ আছেন' বলিয়া আদর করিতেন। (আরলি ইয়ার্স, ২১৩ পৃষ্ঠা) বর্ষবৃদ্ধি সহকারে বৃদ্ধা ডচেস (প্রিন্স আলবার্টের পিতামহী এবং ভারতেশ্বরীর মাতামহী) অব কোবর্গের অনুমানমত কুমারী ভিকটোরিয়ার রাজসিংহাসন প্রাপ্তি যতই সম্ভাবিত হইতে থাকে, আত্মীয়-বর্গের উক্ত পরিণয় বাসনা ততই প্রবল হয়, এবং কনিষ্ঠ কুমারের মানসিক এবং নৈতিক উৎকর্ষ দর্শনে সে আশা আরও দৃঢ় হইতে থাকে। বৃদ্ধা ডচেস অব কোবর্গ ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করিলেও তাঁহার কনিষ্ঠ কুমার প্রিন্স লিওপোল্ড যিনি এই সময়ে বেলজিয়মের শাসনভার প্রাপ্ত হন, তিনি নিজ জননীর প্রস্তাবে দৃঢ় সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া, নানা সূত্রে প্রিন্সের চরিত্রাদি বিলক্ষণ রূপে পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত করিতে মনন করেন।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে নিঃসন্দেহ নির্দ্ধারিত হয় যে, কুমারী ভিকটোরিয়া অনতিবিলম্বে ইংলণ্ডেশ্বরী হইবেন। এই সময়ে অনেকেই কুমারী ভিকটোরিয়ার পাণিপ্রার্থীরূপে দর্শন দান করেন, কিন্তু রাজা লিওপোল্ড এতকাল নিজ হৃদয়ক্ষেত্রে যে বীজ বপন করিয়া আশাবারি সিঞ্চনে পরিবর্দ্ধিত করিতেছিলেন, এই সময় তাহা ফলবান হইবার পূর্ব্ব লক্ষণ প্রকাশ পায়। রাজা লিওপোল্ডের চিত্তে দৃঢ়ভাবে এরূপ ধারণা হয় যে, তাঁহার ভাগিনেয়ীকে সুখিনী করিতে এবং ইংরাজ-রাজ্ঞীর স্বামিরূপে যোগ্যতার সহিত স্বকর্ত্তব্য পালন করিতে প্রিন্স আলবার্টের ন্যায় অন্য কোন রাজকুমারই সমর্থ নহেন। রাজা লিওপোল্ড কুমারী ভিকটোরিয়াকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, সুতরাং কেবল মাত্র নিজ কামনামত দ্রুতগতি এরূপ নির্ব্বাচন তাঁহার পক্ষে অতীব দায়ীত্বজনক, এবং হয়ত স্নেহ এবং পারিবারিক সম্বন্ধ এ বিষয়ে তাঁহাকে ভ্রান্তিকূপে নিক্ষেপ করিতে পারে, ইহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারেন। এই জন্যই যে ব্যক্তির এরূপ ভ্রান্তি হইবার সম্ভাবনা নাই, এবং যাঁহার প্রাজ্ঞতা এবং নির্ভীক স্বাধীনমতের প্রতি দৃঢ়রূপে নির্ভর করিতে সমর্থ, রাজা এ সম্বন্ধে সেই ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিতে মনন করেন। এই ব্যক্তি তাঁহার বহুকালের প্রাচীন বন্ধু, গোপনীয় উপদেশক—ব্যারণ খৃষ্টান ফ্রেডরিক ভন-ষ্টকমার। এই প্রশংসিত ব্যারণ ষ্টকমার, আলবার্ট-জীবন-নাটকাভিনয়ের এক জন প্রধান অভিনেতা, সুতরাং তাঁহার জীবনের পূর্ব্বাংশের কতক বিবরণ এস্থলে প্রকাশ করা অকর্ত্তব্য নহে।

ব্যারণ ষ্টকমার ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে কোবর্গে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে প্রিন্স লিওপোল্ড যে সময়ে ইংলণ্ডের তৎকালীন সম্ভাবিতা রাজ্ঞী—রাজা চতুর্থ জর্জের কন্যা কুমারী সার্লোটীকে বিবাহ করেন, ইনি তৎকালে তাঁহার গোপনীয় চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত হন। কুমারী সার্লোটী ইহাঁর করে করার্পণ করিয়া, নবযৌবনোদ্যমে নশ্বর দেহ পরিহার করেন এবং ইনিই প্রিন্স লিওপোল্ডের হৃদয়ে দারুণ বজ্রাঘাতকারী এই বিয়োগ সংবাদ—তাঁহার সুখ এবং আশাধ্বংসকারী সংবাদ প্রথমে উক্ত প্রিন্সকে জ্ঞাপন করেন। কিন্তু এক মাত্র ব্যারণ ষ্টকমারের সহানুভূতি এবং সুকৌশলসম্পন্ন আচরণে প্রিন্স লিওপোল্ড বিষাদবারিধি উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হন, নতুবা এই শোকে তিনি আজীবন মগ্ন থাকিতেন। এই সময় হইতে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ষ্টকমার,

প্রিন্স লিওপোল্ডের গোপনীয় মন্ত্রী এবং প্রাসাদাধ্যক্ষরূপে ইংলণ্ডে অবস্থান করিয়া, ইংলণ্ড, ইংরাজজাতি এবং ইংরাজশাসননীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং সেই সূত্রে প্রবল উদারমতবাদী, প্রাজ্ঞ এবং উচ্চ অঙ্গের নৈয়ায়িক হইতে সমর্থ হন। প্রিন্স লিওপোল্ড বেলজিয়মের রাজমুকুট ধারণ করিতে সম্মত হইলে, লণ্ডন নগরে প্রধান প্রধান রাজগণের দূতদিগের যে সন্ধিসমিতি হয়, ষ্টকমার তাহাতে রাজার গুপ্ত উপদেশক এবং প্রতিনিধিস্বরূপ উপস্থিত থাকেন, এবং তাঁহারই বিশেষ চেষ্টায় ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে বেলজিয়ম স্বাধীন রাজ্যরূপে বিঘোষিত হয়। প্রিন্স লিওপোল্ড যৎকালে রাজকুমারী সার্লোটীকে বিবাহ করেন, তৎকালে ইংলণ্ডের মহাসভা পার্লিয়ামেণ্ট তাঁহার যে বার্ষিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ করেন, প্রিন্স লিওপোল্ড বেলজিয়মের রাজ্যভার গ্রহণ করিলে, সেই বৃত্তিও গ্রহণ করা বিবেচিত হয়, এবং এক মাত্র ষ্টকমারের বুদ্ধিকৌশলে এবং নীতিজ্ঞতায় রাজা লিওপোল্ড সেই বৃত্তি প্রাপ্ত হইতে থাকেন। এতদ্ভিন্ন কার্য্যসূত্রে ষ্টকমার ইউরোপের প্রধান প্রধান নীতিজ্ঞের নিকট এবং ইংলণ্ডের লিবারেল এবং কনসারবেটীব অর্থাৎ উদার এবং রক্ষণশীল রাজনৈতিক সম্প্রদায়দ্বয়ের প্রধান প্রধান নেতার নিকট বিশেষরূপে পরিচিত হন। ষ্টকমার যেরূপ সৎ সেই মত নিস্বার্থ পরোপকারী ছিলেন। ইংলণ্ডের বিখ্যাত মন্ত্রী লর্ড পামরষ্টন লেখেন,—'আমার জীবনের মধ্যে আমি কেবল মাত্র এক জন নিস্বার্থ লোক দেখিয়াছি—তিনি ষ্টকমার।' ষ্টকমারের প্রভু লিওপোল্ড বেলজিয়মের রাজ্যভার গ্রহণ করিলে, ষ্টকমার তথায় কোন পদ গ্রহণ না করিয়া, ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে কোবর্গে নিজ নিবাসে গমন করিয়া, পরিবার মধ্যে বাস করেন। তিনি স্ববাসে অবস্থান পূর্ব্বক নিজ পূর্ব্ব প্রভুর সহিত নিয়ত পত্রাদি লিখন এবং সৎপরামর্শ দান করেন এবং তৎকালে প্রিন্স আলবার্টকে মধ্যে মধ্যে স্বচক্ষে দর্শন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের প্রথমেই ব্যারণ ষ্টকমার বেলজিয়মরাজকে লেখেন,—'আলবার্ট সুন্দর বালক, তাঁহার বয়সের পক্ষে দেখিতে বড়, প্রীতিপ্রদ এবং বিশেষ গুণ সম্পন্ন; এবং যদি এই ভাবে যায়, তাহা হইলে তিনি কয়েক বর্ষের মধ্যে সবল, সুন্দর, সদয়হৃদয়, সরল এবং উচ্চপ্রকৃতির লোক হইবেন। তাঁহার লোকরঞ্জন-ক্ষমতা বিলক্ষণ আছে, এবং সকল সময়ে সকল দেশের লোকই অবশ্য পরিতুষ্ট হইবেন। সৌভাগ্যের বিষয় যে, ইতিমধ্যেই তাঁহার কতক

ইংরাজী ভাব দৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, তাঁহার মানসিক ভাব কিরূপ ? এ সম্বন্ধেও তাঁহার স্বাপক্ষে অনেক মত শুনা যায়। কিন্তু এই মত ন্যূনাধিক পরিমাণে এক পক্ষীয়; এবং আমি যে পর্য্যন্ত না অধিক দিন তাঁহার প্রতি দৃষ্টি রক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছি, তত দিন তাঁহার যোগ্যতা এবং চরিত্রোৎকর্ষসাধন সম্ভাবনা সম্বন্ধে কোন মতবাদ প্রদান করিতে পারি না। প্রকাশ যে, তিনি সাবধানী, সপ্রতিভ এবং ইতিমধ্যেই সতর্ক। কিন্তু তাঁহার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট নহে। তিনি কেবল অতীব ক্ষমতাবান হইলে চলিবে না, প্রকৃত উচ্চসম্ভ্রমেচ্ছা এবং সেইমত প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। গুরুতর রাজনৈতিক কার্য্যে সমস্ত জীবনাতিবাহিত করিতে হইলে, কেবল উদ্যম এবং ইচ্ছা নহে, আগ্রহান্বিতমনস্থৈর্য্য স্বেচ্ছামত সুকৃতি সাধন জন্য আমোদ বিসর্জ্জন করিবে, ইহাও প্রার্থনীয়। যদি পরিণামে তিনি ইয়ুরোপের একটী সর্ব্বোচ্চ সম্মানের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া আত্মজ্ঞানের সহিত প্রীত না হন, তাহা হইলে নিয়ত কতই অনুতাপ করিবেন। যদি সর্ব্ব প্রথম হইতেই তিনি ইহা গুরুতর দায়ীত্বজনক ব্রত বলিয়া স্বীকার না করেন, (যে ব্রত দক্ষতার সহিত পালনের উপর তাঁহার সম্মান এবং সুখ নির্ভর করিতেছে) তাহা হইলে তাঁহার সফলতা প্রাপ্তির সামান্য সম্ভাবনা।'

উক্ত কথা গুলির অর্থ অতি গুরুতর এবং প্রিন্সের শিক্ষা প্রণালী এবং চরিত্র কিরূপ প্রণালীতে গঠিত হয়, তাহা নির্দ্দেশ করিতেছে। ষ্টকমার প্রিন্সের চরিত্র আরও কিছু দিন পর্য্যবেক্ষণ না করিলে, মতবাদ প্রকাশ করিতে পারিবেন না এমত জ্ঞাত করেন। কিন্তু তিনি প্রিন্সের চরিত্রের প্রতি পরবর্ত্তী কয়েক মাস সবিশেষ লক্ষ্য রাখিবার সুবিধা প্রাপ্ত হওয়ায়, সন্তোষের সহিত এরূপ মত প্রকাশ করেন যে, প্রিন্সের স্বভাব এবং মানসিক বৃত্তি এরূপ যে, তিনি যে গুরুতর দায়ীত্বজনক পদে নির্ব্বাচিত হইতেছেন, শিক্ষাবলে সময়ে যোগ্য হইতে পারিবেন এমত আশা আছে। কিন্তু বিজ্ঞ ষ্টকমার এই সময়ে একটী অপরিহার্য্য প্রস্তাব উপস্থিত করেন। তিনি বলেন যে, যত দিন না পাত্র এবং পাত্রী উভয়ের পরস্পর সাক্ষাৎ এবং পরিচয় হয়, এবং সেই সূত্রে উভয়ের হৃদয়ে প্রীতিবীজ বপিত হয়, তত দিন পর্য্যন্ত প্রিন্সের পক্ষ হইতে পাণী-পীড়ন প্রস্তাব উপস্থিত করা কর্ত্তব্য নহে। এই প্রস্তাব অনুসারে ডচেস অবকেণ্ট, নিজ ভ্রাতা ডিউক অব কোবর্গ এবং তদীয় কুমারদ্বয়কে

কেনসিংটন প্রাসাদে আগমন জন্য আমন্ত্রণ করিলে, উভয়ের সাক্ষাৎ এবং পরিচয়ের সন্তোষজনক সুযোগ উপস্থিত হয়। ষ্টকমার লিখেন যে,—' কিন্তু ইহা অবশ্য অনিবার্য্যরূপে ধার্য্য করা কর্ত্তব্য যে, এই আমন্ত্রণের উদ্দেশ্য এরূপ সংগোপনে রক্ষিত হইবে যে, কুমারী (ভিকটোরিয়া) এবং কুমার (প্রিন্স আলবার্ট) তাঁহা আদৌ জানিতে পারিবেন না।' এই প্রস্তাবমত ডিউক অব কোবর্গ নিজ কুমারদ্বয় সহ ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ইংলণ্ডে উপনীত হইয়া কেনসিংটন প্রাসাদে প্রায় এক মাস কাল অতিবাহিত করেন। আগমনের উদ্দেশ্য সংগোপনে রক্ষিত হয়। কিন্তু এক পক্ষে এই উদ্দেশ্য প্রিন্স আলবার্টের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল না, কারণ তাঁহার পিতামহী কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে তাঁহার নিকট এই প্রস্তাবিত পরিণয় কামনা প্রকাশ করিতেন। কিন্তু ইহা কেবল গুরুজনদিগের প্রার্থনীয় ব্যতীত প্রিন্স ইহা নিশ্চিত এমত অনুমান করিবার কোন কারণ প্রাপ্ত হন নাই। অন্য পক্ষে কুমারী ভিকটোরিয়াও এই আগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য জ্ঞাত না থাকায়, তিনিও স্বেচ্ছামত প্রিন্সের সহিত মিলিত, পরিচিত এবং প্রীতি স্থাপন করিতে সমর্থা হন। প্রিন্স আলবার্ট ইংলণ্ড ত্যাগ করিবা মাত্র রাজা লিওপোল্ড কুমারী ভিকটোরিয়াকে প্রস্তাবিত পরিণয় সম্বন্ধে নিজ মনোগত ভাব জ্ঞাপন করেন। কুমারী ভিকটোরিয়া ইহার যে উত্তর দান করেন, তাহাতে নিঃসন্দেহ প্রকাশ পায় যে, উভয়েরই বাসনা একবিধ। কুমারী ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুনে নিজ মাতুল রাজা লিওপোল্ডকে লিখেন,—' আমার প্রিয় মাতুল, আপনার নিকট এক্ষণে আমি এই মাত্র প্রার্থনা করিতেছি যে, এক্ষণে যিনি আমার প্রিয়তমস্থানীয় আপনি তাঁহার স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হইবেন, এবং তাঁহাকে আপনার বিশেষ অধ্যক্ষতাধীনে রক্ষা করিবেন। আমি আশা করি এবং বিশ্বাস করি যে, আমার পক্ষে এক্ষণে প্রয়োজনীয় এই বিষয়ক সমস্তই মঙ্গলজনকরূপে সাধিত হইবে।'

প্রিন্স আলবার্ট এ সম্বন্ধে পূর্ব্বের ন্যায় অন্ধকারেই অবস্থান করেন; কিন্তু তাঁহার রাজস্বামীপদ প্রাপ্তি সম্ভাবনা আশা করিয়া, নির্দ্ধারিত শিক্ষাপ্রণালী কার্য্যে পরিণত করা হয়। ষ্টকমার ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার অভ্যস্থ বহুদর্শিতা এবং প্রবল ধীশক্তি সহ এই শিক্ষাপ্রণালী নির্দ্ধারণ করিয়া রাজা লিওপোল্ডকে জ্ঞাত করেন। ব্যারণ ষ্টকমার প্রকাশ করেন যে, প্রিন্সের বর্ত্তমানকালের প্রয়োজনীয় শিক্ষার পক্ষে কোবর্গ উপযুক্ত স্থান নহে। তথায় যোগ্য শিক্ষক

থাকিতে পারেন বটে, কিন্তু মনুষ্য-চরিত্র কিরূপ এবং মনুষ্যগুলীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, প্রিন্সের পক্ষে ইহা অবশ্য জ্ঞাতব্য এবং অপর মনুষ্যমণ্ডলীর সহিত তাঁহার সংমিশ্রণ একান্ত প্রার্থনীয়, সুতরাং কোবর্গের ন্যায় ক্ষুদ্র স্থান সে শিক্ষার উপযুক্ত নহে। প্রুসীয় রাজধানী বার্লিন অপ্রার্থনীয় স্থান, কারণ তথায় প্রিন্সের পক্ষে প্রয়োজনীয় ইউরোপের বর্ত্তমান প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ সম্ভাবনা নাই। রাজনীতি এবং সমাজনীতি শিক্ষা পক্ষে বার্লিন যথোপযুক্ত স্থান নহে। শাসননীতি এবং সামরিক বিদ্যা শিক্ষা পক্ষে উপযুক্ত স্থান হইলেও অন্যত্র অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষার সহিত এতদুভয় বিদ্যা শিক্ষার সবিশেষ সম্ভাবনা। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নও ষ্টকমারের মনোনীত হয় না, কারণ তিনি বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন দ্বারা কেবল গ্রন্থগত জ্ঞান লাভ হয়, কার্য্যসাধক শিক্ষা হয় না; প্রিন্সের পক্ষে কার্য্যসাধক শিক্ষাই আবশ্যক। ষ্টকমার সর্ব্বশেষে বেলজিয়মের রাজধানী ব্রুসেলকেই প্রিন্সের পক্ষে শিক্ষার উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কারণ রাজা লিওপোল্ড তৎকালে পাশ্চাত্য জগতের প্রবল রাজনীতিতরঙ্গ মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন, এবং স্বরাজ্যে অনন্নুষ্ঠিতপূর্ব্ব নির্ব্বাচন শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন; এরূপ স্থলে প্রিন্স আলবার্ট নিজ পিতৃব্যের অধ্যক্ষতায় অবস্থান করিয়া সকল বিষয়েই সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন এবং কুমারী ভিক্টোরিয়ার সহিত তাঁহার পরিণয় না হইলেও তিনি রাজতন্ত্র প্রদেশে না থাকিয়া, এই নিয়মতন্ত্র প্রদেশে অবস্থান দ্বারা স্বাধীন রাজনীতিবিদ্যা উত্তমরূপে শিক্ষা করিতে পারিবেন।

ব্যারণ ষ্টকমারের উপরোক্ত পরামর্শমত প্রিন্স আলবার্ট নিজ অগ্রজের সহিত ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়াই ফ্রান্সের রাজধানী পারিস দর্শন এবং তত্রত্য অর্লিয়েন্স রাজবংশের নিকট পরিচিত হইয়া ব্রুসেলে উপনীত হন। উভয় কুমার ব্রুসেলে ইংলণ্ডস্থ ভূতপূর্ব্ব জার্ম্মাণ দূত ব্যারণ ওয়াইজম্যানের শিক্ষাধীনে নিযুক্ত হইয়া দশমাস কাল ইতিহাস এবং আধুনিক ভাষা সমূহ এবং সুবিখ্যাত গণিতাধ্যাপক কুইটলেটের নিকট উচ্চ অঙ্গের গণিত বিদ্যা এবং সামাজিক এবং প্রাকৃতিক বিধানাবলী শিক্ষা করেন। এই নবীন শিক্ষা দ্বারা প্রিন্স আলবার্টের চিন্তা নবীন পথগামী হওয়ায়, তিনি বিশেষ প্রীতি প্রাপ্ত হন। প্রিন্স আলবার্ট পরে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে ব্রুসেল হইতে

বন নামক স্থানের সুপ্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, অবকাশকাল ব্যতীত অষ্টাদশ মাস তথায় অধ্যয়ন করেন। প্রিন্স উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট বাল্যকালের ন্যায় দ্বিগুণ উদ্যমের সহিত অধ্যয়ন করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে সমধিক উন্নতি লাভ—বিশেষতঃ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, বার্ত্তাশাস্ত্র, এবং ন্যায়শাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করিয়া যশোভাজন হন। প্রিন্সের উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়স্থ সহাধ্যায়ী মিত্র লোয়েনষ্টিনের প্রিন্স উইলিয়ম লিখেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবকদিগের মধ্যে তিনি (প্রিন্স আলবার্ট) নিজ জ্ঞান, প্রগাঢ় শ্রম, এবং সমাজে প্রিয় আচরণ দ্বারা বিখ্যাত হন। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা সাধারণ বিধান, এবং বিবেকশাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিতে ভাল বাসিতেন এবং আমাদিগের ভ্রমণ কালে প্রায়ই বিচার প্রণালী এবং ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধে তর্কবাদ করিতেন।' এই গুরুতর শ্রমসাধ্য শিক্ষার সহিত প্রিন্স নিজ শারীরিক বলোৎকর্ষ সাধনেও অযত্নবান ছিলেন না। শিক্ষার ন্যায় বাহুবল প্রদর্শনেও তিনি সহপাঠীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করেন। একবার অসিযুদ্ধ পরীক্ষায় ত্রিশ জন প্রতিযোগির মধ্যে তিনি সর্ব্বপ্রধান পুরস্কার প্রাপ্ত হন। বিশ্ববিমোহিনী সংগীতবিদ্যাচর্চ্চাতেও তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না। এই বিদ্যায় তিনি বিশেষ পারদর্শী এবং সংগীত রচক বলিয়া প্রশংসিত হন। তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সহাধ্যায়ী লিখেন যে, সকলে প্রিন্স আলবার্টকে সকল বিদ্যায় দক্ষ বলিয়া গণনা করিতেন। 'কি বিজ্ঞান, কি শিল্প সকল শিক্ষাতেই তিনি প্রবল উদ্যমের সহিত লিপ্ত হইতেন, এবং তজ্জন্য তিনি শারীরিক বা মানসিক কোন প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে কাতর হইতেন না, বিশেষ কঠোর বিষয়গুলিই তাঁহার অধিক প্রিয় ছিল।' প্রিন্স আলবার্ট বাল্যকালে হাস্যোৎপাদক ব্যঙ্গব্যঞ্জক ব্যক্তি বিশেষের যে অঙ্গভঙ্গি এবং স্বরের অনুকৃতি করিতে সমর্থ হইতেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থানকালে সহপাঠীদিগকে তৎপ্রদর্শন দ্বারা হাস্যার্ণবে ভাসমান করিতেন।

প্রিন্স আলবার্ট বনের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবার কিয়দ্দিবস পরেই ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ উইলিয়ম ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ২০ জুনে প্রাণত্যাগ করায়, তৎকালীন অষ্টাদশবর্ষবয়স্কা কুমারী ভিকটোরিয়া ইংলণ্ডের অধিরাজ্ঞিপদের গুরুতর দায়িত্বভার প্রাপ্ত হন। তাঁহার দায়ীত্ব ইংলণ্ডের রক্ষণশীল (কনসারবেটীব) এবং উদারমতাবলম্বী (লিবারেল) নামক রাজনৈতিক সম্প্রদায়

দয় দ্বারা আরও গুরুতর হইয়া উঠে। সর্ব্বপ্রিয়া ভিকটোরিয়ার সিংহাসনাধিরোহণ সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া, উভয় সম্প্রদায় শাসনক্ষমতা প্রাপ্তির জন্য উভয়ে উভয়কে বিষাক্ত আক্রমণ এবং দ্বিগুণ বলের সহিত সেই সাম্প্রদায়িক বিবাদানল প্রজ্বলিতভাবে রক্ষা করেন। নবীনা রাজ্ঞী ভিকটোরিয়া ইংলণ্ডের মূলশাসননীতি সম্বন্ধে সবিশেষ শিক্ষিতা থাকায়, এবং পিতৃস্থানীয় রাজা লিওপোল্ডের প্রগাঢ় বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতাপ্রসূত সুমন্ত্রণাবলে এই গোলোযোগপূর্ণ অবস্থায় অটলভাবে অবস্থান করিতে সমর্থ হন।

কুমারী ভিকটোরিয়ার ইংলণ্ডের অধিরাজ্ঞী-পদ প্রাপ্তি সংবাদ শ্রবণ করিয়াই প্রিন্স অনতিবিলম্বে তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়া, ২৬এ জুনে নিম্নলিখিত পত্র লিখেন,—'আপনি এক্ষণে ইয়ুরোপের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী রাজ্যের অধিরাজ্ঞী, আপনার হস্তে কোটী কোটী লোকের সুখ নির্ভর করিতেছে। এই গুরুতর কার্য্যসাধনে স্বর্গ নিজবলে আপনাকে বলবতী করুন! আমি আশা করি আপনার রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী, সুখদ এবং সুপ্রশংসিত হইবে, এবং আপনার সুশাসন আপনার প্রজাপুঞ্জের ধন্যবাদ দ্বারা পুরস্কৃত হইবে।'

রাজ্ঞী সিংহাসনারোহণ করিলে পুনরায় তাঁহার মাতুলপুত্রের (প্রিন্স আলবার্টের) সহিত পরিণয় জনরব প্রবাহিত হওয়ায় * রাজা লিওপোল্ড আলবার্টকে সাধারণের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত করিবার জন্য ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে বন বিশ্ববিদ্যালয়ের হৈমন্তিকাবকাশকালে তাঁহাকে এবং তদীয় অগ্রজকে সুইজার্ল্যাণ্ড এবং উত্তর ইটালিতে প্রেরণ করেন। প্রিন্স আলবার্ট সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর দুইমাসকাল পাদচারে সুইজার্ল্যাণ্ড এবং উত্তর ইটালীর হ্রদতীরে পরিভ্রমণ করেন। তাঁহার পক্ষে পাদচারে ভ্রমণ বিশেষ কষ্টকর হইলেও সেই ভ্রমণ দ্বারা শিক্ষালাভের বিশেষ সম্ভাবনা বলিয়া, তিনি তৎকষ্ট অনায়াসেই সহ্য করেন, এবং নানাবিধ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তাঁহার সেই ক্লেশের যথেষ্ট লাঘবতা সাধন করে। অশেষ শিল্পপূর্ণ ভিনিস এবং মিলান দর্শনে তিনি পরমানন্দ প্রাপ্ত হন। কিন্তু এই ভ্রমণকালেও নবীনা রাজ্ঞী তাঁহার চিন্তাপথের বহির্ভূতা ছিলেন না; কারণ প্রিন্স যে যে স্থলে গমন করেন, সেই সেই স্থল হইতেই প্রাকৃতিক এবং ঐতিহাসিক নানাবিধ স্মারক দ্রব্য

* ভারতে এরূপ সম্বন্ধস্থলে পরিণয় শাস্ত্রাসিদ্ধ এবং নিন্দনীয় বটে, কিন্তু ইংলণ্ডীয় সামাজিক প্রথামত ইহা আদরনীয়।

সংগ্রহ করিয়া প্রত্যাগত হইয়া তৎসমস্ত উপহার স্বরূপ রাজ্ঞীর নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু এতদিন উভয় ভ্রাতার যে জীবন এক তরঙ্গে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, আগামি বর্ষে সেই উভয় জীবন বিভিন্ন তরঙ্গাভিঘাতে প্রধাবিত হইবে, এই সময়ে সেই ভাবি ভাবনা সমুদিত হওয়ায় এই নির্ম্মল ভ্রমণানন্দ কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষীণকায় হয়।

প্রিন্স আলবার্ট বনের বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরায় প্রত্যাগত হইয়া, তাঁহার ভাবি পদোপযুক্ত শিক্ষায় দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত নিযুক্ত হন। রোমকবিধান, বার্ত্তাশাস্ত্র, ইতিহাস, ব্যবচ্ছেদবিদ্যা, ন্যায়শাস্ত্র এবং আধুনিক ভাষা সমূহ শিক্ষা করেন। বিশেষতঃ বর্ষ শেষ পর্য্যন্ত প্রথমোক্ত বিদ্যাটী অতীব মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করেন এবং তৎপরে রাইন নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশে পাদচারে ভ্রমণ করিয়া, অনুপ আনন্দ সম্ভোগে সমর্থ হন। এই সময়ে তাঁহার পরিণয় প্রস্তাব পষ্টরূপে উপস্থিত করা কর্ত্তব্য বিবেচিত হয়। রাজা লিওপোল্ড ইংলণ্ডের অধিরাজ্ঞিকে নিজ মনোগতভাব জ্ঞাপন করিয়া, ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে পরিণয় সম্বন্ধে মীমাংসা করা কর্ত্তব্য এমত প্রকাশ করায়, রাজ্ঞী নানা কারণ প্রদর্শন করিয়া তাহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। রাজা লিওপোল্ড সেই কারণ সমস্ত ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করেন। রাজ্ঞী ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারি মাতুল লিওপোল্ডকে পত্র দ্বারা এই ভাব জ্ঞাপন করেন যে, তিনি এক্ষণে অত্যন্ত অল্পবয়স্কা, প্রিন্সও অল্পবয়স্ক এবং তিনি এখনও সাবালক না হওয়ায়, পরিণয় হইলে প্রজাপুঞ্জ তাহা অসাময়িক বিবেচনা করিবে। অপর প্রিন্সের ইংরাজি ভাষাজ্ঞান এখনও অসম্পূর্ণ, এবং যদি তিনি ইংলণ্ডের এই উচ্চপদ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার ইংরাজি ভাষা শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে আবশ্যক। এবং তিনি এতদিন পর্য্যন্ত যে, আত্মপ্রত্যয়, বিস্তৃত বহুদর্শিতা এবং কার্য্যসাধক অভিজ্ঞতা লাভে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা তদপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়।

প্রিন্স অালবার্ট ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে যৎকালে নিজ অগ্রজের সহিত ব্রুসেলে গমন করেন, তৎকালে তিনি ভারতেশ্বরীর উক্ত অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হন। রাজা লিওপোল্ড উক্ত বর্ষের মার্চ মাসে ব্যারণ ষ্টকমারকে লিখেন,—"আলবার্টের সহিত বহুক্ষণ ধরিয়া কথোপকথন হয় এবং তাঁহার নিকট সমস্ত বিষয়টী সরল, বিশদ, এবং সদয়ভাবে বিবৃত করি, তিনি ইহা মহোচ্চ এবং

সম্মানজনকরূপে গ্রহণ করেন। তিনি বিবেচনা করেন যে, সকল অবস্থাপন্ন লোকের পক্ষেই কষ্ট অপরিহার্য্য, সুতরাং যদি কষ্টের ভাগী হইতে হয়, তাহা হইলে অসার এবং সামান্য ফলপ্রদ কার্য্যসূত্রে না হইয়া, কোন মহান এবং প্রবল কার্য্যসূত্রে হওয়াই ভাল। আমি তাঁহাকে বলি যে, কয়েক বর্ষের জন্য পরিণয় স্থগিত রাখা কর্ত্তব্য হইতেছে। আমি তাঁহাকে এ সকল প্রশ্নে বিশেষ বিজ্ঞতা প্রকাশ করিতে দেখিলাম। কিন্তু তিনি একটী ন্যায়সঙ্গত কথা বলিলেন,—“ যদি আমি কিয়ৎপরিমাণে নিশ্চিত আশা প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে আমি এই বিলম্বের বশবর্ত্তী হইতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু যদি বর্ষত্রয় অপেক্ষার পর আমি যদি দেখি যে, রাজ্ঞী আর বিবাহে অভিলাষিণী নহেন, তাহা হইলে আমি উপহাসাস্পদ হইব এবং কতক পরিমাণে আমার ভবিষ্য উন্নতি ধ্বংস হইবে। ” যদি আমি নিতান্ত ভ্রান্ত না হইয়া থাকি, তাহা হইলে বলিতে পারি, ইংলণ্ডের যে পদে তিনি স্থাপিত হইবেন, তিনি তদুপযুক্ত সমস্ত গুণসম্পন্ন। তাঁহার বোধশক্তি প্রবল, অনুধাবন শক্তির গতি সরল এবং দ্রুত, এবং তাঁহার হৃদয় যথাস্থানাভিষিক্ত। তাঁহার বিলক্ষণ অভিজ্ঞান শক্তি এবং প্রাজ্ঞতা আছে। স্বভাবে কোন প্রকার বিরক্তিব্যঞ্জক ভাব নাই। ’ (আরলি ইয়ার্স, ২১৭ পৃষ্ঠা) অল্পবয়স্ক যুবকের পক্ষে যাহা সচরাচর দৃষ্ট হয় না, প্রিন্স আলবার্ট সেই আত্মশাসনক্ষম বলিয়া প্রশংসিত হন। প্রিন্সের অধ্যাপক কর্ণেল ওয়াইজম্যান রাজা লিওপোল্ডকে জ্ঞাত করেন যে, ‘ এই গুণ পরিণামে বিশেষ উপকারী হইবে। ’ বাস্তবিক পরিণামে ইহা নিয়ত সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়।

রাজা লিওপোল্ডের সহিত প্রিন্সের উপরোক্ত সাক্ষাৎকালে ধার্য্য হয় যে, প্রিন্স নিজ শিক্ষা সমাপ্তি জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগের পর ইটালি ভ্রমণে গমন করিবেন। ব্যারণ ষ্টকমার এই সময়ে ইংলণ্ডে উপস্থিত থাকায়, ভারতেশ্বরী তাঁহাকে নিজ মনোগত সমস্ত ভাব জ্ঞাপন করিয়া, তাঁহাকে প্রিন্স আলবার্টের সহিত ইটালি গমনে অনুরোধ করেন। ভারতেশ্বরী যে সমস্ত মনোগত বাসনা বিজ্ঞাপন করেন, তাহাতে ষ্টকমার এবং রাজা লিওপোল্ড আশ্বস্ত হন যে, পরিণামে পরিণয় নিশ্চিত সংঘটিত হইবে, কিন্তু প্রিন্সের পিতার মনে ঐ সময়ে সন্দেহ বিরাজ করে। এপ্রেল মাসে প্রিন্স পুনরায় ব্রুসেলে গমন করায়, রাজা লিওপোল্ড ঐ মাসের দ্বাদশ তারিখে ষ্টকমারকে,

লিখেন যে, প্রিন্স আলবার্টকে দেখিতে নিতান্ত অল্পবয়স্ক বলিয়া যে অনুযোগ উপস্থিত হয়, তাহা বিদূরিত হইতেছে। তাঁহার আকৃতি দেখিলে তাঁহাকে একবিংশ বা দ্বাবিংশ বর্ষবয়স্ক বলিয়া বোধ হয়।

ইটালি ভ্রমণারম্ভের পূর্ব্বেই উভয় ভ্রাতা বিচ্ছিন্ন হন। জ্যেষ্ঠ কুমার প্রিন্স আর্ণেষ্ট ড্রেসডেনে গমন করিয়া সামরিক বিভাগে প্রবিষ্ট হন। প্রিন্স আলবার্ট এই ভ্রাতৃবিরহে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২৬এ অকটোবরে মিত্রবর প্রিন্স ভন লোয়েনষ্টিনকে লিখেন,—'এই বিরহ আমাদিগের পক্ষে অতীব কষ্টপ্রদ হইবে। যত দিন আমাদিগের স্মরণ হয়, তাহাতে এ পর্য্যন্ত আমরা এক দিনের জন্য পরস্পর বিচ্ছিন্ন হই নাই।' উভয়ের মধ্যে বিশুদ্ধ ভ্রাতৃভাব এত দূর বদ্ধমূল হয়, উভয়ের একত্র অবস্থান, একত্র আহার, একত্র শয়ন, একত্র ভ্রমণ, একত্র অধ্যয়ন, একত্র ক্রীড়া, একত্র আনন্দ সম্ভোগ, এবং একত্র সমব্যথিত হওয়ায়, উভয়ের দেহ বিভিন্ন হইলেও উভয়ের হৃদয় যেন এক হয়। সুতরাং এই ভ্রাতৃবিরহ উভয়ের পক্ষে—বিশেষতঃ কনিষ্ঠ কুমারের পক্ষে অতীব অসহ্য হইয়া উঠে। প্রিন্স আলবার্ট এই ভ্রাতৃবিরহজনিত অসীম ক্লেশ অধিক দিন একাকী বিরলে বসিয়া পরিপোষণ করিতে সমর্থ হন না, কারণ অনতিকাল পরেই তিনি নিজ দীর্ঘকালপুষ্ট আশা পূর্ণ জন্য অর্থাৎ ইটালি দর্শন নিমিত্ত ব্যারণ ষ্টকমারের সহিত যাত্রা করেন। ষ্টকমারকে তিনি পূর্ব্বে সামান্য প্রকার চিনিতেন, অতএব এরূপ অপরিচিত ব্যক্তিকে কেন তাঁহার সহযাত্রীরূপে নিযুক্ত করা হইল, ইহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু ষ্টকমার নিজ পিতৃব্যের পরম মিত্র বলিয়া তাঁহার প্রতি উপেক্ষা করিতেও ইচ্ছুক হন না। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২৪এ ডিসেম্বরে ফ্লোরেন্সে উপনীত হইয়া মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত কাসা সেরিণীতে বাস করেন। প্রিন্স আলবার্টের ন্যায় প্রাকৃতিক এবং শিল্পসৌন্দর্য্যপ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে ফ্লোরেন্স আশানুযায়ী মুগ্ধকর স্থান। প্রিন্স তাঁহার প্রাচীন সহপাঠীকে লিখেন,—'যখন আমি চিত্রশালিকা দর্শন করিয়া বহির্গত হই, তখন আনন্দে উন্মত্ত প্রায় হইয়া থাকি। ফ্লোরেন্সের চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশও অসামান্য আকর্ষণীশক্তি ধারণ করে।' রাজা লিওপোল্ডের আদেশে ১৯শ গণিত সৈন্যদলের লেফ্‌টেনেণ্ট সার ফ্রান্সিস সাইমুর ফেব্রুয়ারি মাসে ফ্লোরেন্সে আসিয়া প্রিন্সের সহিত মিলিত হইয়া ভ্রমণ সমাপ্তি পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট অবস্থান করেন। তিনি লিখেন,—'ফোরে-

ন্সের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে পাদচারে দীর্ঘ ভ্রমণ দ্বারা তিনি অতীব আনন্দিত হইতেন। তিনি অন্তঃকরণের সহিত ইহা সম্ভোগ করিতেন। তিনি প্রথমেই প্রফুল্ল এবং হৃষ্ট হন। "এক্ষণে আমি শ্বাসক্ষেপ করিতে পারি; এক্ষণে আমি সুখী।" তিনি বারম্বার এই কথা বলিতেন।'

ফ্লোরেন্সে প্রিন্স সজীবতা এবং বিশেষ শ্রমশীলতা প্রকাশ করেন। প্রত্যূষে ছয় ঘটীকার সময় গাত্রোত্থান করিয়া মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত দৃঢ় শ্রমে নিযুক্ত হন। দুই ঘটীকার সময় আহার করিতেন। আহারান্তে কেবল নির্ম্মল জল ব্যতীত পাশ্চাত্য জগতবাসিগণের ন্যায় সুরাদি পান করিতেন না। রজনী নবম ঘটীকার সময় শয্যার আশ্রয় লইতেন। ফ্লোরেন্সে অবস্থানকালে তাঁহার মন সংগীত বিদ্যার প্রতি সবিশেষ নিবিষ্ট হয়। তিনি পিয়ানো এবং অর্গান নামক বাদ্যযন্ত্র উত্তমরূপে বাজাইতে শিখেন। ' বাডিয়ার ভজনাগার যৎকালে জনসমাগমশূন্য হইত, প্রিন্স তৎকালে প্রায়ই তথায় গমন করিয়া, তথাকার উৎকৃষ্ট অর্গান যন্ত্র বাজাইতেন। সার ফ্রান্সিস সাইমুর লিখেন, —সেই মধুর বাদ্যধ্বনি যৎকালে নীরব নির্জ্জন ভজনাগারে এবং মঠ মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইত, তৎকালে মঠবাসী পাদরীগণ বিশ্রামাগারে গমন কালে বহির্দ্দেশে দণ্ডায়মান হইয়া, সেই মধুরিম বাদ্যধ্বনি শ্রবণে পরস্পরে বলিতেন, 'এই বিদেশীয় কুমার আমাদিগের পাপীর ন্যায় উৎকৃষ্টরূপে বাজাইতে পারেন।' পাপী বাডিয়ার ভজনাগারের উক্ত যন্ত্রবাদক এবং প্রিন্সের বাদ্য শিক্ষক ছিলেন। প্রিন্স যদিও বৃথা আমোদে মত্ত হইতে ভাল বাসিতেন না, কিন্তু তিনি অনিচ্ছাস্বত্বেও ফ্লোরেন্সের সামাজিক আন্দোৎসবে লিপ্ত হইতে বাধ্য হন এবং তাহাতে তাহার অনেক অপরাহ্ণ অতিবাহিত হয়। তাঁহার পূর্ব্বোদ্বৃত পত্র মধ্যে প্রকাশ,—'আমি সামাজিক তরঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি। নৃত্য, ভোজে গমন, সম্মান প্রদর্শন, সাধারণের নিকট পরিচিত ও সাধারণে আমার নিকট পরিচিত হওন, ফরাসী এবং ইংরাজী ভাষায় দুই একটা কথোপকথন প্রভৃতি আমার অপ্রিয় কার্য্যে আমি যথাসাধ্য আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছি। এ সকল বিষয়ে আমার কিরূপ অনুরাগ তাহা আপনি জানেন এবং তজ্জন্য আপনি আমার এই আচরণের অবশ্যই প্রশংসা করিবেন।' প্রিন্স যে বৃথামোদ ভাল বাসিতেন না, সার ফ্রান্সিস সাইমুর তাহার আর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। তিনি লিখেন,—নৃত্যসভায় প্রিন্সকে

সুপ্রসিদ্ধ প্রাজ্ঞ অন্ধ মার্কুইস ডি কাপোনির সহিত দৃঢ় তর্কবাদে নিযুক্ত দর্শনে গ্রাণ্ড ডিউক লিওপোল্ড লেডি আগষ্টা ফক্সকে বলেন,—"আমরা এই কুমারকে প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ গৌরব জ্ঞান করিতেছি; সুন্দরী রমণীরা ইহাঁর সহিত নৃত্য করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, কিন্তু ইনি শিক্ষিতের সহিত কথোপ-কথনে মত্ত।" প্রিন্সকে সাধারণ সমাজের সহিত মিশ্রিত হইতে অনিচ্ছু এবং রমণীমণ্ডলীর প্রতি সাদর—সদয় দৃষ্টি দানে পরাঙ্মুখ দর্শনে তাঁহার বৃদ্ধ সাধু মিত্র ষ্টকমার অনুযোগ প্রকাশ করেন। ষ্টকমার বলেন যে, প্রিন্স বাল্যাবধি সমাজের সহিত অমিশ্রিত থাকায়, এবং শৈশবে মাতা বা অন্য সুশিক্ষিতা রমণীর স্নেহ প্রাপ্ত না হওয়ায়, তাঁহার এই অভ্যাস হইয়াছে। কিন্তু প্রিন্স যখন অসার আমোদে লিপ্ত হইতে ভালবাসিতেন না, রমণীসমাজে মিশিতে অনুরাগী ছিলেন না, তখন এই অভ্যাসের বিরুদ্ধে সমর করা বৃথা।

প্রিন্স মার্চ্চ মাসে ফ্লোরেন্স হইতে রোম নগরে গমন করিয়া, তথায় তিনসপ্তাহ অবস্থানকালে প্রত্যহ প্রত্যুষ হইতে সন্ধ্যাসমম পর্য্যন্ত তত্রত্য দ্রষ্টব্য প্রাচীন এবং আধুনিক শিল্পদ্রব্য এবং প্রাচীন ঐতিহাসিক দৃশ্য পরিদর্শনে দৃঢ়রূপে নিযুক্ত হন। রোমে খৃষ্টান কাথলিক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রধান গুরু পোপের বাস। যে কোন বিদেশীয় সম্ভ্রান্ত যাত্রী রোমে গমন করিলে, উক্ত পোপের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন। তদনুসারে প্রিন্সও সেই পোপের (ষোড়শ গ্রিগরি) সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রিন্স লিখেন,—'গ্রীসের শিল্পবিদ্যা—পরে রোমের শিল্পবিদ্যার উপর ইজিপ্টীয়দিগের কিরূপ প্রভুত্ব ছিল, ইটালীয় ভাষায় তৎসম্বন্ধে কথোপকথন করি। পোপ ব্যক্ত করেন যে, গ্রীকগণ ইট্রসকনদিগের নিকট হইতে শিল্পা-দর্শ শিক্ষা করেন। তিনি অভ্রান্ত * হইলেও আমি সাহস সহকারে প্রকাশ করি যে, তাঁহারা ইজিপ্টীয়দিগের নিকট হইতে শিল্প শিক্ষা করেন।' (আরলি ইয়ার্স ২০০ পৃষ্ঠা) প্রিন্স পরে নেপলস্ এবং তদনুবর্ত্তী প্রধান প্রধান প্রদেশ পরিভ্রমণের পর মিলানে প্রত্যাগমন করেন। পথিমধ্যে রোম, টিভোলি, ভিটারবো, সিয়েনা, লেগহরণ, লুকা, এবং জেনোয়া পরিদর্শন করেন। মিলানে প্রিন্স নিজ পিতার সহিত মিলিত হইলে, ব্যারণ

* রোমের পোপ কাথলিক সম্প্রদায়ের নিকট দেবতুল্য পূজ্য এবং তিনি সকল বিষয়েই অভ্রান্ত তাঁহাদিগের এমত বিশ্বাস।

ষ্টকমার চলিয়া আসেন, এবং প্রিন্স নিজ জনকের সহিত জেনেভা হইয়া কোবর্গে প্রত্যাগমন করেন। সার সাইমুর ফ্রান্সিস এইস্থলে প্রিন্সের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। প্রিন্স ইটালি-ভ্রমণ দ্বারা বিশেষ উপকার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া লিখেন,—'ব্যারণ ষ্টকমারের ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ-লোকের সহবাস পরম শুভদ এবং অমূল্য। আমার অভিজ্ঞানশক্তি দ্বিগুণিত হইয়াছে, এবং আমি স্বচক্ষে সমস্ত পরিদর্শন করায়, আমার অভ্রান্ত মতবাদ প্রকাশ ক্ষমতা সমধিক বৃদ্ধি হইবে।' তিনি যতদূর অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত হন, তাহার দ্বারা কেবল তাঁহার চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি হয় না, তিনি সরল এবং বিশদভাবে তাহা ব্যক্ত করিতে সমর্থ হন। ইটালি সম্বন্ধে তিনি প্রকাশ করেন, 'সত্যই ইটালি একটি বিশেষ কাম্য প্রদেশ এবং অসীম শিক্ষাক্ষেত্র।' প্রিন্স কোবর্গে প্রত্যাগত হইবার অনতিদিন পরেই (২১এ জুন, ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ) তাঁহার অগ্রজের বয়ঃপ্রাপ্তি উপলক্ষে নিয়মিত উৎসব হয় এবং এক বিশেষ বিধান দ্বারা প্রিন্স আলবার্টের বয়ঃপ্রাপ্তিও সেই দিন বিঘোষিত হয়। নিজ অগ্রজের সহিত উভয়ের জীবনের এই একটী প্রধান ঘটনাতেও উভয়ে একত্রে সমধিকার প্রাপ্ত হইলেন বলিয়া প্রিন্স বিশেষ প্রীত হন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি লিখেন,—'সকল অবস্থাতেই আমি নিয়ত যাহা প্রার্থনা করিতাম—আমি আমার নিজের প্রভু হইলাম।' ইটালি পরিভ্রমণসূত্রে তাঁহার শিক্ষার ব্যাঘাত হওয়ায়, তিনি স্ববাসে আসিতে বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে শিক্ষাকার্য্যে পুনরায় নিযুক্ত হইতে উদ্যত হন, কিন্তু ঠিক এই সময়েই তাঁহার পিতার সহিত তাহাকে কার্লস্‌বাডে গমন করিতে হওয়ায় তিনি মহাক্ষুণ্ণ হন। পরে তথা হইতে রোজিনাতে প্রত্যাগত হইয়া নির্জনে অবস্থান পূর্ব্বক ইংরাজী ভাষা এবং ইতিহাস অধ্যয়নে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি এরূপ অবস্থায় পতিত হন, যাহাতে তাঁহার পক্ষে উক্ত উভয় বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। তিনি কেবল সেপ্টেম্বর মাসে রোজিনাতে অবস্থান করিয়া, ইংরাজী ভাষা এবং ইতিহাস শিক্ষায় নিযুক্ত হইতে সমর্থ এবং তৎপরেই নিজ ভবিষ্য মহোচ্চ পদ গ্রহণ জন্য ইংলণ্ডে আহূত হন।

পোল্ডকে তাহা জ্ঞাত করিতে ক্ষণমাত্র কালবিলম্ব করেন না। রাজা লিওপোল্ড নিজ বহুকালসঞ্চিত আশাপূর্ণের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অতীব আনন্দিত হইয়া, ভারতেশ্বরীকে প্রীতিজনক পত্র লিখেন। এই প্রথম সুখতরঙ্গান্দোলনের সময় ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স এক ব্যক্তিকে বিস্মৃত হন না, কারণ তাঁহারা উত্তমরূপে জানিতেন যে, সেই ব্যক্তির হৃদয় কিরূপ আগ্রহের সহিত এই প্রার্থনীয় ফলান্বেষী। সেই ব্যক্তি ব্যারণ ষ্টকমার। এই ঘটনার অনতিদিন পূর্ব্বে ভারতেশ্বরী ষ্টকমারকে পত্র লিখিয়া আর কিছুকালের জন্য পরিণয় স্থগিদ রাখিতে অনুরোধ করেন, সুতরাং এক্ষণে তিনি পুনরায় তাহাকে সেই পরিণয়সংবাদ দান জন্য সরলভাবে লজ্জিতা হন। ভারতেশ্বরী উইণ্ডসর প্রাসাদ হইতে ১৫ই অক্টোবরে (১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ) ষ্টকমারকে লিখেন,—'আমি আপনাকে এরূপ অপরাধিনী জ্ঞান করিতেছি যে, কিরূপে পত্র আরম্ভ করিব তাহা জানি না—কিন্তু আমি বিবেচনা করি এই পত্র যে সংবাদ বহন করিতেছে, তাহাই আপনার নিকট ক্ষমা প্রাপ্তি পক্ষে যথেষ্ট। আলবার্ট সম্পূর্ণরূপে আমার অন্তকরণ অধিকার করিয়াছেন এবং অদ্য প্রাতঃকালে আমাদিগের মধ্যে সমস্ত নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে ··· আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, তিনি আমাকে যথেষ্ট সুখিনী করিবেন। আমিও নিশ্চিত তাঁহাকে সুখী করিতে পারিব এমত বলিতে ইচ্ছা করি; আমি সাধ্যমত চেষ্টা করিব। মাতুল লিওপোল্ড আপনাকে এ সম্বন্ধে সবিস্তার জ্ঞাত করিবেন, আমার অবকাশাভাব। আলবার্ট আপনার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত।' পর দিন প্রিন্স ষ্টকমারকে এই পরমানন্দপ্রদ সংবাদ জ্ঞাপনকালে লিখেন;—'ভিকটোরিয়া আমার প্রতি এত দূর সদয়া যে, আমি যে এতাধিক স্নেহপাত্র তাহা বিশ্বাস করিতে সমর্থ হইতেছি না। আমার সুখের জন্য আপনি যেরূপ যত্নবান তাহা আমার অজ্ঞাত নাই, সুতরাং আপনার প্রতি আমার হৃদয়স্রোত ঢালিয়া দিলাম। আমি আর অধিক লিখিতে পারি না; এই মুহূর্ত্তে আমি দিশাহারা হইয়াছি।' (আরলি ইয়ার্স ২২৬ পৃষ্ঠা)। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, প্রিন্স আলবার্টকে সানন্দাভিনন্দন সহ কিরূপ প্রণালীতে তাঁহার ভবিষ্য সুখের ভিত্তি স্থাপিত করা কর্ত্তব্য এবং মহোচ্চ পদোপযুক্ত যোগ্যতার সহিত কিরূপে কর্ত্তব্য পালন বিহিত তৎসম্বন্ধে যদি ষ্টকমার সুপরামর্শ দান না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার ষ্টকমার নাম ব্যর্থ হইত।

এই পরিণয় প্রস্তাব ধার্য্য হওয়ায় ষ্টকমারের একটী আশা পূর্ণ হইল, কিন্তু তাঁহার আর একটি আশা—প্রিন্স আলবার্ট যাহাতে উচ্চঅঙ্গের মনুষ্য হইবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেন, সেই আশা পূর্ণ জন্য ষ্টকমার পত্র মধ্যে এরূপ ভাব জ্ঞাপন করায়, তিনি নিরাশা হইবেন না, প্রিন্স এমত উত্তর দান করেন। তিনি (১৮৩৯ খৃঃ, ৯ই নবেম্বর) লিখেন,—'প্রিয় ব্যারণ ষ্টকমার,—আপনার প্রিয় সদয় পত্রের জন্য সহস্র সহস্র ধন্যবাদ। যে ঘটনার জন্য আপনি পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন, আমার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় সেই ঘটনার প্রতি আপনি সযত্ন দৃষ্টি রক্ষা করিবেন, আমার এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস। আপনার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে; আমরা আশা করিবার পূর্ব্বেই আশ্চর্য্যান্বিত রূপে সংমিলন প্রস্তাব ধার্য্য হইয়া গিয়াছে; এবং গত গ্রীষ্মকালে আমি অনেক শিক্ষার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেও, আমার আত্মীয়বর্গের দোষে সেই সময় বৃথা নষ্ট হওয়ায়, আমি এক্ষণে দ্বিগুণ দুঃখিত হইয়াছি। যে সত্য ভিত্তির উপর আমার ভবিষ্য সুখ অবশ্য স্থাপিত হওয়া কর্ত্তব্য তৎসম্বন্ধে আপনি মিত্রভাবে সদয় অন্তঃকরণে যে সুমন্ত্রণা দান করিয়াছেন, আমি তাহা হৃদয়ে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছি এবং এ সম্বন্ধে আমি নিজে পূর্ব্বে যাহা নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছি, তৎসহ ইহা মূলত ঐক্য হইতেছে। মনুষ্যত্ব এবং সৎস্বভাব—যে দুইটীর দ্বারা রাজ্ঞী এবং জাতির নিকট হইতে সম্মান, প্রেম, এবং বিশ্বাস অর্জ্জন সম্ভাবনা, সেই দুইটীই অবশ্য আমার প্রধান লক্ষ্য হইবে। সেই মনুষ্যত্বই সদিচ্ছার প্রতিভূ স্বরূপ, এবং সেই সদিচ্ছাই সুকৃতি সাধনে উৎসাহিত করে। যাঁহার এই সদিচ্ছা থাকে, তিনি ভ্রান্তিমূলক কার্য্য করিলেও ক্ষমা প্রাপ্তির যোগ্য, কিন্তু যেখানে সদিচ্ছার অভাব, সেখানে মহোচ্চ কার্য্য সাধন কল্পনাও সহায়তা প্রাপ্ত হয় না। অতএব যদি আপনার বাসনামত এবং আপনার কথার প্রকৃত অর্থমত আমি 'মহান' প্রিন্স রূপে প্রমাণিত হইতে পারি, তাহা হইলে বিজ্ঞতা এবং বিচক্ষণতার সহিত কার্য্য করিতে আমাকে সামান্য কষ্ট সহ্য করিতে হইবে এবং সেই সূত্রে আমার কার্য্যের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদভাজন হইব। আমি সাহসচ্যুত হইব না। দৃঢ় মন্তব্য এবং প্রকৃত ঔৎসুক্য সহ সকল বিষয়েই মহোচ্চ, মনুষ্যত্ব-শক্তিসম্পন্ন এবং রাজপদোচিৎরূপে অবস্থান করিতে অপারক হইবনা। আমার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ পক্ষে সদুপদেশ বিশেষ প্রয়োজনীয়, এবং

যদি আপনি অন্ততঃ আমার এখানে অবস্থানের প্রথম বর্ষটী আমার জন্য আপনার নিজের সময় নষ্ট করিতে মনন করেন, তাহা হইলে অপরাপেক্ষা অধিক সদুপদেশ দান করিতে পারেন। আপনার নিকট আমার আরও অধিক বক্তব্য আছে, কিন্তু পত্রবাহক আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছে না। আমি ভরসা করি ওয়াইজব্যাডেনে আমি নিজে আপনার সহিত সাক্ষাৎ-কালে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আশা করি, আপনাকে তথায় সুস্থ এবং আনন্দিত দর্শন করিব।'

পরিণয় প্রস্তাব ধার্য্য হইলে, প্রিন্স আলবার্ট ১৪ই নবেম্বরে লণ্ডন ত্যাগ করিয়া বন হইয়া ওয়াইজব্যাডেনে উপস্থিত হন। প্রিন্সের ইংলণ্ডে অবস্থানের সুব্যবস্থা জন্য পরামর্শ করিবার নিমিত্ত রাজা লিওপোল্ড এই সময়ে ব্যারণ ষ্টকমারকে ওয়াইজব্যাডেনে আহ্বান করেন। রাজা লিওপোল্ড কোবর্গ-কুমারদ্বয়কে তথায় দর্শন করিয়া ভারতেশ্বরীকে লিখেন,—'আমি ইঁহাদিগকে—বিশেষতঃ আলবার্টকে পরমসুন্দর দেখিতেছি। প্রমাণ হইতেছে যে, সুখই উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং সুখই অন্য দ্রব্যাপেক্ষা মনুষ্যকে উৎকৃষ্টরূপে সুস্থ রাখে। তিনি তোমার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত, এবং তোমার কথা নম্রতার সহিত প্রকাশ করেন।' এই সময়ে ষ্টকমারের সহিত প্রিন্সের যে কথোপকথন হয়, তাহাতে তাঁহার হৃদঙ্গম হয় যে, মিলানে বিচ্ছেদের পর প্রিন্সের স্বভাব অতি প্রীতিপ্রদরূপে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে। ষ্টকমার ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বরে ভারতেশ্বরীর বাল্যকালীন শাসনকর্ত্রী ব্যারণেস লেজেনকে লিখেন,—'অকৃত্রিম আনন্দের সহিত আপনাকে নিশ্চিত জানাইতেছি যে, যতই আমি প্রিন্সকে দর্শন করিতেছি, ততই আমি তাঁহাকে স্নেহ এবং সম্মান করিতেছি। তাঁহার ধীশক্তি গভীর এবং সরল, তাঁহার স্বভাব এমত নিষ্কলঙ্ক, এমত শিশুর ন্যায়, এমত সত্য এবং শুভসাধনেচ্ছু যে, প্রকৃত সুপ্রসিদ্ধ রাজকুমাররূপে গণ্য হইবার জন্য তাঁহার কেবল আর দুইটী গুণের প্রয়োজন। প্রথমটী মনুষ্যসমাজ এবং জাগতিক প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান, দ্বিতীয় বিজ্ঞ, শিক্ষিত এবং মান্য ইংরাজদিগের সহিত প্রণয়ালাপ; সেই আলাপসূত্রে তিনি তাঁহাদিগের জাতি এবং শাসননীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ হইতে পারিবেন। রাজ্ঞীর সহিত তাঁহার ভবিষ্যাচরণ সম্বন্ধে আমার এরূপ বিশ্বস্ত আশা আছে যে, প্রীতি, বিশ্বাস এবং সম্মান দ্বারা তাঁহারা উভয়ে উভয়কে সুখী করিবেন।'

ভারতেশ্বরীর জননী—প্রিন্স আলবার্টের পিতৃষ্বসা ডচেস অব কেণ্ট প্রথম হইতেই প্রিন্সকে নিজ তনয়তুল্য স্নেহ করেন। প্রিন্স ইংলণ্ড ত্যাগ করিলে, ডচেস তাঁহাকে যে স্নেহপূর্ণ পত্র লিখেন, প্রিন্স ২১এ নবেম্বরে (১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ) তাহার নিম্নলিখিত প্রত্যুত্তর প্রদান করেন,—'প্রিয়তমে পিতৃষ্বসা, আপনার দুইখানি প্রিয় পত্র এইমাত্র প্রাপ্ত হইয়া ধন্যবাদ দান করিতেছি। আমি সেই পত্রদ্বয় পাঠে জানিলাম, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র—ভাবি জামাতার প্রতি আপনার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, ইহাতে আমি অনুপ আনন্দ প্রাপ্ত হইলাম। আপনি যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহা যেমন প্রাজ্ঞ এবং সদয়হৃদয়সম্ভূত সেইমত প্রকৃত সত্য বলিয়া আমার ধারণা হইতেছে। আপনার ন্যায় আমিও পরিতাপিত হইতেছি যে, আমার এই নূতন পদ—যে পদ নানাসূত্রে আমার পক্ষে নূতন, তদ্গ্রহণ জন্য প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত আমি আরও কয়েক মাস সময় প্রাপ্ত হইতেছি না; যে অল্প সময় আছে, যদি আমি কোবর্গে অন্যান্য কার্য্য হইতে মুহূর্ত্তের জন্য অবকাশ পাই, তাহা হইলে আমি প্রস্তুত হইতে অসমর্থ হইব না। আমার সরলা ক্ষুদ্রা পাত্রী সম্বন্ধে আপনি লিখিয়াছেন যে, তিনি একাকিনী নিজ গৃহে নীরবে এবং বিষণ্ণভাবে উপবিষ্টা, ইহা আমার হৃদয়ে আঘাত করিতেছে। হা! তাঁহাকে প্রফুল্ল করিবার জন্য যদি উড্ডীয়মান হইয়া তাঁহার নিকট যাইতে পারিতাম! আমি যাহা কিছু ব্যবহার করি, আপনি তন্মধ্য হইতে কোন একটি দ্রব্য চাহিয়াছেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে কেনসিংটনে ভিকটোরিয়ার জন্মতিথি উৎসবে আপনি আমাকে যে অঙ্গুরী উপহার দিয়াছিলেন, তাহাই প্রেরণ করিলাম। সেই সময় হইতে ইহা একবারও আমার অঙ্গুলীচ্যুত হয় নাই। ইহার বর্ত্তমান আকৃতি প্রকাশ করিতেছে যে, ইহা অনেক মনুষ্যের কর মর্দ্দন করিয়াছে। ইহাতে আপনার নাম এবং ভিকটোরিয়ার নামও খোদিত আছে এবং আমি প্রার্থনা করি যে, আপনি তাঁহার এবং আমার স্মরণার্থ ইহা ধারণ করিবেন।' প্রিন্স আলবার্ট এই দিবসই ভারতেশ্বরীকে যে পত্র লিখেন, তাহার এক স্থলে বিবৃত হয় যে, 'আমি এতাধিক প্রেম এবং ভক্তির পাত্র হইয়াছি কেন, তাহা আমি হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিতেছি না। আমার হৃদয়ের বর্ত্তমান প্রশ্ন এই—আমি কে যে এতদূর সুখ প্রাপ্ত হইব? আমি জানিতেছি যে, আমি তোমার প্রিয়পাত্র বলিয়াই এত সুখাতিশয্য ঘটিতেছে।'

প্রিন্স কোবর্গে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই জনরবের সহস্র রসনা তাঁহার এই সমুজ্জল সৌভাগ্য ঘোষণা করে; কিন্তু যতদিন না এই পরিণয়সংবাদ ইংলণ্ডে প্রকাশ্যরূপে বিঘোষিত হয়, প্রিন্স আলবার্ট ততদিন নিজ আত্মীয় স্বজনগণের নিকট ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট ইহা প্রকাশ করেন না। কিন্তু কোবর্গবাসিগণ যতদিন না এই সংবাদ সাধারণ্যে বিঘোষিত হয়, ততদিন অতিকষ্টে আনন্দতরঙ্গের গতি রোধ করিয়া রাখেন। প্রিন্স ৩০এ নবেম্বরে কোবর্গ হইতে এ সম্বন্ধে ভারতেশ্বরীকে জ্ঞাত করেন,—'আমি যে কোবর্গে সম্ভ্রমত সমাদরে গৃহীত হইয়াছি, তুমি সেই প্রিয় কোবর্গ হইতে এই কয়েক পংক্তি প্রাপ্ত হইতেছ। সকলেই কুতূহলী, সকলেই জানিতে ইচ্ছু, কিন্তু কেহ জিজ্ঞাসা করিতে এ পর্য্যন্ত সাহসী হন নাই, এবং আমিও এরূপ নিষ্ঠুর যে, কিছুই প্রকাশ করিতেছি না। যাহা হউক এই অনিশ্চিত অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হইবে না। আগামি ডাকযোগে যে সংবাদপত্র আসিবে, সম্ভবতঃ তাহাতে তোমার দ্বারা গুপ্ত মন্ত্রণাসমাজে (প্রিবি কাউন্সেল) এতৎ বিঘোষণ সংবাদ বিবৃত থাকিবে, এবং তদ্বারাই এখানকার সাধারণ অধিবাসিগণের আনন্দতরঙ্গ উদ্বেলিত হইবে। আমার প্রিয়া মাতামহী তোমার পত্র পাঠ করিয়া অত্যন্ত পরিতুষ্টা হইয়াছেন। আমাকে বিদায় দান করিতে হইবে, এই চিন্তায় তিনি শোচনীয়রূপে দুঃখিতা। তিনি বলিতেছেন যে, এই শেষ কয় দিন তিনি যেরূপ রোদন করিতেছেন, আমার জননীর মৃত্যুর পর আর এতাধিক রোদন করেন নাই; কিন্তু পিয়ে ভিক্টোরিয়া! তথাপি তিনি আশা করেন (আমিও যে আশা হৃদয়ে সঞ্চিত করিয়াছি) যে, আমি সম্ভবতঃ যতদূর সুখাশা করিতে পারি, তাহা তোমার দ্বারা প্রাপ্ত হইব; এবং তাঁহার প্রীতির জন্য আমিও নিশ্চিত বলিতে পারি যে, আমি তাহা প্রাপ্ত হইব। এ পর্য্যন্ত আমি গমনের নানাপ্রকার আয়োজনে ব্যস্ত; ষ্টকমার এখানে তিনটার সময় উপনীত হইলে, তুমি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ব্ল্যাকষ্টোন প্রণীত যে গ্রন্থ পাঠাইয়াছ, তৎপাঠে সবিশেষ নিবিষ্ট হইব।' কোবর্গে প্রিন্সের পরিণয়সম্বন্ধ স্থির সংবাদ বিঘোষিত হইলে, কোবর্গবাসিবর্গকে সবিশেষ আনন্দ প্রকাশে উন্মত্ত দর্শনে প্রিন্স ৭ই ডিসেম্বরে (১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ) ভারতেশ্বরীকে পুনরায় লিখেন,—'ঘটনাটী সাধারণ্যে বিদিত এবং অতীব আনন্দের সহিত গৃহীত হইয়াছে। ইহা আমাদিগের

পক্ষে মঙ্গল চিহ্ন।··· সর্ব্বত্র প্রজারা আমার সম্বন্ধে যে সুমত ব্যক্ত করিতেছে, তাহা আমার পক্ষে আনন্দজনক নহে, কারণ ইহাতে আমি এই জন্য অসুখী এবং ভীত হইতেছি যে, যখন আমি সাধারণের সমক্ষে উপনীত হইব, তখন সাধারণে যেরূপ আশা করিতেছেন, আমাকে সেরূপ না দেখিয়া, আপনাদিগকে ভ্রান্ত বোধ করিবেন। আমার চিন্তাস্রোত কিরূপ তোমার প্রতি ধাবমান! তোমার প্রিয় ক্ষুদ্র কক্ষে আমি যে কয় ঘটীকা অতিবাহিত করিতে সমর্থ হই, তাহা আমার জীবনের সমুজ্জল সময় এবং আমি এইক্ষণ পর্য্যন্তও হৃদয়ে বিশদরূপে অঙ্কিত করিতে পারিতেছি না যে, বাস্তবিক আমি নিয়ত তোমার নিকট থাকিয়া তোমার রক্ষক হইয়া এতদূর সুখী হইব।'

ড্রেসডেন হইতে প্রিন্স আলবার্টের অগ্রজ প্রিন্স আর্ণেষ্ট ভারতেশ্বরীকে ১৯এ ডিসেম্বরে (১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ) নিম্নলিখিত পত্র লিখেন,—'আমার পত্রের আপনি যে সদয় উত্তর দান করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাকে অকপট ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আপনি নিয়ত আমার প্রতি যেরূপ সদয়া তাহাতে বাস্তবিক আমি ভাবিতেছি যে, আমি আপনাকে তদুপযুক্ত যথেষ্ট ধন্যবাদ দান করি নাই। হা! যদি আপনি জানিতেন, আপনি এবং আলবার্ট আমার অন্তঃকরণের কিরূপ স্থান অধিকার করিয়াছেন! আলবার্ট আমার দ্বিতীয় প্রতিমা, এবং আমার হৃদয় তাঁহার হৃদয়ে বিজড়িত! তিনি আমার ভ্রাতা বলিয়া নহে; বাস্তবিক এ জগতে আমিই সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহাকে অধিক স্নেহ এবং সম্মান করি। আপনার নিকট তাঁহার সম্বন্ধে উজ্জলভাবে ব্যক্ত করিতেছি বলিয়া আপনি মৃদু হাস্য করিতে পারেন বটে, কিন্তু আপনি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া যে সুখানুভব করিতেছেন, তদপেক্ষাধিক অনুভব করিবেন বলিয়াই আমি ইহা লিখিতেছি! এ পর্য্যন্ত আপনি প্রধানতঃ কেবল তাঁহার যৌবনসুলভ নির্ম্মল আচরণ, তাঁহার মানসিক স্থৈর্য্যতা, এবং সরল ও উদারহৃদয় পরিদর্শন করিয়াছেন; প্রথম পরিচয়ে তিনি এইরূপেই দৃষ্ট হন। লোকে অল্পই তাঁহার মুখমণ্ডলে মনুষ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা এবং বিজ্ঞতা দেখিতে পান, কিন্তু কেন? কারণ তিনি জগতের সমক্ষে—আত্মজ্ঞানের সমক্ষে পবিত্র। জাগতিক প্রলোভন সমূহ, মনুষ্যের দুর্ব্বলহৃদয়তা এবং পাপ কাহাকে বলে তিনি জানেন না বলিয়া নহে। না; নিজ স্বভাবের অতুলনীয় শ্রেষ্ঠতা এবং দৃঢ়তাবলে কিরূপে তৎসমস্তের বিরুদ্ধে সমর করিতে হয়, তিনি

তাহা জানিতেন এবং এখনও জানেন।...... কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তা কাহাকে বলে, আলবার্ট তাহা কখনও জানিতেন না; তিনি নিজ সরল বুদ্ধির সহায়ে নিয়ত ধীর এবং অটলভাবে প্রকৃত পথে বিচরণ করেন। আপনার নানা-প্রকারে সম্ভাব্য ঘটনাপূর্ণ জীবনের মধ্যে অতীব বিপদের সময় আপনি তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে পারিবেন; এবং তৎকালেই আপনি জানিতে পারিবেন, তাঁহাতে আপনি কি অমূল্য রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছেন।'

উক্ত পত্রের শেষাংশে প্রিন্স আর্ণেষ্ট ভ্রাতৃবিরহ অসহ্য হইবে বলিয়া বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করেন। সেইমত প্রিন্সের মাতামহীও অতীব দুঃখিতা হন। বৃদ্ধা ডচেস অব গোথা নিজ জামাতাকে (প্রিন্সের পিতা) ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বরে লিখেন,—'এই দেশ চিরদিনের জন্য আলবার্টকে হারা হইবে বলিয়া, আলবার্টের সমুজ্জ্বল সৌভাগ্য দৃষ্ট হইলেও আমি শান্ত হইতে পারিতেছি না। এবং আমার পক্ষে—আমি অতীব সুখহারা হইলাম। কিন্তু আমি আমার জন্য ভাবি না। আমি আর যে কয়বর্ষ জীবীতা থাকিব, তাহা শীঘ্রই অতীত হইবে। জগদীশ্বর প্রিয় আলবার্টকে রক্ষা এবং তাঁহার সেই স্বর্গীয় মানসিকভাব অব্যাহত রাখুন। আমি আশা করি, রাজ্ঞী তাঁহাকে মনোমত জ্ঞান করিবেন।' এই পত্র লিখনের কয়েক দিবস পূর্ব্বে কোবর্গ-প্রাসাদে নিয়মিত মহোৎসবের সহিত রাজকীয় ঘোষণা পত্র দ্বারা বিবাহসংবাদ প্রচারিত হয়। প্রিন্স ভারতেশ্বরীকে লিখেন,—'এই দিন আমার হৃদয় নানাভাবাচ্ছন্ন হওয়ায়, আমি বিহ্বল হই। ভোজসভায় তিন-শত ভোক্তা সমবেত হইয়া, মহানন্দধ্বনিসহ তোমার স্বাস্থ্যোদ্দেশে সুরাপান করিয়াছেন। প্রজারা এতদূর আনন্দিত হন যে, তাঁহারা সমস্ত রজনী রাজ-পথে বন্দুক এবং পিস্তলের ধ্বনি করেন, এবং তাহাতে বোধ হয় যেন সমর চলিতেছে।' সকলের প্রীতিভাজন এবং সর্ব্বমান্য প্রিন্স স্বদেশ পরিহার করিবেন বলিয়া, এই আনন্দ আবার দুঃখমিশ্রিত হয়। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ২৮এ ডিসেম্বরে প্রিন্স ভারতেশ্বরীকে পুনরায় জ্ঞাত করেন,—'এই শেষ কয় দিন আমার পক্ষে নিতান্ত কষ্টপ্রদ হইয়াছিল। বিগত পরশ্ব আমি প্রিয় কোবর্গের নিকট বিদায় লইয়াছি; তাহা এক্ষণে আমার পশ্চাতে পতিত, এবং আমরা গোথায় উপনীত হইয়াছি। বিদায়কালে সর্ব্বত্র আমার প্রতি যে অতিরিক্ত দয়া প্রদর্শিত হয়, তাহাতে আমি আবেগ সম্বরণ করিতে

পারি নাই। আমার শেষ কয়দিন অবস্থানকালে আমাকে আর একবার দেখিবার জন্য প্রাসাদে যেন জনতাতরঙ্গ প্রবাহিত হয়। আমি স্বভাবতই (হায়!) যেন কিছু অপ্রফুল্ল থাকি, এবং বিশেষ প্রবল আবেগ ব্যতীত আমার হৃদয় পরিচালিত হয় না, কিন্তু সেই বহুল লোকের সজলনয়ন দর্শন আমার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছে। উৎকৃষ্টরূপে আলোকদান এবং শান্তিরক্ষক সমাজ কর্তৃক সংকলিত আলোকধারী ব্যক্তিব্যূহের দ্বারা আমি এখানে পরিগৃহীত হইয়াছি।'

পর মাসে যৎকালে (২৮ জানুয়ারি, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ) প্রিন্স আলবার্ট ইংলণ্ড অভিমুখে যাত্রা করেন, তৎকালে সাধারণ অধিবাসিগণের প্রিন্সের গমন জনিত মনকষ্ট সমধিক পরিমাণে প্রদর্শিত হয়। গমনের কয়েক দিন পূর্ব্বে ইংলণ্ড হইতে লর্ড টরিংটন এবং জেনেরল গ্রে ইংলণ্ডের অর্ডার অব গার্টার নামক সম্মানচিহ্ন দ্বারা প্রিন্স আলবার্টকে ভূষিত করিবার জন্য এবং প্রিন্সকে ইংলণ্ডে লইয়া যাইবার নিমিত্ত উপস্থিত হন। পিতা ডিউক অব কোবর্গ প্রিন্স আলবার্টকে এক মহাসমিতি মধ্যে উক্ত ইংলণ্ডীয় মহোচ্চ সম্মানচিহ্ন প্রদান করেন এবং তৎকালে একশত এক তোপ নাদ হয়। 'গোথা হইতে গমন দৃশ্য চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল, এবং সকল শ্রেণীর লোকই তাঁহাদিগের যুবক রাজকুমারের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ প্রকাশ করেন। রাজপথ সমূহ মহাজনতাপূর্ণ, প্রত্যেক গবাক্ষ নরমুণ্ডে আচ্ছন্ন, প্রত্যেক বাটীর ছাদ মানবে পরিপূর্ণ হয়, রুমাল উড্ডীয়মান এবং সম্মান প্রদর্শন জন্য প্রত্যেকে যে প্রাতিযোগিতায় মত্ত হন, তাহার আর সন্দেহ থাকে না। বৃদ্ধা ডচেসের (মাতামহীর) প্রাসাদের নিকট যান দণ্ডায়মান হইলে, প্রিন্স আলবার্ট নিজ জনক এবং ভ্রাতার সহিত অবতরণ করিয়া, মাতামহীর নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ জন্য গমন করেন। সরলা ডচেসের পক্ষে ইহা অতি শোচনীয় পরীক্ষার সময়, কারণ তিনি নিজ প্রিয় দৌহিত্রহারা হইতেছেন বলিয়া নিতান্ত অশান্তা হন। যান চলিয়া যাইবার সময় তিনি গবাক্ষ পার্শ্বে উপনীতা হইয়া, বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক প্রত্যেকের হৃদয়বিদীর্ণকারী স্বরে "আলবার্ট! আলবার্ট!" বলিয়া চীৎকার পূর্ব্বক মূর্ছপন্না হইলে, তদবস্থায় তাঁহার পরিচারকগণ তাঁহাকে গৃহ মধ্যে লইয়া যান।' (আরলি ইয়ার্স, ২৯৭ পৃষ্ঠা)

চতুর্থ অধ্যায়।

ইংলণ্ডের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী লর্ড মেলবোরণ যে অনুমান করেন, এই শুভ পরিণয়সংবাদ সাদরে গৃহীত হইবে, বাস্তবিক সে অনুমান সম্পূর্ণ সত্য হয়। প্রিন্স আলবার্টের সর্ব্বত্র সুপ্রশংসা শ্রবণে ভারতেশ্বরী তাঁহাকেই স্বামীরূপে মনোনয়ন করায়, গ্রেট ব্রিটেনের প্রজাবর্গ মহানন্দ প্রকাশ করেন। বিশেষতঃ এক সম্প্রদায়ের প্রস্তাবমত হানোবাররাজের পরিবর্ত্তে প্রিন্স আলবার্টকে মনোনীত করায়, ইংরাজজাতির সন্তোষ বৃদ্ধির আরও এক প্রধান কারণ উপস্থিত হয় যে, ইহার দ্বারা হানোবারের সহিত ইংলণ্ডের সংশ্রব একেবারে বিচ্ছিন্ন হইল। হানোবারের রাজার সহিত ইংলণ্ডেশ্বরীর পরিণয় হইলে, ইংলণ্ডেশ্বরীর অবর্ত্তমানে অপ্রিয়ভাজন হানোবাররাজ ইংলণ্ডের প্রচলিত নিয়মমত গ্রেট ব্রিটেনের অধিপতি হইতে পারিতেন। হানোবারের রাজবংশের সহিত ইংলণ্ডের যাহাতে কোন সম্বন্ধ না ঘটে ইংরাজ মাত্রেরই ইহা প্রার্থনীয় হয়। যাহা হউক কোবর্গের রাজকুমারদ্বয় ইংলণ্ড ত্যাগ করিবা মাত্র প্রিবি কাউন্সেল নামক গুপ্ত মন্ত্রণাসমিতি সমাহ্বান পূর্ব্বক এই পরিণয় প্রস্তাব প্রচারের কালবিলম্ব করা হয় না। উক্ত সমিতির ৮০ জন সদস্য ২৩এ নবেম্বরে (১৮৩৯ খৃঃ) বাকিংহাম প্রাসাদে সমবেত হইলে, ভারতেশ্বরী প্রিন্সের চিত্রাঙ্কিত কনককঙ্কন পরিধান করিয়া, সভাস্থলে পরিণয় ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। ঘোষণাপত্র মধ্যে ভারতেশ্বরী ব্যক্ত করেন যে, 'ত্বরায় আমার সাংসারিক সুখ সংগৃহীত এবং আমার রাজ্যের স্বার্থ রক্ষিত হইবে।' ইংলণ্ডেশ্বরী এই দিবস নিজ পরিণয়প্রস্তাব প্রকাশ করিবেন, সাধারণে পূর্ব্বে কোন প্রকারে ইহা জ্ঞাত হওয়ায়, তিনি যৎকালে প্রাসাদ ত্যাগ করেন, তৎকালে সমধিক জনতা মধ্যে সাধারণ কর্ত্তৃক মহা আনন্দের সহিত অভিনন্দিত হন। নিয়মিত প্রথামত ভারতেশ্বরী পুনরায় পার্লিয়ামেণ্ট নামক মহা সভাধিবেশনে (১৬ই জানুয়ারি, ১৮৪০ খৃঃ) রাজসিংহাসনে উপবিষ্টা হইয়া সদস্যগণের নিকট এই পরিণয়প্রস্তাব প্রকাশ করেন। এই দিবস বাকিংহাম প্রাসাদ হইতে ওয়েষ্টমিনিষ্টার পর্য্যন্ত রাজপথের উভয় পার্শ্বে সহস্র সহস্র হর্ষোৎফুল্লানন প্রজার জনতা, গভীর আনন্দধ্বনি এবং হাউস অব লর্ডস নামক সভামণ্ডপে মহাজনতা দর্শনে প্রত্যেক দর্শকের হৃদয়েই

অননুভূতপূর্ব্ব ভাবোদিত হয়। পরিণয়প্রস্তাব সভা মধ্যে প্রচারিত হইবা মাত্র প্রত্যেক সদস্য এবং উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী আনন্দ জ্ঞাপন এবং বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করেন। মন্ত্রিসমাজের বিরুদ্ধপক্ষীয় নেতা স্যার রবার্ট পীলও এতদুপলক্ষে ভারতেশ্বরীকে অভিনন্দন দান প্রস্তাবান্দোলনকালে বিশেষ আনন্দ জ্ঞাপন করেন।

বিবাহের সন্ধিবন্ধন এবং প্রিন্স আলবার্টের পারিষদ এবং কর্ম্মচারী নিয়োগ সম্বন্ধে সুব্যবস্থার জন্য ব্যারণ ষ্টকমার ৯ই জানুয়ারি প্রিন্সের প্রতিনিধিরূপে ইংলণ্ডে উপনীত হন। এই নিয়োগ সম্বন্ধে প্রিন্স এই সময় হইতেই যে মূল নীত্যবলম্বন করেন, আজীবন তদনুসারে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক সম্প্রদায়দ্বয়ের কোন এক পক্ষাবলম্বী না হইয়া, নিয়ত নিরপেক্ষ ভাবে অবস্থান এবং যোগ্য লোকদিগকে নিজ অধীনে নিযুক্ত করেন। প্রিন্স এ সম্বন্ধে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বরে ভারতেশ্বরীকে লিখেন,—'রাজনীতির প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া নিয়োগ করা হয়, আমার এমত বিশেষ বাসনা, কারণ যদি বাস্তবিকই আমাকে কোন সম্প্রদায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে না হয়, তাহা হইলে আমার কর্ম্মচারিগণ কখনই কেবল এক পক্ষ হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন না। সর্ব্বোপরি এই নিয়োগ যেন "সাম্প্রদায়িক পুরস্কার" স্বরূপ না হয়, রাজনৈতিক সংশ্রব ব্যতীত অন্য গুণেরও প্রয়োজন। অতি উচ্চ পদস্থ, অথবা সর্ব্ববিষয়ে দক্ষ, নতুবা চতুর বা যাঁহারা ইংলণ্ডের বিশেষ বিশেষ হিতজনক কার্য্য সাধন করিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্য হইতেই লোক নির্ব্বাচন করা হউক। উভয় সম্প্রদায় হইতেই যত সংখ্যক হুইগ (উদারমতাবলম্বী) তত সংখ্যক টোরি (রক্ষণশীল) নির্ব্বাচন করা অতি আবশ্যক।'

প্রিন্স এই মনোভাব জ্ঞাপন করিলেও প্রধান মন্ত্রী লর্ড মেলবোরণ নিজ গোপনীয় মন্ত্রী মেং আনসনকে প্রিন্সের গোপনীয় মন্ত্রিপদে নির্ব্বাচন করায়, প্রিন্স অতীব ক্ষুণ্ণ হন। কারণ তিনি ভাবেন যে, লর্ড মেলবোরণ হুইগদলের নেতা, মেং আনসন সেই দলস্থ লোক, অতএব মেং আনসন গোপনীয় মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইলে, টোরি অর্থাৎ রক্ষণশীল সম্প্রদায় এবং সাধারণে প্রিন্সকে পক্ষপাতী জ্ঞান করিবেন। অপর গোপনীয় মন্ত্রিপদে প্রিন্সের সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন লোককে নিযুক্ত করায়, তিনি মনে মনে অতীব অপ্রীত হন। কিন্তু অত্যন্ত সন্তোষের বিষয় যে, মেং আনসন অচিরেই প্রিন্সের সেই অপ্রীতি

বিদূরিত করিতে সমর্থ হন। মেং আনসন গোপনীয় মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইয়াই নিজ কার্য্য এবং মন্তব্য দ্বারা বিলক্ষণরূপে প্রকাশ করেন যে, তিনি রাজনৈতিক সম্প্রদায়দ্বয়ের কোন এক পক্ষীয় নহেন। প্রিন্সের প্রতি আনুরক্তি, কার্য্যদক্ষতা, বিজ্ঞতা এবং সমমতাবলম্বন দ্বারা মেং আনসন নিজ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত প্রিন্সের মনমুগ্ধ করেন। ইংলণ্ডেশ্বরীর কর্ম্মচারী নিয়োগ সম্বন্ধে যেমত ব্যবস্থা আছে, প্রিন্সের অপর কর্ম্মচারী নিয়োগ সেই ব্যবস্থামত হয়, অর্থাৎ স্থায়ীপদে রাজনৈতিক সংশ্রবহীন ব্যক্তিগণ নিযুক্ত এবং কেবল মন্ত্রী পরিবর্ত্তনসহ অশ্বশালাধ্যক্ষ এবং প্রধান অনুচর পরিবর্ত্তিত হইতে থাকেন।

ব্যারণ ষ্টকমার ইংলণ্ডে উপনীত হইলে, প্রসিদ্ধ নীতিজ্ঞ লর্ড পামারষ্টন তাঁহাকে জ্ঞাত করেন যে, বিবাহের যে সমস্ত সম্বন্ধ উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে তিনি প্রিন্সের সহিত সম্বন্ধ সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত বোধ করেন। সর্ব্বত্রই এইরূপ মতবাদ প্রকাশ হয়, কিন্তু আবার অনেকেই এরূপ অনুযোগ করেন যে, প্রিন্স আলবার্ট অল্পবয়স্ক। এই সময়ে নিন্দা এবং বৃথাপবাদও নীরব ছিলনা; এক পক্ষ জনরব প্রকাশ করেন যে, প্রিন্স আলবার্ট রোমান ক্যাথলিক মতাবলম্বী, অন্য পক্ষ প্রচার করেন যে, প্রিন্স নাস্তিক। দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রিবি কাউন্সেলে পরিণয়সংবাদ প্রচারকালে প্রিন্স আলবার্ট প্রোটেষ্টাণ্ট মতালম্বী মন্ত্রিসমাজ ভ্রমক্রমেই হউক বা কোবর্গের স্যাক্সনপরিবার ইউরোপের খৃষ্টধর্ম্মসংস্কারের সময় হইতে রোমের পোপের বিরুদ্ধমতাবলম্বী বলিয়া সর্ব্বত্র বিদিত থাকায় তদুল্লেখের প্রয়োজন নাই, এই ভাবিয়াই হউক তাহা প্রচার করেন না। ইংলণ্ডের প্রচলিত নিয়মমত রাজা বা রাজ্ঞী বা রাজপরিবারস্থ কেহ কোন ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী পাত্রী বা পাত্রের পাণীপীড়ন করিতে পারেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, নিন্দুক বিদ্বেষকগণ তৎকালে ইহা ভাবে না যে, ইংলণ্ডেশ্বরী রোমান ক্যাথলিক প্রিন্সকে বিবাহ করিলে, প্রচলিত নিয়মমত সিংহাসনচ্যুত হইবেন। মন্ত্রিসমাজ ঘোষণাপত্র মধ্যে "প্রোটেষ্টাণ্ট" শব্দ প্রয়োগ না করায়, পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার লর্ড হাউসে এ সম্বন্ধে মহা আন্দোলন হয়। শেষ ডিউক অব ওয়েলিংটনের প্রস্তাবমত ভারতেশ্বরীকে যে অভিনন্দন প্রদত্ত হয়, তন্মধ্যে প্রিন্স প্রোটেষ্টাণ্ট এমত লিখিত হইলেও ইহার কয়েকদিন পরেই এই ধর্ম্ম সম্বন্ধে আর এক প্রশ্ন উপস্থিত হয়। লর্ড পামারষ্টন ব্যারণ ষ্টকমারকে লিখেন যে, প্রিন্স আলবার্ট

যদি প্রোটেষ্টান্টদিগের মধ্যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হন, তাহা হইলে ইংলণ্ডীয় ধর্ম্মসমাজের বিধানমত তিনি শপথ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। ষ্ট্যারণ ষ্টকমার অনতিবিলম্বে উত্তর দান পূর্ব্বক লর্ড পামারষ্টনের ভ্রান্তি দূর করিয়া লিখেন যে, প্রিন্স কোন শাখাভুক্ত নহেন, এবং জার্ম্মানির ধর্ম্মসংহিতার সহিত ইংলণ্ডীয় ধর্ম্মসংহিতার কোন প্রভেদ নাই। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গোলোযোগ মীমাংসার পর প্রিন্সের বার্ষিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে পার্লিয়ামেণ্টে আবার অসন্তোষজনক বাদানুবাদ উপস্থিত হয়।

ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় জর্জের স্ত্রী কেরোলাইন, তৃতীয় জর্জের মহিষী সার্লোটী, চতুর্থ উইলিয়মের ভার্য্যা এডেলাইড, এবং প্রিন্সেস সার্লোটীর স্বামী প্রিন্স লিওপোল্ড (বেলজিয়মরাজ) বৃত্তিস্বরূপ বার্ষিক ৫০০০০০৲ টাকা প্রাপ্ত হন। লর্ড মেলবোরণ এবং তাঁহার সহযোগী মন্ত্রিগণ সেইমত প্রিন্স আলবার্টের জন্য উক্ত সংখ্যক বৃত্তি নির্দ্ধারণ নিমিত্ত পার্লিয়ামেণ্টে প্রস্তাব উপস্থিত করেন। কিন্তু মন্ত্রিসমাজের বিবেচনার দোষে সেই প্রস্তাব উপলক্ষে নিতান্ত পরিতাপজনক তর্কবাদ উপস্থিত হয়। এরূপ প্রস্তাবে তর্কবাদ উপস্থিত না হইতে দেওয়াই অতীব প্রার্থনীয়; মন্ত্রিসমাজ জানিতেন যে, এই সময়ে ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র বাণিজ্যের ক্ষতি হওয়ায় এ প্রস্তাব বিনা আপত্তিতে গৃহীত হইবে না। অপর মন্ত্রিসমাজ বিরুদ্ধপক্ষীয় রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের নেতাগণের সহিত এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে কোন প্রকার পরামর্শও করেন না, সুতরাং ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ২৭এ জানুয়ারি কমন্স হাউসে এই প্রস্তাব উপস্থিত করিবামাত্র মহা তর্কান্দোলন হইতে থাকে। সদস্যগণ এক কালে এরূপ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করেন যে, প্রিন্সের স্বার্থ এবং এ সম্বন্ধে ভারতেশ্বরীর স্বাভাবিক কামনা বিস্মৃত হইয়া যান। ঘোর তর্কবাদের পর মেং হিউম নামক সদস্য প্রস্তাব করেন যে, প্রিন্সের বার্ষিক বৃত্তি ২১০০০০৲ টাকা নির্দ্ধারিত হউক। কিন্তু এই প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইলে, কর্ণেল শিবথর্প প্রস্তাব করেন যে, ৩০০০০০৲ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করা কর্ত্তব্য। সার রবার্ট পীল্, এবং বিরুদ্ধপক্ষীয় অপর কয়েক জন নেতা এই প্রস্তাব সমর্থ করেন। এই প্রস্তাবের স্বাপক্ষে ২৬২ জন এবং বিপক্ষে ১৫৮ জন মত দান করায়, ইহাই বিধিবদ্ধ হয়। প্রধান মন্ত্রী মর্ড মেলবোরণ অনুমান করেন যে, টোরিসম্প্রদায় এই বৃত্তি হ্রাস করায়, প্রিন্স তাঁহাদিগের উপর ক্রুদ্ধ হইবেন, কিন্তু বাস্তবিক প্রিন্স

আদৌ ক্ষুণ্ণ হন না। যে সময়ে এই বৃত্তি লইয়া পার্লিয়ামেণ্টে তর্কবাদ হয়, প্রিন্স সে সময়ে এইলা স্থাপেলে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি তর্কবাদ এবং বৃত্তিহ্রাস সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ভাবেন যে, বোধ হয় ইংরাজ জাতি এই পরিণয়ে পরিতুষ্ট নহেন। কিন্তু বিজ্ঞ ষ্টকমার প্রিন্সের হৃদয়ে পাছে সেই ভ্রান্তি উপস্থিত হয়, তজ্জন্য অতি স্বত্বরে তাঁহাকে পত্র লিখিয়া, প্রকৃত সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন করিয়া প্রকাশ করেন যে, তাঁহার প্রতি অননুরাগ বলিয়া এই বৃত্তি হ্রাস হয় নাই, কেবল মন্ত্রিসমাজের বিবেচনার দোষে এমত হইয়াছে। প্রিন্স কেবল এই মাত্র দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখেন যে, সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং শিল্পবিদ্যায় নিযুক্ত পণ্ডিতমণ্ডলীকে বিশেষ সহায়তা করিতে পারিব বলিয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম, কিন্তু বৃত্তি হ্রাস জন্য কাযেই সেই সাহায্যও হ্রাস করিতে হইবে।

যে রজনীতে পার্লিয়ামেণ্টের কমন্স সভায় এই অপ্রার্থনীয় তর্কবাদ সংঘটিত হয়, সেই রজনীতেই লর্ডসভায় মন্ত্রিবর্গের সদ্বিবেচনার শৈথিল্যবশতঃ আর একটি বিষয় উপলক্ষে বিশেষ অপ্রীতিমূলক ঘটনা উপস্থিত হয়। ইংলণ্ডের শাসনরীতিমত ইংলণ্ডের রাজবৃন্দের মহিষীগণ রাজপদের পরবর্ত্তী পদ এবং মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন, কিন্তু ইংলণ্ডের শাসনক্ষমতাধারিণী রাজ্ঞীর স্বামী কিরূপ উপাধি, পদ, মর্য্যাদা এবং সম্মান প্রাপ্ত হইবেন ইহা ভ্রমবশতঃই হউক বা যে সময়ে এই প্রশ্ন উপস্থিত হইবে, সেই সময়ের অবস্থানুসারে তাহার মীমাংসা হইবে এরূপ উদ্দেশ্যই হউক, শাসনবিধান মধ্যে তাহার কোন উল্লেখ থাকে না। এক্ষণে ইংলণ্ডেশ্বরী ভিকটোরিয়ার পরিণয় উপলক্ষে এই প্রশ্ন প্রথম উপস্থিত হয়। কিন্তু ইংলণ্ডের মন্ত্রিসমাজ এই প্রশ্ন উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে সবিশেষ চিন্তা এবং পরামর্শ না করায়, তাঁহারা পরাস্ত হন। প্রিন্স আলবার্টের পদ, মর্য্যাদা এবং সম্মানস্বত্ব বিশেষরূপে নির্দ্ধারিত হয়, ইহা ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স উভয়ের পক্ষে প্রার্থনীয় হইয়া উঠে। কারণ প্রথম হইতে মীমাংসা এবং বিধান না হইলে, পরে প্রিন্স আলবার্টের পদমর্য্যাদা সম্বন্ধে ভারতেশ্বরীর পুত্রগণ, এবং রাজপরিবারের অপরাপর সকলে বিবাদ উপস্থিত করিবেন, সুতরাং ভারতেশ্বরীর পক্ষে তাহা নিতান্ত কষ্টজনক হইবে এমত বিবেচিত হয়। অপর কেবল স্বরাজ্যমধ্যে প্রিন্স আলবার্ট ভারতেশ্বরীর রাজক্ষমতার অনুগ্রহবলে সম্মান এবং পরবর্ত্তী আসন প্রাপ্ত

হইবেন, এবং ভিন্নরাজ্যে তাঁহার সে ক্ষমতা পরিচালনা অসম্ভবস্থত্রে তিনি নিজ স্বামির পার্শ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া উচ্চাসন প্রাপ্ত এবং স্বামী দূরে নিম্নাসন প্রাপ্ত হইবেন ইহাও অতীব ক্ষোভজনক বিবেচিত হয়, এবং বাস্তবিক পরিণামে প্রিন্স আলবার্টের পদমর্য্যাদাসম্বন্ধে এইমত বিশেষ অপ্রীতিজনক কাণ্ডও সংঘটিত হয়। * মন্ত্রিসমাজ সরলভাবে এই প্রশ্নের শেষ মীমাংসা জন্য সভাধিবেশনের পূর্ব্বে পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যবৃন্দের অভিমতি সংগ্রহে অগ্রসর না হইয়া, ভিন্ন পন্থাবলম্বন করায়, এ প্রশ্নের আদৌ বিধিসঙ্গত মীমাংসা হয় না। মহান্দোলন এবং তর্কবাদের পর প্রিন্স আলবার্ট ৩রা ফেব্রুয়ারি কেবল ইংলণ্ডের অধিবাসীস্বত্ব প্রাপ্ত হন। পরে উভয় রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের নেতাগণের সম্মতিমত ৫ই মার্চ্চে ভারতেশ্বরী এরূপ অনুজ্ঞা প্রচার করেন যে, 'যে সকল বিষয়ে পার্লিয়ামেণ্টের বিধি আছে, সে সকল বিষয় ব্যতীত অন্য সমস্ত সমিতি, অনুষ্ঠান প্রভৃতি উপলক্ষে প্রিন্স মহামান্যার পরবর্ত্তী পদ, মর্য্যাদা এবং সম্মান প্রাপ্ত হইবেন।' প্রিন্সকে ঐ সময়ে কোন বিশেষ উপাধি প্রদত্ত হয় না। সময়ে ইংরাজ জাতিসাধারণে প্রিন্সের আচরণে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহারা নিজে যে উপাধি প্রদান করেন, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের দ্বিতীয় তারিখে রাজকীয় পত্র দ্বারা তাঁহার সেই মহোচ্চ উপাধি—"প্রিন্স কনসর্ট" বিঘোষিত হয়।

এই অসন্তোষজনক ঘটনার দ্বারা প্রিন্সের ইংলণ্ডে আগমনের পূর্ব্বে তাঁহার হৃদয়ে প্রীতিজনক ভাবোদ্দীপ্ত হয় না তাহা বলা বাহুল্য। ভারতেশ্বরীও

* 'যখন আমার প্রথম বিবাহ হয়, তৎকালে আমরা এই প্রস্তাব সম্বন্ধে নিতান্ত গোলযোগে পতিত হই, অত্যন্ত কুভাব প্রদর্শিত হয়, প্রিন্সকে অগ্রবর্ত্তী মর্য্যাদা দান করায় রাজপরিবারের কতিপয় ব্যক্তি অসন্তোষজনক ভাব প্রদর্শন করেন, এবং হ্যানোবারের মৃত রাজা এ সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি করেন।...যে সময়ে রাজ্ঞী বিদেশে গমন করেন, সে সময়ে প্রিন্সের পদমর্য্যাদা লইয়া নিয়ত আন্দোলন এবং বিরক্তি উপস্থিত হইতে থাকে। তাঁহাকে (প্রিন্সকে) বিদেশে যে পদমর্য্যাদা প্রদত্ত হয়, রাজ্ঞী তাহা কেবল যে সকল রাজার নিকট গমন করেন, সেই সকল রাজা তাঁহার (রাজ্ঞীর) প্রতি অনুগ্রহ বলিয়া প্রকাশ করেন।...সর্ব্বজাতিসাধারণ-বিধানমত ইয়ুরোপের মধ্যে রাজ্ঞীর স্বামী যে বিধিসঙ্গত সম্মান প্রাপ্ত হন, তাহা কেবল ডিউক অব সেক্সকোবর্গের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া; ইংলণ্ডীয় বিধানে পদসম্মান নির্দ্ধারিত না থাকাতেই ইহা ঘটে। ইহা ইংলণ্ডীয় রাজমুকুটের সম্মান খর্ব্বকারক।' ভারতেশ্বরী কর্ত্তৃক মন্তব্য, মে, ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ।

এজন্য বিশেষ ক্ষুণ্ণ এবং বিরক্ত হন তাহা সহজেই অনুমেয়, কিন্তু 'তিনি(প্রিন্স) অনতিবিলম্বে আমাদিগের রাজনৈতিক সম্প্রদায়দ্বয়ের স্বভাব, এবং পার্লিয়ামেণ্টে সম্প্রদায়িক শত্রুভাবসূত্রে এই কাণ্ড উপস্থিত হয়, এবং তাঁহার প্রতি ব্যক্তিগত অসম্মান জ্ঞাপন বা তাঁহার প্রতি সদয় ভাবের অভাবে নহে, ইহা বিলক্ষণরূপে জানিতে পারেন।' (আরলি ইয়ার্স ২৮৯ পৃষ্ঠা) এই ঘটনার পরেই প্রিন্স ভারতেশ্বরীকে ব্রুসেল হইতে (১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি) লিখেন,—'আমার বৃত্তিসম্বন্ধে হাউস অব কমন্স বাস্তবিক নিতান্ত অপ্রীতিজনকরূপে যে মত দান করিয়াছেন, সেই সংবাদ আমার হৃদয়ে কিরূপ নিতান্ত অসন্তোষোৎপাদন করিয়াছে, তাহা তুমি সহজেই অনুমান করিতে পার। এইলা স্থাপেলে আমরা ভোজনকালে সংবাদপত্রে ইহা জ্ঞাত হই। অপর হাউস অব লর্ডের সভ্যগণও বৃথা পরস্পরে অসম্মত হন। আমি এই পর্য্যন্ত বলিবার সময় পাইয়াছি যে, আমি যখন তোমার প্রেমাধিকারী হইয়াছি, তখন তাঁহারা আমাকে অসুখী করিতে পারিবেন না।'

এই পরিণয় ইংলণ্ডবাসী সর্ব্বসাধারণের মনোমত এবং প্রীতিজনক নহে বলিয়া, প্রিন্স আলবার্টের হৃদয়ে যে কিছু সন্দেহ ছিল, তাহা তাঁহার ইংলণ্ডে পদার্পণ মাত্র বিদূরিত হয়। প্রিন্স ৬ই ফেব্রুয়ারি ডোবারে উপনীত হন। তাঁহাকে দর্শন, সম্মানপ্রদর্শন, অভিনন্দন এবং আনন্দ জ্ঞাপন জন্য সহস্র সহস্র নরনারী—আবালবৃদ্ধবনিতা প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক নগর, প্রত্যেক প্রান্ত হইতে আগমন পূর্ব্বক ডোবার হইতে ক্যাণ্টারবারি পর্য্যন্ত এবং তথা হইতে লণ্ডনের বাকিংহাম প্রাসাদ পর্য্যন্ত রাজপথে সমবেত হইয়া, সকলে মহানন্দসাগরে ভাসমান হন। প্রিন্স ডোবারে উপনীত হইয়া, ভারতেশ্বরীকে লিখেন,—'এক্ষণে আমি পুনরায় তোমার সহিত এক প্রদেশে বর্ত্তমান। আমার পক্ষে কি আনন্দজনক চিন্তা!......আগামী কল্য অপরাহ্ন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা আমার পক্ষে কষ্টকর হইবে। আমাদিগের শেষ বিদায় গ্রহণকাল কত শীঘ্রই অতীত হইয়াছে, এবং আগামী কল্যকার প্রত্যূষ শীঘ্রই এখানে উপস্থিত হইবে......আমাদিগের অভ্যর্থনা অতীব সন্তোষজনক হইয়াছে। তীরে সহস্র সহস্র লোক সমবেত হন, এবং তাঁহারা অবিশ্রান্ত উচ্চ আনন্দরবে আমাদিগকে সম্মান প্রদর্শন করেন। টরিংটন ভাবেন যে, তিনি বহুকাল এরূপ প্রীতিমূলক অভ্যর্থনা নিরীক্ষণ করেন

নাই…অদ্য আমরা ক্যাণ্টারবারি পর্য্যন্ত গমন করিব।' ৭ই ফেব্রুয়ারি প্রিন্স ক্যাণ্টারবারিতে রজনী যাপন করিয়া, ৮ই তারিখে অপরাহ্নে বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে উপনীত হন। ইংরাজ জাতিকে সেই একজন মনুষ্যের ন্যায় সম্বর্দ্ধনা এবং আনন্দ প্রকাশ করিতে দেখিয়া, প্রিন্স আলবার্ট বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন যে, এই পরিণয় ইংরাজ জাতির সর্ব্ববাদীসম্মত এবং অকৃত্রিম প্রীতিজনক হইয়াছে। ৮ই এবং ৯ই ফেব্রুয়ারি সহস্র সহস্র আবালবৃদ্ধবনিতা বাকিংহাম প্রাসাদের চতুষ্পার্শে সমবেত হইয়া প্রিন্সের নয়নানন্দদায়ক মধুরিম মূর্ত্তি দর্শন জন্য যে ব্যগ্রতা প্রকাশ এবং পরস্পরে আনন্দ বিঘোষণ করেন, তদ্বারা বিলক্ষণরূপে প্রমাণিত হয় যে, ইংরাজ জাতি তাঁহাদিগের সর্ব্বজনপ্রিয়া অধিরাজ্ঞীর এই পরিণয়ে তাঁহার নিশ্চিত অনন্তসুখ সঞ্চিত এবং তাঁহার রাজ্যে শান্তি এবং মঙ্গল নিয়ত বিরাজিত থাকিবে এমত স্বীকার করেন। প্রিন্সের সৌম্যমূর্ত্তি, বিনয়নম্র সদাচরণ, এবং জ্ঞানগর্ভ উক্তি শ্রবণে অল্প সময়ের মধ্যেই সকলে বিমোহিত হইয়া, তাঁহার যশঃধ্বনিতে ইংলণ্ড পরিপূর্ণ করেন। এই সময়ে ব্যারণ ষ্টকমার লিখেন,—'প্রিন্স সর্ব্বপ্রিয় হইয়াছেন। যাঁহারা সাম্প্রদায়িক কুভাবপরিচালিত হন নাই, তাঁহারা সমধিক প্রিয় জ্ঞান করিতেছেন।'

১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের দশম দিবসে শুভপরিণয় সমাধা হয়। প্রিন্স যাঁহাদিগের স্নেহ, মমতা, দয়ার দ্বারা বাল্যজীবনে সবিশেষ সুখপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই দিন তিনি তাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। প্রিন্স আলবার্ট নিজ মাতামহীকে লিখেন,—'আর তিন ঘটীকা অতীত হইবার পূর্ব্বে আমার প্রিয়া পাত্রীর সহিত বেদীর নিকট দণ্ডায়মান হইব। এই পবিত্র মুহূর্ত্তে আমি অবশ্যই আর একবার আপনার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিব এবং নিশ্চিত জানি যে, আমি তাহা প্রাপ্ত হইব, এবং সেই আশীর্ব্বাদ আমার রক্ষক এবং ভবিষ্য আনন্দস্বরূপ হইবে। ঈশ্বর আমার সহায় হউন।' নিজ বিমাতাকেও প্রিন্স এই ভাবে পত্র লিখিয়া আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন।

গ্রেট ব্রিটেনের অধিরাজ্ঞীর পরিণয় দর্শন জন্য রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ লোক যথাসময়ে রাজধানীতে সমবেত হন। মহামহোৎসবে—মহানন্দরবে রাজধানী প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। বিবাহের দিবস প্রাতঃকাল নিবিড় জলদজালে সমাচ্ছন্ন এবং তুষারপাতে মত্ত থাকিলেও ইংরাজ

জাতি রাজভক্তিপ্রণোদিত এবং মহানন্দে উন্মত্ত হইয়া, নব রাজদম্পতী দর্শন জন্য রাজপথে এবং সেণ্ট জেমস্ প্রাসাদের চতুষ্পার্শে সমবেত এবং রাজদম্পতির গমনাগমনকালে তুষারসিক্তকলেবরে প্রসন্নবদনে ঘনঘোর আনন্দরবে—গগনভেদী জয়ধ্বনিতে উভয়ের অভ্যর্থনা এবং আন্তরিক হর্ষ প্রকাশ করিতে থাকেন। ভজনাগার অতি রমণীয়রূপে সজ্জিত এবং রাজ্যের সকল শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবৃন্দ দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। পরিণয়কালে প্রিন্স আলবার্টের কমনীয় সৌম্যমূর্ত্তি, প্রফুল্লানন, এবং বিনয়নম্রভাব দর্শনে বিবাহসভায় সমাগত প্রত্যেক নরনারীই বিমোহিত হন।* পরিণয়ের শুভ চিহ্নস্বরূপ বিবাহ সমাপ্তি মাত্র প্রকৃতি যেন প্রভাকরকে নব রাজদম্পতী দর্শন করাইবার জন্যই ঘনঘনাবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক হাস্যময়ী মূর্ত্তি ধারণ করে। রাজদম্পতির সেণ্ট জেমস্ প্রাসাদ হইতে উইণ্ডসর প্রাসাদে গমন দর্শন জন্য কয়েক ক্রোশব্যাপী রাজপথ প্রবল জনতাতরঙ্গে ভাসমান হয়। প্রত্যেক বাতায়ন, প্রত্যেক বারান্দা, প্রত্যেক ছাদ নরনারীপূর্ণ এবং আনন্দধ্বনিতে শ্বেতদ্বীপ প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। প্রিন্স আলবার্ট এবং ভারতেশ্বরী ভিকটোরিয়া নিজ প্রজাপুঞ্জের অসীম আনন্দ দর্শনে মনে মনে পরম পুলকিত হইয়া, উইণ্ডসর প্রাসাদে গমন এবং তথায় সুখবাসরত্রয় অতিবাহিত করিয়া, সাধারণ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন জন্য রাজধানীতে প্রত্যাগমন করেন। প্রিন্সের পিতা ডিউক অব কোবর্গ ২৮এ ফেব্রুয়ারি ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া স্বরাজ্যে গমন করেন। পিতাকে বিদায় দানকালে প্রিন্স অত্যন্ত ব্যথিত হন। এই সময়ে তাঁহার হৃদয়ে অতীত জীবনের প্রিয় ঘটনাবলী একে একে সমুদিত হইতে থাকে। তিনি ভারতেশ্বরীকে বলেন, 'আমার শৈশব সম্বন্ধ এবং স্মৃতির মধ্যে এক্ষণে এক মাত্র আর্ণেষ্ট (অগ্রজ) এখানে আছেন, কিন্তু তাঁহার নিকট হইতেও শীঘ্র বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে।' প্রিন্স আলবার্টের শৈশব এবং বাল্য জীবন অতি সুখে অতিবাহিত হয়; তিনি তাঁহার পিতাকে অত্যন্ত

* ভারতেশ্বরীর প্রধানা সহচরী মৃতা লেডি লিটলটন লিখেন,—'রাজ্ঞীর দৃষ্টি এবং আচরণ অতীব প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল; তাঁহার নয়নযুগল অশ্রুপাত জন্য অতীব স্ফীত হইলেও তাঁহার আকৃতিতে মহা সুখাভাস, এবং প্রিন্সের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস এবং প্রীতি প্রকাশ পায়। যখন তাঁহারা স্বামী এবং স্ত্রীরূপে গমন করেন, তখন সে দৃশ্য অতি রমণীয় হইয়াছিল।'

ভাল বাসিতেন; তাঁহার জন্মভূমির প্রতি তাঁহার প্রকৃত মনুষ্যের ন্যায় আসক্তি ছিল, এবং তিনি জন্মভূমিতে এরূপ অনেক প্রিয় স্থান, প্রিয় বন্ধু রাখিয়া আসেন, অতঃপর যে সমস্ত কেবল দুঃখের সহিত স্মরণ করেন মাত্র। ভারতেশ্বরী লিখেন,—'কিন্তু আমি এক্ষণে তাঁহাকে যেমত ভালবাসি, যদি চির দিন সেইমত ভালবাসিতে পারি, তাহা হইলে সেই সমস্ত ক্ষোভ নিবারণ করিতে পারিব।...... উঃ! এই সময়ে আমার অমূল্য প্রিয়তম স্বামির জন্য আমার হৃদয় কিরূপ বিমর্ষ ভাবাপন্ন হয়! কেবল আমার জন্যই তিনি পিতা, ভ্রাতা, বন্ধুবর্গ, স্বদেশ সমস্তই পরিহার করিয়াছেন! জগদীশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন এই প্রিয়তমকে সুস্থ এবং সুখী করিয়া, সুখিনী—অতীব সুখিনী হইতে পারি! তাঁহাকে সুখী করিতে, আমার ক্ষমতায় যাহা আছে, তাহা করিব।' (আরলি ইয়ার্স, ৩১২ পৃষ্ঠা) পরিণয়ের পর দিন ভারতেশ্বরী ব্যারণ ষ্টকমারকে লিখেন,—'এ জগতে প্রিন্স অপেক্ষা প্রিয়তম, নিষ্কলঙ্ক এবং মহোচ্চ ব্যক্তি আর নাই।' কেবল মাত্র বিশুদ্ধ প্রেম যে আলবার্ট এবং ভিকটোরিয়ার হৃদয় অভিন্ন করিয়া দেয়, তাহা বলা বাহুল্য। রাজমন্ত্রী লর্ড মেলবোরণ ভারতেশ্বরীকে জ্ঞাপন করেন যে,—'এই পরিণয় রাজনৈতিক শুভসাধক বলিয়া নহে, কেবল মাত্র বিশুদ্ধ প্রীতিসঞ্জাত বলিয়াই ইহা ইংরাজ জাতির মনোমত হইয়াছে।'

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রিন্স আলবার্ট ইংরাজ জাতিসাধারণ দ্বারা অভ্যর্থিত হইলেও তাঁহার প্রতিপক্ষে দ্বেষ এবং অবিশ্বাসরবও উত্থিত হয়! এক সম্প্রদায়ের লোক কেবল আত্মস্বার্থ সাধন জন্য প্রথম হইতেই ইংলণ্ডেশ্বরী যাহাতে প্রিন্স আলবার্টকে বিবাহ না করিয়া, কোন ইংরাজ রাজকুমারকে পাণী প্রদান করেন, সে জন্য সবিশেষ চেষ্টান্বিত থাকেন; অন্য এক সম্প্রদায় পরিণয়কালে এবং তৎপরবর্ত্তী কয়েক বর্ষ পর্য্যন্ত আন্দোলন করেন যে, বিদেশীয় রাজকুমার ইংলণ্ডেশ্বরীর স্বামী হওয়ায়, সিংহাসনের বিপদ সম্ভাবনা; এবং অপরকোন্ত-পয় লোকে দ্বেষবশবর্ত্তী হইয়া প্রিন্সের কার্য্যকলাপ এবং সদভিপ্রায় সমূহ

বিপরীত বর্ণে রঞ্জিত করিতে থাকেন। প্রিন্স আলবার্ট যে গুরুতর দায়ীত্বজনক মহোচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হন, তাহাতে তাঁহার জীবনে এই সকল কাণ্ড সংঘটনের সমূহ সম্ভাবনা, ইহা তিনি পূর্ব্বেই হৃদয়ঙ্গম করেন, এবং যতদিন না তাঁহার জীবনের অবিবাদনীয় সত্য দ্বারা এই বৃথাপবাদ, বৃথা দ্বেষ সমূলে নির্ম্মূল হয়, যতদিন না সাধারণে তাঁহার উদার আদর্শ চরিত্র পরিজ্ঞাত হন, ততদিন নীরবে ইহা সহ্য করিতে মনন করেন। কিন্তু অধিক দিন তাঁহাকে এ অপবাদ বা দ্বেষ সহ্য করিতে হয় না।

স্বাধীনপ্রকৃতি প্রিন্স আলবার্ট শৈশব এবং বাল্যজীবনে নিজ চরিত্রের যে স্বাধীনভাব প্রকাশ করেন, সেই স্বাধীনভাব—সেই কর্তৃত্বাভিলাষ সাধনের বিপক্ষে এই সময়ে ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। প্রিন্স ইংলণ্ডেশ্বরীর স্বামী হইয়া দেখেন যে তিনি প্রাসাদ মধ্যে বা বহির্দ্দেশে নিজ পদোচিত প্রভুত্বশক্তিসম্পন্ন নহেন। তিনি দেখিতে পান যে, সেই প্রভুত্ব সংগ্রহ করিতে হইলে, অনেক বিঘ্ন অতিক্রম আবশ্যক, সুতরাং এই প্রশ্ন তাঁহার উচ্চপদারোহণের প্রথমেই কঠোর সমস্যারূপে উপস্থিত হয়। যদিও তিনি ইংলণ্ডেশ্বরীর স্বামী, কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত ভারতেশ্বরীর উক্তিমত আইনানুসারে তিনি 'কেবল মাত্র ডিউক অব কোবুর্গের দ্বিতীয় কুমার' রূপে গণ্য হন। যদিও তিনি গ্রেটব্রিটেনের সর্ব্বোচ্চ সম্ভ্রান্তপদে অধিরূঢ়, কিন্তু তাঁহার পদমর্য্যাদা পার্লিয়ামেণ্টের বিধান দ্বারা ধার্য্য না হওয়ায়, ইংরাজ রাজপরিবারের অনেকের দ্বারা তৎসম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হইতে থাকে; এমন কি ভারতেশ্বরী কোন ইংরাজ রাজকুমারকে পরিণয় না করায়, তাঁহারা প্রকাশ্যে অসন্তোষ জ্ঞাপন করিতে কুণ্ঠিত হন না। প্রিন্সের পক্ষে ইহাপেক্ষা আরও অসন্তোষের কারণ এই উপস্থিত হয় যে, তিনি নিজ প্রাসাদ মধ্যে কোন কর্তৃত্ব করিতে ক্ষমতাবান নহেন, এবং যদি সে কর্তৃত্ব করিতে চাহেন, তাহা হইলে অপর লোকদিগকে সেই কর্তৃত্বচ্যুত করিতে হইবে, কিন্তু সেই অপর লোকেরা সহজে সেই কর্তৃত্ব ত্যাগ করিতে সম্মত নহেন। বৃহৎ রাজপ্রাসাদের পারিষদ, প্রধান প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ, কর্ম্মচারী, এবং সাধারণ পরিচারক এবং পরিচারিকাগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজগণের সময় হইতে সুশাসনাভাবে রাজসংসার বিশৃঙ্খলতাপূর্ণ করিতে থাকেন, এবং আপনারা নিজে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য, উদাস, এবং স্বকর্তব্যপালনে অননুরাগী হইয়া উঠেন। প্রিন্স এ সমস্ত

নিতান্ত অন্যায় এবং অপ্রীতিজনক জ্ঞান করিলেও ক্ষমতাভাবে এতৎসংশোধনক্ষম হন না। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে দৃঢ় দৃষ্টি নিক্ষেপ করায়, সেই অলস, অকর্ম্মণ্য এবং বিলাসী কর্ম্মচারিগণ সহজেই ভীত হইয়া, স্বভাবত তাঁহার প্রতি অপ্রীতিনয়নে দৃষ্টিদান আরম্ভ করেন।

প্রিন্স আলবার্টকে প্রথম হইতেই ভারতেশ্বরীর গোপনীয় মন্ত্রিপদে নিয়োগ এবং রাজপ্রাসাদের আভ্যন্তরিক সম্পূর্ণ শাসনভার প্রদান না করায়, মন্ত্রিসমাজের বিষম ভ্রান্তি প্রকাশ পায়। যদবধি ভারতেশ্বরী সিংহাসনে আরোহণ করেন, তদবধি তাঁহার ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্রী ব্যারণেস লেজেনের হস্তে প্রাসাদের আভ্যন্তরিক শাসনভার অর্পিত হয়। কিন্তু যদিও তিনি বিজ্ঞতার সহিত এই কার্য্য সাধন করিয়া আসিতেছিলেন, তথাপি প্রাসাদের স্বাভাবিক কর্ত্তা প্রিন্স আলবার্টের সহিত এ সম্বন্ধে সংঘর্ষণ সম্ভাবনা অনুমিত হইতে থাকে। ব্যারনেস লেজেন শিক্ষিতা এবং সর্ব্বাংশে যোগ্যা নারী ছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। অকৃত্রিম স্নেহ, মমতা, যত্ন, এবং নিয়ত সদুপদেশ দ্বারা তিনি যেমন ভারতেশ্বরীর বিশেষ মঙ্গলসাধন করেন, অন্য পক্ষে ভারতেশ্বরীও তজ্জন্য তাঁহার সবিশেষ অনুরাগিনী এবং তৎপ্রতি ভক্তিমতী ছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহার সেই প্রিয়া ছাত্রী পরিণীতা হইয়া স্বামীপার্শ্বোপবিষ্টা হইলেন, তখন সেই ছাত্রীর প্রীতির জন্য প্রিন্সের হস্তে শাসন ভারার্পণ করিয়া সকল কর্ম্মচারির আদর্শস্থানীয়া হওয়াই তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য ছিল। প্রিন্স এই সময়ে আপনাকে ক্ষমতাহীন দর্শনে নিতান্ত অপ্রীত হন। তিনি নিজ মিত্র প্রিন্স ভন লোয়েনষ্টীনকে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে লিখেন,—'আমার সাংসারিক জীবনে আমি তুষ্ট এবং সুখী; কিন্তু যথোপযুক্ত সম্মানের সহিত আমার স্বপদে অবস্থানের অন্তরায় এই যে, আমি কেবল মাত্র স্বামী, পরিবারের কর্ত্তা নহি।' (আরলি ইয়ার্স) স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে স্বাভাবিক সম্বন্ধে আঘাত প্রদান, দিন দিন পরিবর্দ্ধনশীল স্নেহ এবং প্রীতি-বিজড়িত প্রিন্স এবং ভারতেশ্বরীর স্বার্থ—উভয়ের কর্ত্তব্য বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্যোগ যে নিতান্ত অভদ্রাচরণ তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। পরিণয়কালে সাধারণ নারীজাতি যেমন "স্বামির বশবর্ত্তিনী, স্বামির প্রতি প্রেম এবং ভক্তি প্রদর্শিকা হইব" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন, মহামান্যা ভিকটোরিয়া ইংলণ্ডেশ্বরী হইলেও তাঁহার পক্ষেও সেই প্রতিজ্ঞা সমান। পরিণয়সূত্রে উভয়ে

একাঙ্গ, একপ্রাণ হইয়াছেন, স্বতরাং প্রিন্সের ন্যায় তিনিও এই ক্ষমতাভাব বিলক্ষণরূপে অনুভব করিয়া ব্যক্ত করেন যে, কেবল রাজপদ ব্যতীত উভয়ের হৃদয় অভিন্ন, উভয়ের উদ্দেশ্য এক। ভারতেশ্বরী এমত মতবাদ প্রকাশ করিলেও প্রিন্সকে আরও কিছুদিন ধৈর্য্য ধারণ করিতে হয়। সময়ে তাঁহার ন্যায়সঙ্গত কর্তৃত্ব প্রাপ্তির কোন বিঘ্ন থাকে না।

এই সময়ে সাধারণ স্বকর্ত্তব্যপালন সম্বন্ধে সুনিয়ম নির্দ্ধারণ করিতেও প্রিন্সকে অল্প আয়াস পাইতে হয় না। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ব্যারণ ষ্টকমার যে লিখিয়াছিলেন, প্রিন্স রাজনীতিবিদ্যায় আদৌ দৃষ্টিদান করেন না, সত্য বলিতে হইলে প্রিন্সের সে দোষ মার্জ্জনীয়। কারণ সে সময়ে তিনি নিতান্ত অল্পবয়স্ক ছিলেন, এবং সে সময়ে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত, এবং শিল্পবিদ্যা প্রভৃতির আলোচনাতেই তাঁহার মন সমধিক নিবিষ্ট এবং তাঁহার সমস্ত অভিজ্ঞানশক্তি আকৃষ্ট ছিল। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তিনি ইংলণ্ডীয় সিংহাসনের অতি সন্নিকটবর্ত্তী পদারোহণ জন্য আহূত হন, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তিনি এরূপ অবস্থায় পতিত হন, যাহাতে রাজনীতির প্রতি তাঁহার অননুরাগ অবশ্য অমার্জ্জনীয় হইয়া উঠিত। কিন্তু প্রিন্সের তুল্য মনুষ্যের পক্ষে সেই অবস্থায় রাজনীতির প্রতি অনুরাগ অপ্রদর্শন অসম্ভব হয়। পরবর্ত্তী কার্য্য দ্বারা বিলক্ষণ প্রমাণিত হয় যে, প্রিন্স শাসনকার্য্যের সমস্ত গুণসম্পন্ন ছিলেন, সুতরাং তিনি অনতিবিলম্বে উত্তেজক ঘটনা এবং গুরুতর রাজনৈতিক আন্দোলন ও পরিবর্ত্তনের মধ্যে হঠাৎ নিক্ষিপ্ত হইয়া, অলস দর্শকের ন্যায় অবস্থান না করিয়া, আভ্যন্তরিক বা বৈদেশিক সমস্ত প্রকার রাজনৈতিক গোলযোগে সুমন্তব্য প্রকাশে কৃতকার্য্য হন। প্রিন্স যে পদে প্রতিষ্ঠিত, রাজনীতির সহিত সে পদ সম্পূর্ণ বিজড়িত, স্বতরাং বাল্যকালে এবং যৌবনোদ্যমে তিনি সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ন্যায়, শিল্প, সংগীত প্রভৃতি বিদ্যার প্রতি যেরূপ দৃঢ় অনুরাগ প্রদর্শন করেন, এই পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই সেইমত কূট রাজনীতিচক্রভেদ শিক্ষায় লিপ্ত হন।

'মহামান্যবতী শ্রীমতী ভিক্টোরিয়া সেই ইংলণ্ডের বর্ত্তমান অধিরাজ্ঞী। পূর্ব্বপ্রচলিত প্রথামত রাজা বা রাজ্ঞী একাকী পূর্ণক্ষমতাসহ রাজ্যশাসন করেন না। হাউস অব লর্ডস্ অর্থাৎ কুলীনসমাজ এবং হাউস অব কমন্স অর্থাৎ সাধারণসমাজ নামে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভারদুইটী শাখা আছে। সেই

উভয় সমাজের সদস্যগণই রাজা বা রাজ্ঞীর নামে শাসন করিয়া থাকেন। সেই কুলীনসভায় রাজকুমারগণ, ইংলণ্ডের সকল শ্রেণীর ৪২০ জন কুলীন,* স্কটল্যাণ্ডের ১৬ জন কুলীন, এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের ২৮ জন কুলীন, এবং ইংলণ্ডের ২৪ ও আয়ার্ল্যাণ্ডের ৪ জন বিসপ নামক পুরোহিত সভ্যরূপে উপবিষ্ট হন।† সাধারণসমাজে সর্ব্বশুদ্ধ প্রজাবর্গ কর্ত্তৃক ৬৫৮ জন সভ্য নির্ব্বাচিত হন।‡ ইহার মধ্যে ইংলণ্ডের সকল প্রদেশের প্রতিনিধি সভ্যসংখ্যা ৪৭১ জন, ওএলসের ২৯ জন, স্কটল্যাণ্ডের ৫৩ জন, এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের ১০৫ জন সভ্য প্রজাকর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন। মন্ত্রী পরিবর্ত্তনসহ পার্লিয়ামেণ্টের নবীন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন।§ দেশীয় রাজস্বের প্রতি সাধারণসমাজের পূর্ণক্ষমতা থাকায়, সাধারণসমাজের ক্ষমতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু সকল বিধি, ব্যবস্থা প্রভৃতিতেই কুলীনসভার মত এবং রাজসম্মতি গ্রহণাবশ্যক। এই শাসন প্রণালীর নাম প্রজাতন্ত্রশাসন। রাজা বা রাজ্ঞী স্বেচ্ছা পূর্ব্বক কোন প্রকার বিধি, ব্যবস্থা, বা আজ্ঞা দান করিতে পারিলেও তাহা করেন না, এবং মহা সভা, রাজা বা রাজ্ঞীর সম্মতি ব্যতীত কোন কার্য্য করিতে সমর্থ নহেন।' (ভিকটোরিয়া-রাজস্থয়; শাসন পর্ব্ব, তৃতীয় অধ্যায়, ৭২ পৃষ্ঠা) ইংলণ্ডের শাসনপ্রণালীর এইরূপ মূল ব্যবস্থা থাকায়, আলবার্ট সাধারণ রাজকার্য্য সম্বন্ধে স্বকীয় পদের এবং ক্ষমতার প্রকৃত চিত্র বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া, প্রথম হইতেই স্বকর্ত্তব্যপালন সম্বন্ধে এরূপ নিয়ম ধার্য্য করেন যে, তাঁহার নিজের কোন কার্য্য দ্বারা যেন রাজ্যের শাসনযন্ত্রের কোন প্রকার অবরোধ, এবং ইংলণ্ডেশ্বরীর শাসনক্ষমতার ব্যাঘাত না হয়। এবং নিজে সৎপরামর্শ দ্বারা ভারতেশ্বরীর শাসনকার্য্য সম্বন্ধে সহায়তা করিবার জন্য সম্পূর্ণরূপে দক্ষতা

* ব্যারণ, লর্ড, বাইকাউণ্ট, আরল, মার্কুইস, এবং ডিউক প্রভৃতি উপাধিধারী কয়েক শ্রেণির কুলীন আছেন। বহুশতাব্দী গত হইল এই কৌলীন্য সৃষ্ট হয়।

† ইহাঁরা রাজা বা রাজ্ঞী কর্ত্তৃক সভ্যপদে মনোনীত হন।

‡ পরস্পর প্রতিযোগিতা উপলক্ষে সভ্যপদাকাঙ্খিগণের নির্ব্বাচনকালে বহু সহস্র অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে। ইহাঁরা সভ্যপদে নির্ব্বাচিত হইলে কোন প্রকার বেতন প্রাপ্ত হন না।

§ মন্ত্রিসমাজ ৭ বর্ষের অধিক স্বপদে থাকিয়া শাসনক্ষমতা চালনা করিতে পারেন না। কনসারবেটীব (রক্ষণশীল) ও লিবারেল (সমদর্শী) এই উভয় রাজনৈতিকদলের মধ্যে নির্ব্বাচনকালে যে সম্প্রদায়ের অধিক সভ্য নির্ব্বাচিত হন, সেই সম্প্রদায়ের নেতাগণ শাসনভার প্রাপ্ত হন।

লাভ আবশ্যক, তাহাও প্রথম হইতেই স্থির করেন। এই দক্ষতা লাভ জন্য তিনি যে আভ্যন্তরিক এবং বৈদেশিক প্রত্যেক প্রশ্নে—যে প্রশ্নের উপর ভারতেশ্বরীর সাম্রাজ্যের মঙ্গল নির্ভর করিতেছে, সেই সমস্ত প্রশ্নে বিশেষ শ্রম এবং আগ্রহের সহিত মনোনিবেশ করেন, ইহা প্রকাশ করা বাহুল্য মাত্র। ঐ অভিপ্রায়েই প্রিন্স আত্মসুখসম্মানাভিলাষ বিসর্জ্জন করিয়া, নিজ জীবন এবং সংসারের উদাহরণ দ্বারা প্রজাদিগের স্নেহের উপর রাজ-ক্ষমতা দৃঢ়রূপে স্থাপিত করিতে মনন করেন এবং বিবাদমান রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের পরস্পরাক্রমণ এবং নীতিভ্রষ্ট দলের ক্ষতিকারক রাজনৈতিক গোল-যোগের মধ্য হইতে প্রজাপুঞ্জের মঙ্গলসাধন এবং সাম্রাজ্যের ক্ষমতা এবং গৌরব বর্দ্ধনে কৃতসঙ্কল্প হন। দশবর্ষ পরে ওয়াটারলুর সমরজেতা—বিখ্যাত বীর প্রথম নেপোলিয়নের পতনসাধক—ইংলণ্ডের প্রধান সেনাপতি বীরশ্রেষ্ঠ ডিউক অব ওয়েলিংটন যৎকালে প্রিন্স আলবার্টকে ইংলণ্ডের প্রধান সেনা-পতিপদ গ্রহণ জন্য প্রস্তাব করেন, প্রিন্স তৎকালে সেই পদ গ্রহণে অস্বীকার করিয়া যে উত্তর প্রদান করেন, তদ্দারা উক্ত মূলসূত্রানুসারে স্বকর্ত্তব্য পালনের চূড়ান্ত নিদর্শন দৃষ্ট হয়। প্রিন্স স্বকর্ত্তব্য সম্বন্ধে লিখেন,—'তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত অস্তিত্ব তাঁহার স্ত্রীর সহিত বিমিশ্রণ, তাঁহার দ্বারা তাঁহার নিজের জন্য কোন প্রকার ক্ষমতা প্রাপ্তির অভিলাষ না করা, সমস্ত আত্ম-শ্লাঘা বিসর্জ্জন, সাধারণের সমক্ষে কোন প্রকার স্বতন্ত্র দায়ীত্ব গ্রহণ না করা, তাঁহার পদটী সম্পূর্ণরূপে তাঁহার (ভারতেশ্বরীর) অংশস্বরূপ নির্দ্ধারণ, রাজ-কার্য্যকালে তিনি স্ত্রীলোক বলিয়া স্বভাবতঃ যে যে কার্য্য করিতে অক্ষম হই-বেন তাহা সম্পূরণ, ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক নানা প্রকার গুরুতর প্রশ্নাবলী যে কোন মুহূর্ত্তে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে উপ-দেশ দান এবং সহায়তা করিতে সমর্থ হইবার জন্য রাজকার্য্যের প্রত্যেক অংশে ক্রমাগত সাগ্রহদৃষ্টি দান' তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য। প্রিন্স আরও লিখেন যে তিনি তাঁহার (ভারতেশ্বরীর) পরিবারের স্বাভাবিক কর্ত্তা, তাঁহার সংসা-রের তত্ত্বাবধায়ক, তাঁহার গোপনীয় বিষয়কর্ম্মের সম্পাদক, রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁহার একমাত্র পরামর্শদাতা, রাজ্যের কর্ম্মচারিগণের সহিত তাঁহার পত্রাদি লিখনের একমাত্র সহকারী, তাঁহার গোপনীয় সেক্রেটরি এবং স্থায়ী মন্ত্রী-স্বরূপ। তাঁহার সমস্ত সময় ভারতেশ্বরীর জন্য ব্যয় করা কর্ত্তব্য। প্রিন্স আলবার্ট

স্বকর্ত্তব্যপালনের এই যে মূলনীতিসূত্র নির্দ্ধারণ করেন, প্রথম হইতেই যে, তিনি তদনুসারে কার্য্য করিয়া সফল হন ইহা অনুমান করা অন্যায়। প্রিন্স গন্তব্য পথে প্রতি পাদক্ষেপে সঙ্কট এবং বিরুদ্ধভাবে সমালোচিত হইবার সম্ভাবনা ইহা বিলক্ষণ অনুমান করেন। কিন্তু ভারতেশ্বরীর স্নেহ এবং বিশদ কার্য্যসাধক সৎপরামর্শ এবং তৎসহ নীতিজ্ঞপ্রধান ব্যারণ ষ্টকমারের সদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, গুরুতর দায়ীত্বজনক পদে প্রশংসিতভাবে অবস্থান এবং স্বকর্ত্তব্যপালনে কৃতকার্য্য হন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রিন্স আলবার্টকে রাজসংসারের সাধারণ কার্য্যে সর্ব্ব সাধারণের নিকট পরিচিত করিবার জন্যই পরিণয়ের পর লিবি * ও ড্রইংরুম † নামক দরবার, সাধারণসমাজ সমূহের প্রতিনিধিদিগকে গ্রহণ, রাজভোজ, অভিনন্দন গ্রহণ এবং অপরাপর নানাবিধ সাধারণানুষ্ঠান এবং উৎসব হয়। এই মাহোৎসব এবং মহানন্দের সময়েই ইংলণ্ডের আভ্যন্তরিক এবং বৈদেশিক রাজনৈতিক প্রশ্নাবলী এরূপ গুরুতর মূর্ত্তিতে উপস্থিত হয় যে, তৎপ্রতি অচিরেই প্রিন্সের মনোযোগ আকৃষ্ট এবং তৎসমস্ত তাঁহার আগ্রহের সহিত চিন্তনীয় হইয়া উঠে। তিনি নির্জ্জন—সম্যকসঙ্কটশূন্য সরল অবস্থা হইতে একেবারে প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তনশীল নানাবিধ দৃশ্য এবং চিন্তাপূর্ণ ঘটনাতরঙ্গে নিক্ষিপ্ত হওয়ায়, তাঁহার পরিণয়ের প্রথম কয়েক মাস কাল তাঁহার পক্ষে সর্ব্ব বিষয়ে নূতন এবং শ্রমজনক বিবেচিত হইতে থাকে। বিশেষতঃ তিনি এত দিন যেরূপ প্রণালীতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিলেন, এক্ষণে

* সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষ এবং অধিবাসীবর্গ ইহাতে উপস্থিত হইয়া রাজা বা রাজ্ঞীকে সম্মান প্রদর্শন করেন। এই দরবারসংবাদ সাধারণ্যে প্রচার হইলে, সকলে স্বনামাঙ্কিত দুইখণ্ড পত্র রাজ পারিষদের নিকট প্রেরণ করেন। দরবারকালে পারিষদ দণ্ডায়মান রাজা বা রাজ্ঞীর নিকট একে একে লইয়া গিয়া, তাঁহার নামোল্লেখ করিলে, তিনি নতমস্তকে অভিবাদন করেন, পরে রাজা বা রাজ্ঞী প্রত্যভিবাদন করিলে, তিনি তথা হইতে অপসারিত হন।

† ইহাতে কেবল সম্ভ্রান্তা রমণীগণ ঐ ভাবে উপস্থিত হন।

তাহা পরিবর্ত্তনমুখে পতিত হওয়ায়, তাহা কষ্টপ্রদ বোধ হইতে থাকে। পূর্ব্বমত সরল এবং অনাড়ম্বরভাবে অবস্থান এবং যামিনীর প্রথম যামে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ প্রভৃতি এই সময়ে অসম্ভব হইয়া উঠে। তিনি (২৭এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ) লিখেন—' সম্পূর্ণরূপে নবীন প্রণালীতে অভ্যস্থ হইতে আমি বিশেষ কষ্টকর বোধ করিতেছি। অধিক রজনী পর্য্যন্ত জাগরণ আমার পক্ষে অসহ্য।' প্রিন্স এতদিন কোবর্গের দ্বিতীয় কুমাররূপে অবস্থান করিতেছিলেন, এক্ষণে ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনের পার্শ্বস্থ আসনে উপবিষ্ট হওয়ায়, সহজই বহুল লোকের সহিত তাঁহাকে পরিচিত এবং মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে হয়। বহুল লোকের নিকট পরিচিত এবং বহুল লোকের পত্রের উত্তরদানে প্রিন্স ব্যতিব্যস্ত হন। একমাত্র ৭ই মার্চ্চে প্রিন্স সপ্তবিংশ খণ্ড লিপি প্রাপ্ত এবং তাহার উত্তর দান করেন, এবং এত লোকের নিকট পরিচিত হন যে, ৯ই মার্চ্চে তিনি লিখেন, আমি এ পর্য্যন্ত সকলের মুখাকৃতি স্মরণ করিতে পারি না, কিন্তু সময়ে ইহা পারিব। প্রিন্স আলবার্ট সরল—উদার মত, বিনয়-নম্র ভাব এবং প্রসন্নমূর্ত্তি দ্বারা অচিরেই রাজ্যের প্রধান প্রধান নীতিজ্ঞ, সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষ, কুলীনসমাজ, এবং জনসাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ হন। এই সময়ে ষ্টকমার লিখেন,—' প্রিন্স সর্ব্বপ্রিয় হইয়াছেন। যাঁহারা সাম্প্রদায়িক বিরুদ্ধভাবতরঙ্গে নিক্ষিপ্ত নহেন, তাঁহারা প্রিন্সকে সমধিক প্রিয় জ্ঞান করিতেছেন। তিনি এই কঠিন অবস্থায় অতীব উত্তমাচরণ করিতেছেন।'

পরিণয়ের পর প্রিন্স প্রথম এবং তৎপরবর্ত্তী কয়েক বর্ষকাল সংগীতবিদ্যা এবং চিত্রবিদ্যায় সবিশেষ নিবিষ্ট থাকেন। কিন্তু বর্ষবৃদ্ধির সহিত জাতিসারণ প্রশ্নাবলী পূরণে তাঁহাকে সমধিক সময় ব্যয় করিতে হওয়ায়, তৎকালে এতদুভয়ের প্রতি এইমত দৃষ্টি রক্ষা করিতে সমর্থ হন না। যাহা হউক এই সময়ে চিত্রবিদ্যা এবং সংগীতরচনাবিদ্যায় তিনি সমধিক পরিমাণে দক্ষ এবং এবং নিগূঢ়তত্ব সম্বন্ধে সবিশেষ অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত হন। ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স সামান্য অবকাশকাল চিত্রখোদনবিদ্যায় আনন্দে অতিবাহিত করিতেন। রাজকার্য্যের গুরুতর শ্রমের পর প্রায়ই উভয়ে মিলিত হইয়া একত্রে ক্রীড়া এবং সংগীত * করিয়া চিত্তকে বিশ্রাম এবং

* ইয়ুরোপে পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভগ্নী, স্বামী, স্ত্রী, আত্মীয়, বান্ধব সকলেই একত্র সংগীত এবং নৃত্য করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের ন্যায় তথায় ইহা নিন্দনীয় নহে।

বিশুদ্ধ আনন্দ প্রদান করিতেন। প্রিন্স সকল সময়েই সংগীত সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দপ্রদ বলিয়া গণনা করিতেন। তিনি ভাবিতেন যে, কেবল একমাত্র সংগীত দ্বারা মনুষ্য ইহ জীবনের শোক, নৈরাশ্য প্রভৃতি বিস্মৃত হইতে সমর্থ। এবং কেবল এক মাত্র সংগীত দ্বারাই হৃদয়ের অন্তস্তলের অভিপ্রায় এরূপ ভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে যে, অন্য কোন উপায়ে তৎপ্রকাশ অসম্ভব। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে অর্গান যন্ত্র তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। তিনি কর দ্বারা এত দ্রুতগতি এবং মধুরভাবে এই যন্ত্র বাদন দ্বারা এরূপ ভাবে হৃদয়ের চিত্র প্রকাশ করিতেন যে, প্রত্যেক শ্রোতাই বিমোহিত হইতেন। তাঁহার এই বাদ্য এবং সংগীতশক্তি সম্বন্ধে ভারতেশ্বরীর প্রধানা সহচরী লেডি লিটিল্টন উইণ্ডসর প্রাসাদে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ৯ই অক্টোবরে লিখেন,—'ভ্রমণের পর গত কল্য অপরাহ্ণে আমি যৎকালে এখানে উপবিষ্টা হইয়া বর্ত্তিকালোকে অধ্যয়ন করিতেছিলাম, তৎকালে নিম্নতলস্থ কক্ষ হইতে হায়! কি মধুর ধ্বনি উত্থিত হয়!......প্রিন্স আলবার্ট—প্রিয় প্রিন্স আলবার্ট অর্গান বাজাইতে ছিলেন,...আমি দূরে অবস্থান করায় কেবল মাত্র মধুর ধ্বনি শ্রবণ করিতে পাই, কিন্তু আমি কখনই অতীব আনন্দের সহিত এমত মধুর বাদ্য শ্রবণ করি নাই। ভোজনকালে আমি এ বিষয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করায়, তিনি বলেন, "ও! আমার অর্গান! ইহা আমি নূতন প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি অতি অর্গানভক্ত! ইহা যন্ত্রশ্রেষ্ঠ; ইহা হৃদয়ের ভাব প্রকাশের এক মাত্র যন্ত্র।"' প্রিন্স সংগীত এবং শিল্পানুরক্ত বলিয়া সাধারণ্যে প্রচার হইলে, তিনি প্রকাশ্যে তদুভয় বিষয়ে যোগ দান জন্য আহূত হন। সর্ব্ব প্রথমে তিনি রাজধানীর এনসিয়েণ্ট কনসার্ট নামক প্রাচীন ঐক্যতান বাদ্য-সমাজের অন্যতর অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইয়া, সংগীত নির্ব্বাচন এবং বাদ্য-প্রণালী নির্দ্ধারণ করেন। ২৯এ এপ্রেলে তাঁহার অধ্যক্ষতায় সেই সম্প্রদায় প্রকাশ্যে ঐক্যতান বাদ্য করেন। প্রকাশ্যে বাদ্য হইবার দুই দিবস পূর্ব্বে প্রিন্স ভারতেশ্বরীকে লইয়া উক্ত সমাজে গমন পূর্ব্বক বাদ্যচর্চ্চাকালে উপস্থিত হন। সাধারণ সমক্ষে এই ঐক্যতান বাদন হইলে, প্রত্যেক শ্রোতা এবং বাদক ও সংগীতবেত্তাগণ প্রিন্সের অভিজ্ঞতার চূড়ান্ত নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়া, অশেষ ধন্যবাদ এবং মহানন্দ প্রকাশ করেন। প্রিন্স পরে নানা সময়ে নানা অনুষ্ঠান উপলক্ষে এই প্রকার ঐক্যতান বাদ্যের নবীন ব্যবস্থা করেন এবং

তাঁহারই অনুষ্ঠিত প্রণালী এবং সংগীত ও গতগুলি ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র সমাদৃত, পরিগৃহীত, অভ্যস্থ এবং বাদিত হয়। তিনি নিজে অনেক গুলি সংগীত ও গত রচনা করেন। সংগীতবিদ্যার ন্যায় প্রিন্স প্রথম হইতেই ইংলণ্ডের চিত্র এবং শিল্পবিদ্যার প্রতি সমধিক দৃষ্টি দান করেন। এই সময়ে ইংলণ্ডের চিত্র এবং শিল্পবিদ্যার অবস্থা তত উৎকৃষ্ট ছিল না। সময়ে একমাত্র প্রিন্স আলবার্টের যত্নে, শ্রমে, অধ্যবসায়ে, এবং উৎসাহে ইংলণ্ডে এতদুভয় বিদ্যার সমধিক আদর এবং মহোৎকর্ষ সাধিত হয়।

প্রিন্স আলবার্ট প্রথম হইতেই ইংলণ্ডের জাতিসাধারণ প্রশ্নে যোগ দান এবং সহানুভূতি প্রদর্শনে ক্রটী করেন না। দাসব্যবসায় রহিত জন্য ১লা জুনে (১৮৪০ খৃঃ) লণ্ডনে এক মহতী সভাধিবেশন হয়, এবং প্রিন্স সভাপতির আসন গ্রহণ পূর্ব্বক সারগর্ভ এবং যুক্তিযুক্ত উক্তিপূর্ণ সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দ্বারা এরূপে নিজ মনোভাব ব্যক্ত করেন যে, তৎশ্রবণে সমবেত নীতিজ্ঞমণ্ডলী, বাগ্মীবৃন্দ, এবং সাধারণ শ্রোতাগণ সম্পূর্ণরূপে বিমোহিত হইয়া, প্রিন্সের হৃদয় কিরূপ ধাতুতে গঠিত তাহা বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন। তাঁহার প্রত্যেক বক্তৃতাই এইমত সংক্ষিপ্ত অথচ হৃদয়ের সমগ্র ভাবপ্রকাশক বলিয়া প্রশংসিত হয়। প্রকাশ্য স্থানে বক্তৃতাকালে তিনি যে মতবাদ প্রকাশ করিবেন, তাহা ভারতেশ্বরীর মতরূপে পরিগৃহীত হইবে বলিয়া, প্রিন্স পূর্ব্ব হইতে ব্যক্তব্য বিষয় বিশেষরূপে চিন্তার পর যথোপযুক্ত ভাবে তাহা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য এমত নির্দ্ধারণ করেন, সুতরাং তিনি প্রথমত এই বক্তৃতা এবং পরবর্ত্তী বক্তৃতাগুলি বিশেষ সতর্কতার সহিত লিখিয়া কণ্ঠস্থ করেন। এ সম্বন্ধে ভারতেশ্বরী লিখেন,—'তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হন, এবং প্রাতঃকালে তাঁহার (ভারতেশ্বরীর) নিকট মনোযোগের সহিত বারম্বার আবৃত্তি করেন।' (আরলি ইয়ার্স, ৩৪১ পৃষ্ঠা) এই বক্তৃতাকালে তাঁহার যে উৎকণ্ঠিত ভাব দৃষ্ট হয়, তাহার প্রধান কারণ এই যে, সহস্র সহস্র শ্রোতার সমক্ষে তাঁহার পক্ষে বিজাতীয় (ইংরাজী) ভাষায় এই প্রথম প্রকাশ্য বক্তৃতা, এবং এই বক্তৃতা দ্বারা তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষরূপে পরিতুষ্ট করিতে প্রয়াসী হন। এ সম্বন্ধে প্রিন্স নিজ জনককে লিখেন,—'আমার বক্তৃতা অতীব আনন্দধ্বনির সহিত গৃহীত হইয়াছে, এবং দেশমধ্যে সুযশবা বিস্তৃত করিয়াছে এমত দেখা যাইতেছে।'

কয়েক দিবস পরে নির্ম্মল, প্রীতিপূর্ণ রাজ-জীবনের প্রতি অক্সফোর্ড নামক একজন নরাধম মহাপাতকী সংঘাত প্রদানে উদ্যত হয়। ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স যানারোহণে কনষ্টিটিউসন হিল নামক স্থান হইতে প্রাসাদাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, এমত সময়ে উক্ত নরপিশাচ ভারতেশ্বরীকে লক্ষ্য করিয়া বারদ্বয় পিস্তল দ্বারা গুলি চালনা করে, কিন্তু পরম করুণাময় পরমেশ্বর তাহার পাপ অভিলাষ ব্যর্থ করেন। রাজহত্যাভিলাষী অক্সফোর্ডের পাপ উদ্দেশ্যের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাঁহার জীবন বলিদান সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য বিবেচিত হইলেও তাহার আত্মীয়বর্গ তাহাকে উন্মাদ বলিয়া প্রকাশ করায়, বিচারকালে জুরি বা পঞ্চায়েৎগণ তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে, বিচারপতি অক্সফোর্ডকে যাবজ্জীবন বাতুলাশ্রমে বাসাজ্ঞা দান করেন। কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনার দ্বারা বিলক্ষণরূপে প্রমাণিত হয় যে, এই আজ্ঞা দ্বারা বিচারপতি একটি মহাপাপের প্রশ্রয়-দান করেন। আর্য্যশাসন বা যবনশাসনে কোন পাতকী এই প্রকারে রাজ-জীবনহননাভিলাষী হইলে, তাহার জীবন্ত পাপদেহ কিরূপ খণ্ডে খণ্ডে বিচ্ছিন্ন হইয়া, অপর হত্যাভিলাষীদিগের চৈতন্য সম্পাদন করিত তাহা সহজেই অনুমেয়। সুসভ্য ব্রিটিশশাসনে সেরূপ নৃশংস দণ্ড অপ্রার্থনীয় হইলেও প্রাণদণ্ড দান অবশ্য কর্ত্তব্য। ইংলণ্ডীয় বিধানের দ্বারা রাজা প্রজা উভয়ের জীবন সমভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং ভারতেশ্বরীর প্রাণহননোদ্যোগী অক্সফোর্ড সেই বিধানমত বিচারিত হইলেও তাঁহার সেই অমার্জ্জনীয় গুরুতর অপরাধের এ দণ্ড যে যথোপযুক্ত হয় নাই, তাহা এই পাপাত্মাই পরিণামে স্বীকার করে। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সিস এবং বীণ নামক অপর দুই নরপিশাচ এই অক্সফোর্ডের ন্যায় ভারতেশ্বরীর প্রতি গুলি চালনা করিলে, অক্সফোর্ড বলে যে,—'আমার যদি প্রাণদণ্ড হইত, তাহা হইলে রাজ্ঞীর প্রতি আর কেহই গুলিবর্ষণ করিত না।' সর্ব্বপূজনীয়া ভারতেশ্বরীর প্রতি এই অন্যায় কাপুরুষবৎ অত্যাচার শ্রবণে সমগ্র ইংরাজজাতি অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। বিশেষতঃ এই সময়ে ভারতেশ্বরীর গর্ভাবস্থার সংবাদ প্রিন্স আলবার্ট কর্ত্তৃক প্রকাশ হওয়ায়, জাতিসাধারণের সেই ক্রোধ ভীমপরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। বাস্তবিক সে সময়ে যদি শান্তিরক্ষকগণ বিশেষ সতর্ক না থাকিতেন, তাহা হইলে অক্সফোর্ডের পাপজীবন সাধারণের পদতলে বিদলিত হইত তাহার সন্দেহ নাই।

ভারতেশ্বরী অন্তর্বত্নী এরূপ প্রচার হইলে, পাছে তিনি সন্তান প্রসবের পর প্রাণত্যাগ করেন, তাহা হইলে কে রাজপ্রতিনিধিস্বরূপ ইংলণ্ড শাসন করিবেন, এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা জন্য অচিরে আন্দোলন উপস্থিত হয়। প্রিন্সেস সার্লোটীর সময় প্রিন্স লিওপোল্ড যেরূপ ভাবি রাজপ্রতিনিধিপদে নির্ব্বাচিত হন, সেইমত প্রিন্স আলবার্টও নির্ব্বাচিত হউন, ভারতেশ্বরী এমত কামনা প্রকাশ করেন। কিন্তু প্রিন্স আলবার্টের বৃত্তি নির্দ্ধারণ এবং তাঁহার ইংলণ্ডের অধিবাসিস্বত্ব প্রাপ্তি সম্বন্ধে পার্লিয়ামেণ্টে যেরূপ শোচনীয় তর্কান্দোলন হয়, তাহাতে এই প্রস্তাবও ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা ভাবিয়া, উভয় রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের নেতাদিগের সহিত সর্ব্বাগ্রে এ সম্বন্ধে সুপরামর্শ করা কর্ত্তব্য বিবেচিত হয়। বিশেষতঃ ডিউক অব সসেক্স, প্রিন্স আলবার্টের রাজপ্রতিনিধির পদ প্রাপ্তির প্রধান বিরোধী হইয়া, রাজপ্রতিনিধিসমাজ স্থাপন ও তিনি নিজে তাহার সর্ব্বাধ্যক্ষ হইবেন এমত প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন, পূর্ব্বে ইহা প্রকাশিত হওয়ায়, চতুর নীতিজ্ঞ ব্যারণ ষ্টকমার নিজে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন। মন্ত্রিসমাজের বিরুদ্ধপক্ষীয় সার রবার্ট পীল এবং বীরবর ডিউক অব ওয়েলিংটন প্রভৃতির সহিত পরামর্শের পর সকলে একবাক্যে প্রকাশ করেন যে, পিতাই যখন স্বাভাবিক অবিভাবক, তখন প্রিন্স ব্যতীত অপর কেহই রাজপ্রতিনিধি হইতে পারেন না। এমতে প্রিন্স আলবার্টকে উক্ত ক্ষমতা দান সম্বন্ধে ১৩ই জুলাই পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় এক নূতন পাণ্ডুলিপি অর্পিত হয়। কেবল এক মাত্র ডিউক অব সসেক্স ব্যতীত আর সকলেই ইহাতে মত দান করেন। প্রিন্সের পক্ষে এই নববিধি আবশ্যই বিশেষ প্রীতিকর। তিনি অল্পদিবসের মধ্যে উভয় রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের নেতাগণের হৃদয় কিরূপে হরণ করেন ইহাও তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ। প্রিন্স এ সম্বন্ধে নিজ পিতাকে জ্ঞাপন করেন,—'উভয় সভার (হাউস অব লর্ডস এবং হাউস অব কমন্স) একজন মাত্রও ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি উপস্থিত করেন নাই, এবং কোন সংবাদপত্রও প্রতিবাদ করেন নাই।' (আরলি ইয়ার্স, ৩৫২ পৃষ্ঠা) প্রধান মন্ত্রী লর্ড মেলবোরণ ভারতেশ্বরীকে জ্ঞাত করেন যে, এক মাত্র প্রিন্সের গুণাবলীই ইহার মূলীভূত কারণ। এই পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইলে ব্যারণ ষ্টকমার স্বদেশে প্রতিগমন করেন। গমন কালে তিনি প্রিন্সকে নিম্নলিখিত উপদেশক পত্র লিখেন,—'আনসনের সহিত আমার অনেক কথোপকথন হইয়াছে; দেখিলাম,

তিনি অতি উৎকৃষ্ট লোক, অকৃত্রিমরূপে আপনার অনুরক্ত। ঈশ্বর করুন, ইহাই হউক, কারণ কোন মনুষ্যই—মহোচ্চ মনুষ্যও—তাঁহার পার্শ্বস্থ পারিষদ এবং কর্ম্মচারিগণের প্রীতি এবং ভক্তি ব্যতীত স্বচ্ছন্দে জীবনাতিবাহিত করিতে সমর্থ নহেন। যাঁহারা আপনার সংসারে নিযুক্ত, আপনিও তাঁহাদিগের পক্ষে প্রকৃত মিত্রস্বরূপ হউন। রাজ্ঞীর শারীরিক এবং নৈতিক স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। কখনও আত্মসম্বরণে অসমর্থ এবং ধৈর্য্যচ্যুত হইবেন না; কিন্তু সর্ব্বোপরি সকল সময়ে সর্ব্ববিষয়েই রাজপদোচিত মহোচ্চতা এবং যোগ্যতা প্রদর্শনে যেন অপারক না হন।' ষ্টকমার স্ববাসে উপস্থিত হইয়াও প্রিন্সকে নানা সময়ে বিবিধ হিতোপদেশপূর্ণ পত্র লিখেন।

১১ই আগষ্টে (১৮৪০ খৃষ্টাব্দ) মহাসভা পার্লিয়ামেণ্টের অবকাশ প্রদত্ত হয়। ভারতেশ্বরী নিজে এই দিন মহাসভায় গমন করেন। এই দিন প্রিন্স আলবার্টও ভারতেশ্বরীর সহিত গমন করিয়া রাজসিংহাসনের পার্শ্বস্থ সিংহাসনে উপবেশন করেন। ডিউক অব সসেক্স পূর্ব্বে গোপনে ব্যক্ত করেন যে, প্রিন্স সিংহাসনের পার্শ্বস্থ আসনে উপবিষ্ট হইলে, তিনি মহাসভায় তজ্জন্য আপত্তি উপস্থিত করিবেন, কিন্তু তিনি সে আপত্তি উপস্থিত না করায় সর্ব্বসাধারণেই পরিতুষ্ট হন। এই দিনই ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স রাজধানী হইতে উইণ্ডসরে গমন করেন। গভীরধূমরাশিদূষিতবায়ুপূর্ণ লণ্ডন ত্যাগ করিয়া, বিশুদ্ধানীল এবং কমনীয় বনরাজির সুষমাপূর্ণ উইণ্ডসরে আগমন পূর্ব্বক প্রিন্স পরম হৃষ্ট হন। তিনি লিখেন,—'আমি এখানে যেন স্বর্গীয় নির্ম্মল ধীর সমীর সেবন করিতেছি।' লণ্ডনে অবস্থানকালে তিনি যখন যে স্থানে গমন করিতেন, সেই স্থানেই মহাজনতা হইত; এক্ষণে সেই জনতা হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে বিশ্রামানুভব করিতে সমর্থ হন। প্রাণীতত্ত্ববিদ্যার প্রতি তিনি সবিশেষ অনুরাগী, সুতরাং এই রমণীয় প্রদেশে তাঁহার সেই প্রাণীতত্ত্বশিক্ষার উৎকর্ষসাধনের বিশেষ সুবিধা হয়। নিজ পিতার ন্যায় তিনি কমনীয় কুঞ্জ, পাদপথ, ক্রীড়াভূমি, এবং উদ্যানের অপরাপর সৌন্দর্য্যসাধনে বিশেষ দক্ষ ছিলেন, সুতরাং অচিরেই উইণ্ডসর প্রাসাদসংলগ্ন স্থাননের অনুপ শোভাবর্দ্ধন জন্য সবিশেষ শ্রমে নিযুক্ত এবং নানাবিধ দুষ্প্রাপ্য জন্তু এবং পক্ষী প্রভৃতি সংগ্রহ করেন। ১৪ই আগষ্টে তিনি নিজ পিতাকে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করেন, 'ভিকটোরিয়া যে সমস্ত আরব্য ঘোটক উপহার প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমি এক্ষণে

তাহাদিগের কারণ একটী সুন্দর ক্ষুদ্রাগার স্থাপন করিতেছি। পর্ব্বত শৃঙ্গোপরি যে প্রাচীন বৃক্ষরাজিশোভিত বিস্তৃত শ্যামল ভূখণ্ড আছে, তথায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাদপাদিপূর্ণ ক্রীড়াভূমি হইবে, এবং তজ্জন্য আমাকে সবিশেষ নিযুক্ত থাকিতে হইবে।' ২৬এ আগষ্টে উইণ্ডসর প্রাসাদে প্রিন্স আলবার্টের জন্মতিথি উপলক্ষে প্রথম মহোৎসব হয়। আমরণকাল এই উৎসব অতীব আনন্দে সাধিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে প্রতি জন্মতিথিতে প্রিন্স নিজ পিতার আশীর্ব্বাদ বচন শ্রবণ করিতেন, কিন্তু এই দিন তিনি সর্ব্ব প্রথম সেই আশীর্ব্বাদবাণী শ্রবণ করিতে না পাইয়া, পরদিন নিজ পিতাকে লিখেন.—' আপনার মুখ হইতে এই প্রথম আমি আশীর্ব্বাদ বচন শ্রবণ করিতে পাইলাম না। আমার চিন্তা স্বভাবতই কল্য রোজিনার প্রতি আবদ্ধ ছিল।'

উইণ্ডসরে বিশ্রামকালে প্রিন্স মেং সেলউইন নামক একজন সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের সহিত ইংলণ্ডের বিধান এবং শাসননীতি অধ্যয়ন করেন। প্রিন্সের তীক্ষ্ণবুদ্ধি, প্রগাঢ় মনোনিবেশ, এবং যে যে স্থানে ইংরাজী বিধানের সহিত জার্ম্মাণ বিধানের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, তাঁহার দ্বারা সেই সেই স্থলে মতবাদ প্রকাশ সম্বন্ধে মেং সেলউইন যথেষ্ট প্রশংসা করেন। অধ্যয়নকালে প্রিন্স ভারতেশ্বরীর সহিত হালামকৃত ইংলণ্ডের শাসনেতিহাস নামক গ্রন্থ পাঠ করেন। ১১ই সেপ্টেম্বরে (১৮৪০ খৃষ্টাব্দ) প্রিন্স ভারতেশ্বরীর প্রিবি কাউন্সেল অর্থাৎ গোপনীয় মন্ত্রিসমাজের সভ্যপদে মনোনীত হন। ইতিপূর্ব্বে প্রিন্স ১১ গণিত হসার নামক সেনাদলের কর্ণেল নামক অধিনায়কপদে নিযুক্ত হন। এক্ষণে ইংলণ্ডীয় সমরপ্রণালী এবং সেনাচালনা সম্বন্ধীয় সাঙ্কেতিক বাক্যাবলী শিক্ষার জন্য মধ্যে মধ্যে ১ গণিত লাইফগার্ড নামক চমূদলের সহিত উইণ্ডসর পার্কে গমন করেন। এই সময়ে তুরস্কসম্বন্ধীয় রাজনৈতিক গোলযোগ গুরুতর মূর্ত্তি ধারণ করায়, ভারতেশ্বরীর আজ্ঞামত তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত রাজনৈতিক পত্র, মন্তব্য, বিবরণী প্রাসাদে প্রেরিত হয়। প্রিন্স পূর্ব্ব হইতেই এই প্রশ্নে বিশেষ মনোযোগার্পণ করিতেছিলেন, এক্ষণে তৎসমস্ত প্রাপ্ত হইয়া ইউরোপীয় রাজনীতির প্রকৃত চিত্র হৃদয়ঙ্গম, রাজনৈতিক চক্রভেদ, এবং রাজনীতিবিদ্যায় দক্ষতা লাভ করিবার সবিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হন। এ সম্বন্ধে আগষ্ট মাসে (১৮৪০ খৃষ্টাব্দ) প্রিন্স নিজ পিতাকে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করেন,—' ভিকটোরিয়া সমস্ত বৈদেশিক কার্য্যে আমাকে সবিশেষ লিপ্ত থাকিতে দিতেছেন,

এবং আমি বিবেচনা করি, আমি কতক উপকার সাধন করিয়াছি। আমি প্রায়ই আমার মন্তব্য কাগজে বিবৃত করি এবং পরে লর্ড মেলবোরণের নিকট প্রেরণ করি, তিনি প্রায় উত্তর দেন না, কিন্তু আমি যাহা বলিয়াছি, তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে তাহাই করিতে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতেছি।' রাজনীতির প্রতি প্রিন্সের দৃষ্টি নাই বলিয়া ব্যারণ ষ্টকমার যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, ইহার দ্বারা বিলক্ষণ প্রমাণিত হয় যে, প্রিন্স অল্পকালের মধ্যে রাজনৈতিক বিজ্ঞানে শিক্ষিত হইয়া সেই অনুমিত আশঙ্কা নির্ম্মূল করেন।

ব্যারণ ষ্টকমার একজন সুযোগ্য চিকিৎসক ছিলেন, সুতরাং প্রিন্স আলবার্টের অনুরোধে রাজ্ঞীর প্রসবাগারের তত্ত্বাবধান জন্য তিনি নবেম্বর মাসে পুনরায় ইংলণ্ডে উপনীত হন। ইংলণ্ডে আগমনের পূর্ব্বে তিনি অক্টোবর মাসে প্রিন্সকে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করেন যে, সূতিকাগারের জন্য একজন সুশিক্ষিতা ধাত্রী নিয়োগ সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। তিনি আরও লিখেন যে, মনুষ্য যে দিন জগতে ভূমিষ্ঠ হয়, সেই দিন হইতেই তাহার শিক্ষারম্ভ হইয়া থাকে। ধাত্রীই প্রথম শিক্ষাদাত্রী, অতএব সুশিক্ষিতা ধাত্রী নিয়োগ সর্ব্বাদৌ প্রার্থনীয়। ১৩ই নবেম্বরে ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স বাকিংহাম প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ২১এ নবেম্বরে (১৮৪০ খৃষ্টাব্দ) ভারতেশ্বরী নিরাপদে এক কুমারী (প্রিন্সেস রয়েল, জার্ম্মানির বর্ত্তমান যুবরাজ্ঞী) প্রসব করেন। ভারতেশ্বরী বলেন,—'পুত্রের পরিবর্ত্তে কন্যা ভূমিষ্ঠা হওয়ায়, প্রিন্স কেবল মুহূর্ত্তের জন্য নিরাশ দৃষ্ট হন।' ষ্টকমার এই দিন প্রিন্সকে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করেন,—'জগদীশ্বর আমাদিগের প্রতি যে বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য পুনরায় তাঁহাকে ধন্যবাদ দান করিতেছি; আমি প্রার্থনা করি এইরূপ অনুগ্রহ স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকিবে। আপনি এক্ষণে পিতার পদ প্রাপ্ত হওয়ায় আমার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। কিন্তু আপনাকে স্মরণ করিয়া দিতেছি যে, নিদ্রা, নীরবতা, বিশ্রাম, এবং রাজ্ঞীর কক্ষে যাহাতে সমধিক লোক সমবেত না হয়, এক্ষণে তাঁহার পক্ষে এই কয়টী বিশেষ প্রয়োজনীয়।...আপনি এ সম্বন্ধে, বিশেষ সতর্ক থাকিবেন। এক্ষণে আপনি নিজে রাজ্ঞীর নিকট নিয়ত উপস্থিত থাকিবেন না, কারণ আপনার সহিত নিয়ত কথোপকথন দ্বারা রাজ্ঞীর শরীর উত্তেজিত হইতে পারে। যদিও রাজ্ঞী এক্ষণে প্রকাশ্যে বিশেষ সুস্থ আছেন, তথাপি আমাদিগের অসতর্কতাব-

লম্বন করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ কোন বিষয় আন্দোলন, কোন প্রকার উত্তেজনা এবং অতিরিক্ত কথোপকথন প্রভৃতি জ্বর এবং পরে বিপদানয়ন করিতে পারে।' সূতিকাগারে প্রিন্স ভারতেশ্বরীর যেরূপ পরিচর্য্যা এবং শুশ্রূষা করেন, তৎসম্বন্ধে ভারতেশ্বরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত প্রিন্সের বাল্য জীবনী (আবুলি ইয়াস, ৩৬৫ পৃষ্ঠা) গ্রন্থে ভারতেশ্বরীর মন্তব্য মধ্যে বিবৃত হইয়াছে যে, প্রিন্সের পরিচর্য্যা এবং শুশ্রূষা বর্ণনাতীত। প্রিন্স সে সময়ে ক্রীড়া করিতে বা যে কোন স্থানে গমন করিতে অসম্মত হন, যে পর্য্যন্ত না ভারতেশ্বরী সূতিকাগার হইতে বহির্গত হন, প্রিন্স তদবধি ডচেস অব কেণ্টের সহিত একাকী বসিয়া ভোজন করেন, এবং রাজ্ঞীর স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য নিয়ত সচেষ্ট এবং উপস্থিত থাকেন। অন্ধকারাবৃত গৃহে ভারতেশ্বরীর পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া, পাঠ এবং তাঁহার উক্তিমত পত্রাদি লিখেন। ভারতেশ্বরী আরও লিখেন,—'তিনি ব্যতীত অন্য কেহই তাঁহাকে (ভারতেশ্বরীকে) শয্যা হইতে আসনে উত্তোলন করেন না, এবং তিনি নিয়ত চক্রযুক্ত শয্যা বা আসনে তাঁহাকে (রাজ্ঞীকে) গৃহান্তরে ঠেলিয়া লইয়া যান। এই কার্য্যের জন্য তিনি প্রাসাদের যে কোন স্থানে যখন অবস্থিতি করিতেন, তথা হইতেই আহূত হইতেন। যতই বর্ষবৃদ্ধি হইতে থাকে এবং তিনি যতই নানাকার্য্যে ব্যাপৃত হন, (রাজ্ঞীর পরবর্ত্তী সমস্ত প্রসবকালেই তিনি এই প্রকারে শুশ্রূষাদি করেন) তাঁহার পক্ষে অসুবিধাজনক হইলেও তিনি এইরূপ করেন, কিন্তু তিনি সহাস্য আননেই এই কার্য্যের জন্য উপস্থিত হইতেন। এক কথায় জননীর ন্যায় তিনি শুশ্রূষা করিতেন, এরূপ সদয়, বিজ্ঞ, এবং বিশেষ বিবেচক পরিচর্য্যাকারী আর ছিল না।' ভারতেশ্বরী দ্রুতগতি স্বাস্থ্য লাভ করায়, প্রিন্সকে অধিক দিন শুশ্রূষা করিতে হয় নাই। খৃষ্টমাস পর্ব্বের পূর্ব্বেই রাজপরিবার উইণ্ডসরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যভূষণভূষিত উইণ্ডসরে আগমন পূর্ব্বক নবরাজদম্পতীর দ্বিগুণ আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। নবপ্রসূতা রাজনন্দিনীর প্রফুল্ল বদনকমল দর্শনে ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স যেরূপ অননুভূতপূর্ব্ব অলৌকিক আনন্দ প্রাপ্ত হন, সেইমত প্রকৃত খৃষ্টধর্ম্মপরায়ণ প্রিন্স আলবার্ট স্বধর্ম্মের প্রধান উৎসব—খৃষ্টমাস পর্ব্ব সমাগত দর্শনে অসীম হর্ষ প্রাপ্ত হন। এই পর্ব্বোপলক্ষে প্রিন্স ভারতেশ্বরীকে নানাবিধ দ্রব্য উপহার প্রদান করেন, ভারতেশ্বরীও তদ্রূপ প্রত্যুপহার দান করেন। প্রিন্স প্রাসাদের কর্ম্মচারীবর্গকেও

যথোপযুক্ত উপহার দান করিয়া প্রত্যেককে পরিতুষ্ট করেন। এই পর্ব্বোপলক্ষে প্রিন্সকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই উপহার দান প্রথা তাঁহার আজীবন রক্ষিত এবং এক্ষণেও ইংলণ্ডীয় রাজপরিবার মধ্যে সেই প্রথা অব্যাহত ভাবে দৃষ্ট হয়।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ২৩এ জানুয়ারি রাজপরিবার বাকিংহাম প্রাসাদে প্রত্যাগমন করেন। দৈনন্দিন মন্তব্যপুস্তক মধ্যে ২২এ জানুয়ারি ভারতেশ্বরী লিখেন,—'আমি আলবার্টকে বলিলাম, পূর্ব্বে পূর্ব্বে আমি লণ্ডনে যাইতে অতীব আনন্দ অনুভব করিতাম এবং তথা হইতে আসিতে ক্ষুণ্ণা হইতাম; কিন্তু আমার পরিণয়ের পবিত্র সময় হইতে বিশেষতঃ—গত গ্রীষ্মকাল হইতে আমি গ্রাম্যনিবাস পরিহার করিতে নিতান্ত অনভিলাষিণী এবং অসুখিনী এবং কখনও নগরে যাইতে না হইলে হৃষ্টা এবং সুখিনী হই। ইহাতে তিনি পরিতুষ্ট হন। আমার অমূল্য স্বামী এবং মিত্র, আমার সর্ব্বময়ের সহিত গ্রাম্যনিবাসে শান্তিপূর্ণ, স্থির এবং প্রীতিময় জীবনে আমি যে সার আনন্দ প্রাপ্ত হই, তাহা লণ্ডনের আমোদ (যদিও আমরা সময়ে সময়ে তৎপ্রতি ঘৃণা বা অনিচ্ছা প্রকাশ করি না) অপেক্ষা সমধিক দীর্ঘস্থায়ী।' ১০ই ফেব্রুয়ারি ভারতেশ্বরীর প্রথম বার্ষিক পরিণয়োৎসব দিবসেই নবীনা রাজনন্দিনীর নামকরণ এবং দীক্ষা হয়। রাজকুমারী ভিকটোরিয়া এডেলাইড মেরি লুইসা নাম প্রাপ্ত হন। সেক্স-কোবর্গ এবং গোথার ডিউক, * বেলজিমের রাজা লিওপোল্ড, রাজা চতুর্থ উইলিয়মের বিধবা মহিষী এডেলাইড, ডচেস অব গ্লোসেষ্টার, ডচেস অব কেণ্ট এবং ডিউক অব সসেক্স স্পন্সর অর্থাৎ দীক্ষাপ্রতিভূর কার্য্য করেন। †

সৌধকিরিটিনী ইংলণ্ড শীত ঋতুতে ঘনগভীরতুষাররাজিসমাচ্ছন্ন হইয়া বিচিত্র মূর্ত্তি ধারণ করে। পথ, মাঠ, পুষ্করিণী প্রভৃতি সমস্ত বরফ দ্বারা আবৃত এবং শীতাধিক্যসহ তুষারসংশ্রবে জলাশয় সমূহের উপরিভাগ জমাট হইয়া যায়। ইংলণ্ডের অধিবাসিগণ তদুপরি গমন পূর্ব্বক স্কেটীং নামক ক্রীড়া করিয়া থাকেন। যে দিন রাজনন্দিনীর দীক্ষা হয়, তৎপূর্ব্বদিন প্রিন্স বাকিং-

* ডিউক অনিবার্য্য কারণ বশতঃ যথাকালে উপস্থিত হইতে না পারায়, ভারতেশ্বরীর অভিলাষমত বীরবর ডিউক অব ওয়েলিংটন তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করেন।

† খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রণালীমতে নবজাত শিশুর দীক্ষাকালে যাঁহারা শিশুর প্রতিনিধিস্বরূপে খ্রীষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস স্বীকার করেন এবং শিশু পরিণামে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইবেন বলিয়া প্রতিভূ হন, তাঁহাদিগকে স্পনসর কহে,। অন্য পক্ষে ধর্ম্মপিতা বা ধর্ম্মমাতা।

হাম প্রাসাদস্থ উদ্যান মধ্যে, বরফাবৃত স্থানে উক্ত ক্রীড়ায় লিপ্ত হন। এই ক্রীড়া তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি ক্রীড়াকালে হঠাৎ জলমধ্যে মগ্ন হন। ভারতেশ্বরী লিখেন,—'আমি কিরূপ ভীতা হই, তাহা বর্ণনাতীত।' প্রিন্স নিজ মাতামহীকে লিখেন,—'ভিকটোরিয়া এক সহচরীর সহিত তীরে দণ্ডায়মানা ছিলেন, আমি তাঁহার অভিমুখে আসিতেছিলাম, এবং তীরের কয়েক হস্ত দূরে উপনীত হইবামাত্র আমি জলমধ্যে মগ্ন হই, এবং উঠিবার জন্য দুই তিন মিনিটকাল সন্তরণ করি। একমাত্র কেবল ভিকটোরিয়া প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বলে আমাকে উত্থানের সাহায্য করেন, তাঁহার সহচরী কেবল সাহায্য প্রার্থনার জন্য চীৎকারেই মত্ত হন। অতি শীতলতার কারণ সেই পতন বিশেষ কষ্টদ হইয়াছে, এবং কেবলমাত্র গুরুতর কফাক্রান্ত ব্যতীত অন্য আঘাত প্রাপ্ত হই নাই। আমি জগদীশ্বরকে যথোপযুক্ত ধন্যবাদ দান করিতে পারিতেছি না। তাহারা সম্প্রতি একটি বিশেষ স্থানে বরফ ভাঙ্গিয়া দেয়, এবং তাহা পুনরায় জমাট হইয়া যায়, সুতরাং সেই স্থানটী নির্ণয় করা অসম্ভব হইয়াছিল।'

সপ্তম অধ্যায়।

প্রিন্স আলবার্ট যাহাতে ইংলণ্ডের শাসন এবং রাজনৈতিক সকল বিষয়ে দৃষ্টিদান করিতে পারেন, প্রধান মন্ত্রী লর্ড মেলবোরণ সে বিষয়ে বিশেষ যত্নপর হন। তিনি নিয়ত এরূপ অভিলাষ প্রকাশ করেন যে,—'রাজ্ঞী যেন তাঁহাকে (প্রিন্সকে) রাজ্যশাসনসম্বন্ধীয় সমস্ত কথা জ্ঞাত এবং সকল বিষয় প্রদর্শন করেন।' ('আরলি ইয়ার্স, ৩১৯ পৃষ্ঠা) প্রিন্স নিজ জনককে জ্ঞাত করেন, (এপ্রেল, ১৮৪১ খৃষ্টাব্দ)—'আমি বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত আধুনিক বার্ত্তাশাস্ত্রচর্চ্চা করিতেছি। প্রকৃত তথ্য অবগত হইয়া আমি মন্ত্রিগণের সহিত সকল বিষয়েই স্পষ্টরূপে কথোপকথন করি...এবং ভিকটোরিয়ার পদোচিত সহায়তা করিতে সমর্থ হইবার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি।' ইংরাজ জাতিসাধারণে যাহাতে প্রিন্সকে পক্ষপাতী জ্ঞান না করেন, এজন্য তিনি প্রথম হইতেই ইংলণ্ডের উভয় রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের প্রতি সমভাবে দৃষ্টিদান করেন। এই সময়ে ইংলণ্ডের মন্ত্রিপরিবর্ত্তনের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হওয়ায়, প্রিন্স

উভয় পক্ষের প্রতি নিরপেক্ষতা প্রদর্শন জন্য স্থির করেন যে, যদি বর্ত্তমান হুইগ মন্ত্রিগণের পরিবর্ত্তে টোরি সম্প্রদায় শাসনভার প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে যে সকল সম্ভ্রান্তা মহিলা ভারতেশ্বরীর সহচরী পদে নিযুক্তা আছেন, এবং যাঁহাদিগের সহিত হুইগ সম্প্রদায়ের সংশ্রব আছে, তাঁহারা স্বেচ্ছাক্রমে পদ পরিহার করিবেন। হুইগ সম্প্রদায়ের নেতা লর্ড মেলবোরণ এবং টোরি সম্প্রদায়ের নেতা সার রবার্ট পীল উভয়েই এই প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সম্মতি দান করেন। ২৯এ জুনে (১৮৪১খৃষ্টাব্দ) ভারতেশ্বরী পার্লিয়ামেণ্ট ভঙ্গ করিয়া, ২৯এ আগষ্টে পার্লিয়ামেণ্টের নবনির্ব্বাচিত সভ্যগণের অধিবেশন দিন ধার্য্য করেন। ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স সেই সময়ে রাজ্যের নানাস্থানে ভ্রমণে বহির্গত হন। নিউনিহাম, অক্সফোর্ড, উওবারণ আবি, পানসাঙ্গার, ব্রকেটহল, এবং হাটফিল্ড নামক স্থানে ক্রমান্বয়ে গমন করেন। উক্ত কয়েকটী স্থানে এবং গন্তব্যপথের সর্ব্বত্রই রাজদম্পতী গভীর রাজভক্তিসঞ্জাত আনন্দ দ্বারা অভ্যর্থিত এবং সম্মানিত হন। পূর্ব্বে কেবল ভারতেশ্বরী একাকিনী সাদরে পরিগৃহীতা হইতেন, এক্ষণে তিনি বিবাহিতা হওয়ায়, নিজ সর্ব্বপূজ্য পতির সহিত অতুলনীয়রূপে অভ্যর্থিত এবং পরিগৃহীত হন। এক এক স্থানের প্রজাগণ রাজভক্তিসূত্রে পরিবর্দ্ধিত আনন্দ দ্বারা এরূপ উৎসাহিত এবং উন্মত্ত হইয়া, ভারতেশ্বরীর যাত্রাকালীন শরীররক্ষীরূপে অনুসরণ করেন যে, তাহাতে স্থানে স্থানে তাঁহার কষ্টকর বোধ হয়। প্রিন্স আলবার্টের নিজের ১১ গণিত হসার সৈন্যদল ডনষ্টেবল নামক স্থানে রাজদম্পতীর শরীররক্ষীরূপে অবস্থান করে, কিন্তু রাজ্ঞীর দৈনন্দিন গ্রন্থে প্রকাশ যে,—'বহু সংখ্যক কৃষক আমাদিগের সহিত অশ্বারোহণে গমন করে, এবং তাহারা ধূলিপাটল দ্বারা প্রায় আমাদিগের শ্বাসরোধ করিয়া ফেলে।' পুনরায় উওবারণ আবি হইতে আগমনকালে—'বহুল রাজভক্ত প্রজা পথের কতক দূর পর্য্যন্ত আমাদিগের সহিত অশ্বারোহণে গমন করে। তাহারা এতদূর বিজড়িত এবং দ্রুতাগমন করে যে, তাহাতে বোধ হয় যেন মৃগয়ায় গমন করিতেছি।'

ভারতেশ্বরীর জননী ডচেস অব কেণ্ট মে মাসের শেষে নিজ জন্মভূমিতে গমন করেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের পর তিনি ইতিপূর্ব্বে তথায় আর যান নাই। ৭ই জুনে তিনি বেভেরিয়া রাজ্যের অন্তর্গত আমরবাচ নামক স্থান হইতে ভারতেশ্বরীকে এক পত্র লিখেন। আমরবাচ প্রিন্স লিনিঙ্গেনের অধিকৃত স্থান। ডিউক অব কেণ্টের সহিত ইংলণ্ডে পরিণয়ের পর ভারতেশ্বরীর জননী

উক্ত ডিউকের সহিত এই স্থানে ভারতেশ্বরীর জন্মগ্রহণের অতি অল্পকাল পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। ডচেস ভারতেশ্বরীকে লিখেন,—'আমি এই স্থান হইতে তোমাকে লিখিতেছি, ইহা যেন স্বপ্নের মত বোধ করিতেছি। আমার হৃদয় আবেগে পূর্ণ।...আমি সর্ব্বত্র প্রীতি এবং কৃতজ্ঞতার চূড়ান্ত প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছি। তোমার প্রিয় পিতা যে কক্ষে বাস করিতেন, আমি তথায় অবস্থান করিতেছি; কিন্তু চার্লস (তাঁহার প্রথম স্বামির ঔরষজাত পুত্র প্রিন্স লিনিঙ্গেন) আমার জন্য আর একটি রমণীয় এবং চমৎকার কক্ষ সজ্জিত করিয়াছেন।' প্রিন্স ৩৮ই জুনে ডচেসকে লিখেন,—'...আমরা নিউনিহামে ইয়র্কের আর্চ্চ বিসপের আলয়ে তিনদিন আনন্দের সহিত অবস্থান করি, এবং অক্সফোর্ডে আমি অতীব সমাদরে গৃহীত হই। আগামি কল্য আমরা চিসউইকে ডিউক অব ডিভোনসায়ারের সহিত সাক্ষাৎ করিব। সোমবারে উলউইচে ট্রাফালগার (রণতরী) প্রতিষ্ঠার্থ গমন করিব * এবং মঙ্গলবারে পার্লিয়ামেণ্ট বন্ধ হইবে।...শুক্রবারে আমি লণ্ডন পোর্টার্স এসোসিয়েসন নামক সমাজের আলয়ের ভিত্তিমূল স্থাপন করিব।' ২৬এ জুলাই ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স উওবারণ আবিতে ডিউক অব বেডফোর্ড কর্ত্তৃক মহা সমাদরে গৃহীত হন। পরে পানসাঙ্গার হইয়া লর্ড মেলবোরণ কর্ত্তৃক ব্রকেটহলে সাদরে অভ্যর্থিত হন। শেষ হাটফিল্ড হইয়া লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ভারতেশ্বরী উইণ্ডসরে প্রত্যাগমন করিলে, বেলজিয়মের রাজ্ঞী নিজ পুত্র (বর্ত্তমান বেলজিয়মরাজ) সমভিব্যাহারে স্বরাজ্যে গমন করেন। ভারতেশ্বরী ভ্রমণ সম্বন্ধে ৩রা আগষ্টে বেলজিয়মরাজকে লিখেন,—'আমরা সর্ব্বত্র যেরূপ অভ্যর্থিত হইয়াছি, এতদপেক্ষা আগ্রহ এবং স্নেহপূর্ণ অভ্যর্থনা আর হইতে পারে না, এবং আমি শুনিয়া সুখিনী হইলাম যে, আমাদিগের উপস্থিতিতে সর্ব্বত্র সুমন্তব্য গঠিত হইয়াছে। এ দেশের রাজভক্তি নিশ্চিতই হৃদয়াকর্ষক।' প্রিন্স ২রা আগষ্টে নিজ পিতাকে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করেন,—'গত পরশ্ব আমরা রাজ্যের অভ্যন্তর প্রদেশ ভ্রমণের পর প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি, এবং যে সমস্ত রমণীয় দৃশ্য দর্শন করিয়াছি এবং যেরূপ স্নেহ এবং আগ্রহের

* ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ২২এ জুনে প্রিন্স নিজ পিতাকে লিখেন,—'আমার স্মরণীয় দৃশ্যাবলীর মধ্যে ইহা অতীব চিত্তাকর্ষক। তথায় প্রায় ৫০০০০ লোক সমবেত হয়, এবং জাহাজ, বাষ্পতরী, এবং নৌকা প্রভৃতিতে টেমস্ নদীর কয়েক ক্রোশ আচ্ছন্ন হইয়াছিল।'

সহিত আমরা সর্ব্বত্র অভ্যর্থিত হইয়াছি, তাহাতে নিশ্চিতই অতীব আনন্দিত হই। রাজসিংহাসন, শাসনপ্রণালী, এবং ধর্ম্মসমাজের প্রতি ইংলণ্ডের গ্রাম্য প্রজাদিগের যে বাস্তবিক গভীর অনুরাগ বিরাজমান তাহা সকল সন্দেহের অতীত এবং দেখিতে হৃদয়হারী।'

২৮এ আগষ্ট প্রধান মন্ত্রী লর্ড মেলবোরণ মহাসভায় পরাস্ত হন অর্থাৎ বিরুদ্ধপক্ষে ৯১ জন সভ্যাধিক হওয়ায়, তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। সেই দিন অপরাহ্নে লর্ড মেলবোরণ ভারতেশ্বরীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, শাসননীতিমত মন্ত্রিত্ব পরিহার করিতে হওয়ায়, দুঃখ প্রকাশ করেন। লর্ড মেলবোরণ প্রিন্স সম্বন্ধে ভারতেশ্বরীকে জ্ঞাত করেন,—'প্রিন্স সকল বিষয়ই উত্তমরূপে বুঝিতে সমর্থ এবং তিনি চতুরমস্তিস্ক। আপনি প্রিন্সকে প্রধান আশ্রয়স্বরূপ প্রাপ্ত হইবেন; তিনি বিশেষ দক্ষ।' কিয়দ্দিবস পরে ভারতেশ্বরী রাজা লিওপোল্ডকে লিখেন,—'আমার পক্ষে আলবার্ট কি প্রকার আশ্রয় স্বরূপ—স্বাচ্ছন্দ্যবিধাতা তাহা আমি বলিতে অসমর্থা—তিনি কতই সদয় এবং কতই ন্যায্যভাবে সদ্ব্যবহার করিতেছেন। লর্ড মেলবোরণ যে দিন অপরাহ্নে বিদায় গ্রহণ করেন, তৎপর দিন তাঁহার (প্রিন্স) সম্বন্ধে আমাকে যাহা লিখিয়াছেন, আপনাকে তাহা জ্ঞাত না করিয়া থাকিতে পারি না। তিনি আমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বেই তাঁহার অত্যুচ্চ প্রশংসা করেন। তিনি লিখেন,—"লর্ড মেলবোরণ মহামান্য প্রিন্স সম্বন্ধে মহামান্যবতীকে যাহা জ্ঞাপন করেন, তাহা পুনরায় পত্র দ্বারা জ্ঞাত না করিয়া তিনি আত্মতুষ্টি প্রাপ্ত হইতেছেন না। মহামান্যবরের সিদ্ধান্ত, স্বভাব, এবং প্রাজ্ঞতা সম্বন্ধে লর্ড মেলবোরণ অতীব উচ্চ মত সংগঠন করিয়াছেন এবং মহামান্যা তাঁহার উপদেশ এবং সহায়তা প্রাপ্তির অসীম সুযোগ প্রাপ্ত হওয়ায়, লর্ড মেলবোরণ মহামান্যাকে অসঙ্কটাপন্নাবস্থায় রক্ষা করিয়া পদত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেছেন বলিয়া যথেষ্ট নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। লর্ড মেলবোরণ নিশ্চিত বিশ্বাস করেন যে, মহামান্যা আবশ্যকমত উক্ত উপদেশের উপর সম্পূর্ণ প্রত্যয় স্থাপন পূর্ব্বক নিশ্চিন্তা হইতে পারিবেন।" ইহা স্বভাবতই আমাকে অতীব আনন্দ প্রদান এবং গর্ব্বিতা করিতেছে, কারণ যিনি লিখিয়াছেন, তিনি একজন তোষামোদকারী নহেন এবং তিনি যদি নিজে ইহা সত্য বলিয়া না জানিতেন বা বিশ্বাস না করিতেন, তাহা হইলে এরূপ লিখিতেনও না।'

পার্লিয়ামেন্টের নবীন সভ্যনির্ব্বাচন দ্বারা হুইগ অপেক্ষা টোরি সম্প্রদায়-ভুক্ত সভ্য সংখ্যা অধিক হওয়ায় হুইগদলের নেতা লর্ড মেলবোরণ মন্ত্রিত্বপদ পরিহার করিলে,টোরিদলের নেতা সার রবার্ট পীল ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রিত্বভার গ্রহণ করিয়া, ৩রা সেপ্টেম্বরে (১৮৪১ খৃঃ) নূতন মন্ত্রিসমাজ সংগঠিত করেন। সার রবার্ট পীল প্রধান মন্ত্রী হইয়া প্রিন্স আলবার্টের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ কালে অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হন। কারণ একবর্ষ পূর্ব্বে প্রিন্স আলবার্টের বৃত্তি নির্দ্ধারণ কালে সার রবার্ট কর্ণেল শিবথর্পের প্রস্তাবে বৃত্তি হ্রাসের সমর্থন করায়, এ পর্য্যন্ত তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ় ধারণা ছিল যে, প্রিন্স তজ্জন্য তাঁহার প্রতি নিতান্ত বীতরাগী, কিন্তু এই সাক্ষাৎকালে সার রবার্ট, প্রিন্সের আকৃতিতে বা আচরণে কিছু মাত্র অসন্তোষ-রেখা দেখিতে না পাইয়া, অতীব বিস্মিত এবং প্রিন্সের অকপট ভাব ও সরল আলাপে মুগ্ধ এবং প্রিন্সকে প্রিয় মিত্রস্বরূপ জ্ঞান করিবার বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হন। সার রবার্ট অচিরেই প্রিন্স আলবার্টের দক্ষতা সম্বন্ধে বিশেষ নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়া, লর্ড মেলবোরণের ন্যায় তিনিও প্রিন্সকে সাধারণ রাজকার্য্য সম্বন্ধীয় সমস্ত বিবরণ পরিজ্ঞাত করিতে থাকেন। প্রিন্স অতি অল্পকালের মধ্যেই সার রবার্টের হৃদয় অধিকার করেন; তৎসম্বন্ধে লর্ড কিংসডাউন ব্যক্ত করেন;—'সার রবার্ট পীল ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে যখন আমাকে তাঁহার (প্রিন্সের) নিকট পরিচিত করিয়া দেন, তৎকালে তিনি বলেন যে, অতীব প্রতিভাশালী যুবকদলের মধ্যে তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপে দেখিতে পাইবা।' উক্ত লর্ড লিখেন যে, বাস্তবিক তাহা সত্য। পরে ব্যক্ত করেন,—' যে কোন কার্য্যেই তাঁহার যোগ্যতা অতি আশ্চর্য্যজনক; অতীব নীরস এবং অতীব কঠিন বিষয়েও তিনি দৃষ্টিপাত করিতে ক্ষান্ত বা ক্লান্ত হইতেন না; তাঁহার সিদ্ধান্ত নিশ্চিত অভ্রান্ত; যেকোন প্রস্তাব তাঁহার স্বমতের বিরুদ্ধ হইলেও তচ্ছ্রবণে নিয়ত প্রস্তুত থাকিতেন, এবং যদিও তাঁহার মন প্রতি নিয়তই ক্লান্ত হইত, কিন্তু বিংশতি বর্ষ মধ্যে আমি কখনও তাহা উত্যক্ত বা অধৈর্য্যের চিহ্নযুক্ত দর্শন করি নাই।' এই আত্মসংযম প্রিন্সের গুণাবলীর মধ্যে একটী সর্ব্বপ্রধান। জেনেরল গ্রে লিখেন,—'কোন প্রকার অনুযোগ, কোন প্রকার অসন্তোষ কখনও তাঁহার রসনা হইতে নির্গত হয় নাই; যাঁহারা তাঁহার প্রতি অন্যায়াচরণ করেন, তিনি তাহাদিগের প্রতি হঠাৎ কোন বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই।' (আরলি ইয়ার্স, ৩১৭ পৃষ্ঠা)

সার রবার্ট পীল প্রধান মন্ত্রী পদে আরোহণ করিয়াই, মহাসভা পার্লিয়ামেণ্টের নিমিত্ত নূতন আলয় নির্ম্মাণসূত্রে সম্মিলিত রাজ্যের শিল্পোন্নতিসাধন কামনায় এক কার্য্যসাধক সমিতি স্থাপন এবং প্রিন্স আলবার্টকে শিল্পবিদ্যায় সবিশেষ অভিজ্ঞ জানিয়া, তাঁহাকেই সমিতির সভাপতিপদে নিয়োগ প্রস্তাব করিলে, হাউস অব কমন্সের সভ্যবৃন্দ হৃষ্টচিত্তে এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করেন। প্রিন্স আলবার্ট আনন্দের সহিত এই পদ গ্রহণে অভিমতি জ্ঞাপন করিয়া, এমত অভিলাষ প্রকাশ করেন যে, এরূপ জাতীয় শিল্পোন্নতিসাধক সমাজে কেবল কোন এক সাম্প্রদায়িক সভ্য নিয়োগের পরিবর্ত্তে সকল রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের যোগ্য সম্ভ্রান্ত লোক, পণ্ডিত, শিল্পী এবং গ্রন্থকারগণকে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। সার রবার্ট সেই প্রস্তাবমতই সভ্য নির্ব্বাচন করেন। কোন প্রকার রাজনৈতিক আন্দোলন না করিয়া, ইংলণ্ডের প্রত্যেক রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের নেতা এবং প্রধান প্রধান সভ্য, প্রধান প্রধান পণ্ডিত, প্রধান প্রধান গ্রন্থকার, এবং প্রধান প্রধান শিল্পবিজ্ঞানবিদ্ প্রভৃতিপূর্ণ এই সমিতির সভাপতির আসন গ্রহণ প্রিন্সের পক্ষে পরম প্রার্থনীয় এবং প্রীতিজনক হয়। কারণ এই সুযোগেই প্রিন্স উক্ত প্রধান প্রধান লোকের নিকট বিশেষরূপে পরিচিত, ইংরাজ জাতিসাধারণের মানসিক ভাব, চিন্তাপ্রণালী প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সহজে অভিজ্ঞাত হন এবং শিল্পবিদ্যায় নিজের সবিশেষ পাণ্ডিত্য থাকায়, এই সুযোগে নিজেরও মহান গুণাবলী প্রদর্শনসহ জাতিসাধারণের হৃদয়াকর্ষণ করিতে সমর্থ হন। প্রিন্স পূর্ব্বেই শিল্পী এবং বিজ্ঞানবিদ্‌রূপে সর্ব্বত্র সম্মানিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই সুযোগে তাহা বিশেষরূপে পরিবর্দ্ধিত হয়। প্রিন্স ৪ঠা এপ্রেলে (১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে) সার রবার্ট পীলকে লিখেন,—' এই সমিতি যে উদ্দেশে স্থাপিত হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্য সাধন ব্যতীত আমাকে এই এক মনোমত সুযোগ (যে সুযোগ আমি অন্য উপায়ে প্রাপ্ত হইতে পারিনা) প্রদান করিতেছে যে, ইহার দ্বারা কোন প্রকার রাজনৈতিক প্রশ্নান্দোলন না করিয়া, আমি আধুনিক প্রধান প্রধান প্রসিদ্ধ লোকদিগের সহিত পরিচিত হইতেছি।' *

* প্রিন্স রাজ্ঞীকে জ্ঞাত করেন যে, সার রবার্ট পীল তাঁহাকে সাধারণ সমক্ষে সর্ব্বপ্রথম পরিচিত করিয়া দেন; কারণ এই সমিতি (কমিশন) সূত্রেই এ দেশের প্রধান প্রধান নেতা এবং পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্টতা আরম্ভ হয়। অন্যান্য বিষয় দ্বারা তিনি যাহা

১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ৯ই নবেম্বরে শুভক্ষণে ভারতেশ্বরী নিরাপদে বাকিংহাম প্রাসাদে এক নবকুমার (প্রিন্স অব ওএলস) প্রসব করেন। গ্রেট ব্রিটেনের এই ভাবি সিংহাসনাধিকারির শুভ জন্ম উপলক্ষে রাজদম্পতীর ন্যায় সমগ্র ইংরাজজাতি অসীম আনন্দসাগরে নিমগ্ন হন। ভারতেশ্বরী সুস্থশরীরে অল্প-দিনের মধ্যেই সূতিকাগার পরিহার করেন। উইণ্ডসর প্রাসাদে প্রত্যাগমনের পর ৬ই ডিসেম্বরে ভারতেশ্বরী বেলজিয়মরাজ লিওপোল্ডকে যে পত্র লিখেন, তাহার এক স্থলে প্রকাশ করেন,—"আমার ক্ষুদ্র শিশুটী কাহার অনুরূপ হইবে আমি তাহাই ভাবিতেছি। আপনি জানেন, আমি কিরূপ অন্তঃকরণের সহিত প্রার্থনা করিতেছি এবং আমার ধ্রুব বিশ্বাস প্রত্যেক ব্যক্তিরও সেইমত প্রার্থনা যে, শিশুটীকে কি শারীরিক, কি মানসিক প্রত্যেক—প্রত্যেক বিষয়েই যেন তাঁহার পিতার অনুরূপ দেখিতে পাই! আমার প্রিয়তম মাতুল! সর্ব্ব বিষয়ে দক্ষ ব্যক্তিকে স্বামীস্বরূপে প্রাপ্ত হইয়া আমি কত গৌরব জ্ঞান করিতেছি, আমি কতদূর সুখিনী, এবং আমি আপনাকে কতদূর অনুগৃহীতা বোধ করি, ইহা যদি আপনি জানিতেন এবং আপনি যদি বিবেচনা করেন যে, আপনিই এই পরিণয়ের মূল, তাহা হইলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, অবশ্যই আপনার অন্তঃকরণ আনন্দিত হইবে!"

অষ্টম অধ্যায়।

ব্রিটিস রাজসিংহাসনের ভবিষ্য উত্তরাধিকারির নামকরণ এবং দীক্ষা-কালে দীক্ষাপ্রতিভূ নিয়োগ সম্বন্ধে ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স বিশেষ গোলযোগে নিপতিত হন। মহোচ্চ পদস্থ আত্মীয় সংখ্যাধিক্য বশতঃ তাঁহাদিগের মধ্য হইতে নির্ব্বাচন সহজ হইয়া উঠে না। শেষ স্বর্গীয় প্রুসীয়রাজ ফ্রেড-রিক উইলিয়মকে (বর্ত্তমান জার্ম্মান সম্রাটের অগ্রজ) নির্ব্বাচিত করায়, এই গুরুতর প্রশ্ন মীমাংসিত হয়। প্রুসীয়রাজ বৈদেশিক প্রোটেষ্টাণ্ট রাজগণের মধ্যে একজন সর্ব্বপ্রধান এবং তাঁহার সহিত ইংলণ্ডীয় রাজপরিবারের কোন পারিবারিক সম্বন্ধ না থাকায়, এই নির্ব্বাচনে সকলেই সম্মতি দান করেন।

কিছু শিক্ষা প্রাপ্ত হন, এতদ্বারা তদপেক্ষা সমধিক শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তিনি নিয়ত আনন্দের সহিত এই কথা বলিতেন।' ভারতেশ্বরী কর্ত্তৃক টীকা। (মার্চ্চ,১৮৭৪ খঃ)

অপর রাজা ফ্রেডরিক উইলিয়মের বহুদিন হইতে ইংলণ্ড দর্শন কামনা ছিল, তিনি এই স্থযোগ প্রাপ্ত হইয়া, আনন্দের সহিত আমন্ত্রণ স্বীকার করেন। ২২এ জানুয়ারি (১৮৪২ খৃষ্টাব্দ) প্রুসীয়রাজ গ্রীণউইচ নামক স্থানে উপনীত হইলে, প্রিন্স আলবার্ট তথা হইতে তাঁহাকে তাঁহার পদোপযুক্ত মহাসমাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক উইণ্ডসরে আনয়ন করেন। রাজসন্ততিগণের দীক্ষাকার্য্য পূর্ব্ব-প্রচলিত প্রথামত প্রাসাদেই সমাধা হইত, কিন্তু ইংরাজ জাতিসাধারণের অভিলাষমত কোন এক সাধারণ পবিত্র স্থানে ইংলণ্ডের ভাবী অধীশ্বরের দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করা শ্রেয়ঃ বিবেচিত হওয়ায়, ২৫ জানুয়ারি বেলা ১০ম ঘটী-কার সময় উইণ্ডসরের সেণ্ট জর্জের ভজনাগারে তাহা মহামহোৎসবে সমাধা হয়। প্রুসীয়রাজ ব্যতীত ডচেস অব সেক্স-কোবর্গের প্রতিনিধিরূপে ডচেস অব কেণ্ট, ডিউক অব কেম্ব্রিজ, প্রিন্সেস সোফায়ার প্রতিনিধিরূপে কেম্ব্রি-জের প্রিন্সেস আগষ্টা, এবং সেক্স-কোবর্গের প্রিন্স ফার্ডিনাণ্ড এই দীক্ষাকালে দীক্ষাপ্রতিভূর কার্য্য করেন। দীক্ষাসম্বন্ধে ভারতেশ্বরী লিখেন,—'পতাকাবলী, বাদ্য এবং বেদীপরি প্রজ্বলিত আলোকমালার দ্বারা প্রাচীন রমণীয় ভজনা-গারে যে কমনীয় এবং চিত্তহর দৃশ্য উপস্থিত হয়, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব।' প্রুসীয়রাজ এক পক্ষকাল ইংলণ্ডে অবস্থান এবং সমগ্র দ্রষ্টব্য স্থান পরিদর্শনের পর পরমপ্রীত হইয়া ৪ঠা ফেব্রুয়ারি স্বরাজ্যে গমন করেন। নৃপতির অমাত্য কাউণ্ট আণ্টন ষ্টোলবর্গ ৬ই মার্চ্চ ব্যারণ ষ্টকমারকে ইংলণ্ডের অভ্যর্থনাসম্বন্ধে লিখেন,—'আমার প্রভু প্রুসীয়রাজ আনন্দের সহিত স্বীকার করেন যে, ইহা কোনকালে ভুলিবার নহে।' প্রুসীয়রাজের সহিত ইংরাজ রাজপরিবারের এই সূত্রে যে মিত্রতা জন্মে তাহা দৃঢ়ীভূত এবং শেষ আত্মীয়তায় পরিণত হয়।

এই সময়ে প্রিন্স আলবার্টের অগ্রজ প্রিন্স আর্ণেষ্টের সহিত বাডেনের প্রিন্সেস আলেকজাণ্ড্রাইনের পরিণয় হইবে, ইংলণ্ডে এমত সংবাদ উপস্থিত হয়। ৩রা মে বিবাহ দিন ধার্য্য হওয়ায়, প্রিন্স আলবার্টকে তথায় উপস্থিত হইবার জন্য তাঁহার আত্মীয়বর্গ বিশেষ অনুরোধ করেন, কিন্তু এই সময়ে ইংলণ্ডে রাজনৈতিক নানাবিধ গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত হওয়ায়, প্রিন্সের বিশেষ অভিলাষ থাকিলেও গমন করিতে সমর্থ হন না। ভারতেশ্বরী শুভ পরিণয়ের পর প্রিন্স আর্ণেষ্টকে সস্ত্রীক ইংলণ্ডে মধুচান্দ্রবাসর অর্থাৎ হনিমুন * অভি-

* খৃষ্টান জাতির প্রথা এই যে, পরিণয়ের পরই বরকন্যা একমাস কাল আত্মীয় স্বজ-

বাহিত করিবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। রাজনৈতিক নানাবিধ গোলযোগ লণ্ডনের বাণিজ্য ব্যবসায়ের গতিরোধ করায়, ব্যবসায়ীদিগের সহায়তার জন্য এইসময়ে ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স নানাবিধ উৎসবের অনুষ্ঠান করেন। সেই উৎসবসূত্রে ব্যবসায়িগণ এবং শ্রমজীবীদিগের অর্থপ্রাপ্তি সম্ভাবনা ভাবিয়াই নৃত্যসভা, ভোজসভা, ঐক্যতানবাদন প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে অনুষ্ঠিত হয়। স্পিটাফিল্ডের তন্ত্রবায়দিগের সাহায্যার্থ ২৬এ মে কভেন্টগার্ডেন নাট্যশালায় এক নৃত্যসভার অনুষ্ঠান হইলে ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স তথায় গমন করেন। ইহার একপক্ষ পূর্ব্বে বকিংহাম প্রাসাদে এক নৃত্যসভার অনুষ্ঠান হয়। সেই সভায় প্রিন্স এবং ভারতেশ্বরী তৃতীয় এডওয়ার্ড এবং রাজ্ঞী ফিলিপার বেশ পরিধান করিয়া উপস্থিত হন, এবং আমন্ত্রিত সমস্ত সম্ভ্রান্তপুরুষ এবং মহিলাগণ রাজা এডওয়ার্ডের সময়ের প্রচলিত বেশ ধারণ করেন। ডচেস অব কেম্ব্রিজ, তৎকালে প্রচলিত ফ্রান্স, ইটালি এবং স্পেনের বেশধারী একশত বিংশতি জন নরনারীর সহিত দলবদ্ধ হইয়া উপনীত হন। এই সমস্ত নবীনবেশ প্রস্তুত করিতে সকলেরই যে বহুল ব্যয় হয়, এবং লণ্ডনের ব্যবসায়ীদিগের গৃহে সেই অর্থ গমন করে তাহা বলা বাহুল্য।

নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে, এই সময়ে পাপাত্মা অক্সফোর্ডের ন্যায় ফ্রান্সিস নামক আর এক মহাপাতকী ভারতেশ্বরীর জীবন হনন করিতে উদ্যত হয়। ২৯এ মে রবিবার বেলা ছুইটার সময় ভারতেশ্বরী প্রিন্সের সহিত সেণ্টজেমস্ প্রাসাদের ভজনাগার হইতে যৎকালে প্রত্যাগমন করেন, তৎকালে উক্ত দুরাত্মা রাজদর্শনাভিলাষী জনতার মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া, চারিহস্ত দূর হইতে ভারতেশ্বরীকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুঁড়ে। সৌভাগ্যবশতঃ গুলি বহির্গত হয় না। প্রিন্স ব্যতীত অপর কেহই পাপাত্মার এই পাপোদ্যোগ দেখিতে পান নাই। প্রিন্স প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বেই যানে ভারতেশ্বরীকে ইহা জ্ঞাত করেন। ভারতেশ্বরী তৎকালে নিজ পার্শ্বস্থ জনতাকে প্রত্যভিবাদন করিতেছিলেন, সুতরাং তিনি ইহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। প্রিন্স প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক যানের পৃষ্ঠদেশে উপবিষ্ট অনুচরকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কোন ব্যক্তিকে কোন প্রকার আবেদন

নের নিকট হইতে দূরে অবস্থান পূর্ব্বক আনন্দে সময়াতিবাহিত করেন। কেহ কেহ বা এক মাসের পরিবর্ত্তে অল্পদিন ঐরূপ অতিবাহিত করিয়া থাকেন।

প্রদান জন্য যানাভিমুখে হস্ত বিস্তৃত করিতে দেখিয়াছে কি না; সে ব্যক্তি দেখে নাই এমত প্রকাশ করায়, প্রিন্স এই সংবাদ গোপনে রক্ষা করিতে মনন করিয়া, কেবল মাত্র কর্ণেল আরবুথনটকে আমূল বিবরণ জ্ঞাত করিয়া, প্রধান মন্ত্রী সার রবার্ট পীল, পুলিশের ইনিস্পেক্টার এবং সার জেমস্ গ্রেহামকে সংবাদ প্রদান করিতে বলেন। অপরাহ্নে সার রবার্ট পীল, পুলিশ বিভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষের সহিত প্রাসাদে আগমন পূর্ব্বক প্রিন্সের এজেহার লিখিয়া লয়েন। পরদিন প্রাতঃকালে চতুর্দ্দশবর্ষবয়স্ক পিয়ার্স নামক এক বালক প্রাসাদে আসিয়া প্রকাশ করে যে, সে এক ব্যক্তিকে ভারতেশ্বরীর প্রতি গুলি লক্ষ্য করিতে দেখিয়াছে। পুলিশ সেই পিয়ার্সকে লইয়া হত্যাভিলাষীর অনুসন্ধান জন্য নিযুক্ত হন। অপরাহ্নে চিকিৎসকগণ আসিয়া প্রকাশ করেন যে, ভারতেশ্বরীর এবং প্রিন্সের বায়ুসেবন জন্য বহির্গমন কর্ত্তব্য, কারণ যতদিন না হত্যাভিলাষী ধৃত হয়, ততদিন উভয়ের মনোমধ্যে অত্যন্ত ভয় এবং আশঙ্কা থাকিয়া যাইবে। চিকিৎসকদিগের উক্ত পরামর্শমত রাজ্ঞী এবং প্রিন্স এই দিন অপরাহ্নে পুনরায় ভ্রমণে বহির্গত হইয়া, প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, এমত সময়ে পূর্ব্বদিনের হত্যাভিলাষী ফ্রান্সিস পুনরায় ভারতেশ্বরীকে লক্ষ্য করিয়া গুলি চালনা করে। সৌভাগ্যবশতঃ গুলি যানের নিম্নতল দিয়া চলিয়া যায়। হত্যাভিলাষীর নিকটস্থ পুলিশ কর্ম্মচারী তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধৃত করেন। পিয়ার্স নামক উক্ত বালক ফ্রান্সিসকে দেখিয়া প্রকাশ করে যে, এই পাষণ্ডই পূর্ব্বদিনে গুলি লক্ষ্য করিয়াছিল। ১৭ জুনে পাপিষ্ঠ ফ্রান্সিসের বিচার হয়। বিচারক প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন, কিন্তু ভারতেশ্বরী দয়াপরবশ হইয়া, প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসাজ্ঞা দান করেন। কিন্তু যে দিন প্রাণদণ্ড রহিত করিয়া এই লঘুদণ্ড প্রদান করা হয়, সেই দিনই বীণ নামক আর এক নরাধম পুনরায় পথিমধ্যে ভারতেশ্বরীকে লক্ষ্য করিয়া গুলি চালনা করে। সৌভাগ্যবশতঃ পরম করুণাময় পরমেশ্বর এবারেও ভারতেশ্বরীর পবিত্র জীবন রক্ষা করেন। প্রধান মন্ত্রী সার রবার্ট পীল এই দিন কেম্ব্রিজে ছিলেন, তিনি এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র কিরূপ উপায়াবলম্বন করিলে নরপিশাচগণ এরূপ পাপপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী না হয়, এসম্বন্ধে প্রিন্সের সহিত সৎপরামর্শ করিবার নিমিত্ত অনতিবিলম্বে প্রাসাদে উপনীত হন। ভারতেশ্বরী প্রকাশ করেন যে, যত দিন না

এইরূপ হত্যাভিলাষীদিগের দণ্ডসম্বন্ধে কঠোর বিধান নির্দ্ধারিত হইতেছে, তত দিন তাঁহার জীবন অনবরতই এইমত আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। প্রিন্সও এই উক্তিতে সম্মতি দান করেন। যে প্রধান মন্ত্রী সার রবার্ট পীল দৃঢ় আত্ম-সংযমক্ষম, তিনি ভারতেশ্বরীর সাক্ষাৎ প্রাপ্তি মাত্র কোনমতে মনোবেগ সম্বরণ করিতে সমর্থ না হইয়া, নেত্রনীরে হৃদয় পরিপ্লাবিত করেন। সার রবার্ট পীলের উদ্যোগে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় ১২ই জুলাইয়ে রাজহত্যাভিলাষী-দিগের দণ্ডসম্বন্ধে এক নবীন পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হয়। সেই বিধানে ধার্য্য হয় যে, রাজহত্যাভিলাষীর উর্দ্ধ সংখ্যা সাতবর্ষ দ্বীপান্তর বাস, অথবা তিন বর্ষের অনধিক শ্রমসহ বা বিনাশ্রমে কারাবাস এবং রাজ্ঞী যে প্রকার আদেশ করিবেন, সেইমত সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ্যস্থানে তিনবারের অনধিক বেত্রাঘাত দণ্ড প্রদত্ত হইবে। ২৫এ আগষ্টে বীণের অষ্টাদশমাস কঠিন শ্রমসহ কারাদণ্ড হয়।

১১ই আগষ্ট পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার অবকাশ প্রদত্ত হইলে, ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স স্কটল্যাণ্ড পরিদর্শন জন্য গমন করেন। এই সময়ে এবং ইহার কয়েক মাস পূর্ব্বে স্কটল্যাণ্ডের নানাস্থানের নিম্নশ্রেণির প্রজারা হাঙ্গাম এবং গোলযোগ উপস্থিত করে। কিন্তু ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স তথায় গমন করিবা মাত্র তৎসমস্ত একেবারে নিবারিত এবং সকল শ্রেণির প্রজা এক জন মনুষ্যের ন্যায় মিলিত হইয়া অতীব রাজভক্তি প্রদর্শন করে। প্রিন্স স্কটল্যাণ্ডের রাজধানী এডিনবর্গে অবস্থানকালে তথায় সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং শিল্পসম্বন্ধীয় সমস্ত সাধারণসমাজ এবং বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। প্রিন্সের গোপনীয় সেক্রেটরি মেং আনসন লিখেন,—'এখানকার লোকেরা লণ্ডনের অধিবাসিগণের ন্যায় তাঁহাকে (প্রিন্সকে) শিল্প এবং বিজ্ঞানের প্রধান প্রতুলকর্ত্তাস্বরূপ জ্ঞান করেন।' প্রিন্স স্কটল্যাণ্ড ভ্রমণ করিয়া ১৮ই সেপ্টেম্বরে নিজ মাতামহীকে লিখেন,—'স্কটল্যাণ্ড আমাদিগের উভয়েরই হৃদয়ে প্রীতিপ্রদ ভাবোদ্দীপন করিয়াছে।'

মন্ত্রিপরিবর্ত্তনের পর হইতেই প্রিন্স রাজনৈতিক ঘটনার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি দান করিতে আরম্ভ করেন। প্রধান মন্ত্রী সার রবার্ট পীল এবং বৈদেশিক মন্ত্রী লর্ড আবারডিন উভয়েই লর্ড মেলবোরণের ন্যায় এ সম্বন্ধে প্রিন্সের বিশেষ সহায়তা করেন এবং উভয়েই প্রিন্সের দক্ষতা স্বীকার করিয়া, রাজ্যশাসনের সমস্ত বিষয়ই তাঁহাকে নিয়ত পরিজ্ঞাত করিতে থাকেন। এই সময়ে মন্ত্রিসমাজ

প্রিন্সের দক্ষতা এবং রাজনীতিজ্ঞতায় এত দূর প্রীত হন যে, তাঁহাকে ইংলণ্ডের প্রধান সেনাপতি পদে নিয়োগ জন্য গোপনে আন্দোলন করেন। বিজ্ঞ ব্যারণ ষ্টকমার ইহাতে কোনমতে সম্মতি দান করেন না। কিন্তু সমস্ত ইংরাজ জাতি এই অল্প সময়ের মধ্যে প্রিন্সের সদ্‌গুণাবলী দর্শনে এরূপ বিমোহিত হন যে, প্রিন্স বিজাতীয় এবং বিদেশীয় হইলেও তিনি ইংলণ্ডের প্রজাসাধারণের স্বার্থের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রক্ষা করিতেছেন, ইহা অস্বীকার করিতে বিশেষ সতর্ক হন। প্রিন্স যে দিন ইংলণ্ডে পদার্পণ করেন, সেই দিন হইতে তাঁহার চরিত্র, তাঁহার কার্য্যকলাপ কঠোর সমালোচনমুখে নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে, কিন্তু তিনি এরূপ নম্রতার সহিত নিজ সদ্গুণসৌরভ বিকীর্ণ করেন, এরূপ সরলভাবে নিজ মহোচ্চ পদের সম্ভ্রম রক্ষা করেন যে, কোন প্রকার বিদ্বেষ বা মিথ্যাপবাদ সেই প্রকাশিত সদ্‌গুণসূত্রে সাধারণের হৃদয়ে সমুদ্ভূত শুভভাব কোন প্রকারে বিদূরিত করিতে সমর্থ হয় না। মেং আনসন লিখেন,—'নিয়ত যেরূপ ঘটিয়া থাকে, সেইমত অদ্য মনুষ্যস্বভাবসম্বন্ধে দূরদর্শী এবং সচ্চরিত্র এক ব্যক্তি আমাকে বলেন যে, প্রায় দুই বর্ষ হইতে চলিল প্রিন্স সঙ্কটপূর্ণ পদে অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু কোন বিষয়েই তাঁহার বিরুদ্ধে একটী মাত্র অনুযোগ উত্থাপিত হইতে পারে, তিনি এমত একটী কারণও প্রদর্শন করেন নাই, ইহা অতীব প্রশংসার বিষয়।' জেনেরল গ্রে লিখেন,—'যে মুহূর্ত্তে তিনি (প্রিন্স) ইংলণ্ডীয় প্রাসাদে রাজ্ঞীর স্বামীরূপে প্রবিষ্ট হন, সেই মুহূর্ত্ত হইতে তিনি রাজসংসারের সুনীতি রক্ষা এবং সম্ভব হইলে তাহা পরিবর্দ্ধন করা তাঁহার সর্ব্ব প্রথম উদ্দেশ্য হয়। তিনি জানিতেন যে, কেবল তাঁহার নিজের আচরণ প্রকৃতরূপে অনিন্দনীয় হইলেই যথেষ্ট হইবে না, যেন কোন প্রকার কলঙ্কের ছায়া মাত্র সম্ভবতঃ তৎপ্রতি পতিত না হয়। তিনি জানিতেন যে, তিনি যেরূপ পদে অবস্থাপিত, তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যই পরীক্ষিত হইবে—কেবল মিত্র ভাবে নহে। তাঁহার বহির্গমন এবং প্রত্যাগমন কালে তাঁহার প্রতি লোকে দৃষ্টি রক্ষা করিবে, এবং প্রত্যেক সমাজ—সেই সমাজ যতই কেন দোষগ্রাহী নহে বলিয়া বিবেচিত হউক না কেন,—সেই সমাজ সমূহে নিয়ত এরূপ লোক দৃষ্ট হইবে যে, তাহারা অতি অকিঞ্চিৎকর সূত্র প্রাপ্ত হইলে, তাহা পরিবর্দ্ধিত এবং তাঁহার বিরুদ্ধে নানা গল্প সৃষ্টি এবং তাঁহার অতীব নির্দ্দোষজনক কার্য্যেও বৃথা দোষারোপ করিতে থাকিবে। সেই জন্য তিনি প্রথম

হইতেই স্বকার্য্যের অটল নিয়ম প্রণালী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজ গতিবিধি সম্বন্ধে কিয়ৎপরিমাণে সংযমসাধন এবং ত্যাগস্বীকার করেন; ইহার দ্বারা রাজসিংহাসনের মঙ্গল সূচিত হইবে, তাঁহার এরূপ ধারণা থাকাতেই তিনি ইহা কষ্টকর বোধ করেন না। তিনি আপন ইচ্ছামত নগর ভ্রমণরূপ আমোদ বিসর্জ্জন করেন—যে কোন সাধারণহিতকর অনুষ্ঠান বা আলয়াদি নির্ম্মাণ স্বচক্ষে নিরীক্ষণ এবং পর্য্যবেক্ষণ করিতে তিনি বিশেষ ভাল বাসিতেন, সুতরাং তাঁহার পক্ষে ইহা অতীব কষ্টকর হয়। অশ্বারোহণেই হউক বা যানারোহণেই হউক, তিনি যেখানে গমন করিতেন, সেই স্থানেই তাঁহার সম্ভ্রান্ত পারিষদ তাঁহার সহিত উপস্থিত হইতেন। তিনি সাধারণসমাজে অর্থাৎ যে সে সম্ভ্রান্ত লোকের বাটীতে গমন করিতেন না। ভাস্কর বা চিত্রকরের আবাসে, বিজ্ঞান-বিদ্ বা শিল্পীর চিত্রশালিকায় এবং সাধারণহিতসাধক বা দাতব্যসমাজে তিনি গমন করিতেন। যে কোন স্থানে তিনি গমন করিলে বা উপস্থিত থাকিলে প্রজাদিগের মঙ্গলসাধন সম্ভাবনা হইত, তাহারই দ্বারদেশে তাঁহার অশ্ব দৃষ্ট হইত, কিন্তু কখনও কোন বিলাসী বা সৌখীন লোকের দ্বারে দৃষ্ট হইত না। কলঙ্ক তাঁহার নাম আক্রমণ করিতে কখনও স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয় নাই। লণ্ডনের মধ্যে যখন যে কোন স্থানে যে কোন নূতন সাধারণ আবাস নির্ম্মিত হইত—বিশেষতঃ যে সমস্ত অনুষ্ঠান দ্বারা শ্রমজীবীদিগের স্বাস্থ্য এবং স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি সূচিত হইত, তিনি অশ্বারোহণে সেই স্থানেই গমন করিতে ভাল বাসিতেন। এই প্রধান নগরের পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ এই চারি-দিকের যে কোন স্থানে—ভিকটোরিয়া পার্ক হইতে বাটারসি পর্য্যন্ত, রেজেন্টস্ পার্ক হইতে ক্রাইষ্টাল প্যালেস এবং ইহার দূরবর্ত্তী যে কোন স্থানে উক্ত প্রকার যে কোন অনুষ্ঠানের তিনি যেরূপ সন্ধান রাখিতেন, বা উৎসাহ দান করিতেন এরূপ অতি অল্পলোকই ছিলেন।" (আরলি ইয়ার্স, ৩৫৩ পৃষ্ঠা)

এই সময়ে এতাধিক সাধারণকার্য্যে প্রিন্সকে লিপ্ত হইতে হয় যে, তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ সম্ভাবনা দেখিয়া, ভারতেশ্বরী ভীতা হন। ভারতেশ্বরী ব্যারণ ষ্টক-মারকে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করেন,—"প্রিন্স যাহাতে লণ্ডনে অবস্থানকালে বাজে লোকদিগের দ্বারা উত্যক্ত না হন, এমত ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। তাঁহার স্বাস্থ্য কেবল আমার পক্ষে (যাহার পক্ষে তিনি সর্ব্বস্বের অধিক) নহে, সমস্ত দেশের পক্ষেও এরূপ অমূল্য যে, আমাদিগের কর্ত্তব্য পালন করা অতীব

আবশ্যক এবং এমত ব্যবস্থা করা বিহিত যাহাতে তিনি লোকদিগের দ্বারা অতিরিক্ত কার্য্যে লিপ্ত না হন।' প্রিন্স আলবার্টের হস্তে এই সময়ে বৃহৎ রাজসংসারের সকল বিষয়ের তত্বাবধান ভার এবং সেপ্টেম্বর মাসে ব্যারণেস লেহজনের হস্ত হইতে ভারতেশ্বরীর গুপ্তধনরক্ষা এবং সংসার পরিচর্য্যার ভার অর্পণ করায়, সহজেই তিনি অতিরিক্ত শ্রমে লিপ্ত হন।

নবম অধ্যায়।

ইংলণ্ডের রাজপ্রাসাদের কর্ম্মাধ্যক্ষ, পরিচারক, এবং অনুচরদিগের মধ্যে বহুকাল হইতে প্রচলিত অপ্রার্থনীয় বিশৃঙ্খলতা, অপরিমিতব্যয়িতা, শাসনা-ভাব, অনৈক্যতা প্রভৃতির নিমিত্ত ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স নিতান্ত বিরক্ত এবং অসন্তুষ্ট হন। রাজসংসারের প্রত্যেক বিভাগের অধ্যক্ষগণ আপন আপন ইচ্ছামত এবং অনৈক্যভাবে কার্য্য করায়, এবং অনেক প্রভুর অধীনে থাকিয়া শাসনাভাবে কর্ম্মচারিগণ নিতান্ত অলস, এবং অকর্ম্মণ্য হয়। চিরপ্রচলিত প্রথামত তিন জন প্রধান কর্ম্মচারির হস্তে রাজসংসারের ভার অর্পিত হইয়া আসিতেছে। এক অংশ লর্ড চেম্বার্লেন অর্থাৎ প্রধান রাজগৃহাধ্যক্ষ, অপরাংশ লর্ড ষ্টুয়ার্ড অর্থাৎ প্রধান পরিচারক এবং অন্যাংশ মাষ্টার অব দি হর্স অর্থাৎ প্রধান অশ্বশালাধ্যক্ষের অধীন। ইহাঁরা এই পদত্রয়ে চিরস্থায়ীরূপে নিযুক্ত হন না; প্রত্যেক মন্ত্রিপরিবর্ত্তনকালে লিবারেল অর্থাৎ সমদর্শী সম্প্রদায় অথবা কনসারবেটীব অর্থাৎ রক্ষণশীল সম্প্রদায় শাসনভার প্রাপ্ত হইলে, তৎপক্ষীয় হাউস অব লর্ডের সম্ভ্রান্ত কুলীনত্রয় উক্ত তিনটী পদে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের এই পদের প্রয়োজনীয় কোন গুণ আছে কি না, নিয়োগকালে তাহা দৃষ্ট হয় না। ইহা সম্মানের পদ বলিয়া, সম্ভ্রান্ত কুলীনেরা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই সময়ে (১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে) উক্ত প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষত্রয় পূর্ব্বপ্রচলিত প্রথামত কোন এক স্থির প্রণালী অনুসারে রাজ-সংসারের কার্য্য নির্ব্বাহ না করিয়া, স্বাধীনভাবে আপন আপন ইচ্ছামত কার্য্য করিতে থাকেন। অপর প্রাসাদ মধ্যে তাঁহারা নিজে অবস্থান না করায় বা তাঁহাদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ কোন ক্ষমতাবান কর্ম্মচারীও না থাকায়, কর্ম্মের শৃঙ্খলা স্থাপন, কর্ম্মচারী, পরিচারক এবং অনুচরদিগের উপর শাসন

এবং ভারতেশ্বরী ও প্রিন্সের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি দৃষ্ট হয় না। এমত অবস্থায় পরিমিতব্যয়িতাও সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া উঠে। অপর এক একটি এমত কার্য্য সময়ে সময়ে উপস্থিত হয় যে, উক্ত তিনজন কর্ম্মাধ্যক্ষ তাহা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করেন না, এবং সে কার্য্য কে সাধন করিবেন তাহাও নির্দ্ধারিত হয় না!

উক্ত প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষত্রয় কেবল প্রাসাদের আভ্যন্তরিক তত্ত্বাবধান করেন, এবং বনবিভাগের অধ্যক্ষ প্রাসাদের বহির্ভাগের তত্ত্বাবধান ভার প্রাপ্ত হন। এই সূত্রেও বিশেষ গোলযোগ ঘটে; লর্ড চেম্বার্লেনের অধীনস্থ কর্ম্মচারীবর্গ প্রাসাদের গবাক্ষের অভ্যন্তরভাগ পরিষ্কার রাখেন, আর বহির্ভাগ পরিষ্কারের ভার বনবিভাগের হস্তে থাকে। কক্ষমধ্যে বায়ু বা আলোক প্রবেশের সুবিধার জন্য গবাক্ষপার্শ্বস্থ বৃক্ষাদি বনবিভাগ ইচ্ছামত কর্ত্তন করিয়া থাকেন। যদি লর্ড চেম্বার্লেনের অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণের সহিত বনবিভাগের সদ্ভাব না থাকে, তাহা হইলে বনবিভাগ ভারতেশ্বরী ও প্রিন্সের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া আপন ইচ্ছামত কার্য্য করেন। লর্ড চেম্বার্লেন এবং লর্ড ষ্টুয়ার্ড উভয়ের উপর ভারতেশ্বরীর নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের ভার থাকে। ব্যারণ ষ্টক্‌মার এক মন্তব্য মধ্যে লিখেন,—'লর্ড ষ্টুয়ার্ড জ্বালানি কাষ্ঠ এবং অগ্নি সংগ্রহ করিয়া দেন, লর্ড চেম্বার্লেন তাহা প্রজ্বলিত করেন। সেইমত লর্ড চেম্বার্লেন সমস্ত আলোকাধার (ল্যাম্প) প্রদান করেন, লর্ড ষ্টুয়ার্ড তাহা পরিষ্কার পূর্ব্বক বর্ত্তিকা প্রস্তুত ও জ্বালাইয়া দেন।' প্রাসাদের কোন গবাক্ষদ্বার বা সাসীর একখানি কাচ ভগ্ন হইলে, তাহা পুনঃসংস্কার জন্য অনেক প্রভুর মত লইতে হয়, এবং সেই মত গ্রহণসূত্রে কয়েক মাস অতীত না হইলে তাহা সংস্কৃত হয় না। ব্যারণ লিখেন,—'লর্ড চেম্বার্লেন এবং মাষ্টার অব দি হর্সের কোন প্রতিনিধি প্রাসাদে অবস্থান না করায়, তিন অংশের দুই অংশাধিক স্ত্রী এবং পুরুষ কর্ম্মচারী কোন প্রভুর শাসনেই থাকে না। তাহারা আপন ইচ্ছামত প্রাসাদে আইসে এবং চলিয়া যায়, অনেকে অনেক সময় অনুপস্থিত থাকে, এবং স্বেচ্ছামত অত্যাচার বা অন্যায় কার্য্য করে। তাহাদিগকে শাসন, সতর্ক, বা ভর্ৎসনা করিবার কেহই নাই।' বিশৃঙ্খলতার আর এক চূড়ান্ত নিদর্শন এই যে, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের নবেম্বরে ভারতেশ্বরী যে দিন প্রথমা কুমারী প্রসব করেন, তাহার কয়েকদিন পরে তাঁহার শয়ন-

কক্ষে শয্যার নিম্নে এক অল্পবয়স্ক বালক দৃষ্ট হয়। এই বালক ভারতেশ্বরীকে হত্যা করিবার জন্য বা কোন কুঅভিপ্রায়ে এরূপ স্থানে লুকাইত ছিল তাহা বলা বাহুল্য। রাজপ্রাসাদে উপযুক্ত শাসন এবং সুশৃঙ্খলা থাকিলে, কখনই এই বালক প্রবিষ্ট হইতে পারিত না। যাহা হউক, রাজপ্রাসাদের এরূপ বিশৃঙ্খলা এবং শাসনাভাব প্রিন্স আলবার্টের পক্ষে যে নিতান্ত অপ্রীতিজনক হয় তাহা বলা বহুল্য। প্রিন্স ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে প্রধান মন্ত্রী সার রবার্ট পীলকে সুশৃঙ্খলা স্থাপন জন্য অনুরোধ করেন। সার রবার্ট বলেন যে, চিরপ্রচলিত প্রথা পরিবর্ত্তন বা সম্ভ্রান্ত কর্ম্মাধ্যক্ষদিগের ক্ষমতা হ্রাস প্রার্থনীয় নহে। প্রিন্সও ব্যক্ত করেন যে, চিরপ্রচলিত প্রথামূলে কুঠারাঘাত করা তাঁহার অপ্রার্থনীয়, কিন্তু সুব্যবস্থা না করিলে কোনমতেই চলিতে পারে না। বহুল তর্কবাদ এবং মন্তব্য প্রকাশের পর একমাত্র প্রিন্সের উদ্যোগে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে প্রাসাদের এই শোচনীয় প্রণালী সংস্কৃত এবং প্রিন্স সকল বিষয়ের কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হন। প্রিন্স অত্যল্প দিবসের মধ্যেই সুনিয়ম সংস্থাপন, পরিমিতব্যয়িতাবলম্বন, সচ্চরিত্র এবং সুনীতিসম্পন্ন অনুচর নিয়োগ প্রভৃতির দ্বারা রাজসংসারকে আদর্শস্থল করিয়া তুলেন। এই কার্য্যে প্রিন্সকে যথেষ্ট কষ্ট, শ্রম, এবং ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতেশ্বরী অন্তর্বত্নী থাকায়, প্রিন্স তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপে লিবি এবং ড্রইংরুম নামক দরবার করেন। সর্ব্বসাধারণেই এই দরবারে উপস্থিত হইয়া, প্রিন্সকে রাজপ্রতিনিধিস্বরূপে মান্য প্রদর্শন করেন, কেবল রাজবংশীয় কতিপয় লোক অনুপস্থিত থাকিয়া, আপনাদিগের নির্ব্বুদ্ধিতা এবং পরশ্রীকাতরতার পরিচয় দান করেন। ২৫ এ এপ্রেলে (১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ) ভারতেশ্বরী আর এক কুমারী প্রসব করেন। ভারতেশ্বরী বেলজিয়মরাজকে লিখেন,—'আলবার্ট পূর্ব্বমত সদয়ভাবে শুশ্রূষা করেন···আমাদিগের ক্ষুদ্রা কুমারীর নাম এলিস হইবে, ইহা প্রাচীন ইংরাজি নাম, এবং অন্য নাম মড (ইহাও প্রাচীন ইংরাজি নাম যথা মাটীলডা) এবং খুড়ি গ্লেসেষ্টারের জন্মতিথিতে জন্ম হওয়ায় এই নাম হইল। হানোবারের রাজা, আর্ণেষ্টাস প্রিমাস (এক্ষণে ডিউক অব কোবর্গ), প্রিন্সেস সোফায়া মাটীলডা এবং ফিয়োডোর দীক্ষাপ্রতিভূ হইবেন, এবং ২রা জুনে দীক্ষা হইবেক।' হানোবারের রাজা যথা সময়ে উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

ইংলণ্ডের শিল্পোন্নতি সাধন উদ্দেশ্যে ইতিপূর্ব্বে যে রয়েল কমিসন নামক সমিতি স্থাপিত এবং প্রিন্স যাহার সভাপতি হন, সেই সমিতির শ্রমের ফলস্বরূপ ওয়েষ্টমিনিষ্টার হলে ১লা জুলাইয়ে এক চিত্রপ্রদর্শনী হয়। সকল শ্রেণির সহস্র সহস্র লোক এতদ্দর্শন জন্য সমবেত এবং চিত্রকরগণ পুরস্কৃত ও উৎসাহিত হন। নৈতিকশিক্ষাপ্রদ নানাবিধ ঐতিহাসিক ঘটনাবলী এই চিত্রে অঙ্কিত হয়। প্রিন্সের প্রস্তাবমত এতদ্বিধ চিত্র পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার নূতন বাটীর কক্ষগাত্রে অঙ্কিত হইয়াছে। বাকিংহাম প্রাসাদের উদ্যানবাটীকাতেও প্রিন্স এই চিত্রাঙ্কন করিয়া লয়েন। এই চিত্রপ্রদর্শনীর দ্বারা ইংলণ্ডের আপামর সকলেরই চিত্রবিদ্যার প্রতি চিত্তাকৃষ্ট হয়।

১লা জুলাইয়ে কর্ণেল ফসেট এবং লেপ্টেনেণ্ট মনরো উভয়ে ডুয়েল অর্থাৎ পরস্পর পিস্তল-যুদ্ধ করেন, এবং তাহার ফলস্বরূপ ফসেট হত হন। ইংলণ্ডে বহুকাল হইতে এরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল যে, পরস্পরে কাহারও মধ্যে কোন প্রকার মনান্তর হইলে বা কেহ কাহারও অবমাননা করিলে, উভয়ে প্রতিশোধ প্রদান জন্য উক্ত যুদ্ধের প্রস্তাব করিতেন। যে পক্ষ যুদ্ধে সম্মত না হইতেন, সেই পক্ষ দোষী এবং কাপুরুষ বলিয়া গণ্য হইতেন। সেই জন্য এরূপ ঘটনায় সকলেই উক্তবিধ যুদ্ধ করিতেন। প্রিন্স এই কুপ্রথা নিবারণ জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিয়া, মন্ত্রিসমাজের দ্বারা এরূপ ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত করিয়া দেন যে, সেই সময় হইতেই ইংলণ্ডের সামরিক বিভাগ হইতে উক্তবিধ সমর একেবারে তিরোহিত হয়।

দশম অধ্যায়।

ফ্রান্সের রাজা লুইস ফিলিপের সহিত ভারতেশ্বরীর পিতা ডিউক অব কেণ্টের বিশেষ সখ্যতা ছিল, এবং বেলজিয়মরাজ লিওপোল্ড প্রথমা স্ত্রী বিয়োগের পর রাজা লুইস ফিলিপের কন্যা লুইসিকে পরিণয়পাশে আবদ্ধ করায়, ফ্রান্সের রাজপরিবারের সহিত ইংলণ্ডের রাজপরিবারের বিশেষ আত্মীয়তা জন্মে। রাজা লুইস ফিলিপ এবং তদীয় মহিষীর সহিত সাক্ষাৎ পূর্ব্বক উভয় রাজপরিবার মধ্যে আত্মীয়তা এবং উভয় জাতির মধ্যে সদ্ভাব বৃদ্ধি কামনায়

ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ২৮এ আগষ্ট ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া, "ভিকটোরিয়া এবং আলবার্ট" নামক নবনির্ম্মিত বাষ্পতরী আরোহণে দুই দিবস কাল ইংলণ্ডের উপকূলবর্ত্তী প্রদেশ ভ্রমণের পর ২রা সেপ্টেম্বরে ফ্রান্সের অন্তর্গত ট্রিপোর্টের নিকটবর্ত্তী ইউ নামক স্থানে ফ্রান্সরাজের উক্ত নিবাসে উপনীত হইলে, রাজা লুইস ফিলিপ অতীব সম্মান এবং সমাদরের সহিত উভয়কে গ্রহণ করেন। ভারতেশ্বরী নিজ দৈনন্দিন পুস্তকে লিখেন,—'রাজা আমাকে দর্শন করিয়া যে অতীব আনন্দিত হন তাহা বারম্বার প্রকাশ করেন।' ৩রা সেপ্টেম্বরে ভারতেশ্বরী মন্তব্য মধ্যে বিবৃত করেন,—'সার্দ্ধ সপ্তম ঘটিকার সময় শয্যা ত্যাগ করি। আমি যে ইউতে আছি, ইহা যেন স্বপ্নসম বোধ হয়, এবং আমি যে বহুবর্ষযাবৎ শূন্যে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে ছিলাম, তাহার পূর্ণতানুভব করি।' ৭ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত রাজদম্পতী এই স্থানে অবস্থান করেন। ফ্রেঞ্চরাজ এরূপ সমাদর, যত্ন এবং সম্মান প্রদর্শন করেন যে, ভারতেশ্বরী লিখেন 'আমরা যেন আপন আলয়ে ছিলাম—এবং যেন তাঁহাদিগের পরিবারভুক্ত।' ইউ প্রদেশের ফরাসী অধিবাসীবর্গ, রাজকর্ম্মচারিগণ এবং সৈন্যদল উভয়কে যথেষ্ট মান্য প্রদর্শন করেন। এই রাজসাক্ষাৎকালে উভয়ের মধ্যে রাজনৈতিক কোন বিষয় আন্দোলন হয় নাই, ফরাসীরাজ কেবল এইমাত্র প্রকাশ করেন যে, স্পেনের রাজকন্যাদিগের সহিত তাঁহার কোন কুমারের পরিণয় দান করিবেন না। ইংলণ্ডের বৈদেশিক মন্ত্রী লর্ড অ্যাবারডিন যিনি ভারতেশ্বরীর সহিত গমন করেন, তিনিও রাজাকে জ্ঞাত করেন যে, তাঁহার (রাজার) পুত্র ব্যতীত অপর কেহ স্পেনের রাজবালাদ্বয়ের পাণিপীড়ন করিলে ইংলণ্ড তাহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিবেন না। ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স ইউ হইতে ব্রাইটনে এবং তথা হইতে বেলজিয়মে রাজা লিওপোল্ডের সহিত সাক্ষাৎ জন্য গমন করেন। প্রিন্স ব্রাইটন হইতে ব্যারণ ষ্টকমারকে লিখেন,—'ইউতে আমাদিগের অবস্থান অতীব প্রীতি এবং আনন্দপ্রদ হইয়াছিল। বৃদ্ধ নরপতি অতীব সন্তোষ প্রাপ্ত হন, এবং সমস্ত পরিবার আমাদিগকে হৃদয়ের সহিত—আমি বলিতে পারি স্নেহের সহিত গ্রহণ করেন এবং তাহা বিশেষ চিত্তাকর্ষক। ভিকটোরিয়া নব নব দৃশ্য দর্শনে অতীব মুগ্ধা হন এবং তৎসমাপ্তিতে বিষণ্ণা হইয়াছেন। সমগ্র ফরাসী অতীব সন্তোষজ্ঞাপক ভাব প্রকাশ করেন, এবং আমাদিগের প্রতি—আমাদিগের

ভৃত্যগণের প্রতিও অসীম শিষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই সাক্ষাৎকারে যে ফল প্রসূত হইয়াছে, তাহা অতীব উৎকৃষ্ট। ফরাসীরা আনন্দিত এবং সম্মানিত বোধ করিতেছেন, কেবল আমরা পারিসে গমন করিতে না পারায়, তাঁহারা দুঃখিত হইয়াছেন; তথায় আমরা অতীব সমাদরে গৃহীত হইতাম ইহা নিশ্চিত।' বেলজিয়মরাজ্যে ছয়দিনকাল অবস্থানসূত্রে বারগেস, ঘেণ্ট ব্রুসেলস্, এবং এণ্টুয়ার্প দর্শনের পর ২১এ সেপ্টেম্বরে ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স উইণ্ডসরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

২৫ এ অকটোবরে প্রিন্স ভারতেশ্বরীর সহিত কেম্বি্রজে গমন করেন। তথাকার অধিবাসিগণ রাজদম্পতীকে এরূপ অকৃত্রিম এবং আগ্রহের সহিত সমাদর এবং অভ্যর্থনা করেন যে, তদ্দর্শনে উভয়েই আশ্চর্য্যান্বিত হন। ভারতেশ্বরী কয়েক দিবস পরে লিখেন,—'কেম্বি্রজের অধিবাসিগণ—বিশেষতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমণ্ডলী যেরূপ সবিশেষ এবং আগ্রহের সহিত অভ্যর্থনা করেন, আমার এরূপ আর স্মরণ হয় না।' কেম্বি্রজের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় প্রিন্সকে "এল, এল, ডি" নামক মহোচ্চ উপাধি প্রদান করেন। এই উপাধিপ্রদান সভায় সমবেত প্রাচীন প্রগাঢ় পণ্ডিতমণ্ডলী এবং কৃতবিদ্য যুবকগণ যেরূপ অসীম হর্ষপ্রকাশ এবং আনন্দধ্বনি করেন, তাহাতেও রাজদম্পতীর চিত্ত বিমোহিত হয়। প্রিন্স আলবার্ট ৩০ এ অকটোবরে উইণ্ডসর প্রাসাদ হইতে ব্যারণ ষ্টকমারকে পত্র দ্বারা জ্ঞাপন করেন,—'আমরা কেম্বি্রজে উপকারজনক এবং হিতকর ভ্রমণ সমাপনের পর গত পরশ্ব এখানে উপনীত হইয়াছি। আমরা তথায় ২৫ এ তারিখে গমন করি; বেলা ২টার সময় উপনীত হই, ট্রিনিট কলেজের আবাসে অবতরণ করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিনন্দন গ্রহণের পর কিংস্ কলেজের মনোরম ভজনাগারে উপাসনা করি, এবং অপরাহ্নে লিবি নামক দরবারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত অধ্যক্ষ, অধ্যাপক এবং এম্, এ উপাধিধারী ছাত্রগণ পরিচিত হন। পরদিন প্রাতঃকালে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় বাটীতে গমন করি, তথায় নানাবিধ প্রাচীন অনুষ্ঠান এবং লাটীন ভাষায় বক্তৃতার পর আমাকে "ডাক্তার" উপাধি প্রদান করা হয়। তৎপরে আমরা পুস্তকালয়, চিত্রশালিকা এবং পরমশ্চার্য্যরূপে রমণীয় কলেজ বাটীর অধিকাংশ স্থল দর্শন করি। ছাত্রবৃন্দের সানন্দসম্বর্দ্ধনা অতীব প্রবল হইয়াছিল, এবং কেম্বি্রজের পথে (এই স্থানে ২০০০ অশ্বারোহী আমাদিগের

অনুসরণ করেন।) এবং নিজ কেম্ব্রিজে যেরূপ মহা সমাদরে গৃহীত হই, এমত আর কোথাও গৃহীত হইয়াছিলাম আমার এমত স্মরণ হয় না।'

২০ এ নবেম্বরে ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স প্রধান মন্ত্রী সার রবার্ট পীলের ড্রেটন্ নামক স্থানের আলয়ে গমন করেন। এই সুযোগে প্রিন্স কল এবং কারখানাপ্রধান নগর বার্ম্মিংহামে স্বচক্ষে প্রধান প্রধান কল এবং কারখানা সমস্ত পরিদর্শন এবং শ্রমজীবীদিগের অবস্থানুসন্ধানাভিলাষে গমন করেন। এই সময়ে বার্ম্মিংহামে চার্টিষ্ট নামক এক সম্প্রদায় বিদ্রোহী অত্যন্ত প্রবল হইয়া অত্যাচার আরম্ভ করায়, মন্ত্রীবর্গ বিপদাশঙ্কা করিয়া প্রিন্সকে তথায় যাইতে নিষেধ করেন, কিন্তু প্রিন্স রাজভক্ত অধিবাসিগণের উপর বিশ্বাস করিয়া নির্ভিকচিত্তে তথায় গমন করেন। প্রিন্সের গোপনীয় সেক্রেটরি মেং আনসন লিখেন,—'এতদুপলক্ষে বার্ম্মিংহামের প্রায় ২৮০০০০ অধিবাসী সমবেত হন; রাজপথ সমূহ জনতায় পূর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু জনতার মধ্যে যেরূপ আনন্দ, প্রীতি, এবং দৃশ্যমান রাজভক্তির আধিক্য দৃষ্ট হয়, তদপেক্ষা আর অধিক হইতে পারেনা। সেই গভীর জনতার মধ্যে একটীও বিসদৃশ দৃশ্য দৃষ্ট হয় নাই। প্রিন্সের আগমনে তাঁহারা আপনাদিগকে অতীব অনুগৃহীত জ্ঞান করিয়া, পরস্পরে প্রতিযোগিতার সহিত সম্মান প্রদর্শনে মত্ত হন।' বার্ম্মিংহামের লর্ড মেয়র প্রিন্সকে জ্ঞাত করেন যে, এতদিন বার্ম্মিংহামের রাজনৈতিক সম্প্রদায় সমূহ যে পরস্পরে বিবাদ, ঘৃণা প্রকাশ করিতেছিলেন, এতদুপলক্ষে তাহা একেবারে বিদূরিত এবং অধিবাসীবৃন্দের রাজভক্তি সম্যক পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইল।

একাদশ অধ্যায়।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৯এ জানুয়ারি প্রিন্স আলবার্টের পিতা ডিউক অব সেক্স-কোবর্গ কয়েক ঘটিকা রোগ ভোগের পর গোথা নামক স্থানে প্রাণত্যাগ করেন। এই নিদারুণ শোচনীয় পিতৃবিয়োগ-সংবাদ যেন বজ্রাঘাতের ন্যায় প্রিন্সের হৃদয়কে বিদলিত করে। প্রিন্স যেরূপ পিতৃভক্ত ছিলেন, পিতাও সেইমত তাহাকে প্রাণোপম জ্ঞান করিতেন। প্রিন্সের হৃদয়ে যেরূপ দুর্ব্বার শোকবারিধি উত্তাল তরঙ্গমালা বিস্তার করে, ভারতেশ্বরীও সেইমত নিজ

প্রাণপ্রতিম পতিকে বিষাদপয়োধিতে পতিত দেখিয়া অজস্র অশ্রুতে শরীর সিক্ত করেন। ভারতেশ্বরী ষ্টকমারকে লিখেন,—'হায়! এ সময়ে যদি আপনি আমাদিগের নিকট থাকিতেন! আমার প্রিয়তম এক্ষণে একাকী—নিঃসহায় এবং তাঁহার শোক সমধিক ও হৃদয়ভেদকারী...তিনি বলিতেছেন (আমার অস্পষ্ট হস্তাক্ষর দেখিয়া ক্ষমা করিবেন, আমার নয়নাশ্রু আমায় অন্ধ করিতেছে।) এক্ষণে এক মাত্র আমিই তাঁহার সমুদয়। হা! যদি আমি তাহা হই, তাহা হইলে আমি অতীব সুখিনী হইব, কিন্তু আমি এতাধিক বিষণ্ণা এবং শোকাচ্ছন্না হইয়াছি যে, আমি তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে পারি না।' * শোকার্ত্তহৃদয় প্রিন্স ষ্টকমারকে লিখেন,—'এক্ষণে আমরা একত্রে উপবিষ্ট, মাতা (ডচেস অব্ কেণ্ট), ভিকটোরিয়া এবং আমি পাষাণের ন্যায় অচৈতন্যাবস্থায় রোদন করিতেছি।...আমার পক্ষে পিত্রালয়ের দ্বার চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইল...ইহার দ্বারা আমার অনাথা মাতৃভূমির প্রতি আমার স্নেহ হ্রাস হইবে না। আর্ণেষ্টের উপর যে গুরুতর ভারার্পিত হইল, আমি তাহাতে অন্তঃকরণের সহিত তাঁহার সহায়তা করিব।' প্রিন্সের পবিত্র এবং আনন্দময় জীবনের মধ্যে এই সর্ব্বপ্রথম শোকাত্মক ঘটনা, সুতরা তিনি যে নিতান্ত ব্যথিত এবং কাতর হন তাহা সহজেই অনুমেয়।

এই সময়ে একবার নিজ জন্মভূমিতে গমন পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং বৃদ্ধা মাতামহীকে সান্ত্বনা প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্যবোধে তিনি ২৮এ মার্চ্চে ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া কোবর্গে গমন করেন। পরিণয়ের পর রাজদম্পতীর মধ্যে এক দিনের জন্যও বিচ্ছেদ হয় নাই, সুতরাং এই বিরহ উভয়ের পক্ষেই অতীব কষ্টপ্রদ হয়। প্রিন্স যতদিন পর্য্যন্ত অনুপস্থিত থাকেন, ততদিন প্রত্যহ ভারতেশ্বরীকে পত্র লিখিয়া চিন্তা দূর করিতেন। প্রিন্স প্রথম দিন ডোবারে গমন করিয়া যে পত্র লিখেন, তাঁহার একস্থলে প্রকাশ করেন,—'আমি যে সময়ে লিখিতেছি, তুমি হয় ত এই সময়ে জলযোগের জন্য প্রস্তুত হইতেছ, এবং গতকল্য আমি যে আসনে উপবিষ্ট ছিলাম, অদ্য তাহা শূন্য দেখিতেছ। কিন্তু আমার আশা যে, তোমার অন্তঃকরণে আমার স্থান শূন্য নাই। আমিও

* লেডি লিট্লটন লিখেন,—'আমি অনেকক্ষণ রাজ্ঞীর নিকট অবস্থান করি। তিনি প্রিন্সের নিমিত্ত শোকে অত্যন্ত আক্রান্তা হন, এবং যতবার তিনি প্রিন্সের প্রতি দৃষ্টি দান করেন, ততবার তাঁহার নয়ন জলে পূর্ণ হয়।'

তোমাকে এস্থলে ধ্যানযোগে দেখিতেছি।’ ‘আমি পুনরায় অনুরোধ করিতেছি, “ধৈর্য্যধারণ কর” বিষণ্ণ হইও না, এবং সম্ভবমত চিত্তস্থির করিতে চেষ্টা করিবে। তুমি আমাকে পুনরায় দেখিবার আর অর্দ্ধদিবস নিকটবর্ত্তীনী হইলে; যে সময়ে এই পত্র প্রাপ্ত হইবে, সে সময়ে একদিন অতীত হইবে, আর ত্রয়োদশ দিবস গত হইলে,আমি তোমার নিকটবর্ত্তী হইব।’ প্রিন্স ৩১এ মার্চ্চে গোথায় উপনীত হন। প্রিন্স আর্ণেষ্ট কয়েক ক্রোশ অগ্রসর হইয়া নিজ অনুজকে সস্নেহে গ্রহণ করেন। প্রিন্সের বৃদ্ধা মাতামহী বহুদিনের পর তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া অতীব আনন্দিতা হন। প্রিন্স মাতৃভূমিতে কয়েক দিন অবস্থানের পর ১১ই এপ্রেলে উইণ্ডসরে প্রত্যাগমন করেন। প্রিন্সের অনুপস্থিত কালে ভারতেশ্বরীর চিত্ত সুস্থির করিবার জন্য সস্ত্রীক বেলজিয়মরাজ ইংলণ্ডে উপস্থিত ছিলেন, প্রিন্সের প্রত্যাবর্ত্তনের পর তাঁহারা স্বরাজ্যে গমন করেন।

৩০এ মে ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স হঠাৎ সংবাদ প্রাপ্ত হন যে,রুসীয়া রাজ্যের সম্রাট নিকোলাস (এক্ষণে মৃত) ইংলণ্ড ভ্রমণে আগমন করিতেছেন। সম্রাটের আগমনের দুই দিবস মাত্র পূর্ব্বে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, প্রিন্স দ্রুতগতি তাঁহার অভ্যর্থনার আয়োজন করেন। ১লা জুনে স্যাক্সনির রাজা ভারতেশ্বরীর সহিত সাক্ষাৎ জন্য উপনীত হন। সম্রাটও সেই দিন রজনীতে ইংলণ্ডে পদার্পণ করেন। রাজনৈতিক নানাবিধ উদ্দেশ্য সাধনই যে সম্রাটের আগমনের মুখ্য কারণ তাহা বলা বাহুল্য। ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স সম্রাটকে অতীব সমাদরে উইণ্ডসর প্রাসাদে গ্রহণ করেন। রুসসম্রাট এবং স্যাক্সনির রাজার সম্মানার্থ নানাবিধ উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। সম্রাট উইণ্ডসর প্রাসাদের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য দর্শনে বিমোহিত হন। যে পঞ্চদিবস কাল ইংরাজ রাজসংসারে আতিথ্য স্বীকার করেন, সেই কয় দিনই তিনি বারম্বার ব্যক্ত করেন যে, তিনি ইংলণ্ডীয় প্রাসাদে যে অতীব উচ্চ অঙ্গের সমাদর, অভ্যর্থনা এবং আতিথ্য প্রাপ্ত হইলেন, ইউরোপের কোন রাজসংসারে এমত দেখেন নাই। সম্রাট ভারতেশ্বরীকে বলেন, নীতিজ্ঞদিগের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া, মধ্যে মধ্যে স্বচক্ষে সমস্ত পরিদর্শন এবং রাজগণের সহিত আত্মীয়তা সাধন করা কর্ত্তব্য। সম্রাট প্রিন্স আলবার্টের সদ্‌গুণাবলী স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া সানন্দচিত্তে ইংলণ্ডের বৈদেশিক মন্ত্রী লর্ড আবারডিনকে বলেন যে, আমার ইচ্ছা যে, আমি প্রিন্সকে পুত্রস্বরূপে গ্রহণ করি। রুসসম্রাট এবং স্যাক্সনরাজের

সম্মান্ জন্য উইণ্ডসরে যে রণাভিনয় হয়, তাহাতে একটি চিত্তহারী দৃশ্য দর্শনে প্রত্যেকে মুগ্ধ হন। প্রধান সেনাপতি ডিউক অব ওয়েলিংটন নিজ সৈন্য-দলের সহিত গমনকালে ভারতেশ্বরীর সম্মুখে উপনীত হইয়া, মান্য প্রদর্শন করিলে সকলে মহানন্দধ্বনি করেন, এবং প্রিন্স আলবার্ট নিজ সৈন্যদল চালনা করিয়া, ভারতেশ্বরীর সম্মুখে উপনীত হইয়া, যৎকালে আনন্দ-আননে এবং প্রসন্নদৃষ্টিতে সামরিক প্রথামত ভারতেশ্বরীর সম্মানার্থ নিজ করস্থ অসি অবনয়ন করেন, তৎকালে সেই দৃশ্য দর্শনে প্রত্যেক দর্শকেরই হৃদয়ে অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপস্থিত হয়। রুসসম্রাট ৯ই এপ্রেলে এবং স্যাক্সনরাজ এক সপ্তাহ পরে স্বদেশে যাত্রা করেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগষ্টে ভারতেশ্বরী আর এক নব কুমার (আলফ্রেড আর্ণেষ্ট আলবার্ট, বর্ত্তমান ডিউক অব এডিনবর্গ) প্রসব করেন। ৩১এ আগষ্টে আর এক রাজঅতিথি—প্রুসীয়ার প্রিন্স (বর্ত্তমান জার্ম্মাণ-সম্রাট) উইণ্ডসর প্রাসাদে উপনীত হন। এই সূত্রে প্রিন্স আলবার্ট এবং প্রুসীয়ার প্রিন্সের মধ্যে অকৃত্রিম সখ্যতা স্থাপিত হয়। প্রুসীয় প্রিন্স ১৮৪৮, ১৮৫১, ১৮৫৩, এবং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ইংলণ্ডে আগমন করায়, সেই মিত্রতা সমধিক পরিমাণে বৃদ্ধি এবং তাহার ফলস্বরূপ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। প্রুসীয় প্রিন্স মহাসমাদরে পরিগৃহীত এবং অভ্যর্থিত হইয়া ৪ঠা সেপ্টেম্বরে উইণ্ডসর পরিহার করেন। রাজকার্য্যের গুরুতর শ্রম হইতে কিয়ৎকাল বিশ্রাম লাভ জন্য রাজদম্পতী ৯ই সেপ্টেম্বরে স্কটল্যাণ্ডের ব্লেয়ার কাসেলে গমন করেন। লর্ড গ্লেনলিয়ন (যিনি পরে ডিউক অব আথল উপাধি প্রাপ্ত হন।) নিজ এই মনোরম আবাস রাজদম্পতীর বাস জন্য সানন্দে প্রদান করেন। এই নিভৃত স্থানে বাস, পরিশুদ্ধ বায়ু সেবন, স্বেচ্ছামত ভ্রমণ, মৃগয়া, প্রভৃতির দ্বারা ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স বিশেষ স্বাস্থ্য লাভ এবং অসীম আনন্দ প্রাপ্ত হন। এই স্থানে অবস্থান করিয়া এতদূর মুগ্ধ হন যে, এই স্থান পরিত্যাগকালে বিশেষ কষ্ট বোধ হয়।

৩রা অকটোবরে উভয়ে উইণ্ডসরে আগমন পূর্ব্বক ফ্রান্সরাজ লুইস ফিলিপের সম্বর্দ্ধনার জন্য আয়োজন করেন। প্রিন্স ডিউক অব ওয়েলিংটনের সহিত ৮ই অকটোবরে সাউদাম্পটনে গমন পূর্ব্বক রাজাকে মহাসমাদরে গ্রহণ এবং উইণ্ডসর প্রাসাদে আনয়ন করেন। ইতিপূর্ব্বে ফ্রান্সের কোন রাজাই কোন কালে ইংলণ্ডে এরূপ মিত্রভাবে উপস্থিত হন নাই, সুতরাং সমগ্র ইংরাজ জাতি লুইস ফিলিপকে অতীব আগ্রহ, সমাদর এবং সম্মানের সহিত গ্রহণ করেন। রাজপ্রাসাদে ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স এরূপ উচ্চ অঙ্গের সম্বর্দ্ধনা করেন যে, রাজা বিমোহিত হইয়া বারম্বার মহানন্দ জ্ঞাপন করিতে থাকেন। রাজা লুইস ফিলিপ ফ্রান্সের রাজসিংহাসনে আরোহন করিবার পূর্ব্বে ইংলণ্ডে ছদ্মবেশে অতি সংগোপনে দারিদ্র্যাবস্থায় অবস্থান করিতেন। ভারতেশ্বরী লিখেন,—'তিনি (রাজা) যে সময়ে গ্রিসনস নামক স্থানের এক বিদ্যালয়ে দৈনিক ২০ পেন্স বেতনে সামান্য শিক্ষকের কার্য্য করিতেন এবং চ্যাবট নামে পরিচয় দান করিয়া স্বহস্তে নিজ বিনামা বুরুস প্রভৃতি করিতেন, সেই সময়ের কথা আমাকে জ্ঞাত করেন! তাঁহার জীবন কি ঘটনাপূর্ণ!' রাজার সম্মানার্থ ভারতেশ্বরী তাঁহাকে অর্ডার অব দি গার্টার * নামক মহাসম্মানসূচক চিহ্ন প্রদান করেন। ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড ক্রেসির সমরের পর এই সম্মানচিহ্নের সৃষ্টি করেন এবং যে সকল বীর ফ্রান্সের দর্প খর্ব্ব করিয়াছিলেন, তাঁহারাই প্রথম এই সম্মানসূচক স্মরণচিহ্ন প্রাপ্ত হন।

ভারতেশ্বরী পারিসে গমন না করায়, রাজাও লণ্ডনে গমন করেন না। অভিনন্দন, নাটকাভিনয়, গীতাভিনয়, ভোজ, নৃত্যসমিতি, আলোকদান, এবং রণাভিণয় প্রভৃতি নানাবিধ অনুষ্ঠান দ্বারা রাজার যথেষ্ট তুষ্টি সাধিত হয়। ১৪ই অকটোবরে রাজা ইংলণ্ড পরিহার করিয়া স্বরাজ্যে গমন করেন। ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স ডোবার পর্য্যন্ত রাজার সহিত গমন করেন। রাজা লুইস ফিলিপ প্রিন্স আলবার্ট সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, ভারতেশ্বরী নিজ দৈনন্দিন গ্রন্থে তৎসম্বন্ধে লিখেন,—'তিনি আলবার্টের অত্যুচ্চ প্রশংসা করেন। "ও! তিনি (প্রিন্স) স্বকার্য্য দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করিবেন; তিনি কিরূপ জ্ঞানী; তিনি কোন বিষয়ে হঠাৎ অগ্রসর হন না, তিনি নিয়ত আপনাকে

* ইংরাজদিগের অনুকরণে আমরা যেরূপ মোজার উপর গার্টার সংলগ্ন করি, ইহা সেইমত সম্মানসূচক গার্টার। প্রিন্স আলবার্ট রাজার পদে ইহা সংলগ্ন করিয়া দেন।

শুভ পরামর্শ দান করিবেন। বিবেচনা করিবেন না যে, আমি আপনার তোষামোদের জন্য ইহা বলিতেছি। না, না! আমি যাহা বলিতেছি, তাহাই সত্য জানিও তিনি তাঁহার পিতৃব্যের (রাজা লিওপোল্ড) ন্যায় সাধু এবং জ্ঞানী হইবেন। এই কথা আমি এই মাত্র লুইসিকে (ফ্রান্সরাজ-কন্যা) লিখিলাম। তিনি আপনার যথেষ্ট উপকারে আসিবেন, যদি কখনও বিপদ উপস্থিত হয়, (আমি আশা করি তাহা উপস্থিত হইবেনা, কিন্তু কেহই ইহা নিশ্চিত বলিতে পারেন না।) তিনি আপনার বিশেষ আশ্রয়স্বরূপ হইবেন।"…সম্রাট (রুস-সম্রাট) এবং ফ্রান্সরাজ দুই জন বিভিন্নধাতুর লোকই আমার প্রিয়তম আল-বার্ট সম্বন্ধে এক প্রকার মত প্রকাশ করিলেন।'

২৮এ অকটোবরে ইংলণ্ডের একটি জাতীয় মহান নবীন অনুষ্ঠান হয়। ভারতেশ্বরী উক্ত দিবস লণ্ডন নগরের রয়েল এক্সচেঞ্জ নামক সাধারণ হর্ম্ম্য প্রতিষ্ঠা করেন। এতদুপলক্ষে মহাজনতা এবং প্রজাপুঞ্জের রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দর্শনে ভারতেশ্বরী অতীব প্রীতা হন। ভারতেশ্বরী ব্যক্ত করেন,—'আমার প্রিয়তম আলবার্ট প্রজাদিগের দ্বারা অতীব সম্মানের সহিত গৃহীত হন।' বাস্তবিক প্রিন্সের সম্মান দর্শনে পতিগতপ্রাণা ভারতেশ্বরীর আনন্দবারিধি একেবারে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। রাজপরিবারের আনন্দময় সরল জীবন, কলঙ্কশূন্য সংসার, এবং ইংলণ্ডীয় শাসননীতিমত ভারতেশ্বরীকে রাজনৈতিক সম্প্রদায়দ্বয়ের প্রতি সমভাবে দৃষ্টিদান করিতে দেখিয়া, সমস্ত প্রজা, সমস্ত নীতিজ্ঞ এবং সংবাদপত্র সমূহ একস্বরে ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্সের অত্যুচ্চ প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে থাকেন। ভারতেশ্বরী লিখেন,—'সংবাদপত্রের প্রবন্ধ সমূহও দয়াপূর্ণ এবং প্রীতিপ্রদ। তাঁহারা (সম্পাদকগণ) বলেন, আমি যেরূপ প্রিয়া (ইহা আমিও সাহস সহকারে বলিতেছি) হইয়াছি, কোন রাজাই এমত সর্ব্বপ্রিয় হন নাই, কারণ আমাদিগের সংসার আনন্দময়, কলঙ্কবিহীন, এবং তাহা শুভ আদর্শ প্রদর্শন করিতেছে।'

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

যে জীবনে গুপ্তভাবে স্বেচ্ছামত অবস্থান অসম্ভব, যে জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত কোন না কোন প্রকাশ্য কার্য্যে বা অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত, যে জীবনে স্বাধীনভাবে যথেচ্ছ গতিবিধি নিষেধ, পরস্পরে আনন্দালাপ—গুপ্তভাবে ভ্রমণ অসম্ভব, সে জীবনের বিরুদ্ধে প্রকৃতি অবশ্যই বিদ্রোহভাব ধারণ করে। পাশ্চাত্য রাজা এবং রাজ্ঞী ও রাজকুমারদিগের জীবন সেইমত; তাঁহারা মনুষ্যমণ্ডলীর শীর্ষস্থানে অবস্থান করিলেও, মানবসমাজে মনুষ্যজাতির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী বলিয়া গণ্য হইলেও কোন কার্য্যই তাঁহারা স্বেচ্ছামত সাধন করিতে বা সাধারণ মনুষ্যমণ্ডলীর মত সুখসঞ্চয়ে সমর্থ নহেন। ঐশ্বর্য্যপ্রকাশক, জনাকীর্ণ রাজসভাস্থল এবং প্রাসাদ পরিহার করিয়া কিয়ৎকালের জন্য নির্জনপ্রদেশে অপর সাধারণ লোকের ন্যায় স্বেচ্ছামত অনাড়ম্বরে অবস্থান রাজগণের আন্তরিক অভিলাষ। বিশেষতঃ ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্সের বিনাড়ম্বরে সরলভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কামনা এবং তৎসহ তাঁহাদিগের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপ্রিয়তাধিক্য বশতঃ তাঁহাদিগের পক্ষে স্বভাবতই নির্জনবাস-বাসনা বলবতী হইয়া উঠে। অনেক দিবস হইতে প্রিন্স আলবার্ট নির্জনপ্রদেশে প্রাসাদ নির্ম্মাণপূর্ব্বক তথায় বাস করিবার কামনা প্রকাশ করায়,প্রধানমন্ত্রী সার রবার্ট পীল আইল অব উইটে অসবোরণ নামক জমিদারী এ সম্বন্ধে সর্ব্ববিধায়ে উপযুক্ত জানিয়া রাজদম্পতীকে তদ্বিষয় জ্ঞাপন করেন।* অসবোরণ রাজধানীর নিকটবর্ত্তী, কিন্তু এরূপ সাধারণের গতিবিধিহীন প্রদেশ যে, রাজদম্পতীর কামনামত সম্পূর্ণ বিশ্রামোপযুক্ত এবং আনন্দপ্রদ বলিয়া স্বীকৃত হয়। কানন, নিভৃতকুঞ্জ, পাদবিহার-পথ, এবং ক্রীড়াভূমি প্রস্তুত ও কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধন সম্বন্ধে প্রিন্সের যে স্বাভাবিক শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, এবং ক্ষমতা ছিল, অসবোরণ তৎপ্রদর্শনের উপযুক্ত ক্ষেত্র হয়। অসবোরণ নীরনিধিকূলে স্থাপিত, পশ্চাদ্দেশে পোর্টসমাউথ এবং স্পিটহেড নামক রণতরীসমূহের আশ্রমস্থল, চারিপার্শ্বে সমুদ্রের বেলাভূমি। স্থানটী সর্ব্বাংশেই রমণীয়। ফ্রান্সরাজকে বিদায়

* ভারতেশ্বরী লিখেন,—'আমরা কিরূপ গুপ্ত সম্পত্তির অভিলাষী সার রবার্ট পীল তাহা বিলক্ষণ জানিতেন; একমাত্র তাঁহার দ্বারা এবং তাঁহার বিশেষ দয়ায় আমরা অসবোরণের বিষয় জ্ঞাত এবং তাহা প্রাপ্ত হই।'

দান জন্য ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স পোর্টসমাউথে যে সময়ে গমন করেন, সেই সময়ে অসবোরণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, ইহার তৎকালীন অবস্থা দর্শনে এরূপ আনন্দিত হন যে, অনতিবিলম্বেই ইহা ক্রয় করিবার প্রস্তাব এবং কয়েক মাস পরে লেডি ইসাবেল্লা ব্লাচ্‌ফোর্ড নাম্নী এক সম্ভ্রান্তা রমণীর নিকট হইতে এই অসবোরণ ক্রয় করা হয়। তৎকালে এই অসবোরণ জমিদারীর ভূ-পরিমাণ ৮০০ একার † মাত্র ছিল, পরে ক্রমে ক্রমে অপরাপর লোকের নিকট হইতে পার্শ্ববর্ত্তী ভূমি ক্রয় করায়, এক্ষণে ইহার পরিমাণ ২৩০০একার।

অসবোরণ ভারতেশ্বরীর এবং প্রিন্সের গুপ্ত সম্পত্তি। * অসবোরণ ক্রয়ের পর (২৫এ মার্চ্চ, ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ) ভারতেশ্বরী হৃষ্টচিত্তে রাজা লিওপোল্ডকে লিখেন,—'আমার নিজের এক সম্পূর্ণ নিভৃত ও গুপ্ত সম্পত্তি হইয়াছে, এ কথা শুনিতে কেমন প্রীতিপ্রদ!' সম্পত্তি ক্রয়ের পর দৃষ্ট হয় যে, অসবোরণে যে আবাস আছে, তাহা রাজসংসারের উপযুক্ত নহে, সুতরাং ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২৩এ জুনে অসবোরণের বর্ত্তমান প্রাসাদের প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। † পর বর্ষের সেপ্টেম্বর মাসে প্রাসাদের একাংশ নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইলে, রাজপরিবার তথায় বাস করেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে সমস্ত প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। প্রিন্স এই সম্পত্তি ক্রয় করিয়া বরাবর ইহার উৎকর্ষ

† ৪৪০ হস্ত প্রস্থ এবং ৪৪ হস্ত দীর্ঘ পরিমিত ভূখণ্ডে এক একার হয়।

* মহামান্যা শ্রীশ্রীমতী ভিকটোরিয়া জগতের সপ্তমাংশের অধিশ্বরী বটেন, কিন্তু ইংলণ্ডের শাসননীতিমত তাহা তাঁহার সাধারণ সম্পত্তি। এ দেশীয় রাজগণের ন্যায় তিনি তাহা যথেচ্ছ প্রয়োগ করিতে পারেন না, এবং রাজভাণ্ডারের অর্থও যথেচ্ছ ব্যয় করিতে সমর্থা নহেন। পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা কর্তৃক তাঁহার যে বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তিনি কেবল তাহাই ইচ্ছামত ব্যয় করিতে সমর্থ। অসবোরণ তাঁহার স্বকীয় ব্যক্তিগত সম্পত্তি। নিজ গুপ্তধন দ্বারা ইহা ক্রয় করেন।

† ভারতেশ্বরী লিখেন,—'প্রিন্স বাটীর নক্সা প্রস্তুত করেন, এবং মৃত মেং টমাস কিউবিট যাঁহার তুল্য সাধু এবং সদয় লোক আর ছিল না, তিনিই প্রিন্সের বাসনা (বাটী নির্ম্মাণ) প্রশংসনীয়রূপে কার্য্যে পরিণত করেন। উদ্যান প্রস্তুত এবং কৃষিকার্য্যের ব্যবস্থাসম্বন্ধে ভারতেশ্বরী লিখেন,—'প্রিন্স আমাদিগের জমীদারির ষড়বিংশ বর্ষকাল কর্ম্মকারী নায়েব মেং টোয়ার্ড কর্ত্তৃক যোগ্যতার সহিত সমর্থিত হন।'

সাধনে সবিশেষ লিপ্ত থাকেন। ‡ যথেষ্ট শ্রম এবং অধ্যবসায়বলে অচিরেই অসবোরণ ভূখণ্ডের রমণীয় সৌন্দর্য্যসাধন এবং কৃষিকার্য্যের উন্নতির দ্বারা শুভময় ফল প্রাপ্ত হন। প্রিন্স স্বহস্তে সমস্ত পাদপরাজি প্রোথিত, এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীমত কর্ষণবিভাগের উন্নতিসাধন দ্বারা যথেষ্ট আয় বৃদ্ধি করেন। কৃষিকার্য্য দ্বারা আয় বৃদ্ধি সাধারণের সাধ্যসাপেক্ষ বটে; কিন্তু যে ক্ষেত্রে বহুল অর্থ ব্যয়িত হয়, সেই ক্ষেত্রে সহসা তদুপযুক্ত আয় সাধন সহজ নহে, কিন্তু প্রিন্স এবিষয়ে সবিশেষ অভিজ্ঞ এবং শিক্ষিত থাকায়, অচিরে তাঁহার আশা পূর্ণ হয়। অতি অল্পদিবসের মধ্যে নানাজাতীয় নানাবিধফলবানবৃক্ষ, প্রসূনপরিশোভিত পাদপ, শ্যামল তৃণ এবং রমণীয় লতাবলী অসবোরণকে চিত্তবিমোহন সৌন্দর্য্য প্রদান করে। স্বভাবসুষমাপ্রিয় প্রিন্স আলবার্ট ভারতেশ্বরীর সহিত নিদাঘ-প্রদোষে এই নির্জন কাননপ্রদেশে ভ্রমণকালে ফুলকুলের স্নিগ্ধসৌরভ সেবনে এবং বিহঙ্গমগণের শ্রবণরঞ্জনধ্বনি শ্রবণে পরমপ্রীতি প্রাপ্ত হইতেন। প্রিন্স কুঞ্জে কুঞ্জে স্বভাবসংগীত শ্রবণ জন্য পক্ষীস্বরে রব করিবামাত্র বৃক্ষস্থ বিহঙ্গমবৃন্দ অমনি মধুরতানে গান করিয়া প্রাণ বিমোহিত করিত। প্রিন্স নিদাঘনিশীথে প্রাসাদের বারান্দায় দণ্ডায়মান হইয়া, একমনে পক্ষীকুলের গান শ্রবণ করিতেন। (ভারতেশ্বরী কর্তৃক টীকা, আরলি ইয়ার্স, ১৯৫ পৃষ্ঠা)

১৪ই ফেব্রুয়ারি (১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ) প্রধানমন্ত্রী সার রবার্ট পীল পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় ইংলণ্ডের বজেট অর্থাৎ আয়-ব্যয়তালিকা উপস্থিতকালে অতীব আনন্দের সহিত ব্যক্ত করেন যে, রাজ্ঞী সিংহাসনে আরোহণ করিলে তাঁহার যে বৃত্তি নির্দ্ধারিত হয়, তাঁহার পরিণয়ের সময় তাহা আর বর্দ্ধিত হয় নাই। জগদীশ্বরের ইচ্ছায় এ পর্য্যন্ত তাঁহার চারিটী সন্ততি হইয়াছে, সুতরাং সেই সূত্রে যথেষ্ট ব্যয়ও বৃদ্ধি হইয়াছে। অপর গতবর্ষে দুইজন রাজা এবং একজন

‡ লেডি লিটিলটন অসবোরণ হইতে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই আগষ্টে লিখেন,—‘ যথাসম্ভব সংখ্যক শ্রমজীবীদিগকে নিযুক্ত করিয়া, ইহার উৎকর্ষসাধনে প্রিন্স আলবার্ট দ্বিরূপ আগ্রহের সহিত চেষ্টা করিতেছেন, ইহা দেখিতে আনন্দজনক, কিন্তু ইহা দীর্ঘস্থায়ী করিবার জন্য এবং সাধারণের শ্রমজীবীর অভাব না হয় এই অভিপ্রায়ে তিনি ধীরে ধীরে কার্য্য করিতেছেন, ত্বরা করিতেছেন না! তাঁহার সরকার (রাজ্ঞীরও সরকার) সম্প্রতি কৃষিকার্য্যের সময় বলিয়া তাহারা অপরের ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে পারিবে, এই জন্য কতিপয় শ্রমজীবীকে বিদায় দিয়াছেন, কিন্তু বলিয়া দিয়াছেন যে, যে কেহ যে মুহূর্ত্তে কার্য্য না পাইবে, সে তৎক্ষণাৎ এখানে আসিলে পুনরায় কর্ম্মে নিযুক্ত হইবে। ইহা অতীব সুবুদ্ধির কর্ম্ম।’

সম্রাট ইংলণ্ডে আগমন করিলে, তাঁহাদিগের পদোপযুক্ত সম্মান জন্য উচ্চ অঙ্গের আয়োজন এবং অনুষ্ঠান করিতে যে সমস্ত ব্যয় হইয়াছে, তাহা সাধারণ ধনাগার হইতে প্রদত্ত হয় নাই। ভারতেশ্বরী নিজে তৎসমস্ত ব্যয় দান করিয়াছেন। এরূপ যোগ্যতা এবং সন্তোষের সহিত রাজসংসারের ব্যয় সংসাধিত হইতেছে যে,ভারতেশ্বরী নিজ পদোচিত আড়ম্বর রক্ষা করিতেছেন, অথচ এক কপর্দ্দকও ঋণ করেন না। একমাত্র প্রিন্স আলবার্টই এই পরিমিতব্যয়িতার মূল জানিয়াই সার রবার্ট মহাসভায় ইহা ব্যক্ত করেন।

এই সময়ে একটী পরিতাপপ্রদ ঘটনা সংঘটিত হয়। মর্ণিং ক্রোনিকেল নামক সংবাদ পত্র প্রকাশ করেন যে, প্রিন্স আলবার্টকে কিং কনসর্ট অর্থাৎ রাজস্বামী উপাধি প্রদান করা হইবে। সম্পাদক মতবাদ প্রকাশ করেন যে, বৃত্তি বৃদ্ধির জন্য এই প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছে। মেং বর্থউইক নামক পার্লিয়ামেণ্টের একজন সভ্য সার রবার্ট পীলকে প্রশ্ন করেন যে, এই সংবাদ কি সত্য? সার রবার্ট উত্তর দেন যে, ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বাস্তবিক প্রিন্স এ প্রশ্নের কিছুই জানিতেন না। ভারতেশ্বরী নিজে প্রিন্সের অজ্ঞাতে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে প্রিন্সের এই উপাধি প্রাপ্তির জন্য বাসনা প্রকাশ করেন বটে, এবং লিখেন যে,—'তিনি সকল বিষয়েই আমা অপেক্ষা প্রকৃতরূপে শ্রেষ্ঠ, এবং তাহা হওয়াও উচিত, সেই কারণে আমি ইচ্ছা করি, তিনি আমার ন্যায় সমান পদমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন।' কিন্তু ব্যারণ ষ্টকমার ও সার রবার্ট পীল ইংলণ্ডের শাসনীতির মূল নিয়ম বিলক্ষণরূপে বুঝিতেন বলিয়া, ইহাতে সম্মত হন না। তাঁহারা বলেন যে, রাজক্ষমতা ব্যতীত এরূপ উপাধি সম্পূর্ণ নূতন হইবে, এবং শাসনপ্রণালীমত পূর্ব্বে কেহ এ উপাধি প্রাপ্ত হন নাই। প্রিন্সকে পুনরায় ইংলণ্ডের প্রধান সেনাপতিপদে নিয়োগ করিবার প্রস্তাব হইলে, প্রিন্স ব্যক্ত করেন যে, 'এ পদ গ্রহণ করিলে, সৈন্যদল হৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু আমার সমস্ত সময় এই কার্য্যে ব্যয় করিতে হইবে, অপর কাহারও উপর কোন ভার দান করিতে পারিব না, ইহা আমার মনোমত নহে, কারণ তাহা হইলে রাজ্ঞীর যে সহায়তা করিতেছি, তাহা করিতে পারিব না। অপর পুত্র কন্যাদিগের শিক্ষার প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে অসমর্থ হইব।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

প্রিন্স আলবার্টের জন্মভূমি পরিদর্শন কামনায় ভারতেশ্বরী নিজ পতির সহিত ৯ই আগষ্টে (১৮৪৫ খৃঃ) রাজ-বাষ্পতরী আরোহণে উলউইচ হইতে যাত্রা করেন। ইংলণ্ডের বৈদেশিক মন্ত্রী লর্ড আবারডিন, লর্ড লিবারপুল, লেডি গেইন্সবরা, লেডি কেনিং, মেং আনসন এবং চিকিৎসক সার জেমস্ ক্লার্ক রাজদম্পতীর সহিত গমন করেন। রাজকুমার এবং রাজকুমারীদ্বয় অসবোরণ প্রাসাদে অবস্থান করেন। ১০ই আগষ্ট অপরাহ্নে বাষ্পতরী এণ্টুয়ার্পে উপনীত হয়। ভারতেশ্বরী নিজ মন্তব্য পুস্তকে লিখেন,—'আমরা ভোজনান্তে তরীর উপরিতলে গমন করিয়া দেখি যে, প্রকৃতি ঘনঘটাচ্ছন্ন এবং বারি বর্ষণ হইতেছে, কিন্তু তথাপি সরল অধিবাসিগণ—আমরা গতবারে এখানে উপনীত হইলে, যেমন আলোক দান করেন, সেইমত সুদীর্ঘ দণ্ডোপরি ত্রিকোণাকৃতি আলোকমালা প্রজ্বলিত করিয়াছেন।' * পর দিন প্রাতর্ভোজনের পর সকলে অবতীর্ণ হইলে, সৈন্যদল দ্বারা সম্মানিত হইয়া, রাজা লিওপোল্ড কর্ত্তৃক প্রেরিত যানারোহণে রেলওয়ে ষ্টেসন পর্য্যন্ত গমন করেন। পরে বাষ্পরথারোহণে মেলিনেস পর্য্যন্ত উপস্থি হইলে, সস্ত্রীক বেলজিয়মরাজ তথায় মিলিত হইয়া, ভার্ভিয়ে পর্য্যন্ত গমন করেন। প্রুসীয়ার রাজ্যের সীমায় প্রুসীয়াস্থ ইংরাজ রাজদূত লর্ড ওয়েষ্টমোরল্যাণ্ড এবং প্রুসীয়দূত সিবেলিয়ার বানসেন প্রুসীয় রাজদরবারের প্রধান প্রধান সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারী এবং পারিষদ মণ্ডলীর সহিত মিলিত হন। ভারতেশ্বরী যে কয়দিন প্রুসীয় রাজ্যের মধ্যে অবস্থান করেন, ইহাঁরা ততদিন তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকেন। প্রুসীয়রাজ † এইলাস্থাপেলিতে ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্সের সহিত মিলিত হন। তাঁহার সহিত প্রুসীয়প্রিন্স, ‡ প্রিন্স উইলিয়ম (প্রুসীয়রাজের খুল্লতাত), প্রিন্স ফ্রেডরিক (হানোবারের রাজমহিষীর পুত্র), তাঁহার পুত্র আলেকজাণ্ডার এবং অনেক সামরিকবেশধারী সম্ভ্রান্ত লোক আগমন করেন। 'ষ্টেসনের গৃহে সমস্ত রাজপুরুষ, পাদরীমণ্ডলী, এবং শ্বেতবেশধারিণী কতিপয় রমণী সমবেত হন।

---

* এতদধ্যায়ে উদ্ধৃত সমস্তই ভারতেশ্বরীর দৈনন্দিন মন্তব্য গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

† বর্ত্তমান জার্ম্মাণ সম্রাটের মৃত অগ্রজ।

‡ বর্ত্তমান জার্ম্মাণ-সম্রাট।

বার্গোমাষ্টারের এক কন্যা অভিনন্দন কবিতা আবৃত্তি করেন।' ভজনাগার এবং নগরের অপরাপর বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান পরিদর্শনের পর অপরাহ্ণে পুনরায় গমনারম্ভ হয়। কলোন নামক স্থানে সকলে অতীব সমাদরে পরিগৃহীত হন। সঙ্কীর্ণ রাজপথসমূহ জনতায় পূর্ণ, পতাকাদি দ্বারা পরিশোভিত, এবং রাজ-পুরুষদিগের দ্বারা রাজপথে ইউডিকলন (অডিকলম) নামক সুগন্ধী বর্ষিত হয়। কলোন হইতে ব্রুল নামক স্থানে উপনীত হইয়া বরাবর তথাকার প্রাসাদে গমন করেন। 'প্রাসাদের সম্মুখে সমবেত ৫০০ সামরিক বাদ্যকরের রমণীয় বাদ্য শ্রবণ জন্য আমরা প্রাসাদের এক কক্ষে গমন করি। উক্ত স্থান মশাল এবং নানারঙ্গরঞ্জিত আলোকশ্রেণিতে সুশোভিত হইয়া, চমৎকার দৃশ্য প্রদর্শন করে।...এরূপ রমণীয় দৃশ্য আমি কখন দেখি নাই।'

পরদিন সকলে বাষ্পরথারোহণে বন নামক স্থানে প্রিন্স কুর্সটেনবর্গের প্রাসাদে গমন করেন। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের (বনের) বহুল লোক, যাঁহারা আলবার্টকে চিনিতেন, তাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন এবং আমার নিকট পরিচিত হন। তাঁহারা আলবার্টকে দর্শন করিয়া অতীব আনন্দিত এবং আমাকে দর্শন করিয়া হৃষ্ট হন।...আলবার্ট তাঁহাদিগের বিষয় আমার নিকট পূর্ব্বে প্রকাশ করায়, তাঁহারা যেন আমার পরিচিত এমত জ্ঞান করি।' পরে মহাসমারোহে বিথোভেনের প্রতিমার আবরণ উন্মোচিত এবং ঐক্যতান বাদন হয়। এতদুপলক্ষে 'প্রজারা আমাদিগকে এবং প্রিন্স আলবার্টকে (যিনি এখানকার সর্ব্বপ্রিয়) দর্শন করিয়া মহানন্দধ্বনি করেন।' 'এই স্থান হইতে রাজা এবং রাজ্ঞীর (প্রুসীয়) সহিত (অতি অল্পমাত্র পারিষদ আমাদিগের সহিত গমন করেন) আলবার্টের ভূতপূর্ব্ব ক্ষুদ্র নিবাসে * গমন করি। এই আবাস দর্শনে সমর্থ হইয়া, আমি অতীব আনন্দ প্রাপ্ত হই। আমরা বাটীর সর্ব্বত্র গমন করি, এবং ইহা পূর্ব্বে যেমত ছিল, অবিকল সেই-মত আছে, কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই।' প্রিন্সের প্রাচীন আবাস, প্রাচীন মিত্রমণ্ডলী এবং প্রাচীন অধ্যাপকবর্গকে দর্শন করিয়া ভারতেশ্বরীর হৃদয়ে যেরূপ বিচিত্র বিমলানন্দের উদ্রেক হয়, সেইমত এই স্থানের অন্যান্য রমণীয় দৃশ্য দর্শনে বিশেষ প্রীতি প্রাপ্ত হন। এই দিবস অপরাহ্ণে প্রাসাদের এক বৃহৎ ভোজে বন এবং কলোনের প্রত্যেক সম্ভ্রান্তলোক আমন্ত্রিত হন। বিখ্যাত

* প্রিন্স আলবার্ট বনের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে এই বাটীতে বাস করিতেন।

বাগ্মী প্রুসীয়রাজ ভোজসভায় ভারতেশ্বরীর স্বাস্থ্যোদ্দেশে সুরাপান প্রস্তাব † করিয়া বলেন,—' মহাশয়গণ,—আপনাদিগের পাত্র পূর্ণ করুন। ব্রিটিস এবং জার্ম্মাণ জাতির হৃদয়ে অপ্রকাশনীয় মাধুর্য্যপূর্ণ একটি শব্দ আছে। ত্রিংশবর্ষ অতীত হইল, ভয়ঙ্কর এবং গুরুতর সমরের পর আমাদিগের সামরিক ভ্রাতৃভাবের গৌরবান্বিত জয় জ্ঞাপন জন্য ওয়াটারলুর রণক্ষেত্রে * ব্রিটিস এবং জার্ম্মাণ ভাষায় সেই শব্দটী ধ্বনিত হয়। এক্ষণে সেই সমরের উৎসর্গিকৃত ফলস্বরূপ শান্তির আশীর্ব্বাদের মধ্যে—আমাদিগের এই সুন্দরী রাইন নদীতীরে সেই শব্দটী প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সেই শব্দটী—ভিকটোরিয়া! মহাশয়গণ! গ্রেট ব্রিটেন এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের সম্মিলিত রাজ্যের মহামান্যা রাজ্ঞীর (রাজ্ঞীর প্রতি নম্রভাবে মস্তক অবনয়ন) এবং (জার্ম্মাণ প্রথামত প্রিন্স্ আলবার্টের সুরাপাত্রের সহিত নিজ পাত্র সংঘর্ষণপূর্ব্বক) তাঁহার পূজ্য স্বামির স্বাস্থ্যোদ্দেশে পান করুন।' সেই ভোজসমিতিস্থলে উপবিষ্ট বানসেন লিখেন,—' রাজ্ঞী প্রথম উক্তিতে মস্তক নত করিয়া অভিবাদন করেন, কিন্তু দ্বিতীয় উক্তিতে অতীব নম্রভাবে মস্তক নত করেন। তাঁহার লোচনদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হয় এবং রাজা উপবিষ্ট হইলে, তিনি দণ্ডায়মান হইয়া রাজার গণ্ড চুম্বন করেন।' (বানসেনস্ মেময়ার্স, ২ বালাম, ৮৮ পৃষ্ঠা) এই দিবস সন্ধ্যাসঙ্গমে কলোন অসংখ্য আলোকমালায় ভূষিত হইয়া নেত্রানন্দকর সুষমা প্রকাশ করে। সকলে বাষ্পতরী আরোহণে নদীবক্ষ হইতে সেই রমণীয় আলোকমালা এবং নানাবিধ অগ্নিক্রীড়া দর্শন করেন। কলোনের বিখ্যাত ভজনাগার আলোকমালায় যেন লোহিত অনলরাশি দ্বারা প্রজ্বলিত হইতে থাকে। সকলে মধ্যরজনীতে ক্রলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পরদিন বেলা দশম ঘটিকার সময় সকলে বন নামক স্থানে বৃহৎ ঐক্যতানবাদন শ্রবণ জন্য গমন করেন। ' আমরা এই স্থান হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করি, তথায় সমগ্র অধ্যাপক সমবেত এবং আমার নিকট পরিচিত হন, এবং তাহাদিগের মধ্যে অনেকে আমার প্রিয়তম আলবার্টকে অধ্যয়ন করাইয়া-

† স্বাস্থ্যোদ্দেশে সুরাপান প্রথা পাশ্চাত্য জগতে সামাজিক নিয়মরূপে বহুকাল হইতে প্রচলিত।

* ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ওয়াটারলুর সমরক্ষেত্রে ব্রিটিস এবং প্রুসীয় সৈন্য মিলিত হইয়া, বিখ্যাত বীর ফ্রান্সরাজ নেপোলিয়নকে পরাস্ত করে।

ছিলেন এবং আমার সর্ব্বস্বধন সম্বন্ধে গৌরব এবং আনন্দের সহিত মত প্রকাশ করেন।' অপরাহ্ণে কলোনের বিখ্যাত অতীব বৃহৎ ভজনাগার দর্শন জন্য ইংরাজ রাজদম্পতী গমন করিলে, প্রধান পুরোহিত সমাদরে গ্রহণ করেন। স্থানীয় নানাবিধ সমাজ এই স্থানে সমবেত হইয়া রাজদম্পতীকে সম্বর্দ্ধনা এবং স্ব স্ব সমাজের পদক উপহার দেন। ব্রুলে প্রত্যাগমন করিয়া, ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স বেলজিয়মরাজ এবং তাঁহার মহিষীকে উপস্থিত দেখিয়া আনন্দিত হন। রজনীতে ঐক্যতান বাদন অনুষ্ঠিত ও তাহাতে ভারতেশ্বরীর সম্মানার্থ রচিত এক নূতন গীত হয়। পরদিন প্রত্যূষে প্রকৃতি ঘনঘটাচ্ছন্ন হইলেও সকলে রাইন নদীবক্ষে বাষ্পতরী আরোহণ করিবামাত্র গগণমণ্ডল পরিচ্ছন্নমূর্ত্তি ধারণ করে, সকলে নদীর উভয়কূলবর্ত্তী মনোরম প্রদেশ সমূহ দর্শন করিতে করিতে গমন করেন। রাজ-বাষ্পতরী আরেণব্রাইট্‌ষ্টাইন নামক স্থানে উপনীত হইলে, রাজঅতিথিগণের সম্মানার্থ তোপধ্বনি এবং পরমুহূর্ত্তে পার্শ্ববর্ত্তী দুর্গসমূহ হইতে প্রতিতোপধ্বনি ও সমবেত ২০০০০ সৈন্যের করস্থ বন্দুক হইতে বিচিত্র রব বহির্গত হইয়া চিত্তমধ্যে সমরসংঘটন-ভাবোদ্দীপ্ত করে। পরে সকলে কব্‌লেঞ্জের কয়েক ক্রোশদূরবর্ত্তী সুস ষ্টাটসেন্‌ফেল্‌স্ নামক স্থানে প্রুসীয়রাজের এক প্রাসাদে উপনীত হন। পর দিন (১৬ই আগষ্ট, শনিবার) ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স আলবার্ট উক্ত স্থানে প্রুসীয়রাজের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। বিদায়কালে উভয় পক্ষই যে, অতীব কাতর ভাব প্রদর্শন করেন, তাহা বলা বাহুল্য।

মাডাম হাইডেনরাঁই নাম্নী যে ধাত্রী ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স উভয়েরই ইহ জগতে প্রথম প্রাদুর্ভাব মুহূর্ত্তে ধাত্রীত্ব করিয়াছিলেন, পরদিন (রবিবার) রাজদম্পতী মেইন্স নামক স্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সোমবারে ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স কেবল মাত্র নিজ অনুচরগণের সহিত কোবর্গাভিমুখে অগ্রসর হন। প্রত্যূষে সপ্তম ঘটিকার সময় রাজদম্পতী একখানি যানে এবং লর্ড আবারডিন, লর্ড লিবারপুল, লেডি কেনিং এবং লেডি ডগইস্‌বরা, হাইষ্ট, ফ্রাঙ্কফোর্ট, অফেণবাচ, সেলিগেনষ্টাড হইয়া, আসাফেণবর্গে উপনীত হইলে, বেভেরিয়ার রাজা কর্ত্তৃক প্রেরিত একদল বেভেরীয় সৈন্য এবং একজন সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারী দ্বারা অভ্যর্থিত এবং রাজদম্পতী রসব্রুণ নামক স্থানে বেভেরিয়ার প্রিন্স লুটপোল্ড কর্ত্তৃক সাদরে পরিগৃহীত হন।

পরদিন প্রত্যূষে পুনরায় যাত্রারম্ভ করিয়া, নানা গ্রামাতিক্রমের পর কোবর্গের সীমায় উপনীত হন। ভারতেশ্বরী মন্তব্য পুস্তকে লিখেন,—'আমি কোবর্গের সীমার নিকটবর্ত্তীনী হইবামাত্র অতীব বিহ্বলা হই। অবশেষে আমরা পতাকাবলী এবং শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান লোক সমূহকে দেখিতে পাই, এবং কয়েক মিনিট পরে সম্পূর্ণ সামরিকবেশধারী আর্ণেষ্ট (ডিউক অব কোবর্গ *) কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হই।... আমরা ছয়টী ঘোটক-যোজিত যানে আরোহণ করিলে, আর্ণেষ্ট আমাদিগের সম্মুখে উপবেশন করেন। অধিবাসীবর্গ উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সমবেত হইয়াছিলেন।... অনেক বালিকা পুষ্পহস্তে উপস্থিত ছিলেন। আমরা এক জয়-তোরণের নিকট উপস্থিত হইলে, প্রতিনিধি ল্যাণ্ড-ডিরেক্টার (ল্যাণ্ড ডিরেক্টার পীড়িত ছিলেন) সম্মানের সহিত গ্রহণ এবং অল্প উক্তির দ্বারা অভিনন্দন করিলে, আমি প্রত্যুত্তর দান করি এবং তাঁহার সহিত যাঁহারা আগমন করেন, তাঁহারা উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, সমবেত লোকদিগের সহিত সহৃদয়ে মিত্রভাবে অভ্যর্থনা করেন। আমরা পরে কেটিনর্ডর্ফ নামক স্থানে মৃতা প্রিয়া পিতামহীর ক্ষুদ্র রমণীয় প্রাসাদে উপনীত হইয়া, তথায় মাতুল লিওপোল্ড এবং লুইসিকে দেখিতে পাই; তাঁহারা তথা হইতে আমাদিগের যানে আগমন করেন। আর্ণেষ্ট অশ্বরোহণে আমার পার্শ্বে যানের সহিত গমন করেন, আলভেনস্লিবেন অপর পার্শ্ব দিয়া গমন করেন। পরে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে গমনারম্ভ হয়; তাহা দেখিতে অতি রমণীয় হইয়াছিল। নগরের প্রবেশ দ্বারে আমরা আর একটী জয়-তোরণের নিকট উপনীত হইলে, বার্গোমাষ্টার হার বার্গনার কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হই এবং তিনি নিজে বিহ্বল হন। অপর পার্শ্বে কতিপয় শ্বেতবেশধারিণী যুবতী দণ্ডায়মানা থাকিয়া, অস্মাদ্দিগকে পুষ্প-গুচ্ছ দান এবং কবিতাবৃত্তি দ্বারা অভ্যর্থনা করেন। এই প্রিয় প্রাচীন স্থানে প্রবিষ্টা হইয়া আমি কিরূপ বিহ্বলা হই, তাহা ব্যক্ত করিতে পারিনা এবং আমি অতিকষ্টে মনোবেগ সম্বরণ করি। রমণীয়রূপে সুসজ্জিত নগর—ফুলগুচ্ছ এবং ফুলহারাবলীর কমনীয় শোভা, সরল এবং অনুরক্ত প্রজাপুঞ্জ, এবং এই স্থানের প্রাচীন স্মৃতি—সমস্তই চিত্তাকর্ষন করে। প্লাজ নামক স্থানে, পাদরীমণ্ডলী সমবেত হন, এবং ওবারস্থপারিন্টেণ্ডেন্ট গেঞ্জলার আমাদিগকে সদয়ভাবে

* পিতার মৃত্যুর পর হইতে ইনি পিতৃ-উপাধি প্রাপ্ত হন।

গ্রহণ করেন—ইনি দেখিতে ইহাঁর বয়সের পক্ষে যুবক—ইনি আমার জনক-জননীর বিবাহে এবং আলবার্ট এবং আর্ণেষ্টের দীক্ষা এবং সধর্ম্মে শপথগ্রহণ-কালে পৌরহিত্য করেন।'

রাজদম্পতী অনতিবিলম্বে প্রাসাদে উপনীত হন। রাজযান নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র 'কতিপয় পূর্ব্বপ্রকার বেশধারিণী যুবতী যানোপরি পুষ্পহার বর্ষণ করেন।' ভারতেশ্বরীর জননী ডচেস অব কেণ্ট, ভারতেশ্বরীর শ্বশ্রূ (প্রিন্সের বিমাতা) প্রিন্সের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী, এবং বহুসংখ্যক আত্মীয়স্বজন ভারতে-শ্বরী যান হইতে অবতরণ করিবামাত্র তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। 'সোপান সম্পর্কীয় ভ্রাতাভগ্নীতে পরিপূর্ণ ছিল। এই মুহূর্ত্তটী যেমন চিত্তহারী, সেইমত কাম্য, আমি ইহা কোনকালে বিস্মৃত হইতে পারিব না।' ভারতেশ্বরী সেই গুরুজন, এবং আত্মীয়স্বজনগণের মধ্যে একমাত্র নিজ স্বর্গীয় শ্বশুরকে দেখিতে না পাইয়া মনোমধ্যে বিষাদিতা হন। মৃত ডিউকের বাসনা ছিল যে, নিজ প্রাসাদে নিজ প্রিয় পুত্র এবং পুত্রবধূকে সাদরে এবং সস্নেহে গ্রহণ করিয়া অনুপ আনন্দ সংগ্রহ করিবেন, কিন্তু তিনি অকালে মানবলীলা সম্বরণ করায়, তাঁহার সে আশা মনোমধ্যেই লয় প্রাপ্ত হয়। প্রাসাদে কিয়ৎক্ষণ অব-স্থানের পর ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স মৃত ডিউকের অতীব প্রিয়স্থান রোজি-নার প্রাসাদে গমন করেন। এই প্রাসাদ তাঁহাদিগের বাস জন্য সজ্জিত হয়। কোবর্গের মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এবং রোজিনার স্বাভাবিক মাধুরী দর্শনে ভারতেশ্বরী বিমোহিতা হইয়া, মুক্তকণ্ঠে আনন্দ প্রকাশ এবং নিজ দৈনন্দিন পুস্তকে প্রীতিপূর্ণ মন্তব্য বিবৃত করেন।

পর দিন (২০এ আগষ্ট) ভারতেশ্বরী লিখেন,—'জাগ্রত হইয়া, আমরা এই স্থানে—প্রিয় রোজিনাতে—আমার আলবার্টের জন্মস্থলে—তাঁহার অতীব প্রিয় স্থানে উপনীত হইয়াছি, ইহা অনুভব করিয়া আমরা কতই আনন্দিত—কতই সুখী হই। তিনিও আমার সহিত এখানে সমাগত হইয়া অতীব পুলকিত হন। ইহা যেন রমণীয় স্বপ্নস্বরূপ।' রাজদম্পতী প্রত্যূষে শয্যায় শয়িতাবস্থায় এই-রূপ বিমল স্বর্গীয় সুখানুভব করিতেছেন, এমত সময়ে কোবর্গের নাট্যশালার গায়কবৃন্দ সমস্বরে সুমধুর তানে রাজদম্পতীর গাত্রোত্থানকালে অভ্যর্থনা করেন। 'প্রাতর্ভোজনের পর প্রিয়তম আলবার্ট এবং আর্ণেষ্ট বাল্যকালে উপরিতলে যথায় বাস করিতেন, তথায় গমন করি। ইহা (কক্ষ) সর্ব্বোপরি-

তলস্থ, উভয় পার্শ্বে দুইটী ক্ষুদ্র শয্যা, ইহার একটীতে তাঁহাদিগের শিক্ষক ফ্লর্সচুজের সহিত নিদ্রা যাইতেন। দৃশ্যটী অতীব রমণীয়।' প্রিন্সদ্বয় শৈশবে যে অতি সরলভাবে অবস্থান করিতেন; ভারতেশ্বরী তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ প্রীত হন। এই দিন অপরাহ্নে কোবর্গের দুর্গ পরিদর্শন করেন। এই দুর্গের কতকাংশ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত; মৃত ডিউক ইহা সংস্কৃত করিয়া যান। বর্ত্তমান ডিউক এবং প্রিন্স আলবার্ট এই দুর্গ-মধ্যে রমণীয় চিত্রশালিকা এবং অস্ত্রাগার স্থাপন করেন। বিখ্যাত জার্ম্মাণ খৃষ্টধর্ম্মসংস্কারক লুথার এই দুর্গের এক কক্ষে বাস করিতেন। সেই কক্ষে আজিও তাঁহার কেদারা এবং শয্যার কতকাংশ অতি যত্নের সহিত রক্ষিত হইতেছে। দুর্গ-প্রাকার হইতে ভারতেশ্বরী কোবর্গ এবং দূরস্থ স্থান সমূহের দৃশ্য দর্শনে বিমোহিত হন। রজনীতে কোবর্গের নাট্যশালায় নাটকাভিনয়ের পর এই দিবসের উৎসব সমাপ্ত হয়। ভারতেশ্বরী লিখেন,—'সরল অধিবাসী-বর্গ আমাদিগকে অতীব সদয়ভাবে গ্রহণ করেন এবং জার্ম্মাণ ভাষায় "ঈশ্বর রাজ্ঞীকে রক্ষা করুন" নামক গীত (নাট্যশালায়) গাহেন।' ২১এ আগষ্ট কোবর্গ হইতে দেড় ক্রোশ দূরবর্ত্তী মৃত ডিউকের কালেনবর্গ নামক আর একটী প্রিয় নিবাসে গমন করা হয়। 'স্থানটী অতি রমণীয়; কিন্তু আমি প্রিয় রোজিনাকে উৎকৃষ্ট জ্ঞান করি। এখানে আমি যেন নিজ বাসে অবস্থান করিতেছি এমত জ্ঞান হয়। লর্ড আবারডিন আমাদিগের প্রিয় ক্ষুদ্র প্রদেশ দর্শনে সর্ব্ববিষয়েই পরিতুষ্ট হইয়াছেন এবং ইহা রমণীয় এবং প্রজারা প্রীত এবং স্বাচ্ছন্দযুক্ত বিবেচনা করেন।' অপরাহ্নে ভারতেশ্বরী কোবর্গের প্রাসাদে এক দরবার করেন, তাহাতে কেবল আত্মীয়স্বজন, রাজপুরুষবৃন্দ, এবং কর্ম্মচারিগণ নহে, নগরবাসিগণের, বণিকসমাজের, এবং শিল্পিসমাজ প্রভৃতির প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হন।

কোবর্গে সেণ্ট গ্রিগরিয়স নামক পর্ব্বোপলক্ষে বালকবালিকাবৃন্দের এক মহোৎসব হয়। পর দিন সেই উৎসব উপলক্ষে ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স প্রাসাদের বারান্দা হইতে বিভিন্ন বিদ্যালয় সমূহের প্রায় ১৩০০ বালকবালিকার শ্রেণীবদ্ধভাবে গমন দর্শন করেন। 'সমগ্র বালক দুই দুইটী করিয়া প্রাসাদ প্রাঙ্গনে প্রবিষ্ট হয়, তাহাদিগের শীর্ষস্থানে তাহাদিগের অধ্যাপক এবং বাদ্যকরগণ আগমন করেন, প্রথমে বালকগণ পরে বালিকারা আগমন করে,

তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ কৃষককন্যা প্রভৃতির বেশ পরিধান করিয়াছিল, এবং একটী ক্ষুদ্র বালক উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ এবং অধিকাংশ বালিকা হরিতমিশ্রিত শ্বেতবেশ ধারণ করে। তিনটী বালিকা উপরিতলে আগমন পূর্ব্বক "ঈশ্বর রাজ্ঞীকে রক্ষা করুন" এই সুরে গ্রথিত একটী অতীব রমণীয় কবিতা অর্পণ করেন এবং তাঁহাদিগের দ্বারা তাহা অতি চমৎকাররূপে গীত হয়। পরে বালকবালিকাগণ যেভাবে আগমন করিয়াছিল, সেইভাবে প্রতিগমন করে। তৎপরে আমরা নগরের নিকটবর্ত্তী এক ক্ষেত্রে গমন করি। এই স্থলে পত্র-পুষ্প-পরিশোভিত দুইটী বস্ত্রাবাস স্থাপিত হয়। আমরা এই স্থানে আহার করি, সমস্ত বালকবালিকা আমাদিগের সম্মুখে আহারে উপবিষ্ট হয়। আমরা তাহাদিগের চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিয়া আহারে উপবিষ্ট হই। সমগ্র সময়টী একদল বাদ্যকর মধুরবাদ্য বাজাইতে থাকে। বালকবালিকাগণ মনের আনন্দে নানাভাবে অতি চমৎকাররূপে নৃত্য করিতে থাকে এবং পরে তাহারা নানাবিধ ক্রীড়া করিয়া, প্রকৃতরূপে সুখানুভব করে। এরূপ রমণীয় দৃশ্য আমি আর দেখি নাই। অপরাহ্ন ছয় ঘটিকার সময় আমরা প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করি।' রজনীতে প্রাসাদে ভোজ এবং নৃত্যসভার অনুষ্ঠান হয়।

২৩এ আগষ্ট ভারতেশ্বরী স্থানীয় নানা দ্রষ্টব্য স্থান পরিদর্শন করেন। প্রিন্স আলবার্ট বাল্যকালে পশু, পক্ষী, পতঙ্গ (মৃত) খনিজ পদার্থ প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া যে চিত্রশালিকা স্থাপন করেন, ভারতেশ্বরী দুর্গমধ্যে তদ্দর্শনে অনুপ আনন্দ প্রাপ্ত হন। রজনীতে নাট্যশালায় করুণরসপূর্ণ নাটকাভিনয় প্রদর্শিত হয়। ২৪এ আগষ্ট রবিবার স্থানীয় প্রধান ভজনাগারে উপাসনা এবং অপরাহ্নে যানারোহণে কয়েকটী রমণীয় স্থান ভ্রমণে অতিবাহিত করেন। ভারতেশ্বরী এই দিন লিখেন;—'এই স্থান হইতে গমন করিতে হইবে, ইহা আমি চিন্তা করিতে পারি না। আমি প্রতিমুহূর্ত্ত গণনা করিতেছি,—কারণ এখানে আগমন করিয়া আমার মনোমধ্যে এরূপ একটী ভাব আবদ্ধ হইয়াছে, যাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না—সে ভাবটী এই যে, আমার শৈশব সময় যেন এই স্থানেই অতিবাহিত হইয়াছে।' এই দিন প্রিন্স আলবার্ট ব্যারণ ষ্টকমারকে লিখেন,—'ভিকটোরিয়া প্রত্যেককে পরিতুষ্ট করিয়াছেন এবং নিজেও সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং যে সমস্ত নিরীক্ষণ করিয়াছেন বা করিতেছেন তৎসমস্তেই অতীব হৃষ্ট হইয়াছেন।' ২৫এ আগষ্ট রজনীতে

কোবর্গের নাট্যশালায় পুনরায় এক ঐতিহাসিক নাটকাভিনয় হয়। নাট্যশালায় ভারতেশ্বরীর এই শেষ গমন জানিয়া, সমগ্র সম্ভ্রান্ত অধিবাসী তথায় সমবেত হইয়া, অভিনয় সমাপ্তির পরই ভারতেশ্বরীর সম্মানার্থ নানাবিধ কবিতা স্বরবদ্ধ পূর্ব্বক সংগীত করিয়া, রাজদম্পতীকে পরিতুষ্ট করেন।

২৬এ আগষ্ট প্রিন্স আলবার্টের জন্মতিথি। 'আমার প্রিয় স্বামির রাজ্যে এবং জন্মভূমিতে এই প্রিয় দিবসের উৎসবসাধন আমার আশাধিক।' প্রত্যুষে মধুর বাদ্য, এবং গায়কগণকর্তৃক সমস্বরে সংগীত দ্বারা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রাসাদ মধ্যে ভারতেশ্বরী, নিজ স্বামীকে উপহার দিবার জন্য বহুমূল্যবান নানাদ্রব্য সমূহ ডিউক এবং তদীয় সহধর্ম্মিণীর সহায়তায় সজ্জিত করেন। কেবল রাজপরিবারবর্গ নহে, কোবর্গের অধিবাসিগণ পর্য্যন্ত এই দিবস প্রিয় উৎসব জ্ঞান করিয়া আনন্দে উন্মত্ত হন। 'কতিপয় কৃষক সুবেশ পরিধান পূর্ব্বক বাদ্যকরসহ দুই দুইজন করিয়া আগমন করে; রমণীমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেরই মস্তকে পুষ্পগুচ্ছ এবং পুরুষদিগের টুপিতে পুষ্পস্তবক শোভিত হয়। সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী নরনারী আমাদিগের নিকট আগমন করেন এবং স্ত্রীলোকটী আমার প্রিয়তম আলবার্টের করে পুষ্পদাম প্রদান এবং পুরুষটী আমার করে পুষ্পগুচ্ছ প্রদান করিয়া জার্ম্মাণভাষায় বলেন,—"আপনার স্বামির জন্মতিথি উপলক্ষে আমি আপনার সম্বর্দ্ধনা করিতেছি এবং ইচ্ছা করি তিনি অনেক—অনেক বর্ষ জীবীত থাকিবেন এবং আপনি পুনরায় শীঘ্র এখানে প্রত্যাগমন করিবেন।" তাঁহারা বিচিত্রধ্বনিসহ নৃত্য করিতে থাকেন।' মধ্যাহ্নে এই উৎসব সমাপ্ত হইলে পর, অপরাহ্নে ভারতেশ্বরী প্রিন্সের সহিত বহির্ভ্রমণে গমন করেন। ভ্রমণকালে ভারতেশ্বরী একস্থলে একাকিনী উপবিষ্টা হইলে, 'দুই একটী রমণী যাহারা তৃণ কর্ত্তন করিতেছিল, তাহারা আমার নিকট উপনীত হয় এবং সমস্ত এদেশীয় লোক যেরূপে নমস্কার জ্ঞাপন করে, সেইমত নমস্কার করে। আমি জলবায়ু সম্বন্ধে তাহাদিগের প্রশ্নের উত্তর দান করায়, তাহাদিগের মধ্যে একজন কথা কহিতে আরম্ভ করে। তাহারা অতি সরলা, সৎস্বভাববিশিষ্টা এবং মিত্রভাবাপন্না। তাহাদিগের সহিত তাহাদিগের কর্তৃপক্ষের সদ্ব্যবহার অতি প্রীতিজনক। সেই নারীর সহিত তাহার দুইটী শিশু ছিল। আমি তাহাকে কিছু অর্থ দান করি এবং তাহা প্রাপ্ত হইয়া সে আমার করস্পর্শ করে। বিবেচনা করি না যে, আমি

কে তাহা সে বিন্দুমাত্র জানিত। ...আলবার্ট এবং আর্ণেষ্ট বাল্যকালে স্বহস্তে যে ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মাণ করেন এবং যাহা এখনও উত্তমাবস্থায় আছে, আমরা তথায় গমন করি।' *

পরদিন ২৭এ আগষ্ট প্রাতঃকালে রাজদম্পতী অতীব ক্ষুণ্ণহৃদয়ে কোবর্গ পরিহার করিয়া গোথা অভিমুখে গমন করেন। গন্তব্য পথের নানাস্থানে পাদরীমণ্ডলী, অধিবাসীবর্গ, এবং কৃষককুল মহাসমাদরে গ্রহণ করেন। পূর্ব্বমত সুবেশধারিণী যুবতীগণ পুষ্পবর্ষণ এবং কবিতাবৃত্তি দ্বারা অভ্যর্থনা করিতে থাকেন। মধ্যাহ্নকালে ডিউক অব মিনিঙ্গেনের রাজধানীতে অতি সমাদরে অভ্যর্থিত এবং আহারের পর পথিমধ্যে নানাস্থানে পূর্ব্বমত সসম্ভ্রমে পরিগৃহীত হইয়া সন্ধ্যাসঙ্গমে রাইনার্টব্রুণ নামক স্থানে মৃত ডিউকের আর একটী গ্রাম্য নিবাসে উপনীত হন। রজনীতে খনির শ্রমজীবীগণ আলোকহস্তে বাদ্যকরদলসহ মহানন্দে নৃত্য করিতে করিতে প্রাসাদের সম্মুখ প্রদেশ দিয়া গমন করে। ভারতেশ্বরী বলেন, এই দৃশ্যটী অতীব প্রীতিবর্দ্ধক হইয়াছিল। এই গ্রাম্য নিবাস প্রাকৃতিক সমস্ত সৌন্দর্য্যভূষণে ভূষিত সুতরাং ভারতেশ্বরী এই স্থানে কিছুদিন অবস্থান করিতে অভিলাষিণী হইলেও স্বত্বরে স্বরাজ্যে গমন করিতে হইবে বলিয়া এ আশা তাঁহার মনোমধ্যে বিলীন হয়। পরদিন (২৮এ আগষ্ট অপরাহ্নে) এই স্থান হইতে গোথায় প্রিন্স আলবার্টের পূজনীয়া মাতামহীর প্রাসাদে গমন করা হইবে, পূর্ব্বেই এমত ধার্য্য হইয়াছিল, কিন্তু ৭৪ বর্ষবয়স্কা মাতামহী আর কয়েক ঘটিকা অপেক্ষা করিতে না পারিয়া, ২৮এ আগষ্ট প্রাতঃকালে চারিক্রোশ পথ যানারোহণে এই গ্রাম্যনিবাসে আগমনপূর্ব্বক প্রিয়তম আলবার্ট এবং ভারতেশ্বরীকে দর্শন করিয়া অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হন। ভারতেশ্বরী লিখেন,—'আমি তাঁহার নিকট দ্রুতগমন করি, এবং আলবার্ট এবং আর্ণেষ্টকে তাঁহার নিকট দেখিতে পাই। তিনি প্রসন্নস্বভাবা বৃদ্ধা রমণী...তিনি আমাদিগকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত সুখিনী হন এবং আমাকে বারম্বার চুম্বন করেন। এ জগতে একমাত্র আলবার্ট তাঁহার প্রিয়তম,

* পুস্তক অধ্যয়ন দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহা কার্য্যে পরিণত করা একান্ত কর্ত্তব্য বোধে প্রিন্স আলবার্ট নিজ জ্যেষ্ঠ এবং মধ্যম কুমারকে স্বহস্তে একটী ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা করেন। কুমারদ্বয় বাল্যকালে স্বহস্তে ইষ্টক পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিয়া, অসবোরণ প্রাসাদের সুইস কটেজের নিকট একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন।

সুতরাং তাঁহাকে দর্শন করিয়া, তিনি আনন্দবিহ্বলচিত্তে অতি সদয়ভাবে তাঁহাকে চুম্বন করেন।' অপরাহ্নে সকলে গোথায় প্রবিষ্ট হন।

কোবর্গের ন্যায় গোথার অধিবাসিবর্গও অতীব সমাদরে ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্সকে গ্রহণ করেন। পতাকা, কুসুমদাম, পত্র, শ্লোকাবলী, জয়তোরণ প্রভৃতির অনুষ্ঠান, অভিনন্দন দান, কবিতাবৃত্তি, অভ্যর্থনা-গীত এবং পুষ্প-বর্ষণ প্রভৃতি দ্বারা গোথাবাসিগণ অকৃত্রিম আনন্দের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। দরবার, ভোজ, নৃত্যসভা, ঐক্যতানবাদন, নাটকাভিনয় প্রভৃতি মহোৎসবে গোথা কয়েকদিন আনন্দময় মূর্ত্তি ধারণ করে। ভারতেশ্বরী ২রা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত গোথায় অবস্থান করেন। ৩রা সেপ্টেম্বরে প্রাতর্ভোজনের পর অতীব বিষণ্ণচিত্তে গোথা পরিহার করিয়া ইংলণ্ড অভিমুখে অগ্রসর হন। বিদায়কালে বৃদ্ধা মাতামহী সজলনয়নে অতীব দুঃখিতচিত্তে বারম্বার ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্সকে আলিঙ্গন এবং মুখচুম্বন করেন। ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স গোথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথিমধ্যে গ্রাণ্ড ডিউক অব উইমার কর্তৃক গৃহীত এবং ওয়ার্টবর্গে অতি সমাদরে অভ্যর্থিত হন। ফ্রাঙ্কফোর্ট নামক স্থানে বেভেরিয়ার রাজা মহাহৃষ্টচিত্তে ভারতেশ্বরীকে গ্রহণপূর্ব্বক যথোচিত সমাদর প্রদর্শন করেন। ৬ই সেপ্টেম্বরে রাজদম্পতী এণ্টুয়ার্প নামক স্থানে বেলজিয়মের রাজা এবং রাজ্ঞী কর্তৃক গৃহীত হন। রাজা এবং রাজ্ঞী মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া উভয়কে যথেষ্ট সমাদর করেন। ৮ই সেপ্টেম্বরে উভয়ে ট্রিপোর্টে উপনীত হইয়া, ফ্রান্সরাজ লুইস ফিলিপ কর্তৃক অভ্যর্থিত হন। তথায় এক দিবস অবস্থানের পর ৯ই সেপ্টেম্বরে ইংরাজ রাজদম্পতী স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ২৫এ মে ভারতেশ্বরী আর এক নব কুমারী প্রসব করেন। ২৫এ জুলাই নব কুমারীর দীক্ষাকার্য্য সমারোহে সমাপ্ত, কুমারীর নাম হেলেনা আগষ্টা ভিকটোরিয়া রক্ষিত হয়। এই মাসেই প্রিন্স অ্যালবার্ট দুইটী সাধারণহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানকালে যোগ দান করেন। প্রজাসাধারণের মঙ্গল, উন্নতি, শিক্ষা এবং স্বাচ্ছন্দবিধানসূত্রে এই সময়ে ইংলণ্ডের যে কোন

সাধারণ-সমাজ আগ্রহের সহিত প্রিন্স আলবার্টকে সেই অনুষ্ঠানের নেতাপদে বরণ করিতে অভিলাষী হন। উদার এবং সরলহৃদয় প্রিন্সকে এই প্রকার হিতকর কার্য্যের পরমবন্ধু এবং উন্নতিকামুক জানিয়াই প্রজাসাধারণের হৃদয়ে স্বতঃই এই ভাবোদ্দীত হয়। অন্যপক্ষে এরূপ অনুষ্ঠান সমূহে কেবল মাত্র উপস্থিত থাকিয়া, প্রশংসা লাভ করা কর্ত্তব্য বোধ না করিয়া, প্রত্যেক অনুষ্ঠানের আভ্যন্তরিক সমস্ত সংবাদ পূর্ব্বে সংগ্রহ পূর্ব্বক যাহাতে সেরূপ অনুষ্ঠানের বিশেষ সহায়তা করিতে পারেন, এরূপ মন্তব্য স্থির পূর্ব্বক নিজ শারীরিক এবং মানসিক শ্রম দ্বারা প্রজাপুঞ্জের প্রতি নিজ স্নেহ প্রকাশ করিতেন। যে মাসে প্রিন্স লণ্ডন নগরের বন্দরে নাবিক-নিবাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্বহস্তে স্থাপন করেন। ৭ই জুলাইয়ে সার রবার্ট পীল ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রির পদ ত্যাগ করিলে, লর্ড জন রসেল মন্ত্রিত্বভার প্রাপ্ত হন।

৩০এ জুলাইয়ে প্রিন্স আলবার্ট লিবারপুলের নবীন নাবিক-নিবাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং তথায় নবনির্ম্মিত আলবার্ট ডক অর্থাৎ জাহাজ-নির্ম্মাণ স্থান প্রতিষ্ঠার জন্য আহূত হন। প্রিন্স বহুজনতার মধ্যে সমারোহের সহিত উক্ত ডক প্রতিষ্ঠা করেন। রাজনীতে প্রিন্সের সম্মানার্থ এক সাধারণ মহাভোজের অনুষ্ঠান হয়। লিবারপুলের লর্ড মেয়র সেই ভোজসভায় প্রিন্সের স্বাস্থ্যোদ্দেশ্যে সুরাপান প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া বলেন,—'মনুষ্য-সমাজের শুভোৎকর্ষসাধন জন্য প্রিন্স নিয়ত কিরূপ ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন, তাহা আপনাদিগকে জানাইতে হইবে না। শিল্পবিদ্যার প্রতি তিনি যে উৎসাহ দান করিয়া থাকেন—যে উৎসাহ তাঁহার অভিজ্ঞতা এবং সুমন্তব্য দ্বারা প্রভান্বিত—তৎসম্বন্ধেও আপনাদিগকে জ্ঞাত করিবার প্রয়োজন নাই; সর্ব্বোপরি ইহাও আপনাদিগের অবিদিত নাই, মহান এবং শুভানুষ্ঠানের সহায়তার জন্য—বিশেষতঃ যাহার দ্বারা নিম্নশ্রেণির লোকদিগের বিশেষ উপকার সম্ভাবনা, তৎসমস্তে যোগদান জন্য তিনি কিরূপ কালবিলম্ব না করিয়া অগ্রসর হন। তিনি আমাদিগের কিরূপ মঙ্গল কামনা করেন, অদ্য তাঁহার এই স্থানে উপস্থিতিই তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ।' প্রিন্স আলবার্ট এই ভোজসভায় ব্যক্ত করেন,—'এই বাণিজ্যপ্রধান স্থান পরিদর্শন আমার হৃদয়ে নিয়ত সঞ্চিত আশাস্বরূপ ছিল এবং অদ্য আমি যে সমস্ত নিরীক্ষণ করিলাম, তাহা আমার অনুমানাতীত।' পরদিন মহাসমারোহের সহিত প্রিন্স নাবিক-নিবাসের

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। অধ্যক্ষসমাজ প্রিন্সকে এই স্থানে এক অভিনন্দন পত্র অর্পণ করিলে, প্রিন্স তাহার প্রীতিপ্রদ উত্তর দান করিয়া লিবারপুল-বাসিগণের চিত্তাকর্ষণপূর্ব্বক লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

রাজদম্পতী আগষ্ট মাসের প্রথমে লণ্ডন ত্যাগ করিয়া পোর্টল্যাণ্ড প্রভৃতি ভ্রমণ পূর্ব্বক অসবোরণে উপস্থিত হন। সেপ্টেম্বর মাসে অসবোরণের নূতন প্রাসাদের কতকাংশ নির্ম্মাণ সমস্ত হইলে, রাজদম্পতী ১৫ই সেপ্টেম্বরে (১৮৪৬ খৃঃ) নবীন প্রাসাদে প্রবিষ্ট হন। * স্পেনের রাজ্ঞী এই সময়ে অপ্রাপ্তবয়স্কা থাকায়, তাঁহার মাতা স্পেন শাসন করেন। রাজ্ঞী ইসাবেল্লাও তাঁহার এক কনিষ্ঠা ভগ্নী এলিফেন্টা বয়প্রাপ্তা হইলে, তাঁহাদিগের মাতা ফ্রান্সরাজ লুইস ফিলিপের পুত্রদ্বয়ের সহিত দুই কন্যার পরিণয় দান করিতে উদ্যত হন। ফ্রান্সরাজ ভারতেশ্বরী, প্রিন্স এবং ইংরাজ রাজমন্ত্রিগণের নিকট বারম্বার প্রতিজ্ঞা করেন যে, ইসাবেল্লার বা ইনফাণ্টার সহিত তাঁহার পুত্রদ্বয়ের বিবাহ দিবেন না। কিন্তু তিনি সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ পূর্ব্বক ইংলণ্ডীয় মন্ত্রিসমাজের অমতে এবং ভারতেশ্বরীর অনিচ্ছায় সেই বিবাহ দান করায়, সহজেই উভয়ের মধ্যে বর্দ্ধিত মিত্রতা হ্রাস হইয়া যায়। অপর অচিরেই এই পরিণয়ের বিষময় ফল প্রসূত হয়। স্পেনের রাজ্ঞী ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনচ্যুত হন এবং ফরাসী জাতি এই বর্ষে রাজা ফিলিপকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, ফ্রান্সে সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠা করেন। রাজা ফিলিপ ২৬এ মে (১৮৪৮ খৃঃ) প্রাণভয়ে ছদ্মবেশে পলায়ন করিয়া, ইংলণ্ডে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ভারতেশ্বরীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। এবং এই স্পেনের সিংহাসনে কে উপবিষ্ট হইবেন এই প্রশ্ন লইয়াই ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের সহিত জার্ম্মানির মহা সমর উপস্থিত এবং তাহাতে ফ্রান্স একেবারে পরাস্ত হন। রাজা ফিলিপকে ভারতেশ্বরী বারম্বার নিষেধ করিলে তিনি যদিও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন, কিন্তু ভারতেশ্বরী পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাকে সাদরে গ্রহণে ক্ষান্ত হন না। ভারতেশ্বরী ফ্রান্সরাজ-পরিবারের

---

* লেডি লিটিলটন লিখেন, যৎকালে ভারতেশ্বরী নবীন প্রাসাদে প্রবিষ্ট হন, তৎকালে তাঁহার অন্যতরা পরিচারিকা মঙ্গলোদ্দেশে ভারতেশ্বরীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া, বিনামা নিক্ষেপ করেন। ইহা প্রাচীন প্রথা। ইংলণ্ডে বিবাহের পর বরবধূর প্রতিও এইমত বিনামা নিক্ষিপ্ত হয়। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ভারতেশ্বরী যে সময়ে বালমোরালের নূতন প্রাসাদে প্রবিষ্ট হন, তখনও এইমত বিনামা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

এই শোচনীয় ভাগ্যপরিবর্ত্তন দর্শনে লিখেন,—' যে ডচেস অব মণ্টপেন্সারকে (ফ্রান্স-রাজবধূ ইনফাণ্টা) লইয়া, গত দেড়বর্ষ বিবাদ চলিতেছিল, তিনি পলায়ন করিয়া এখানে আশ্রয় লইবেন, এবং তাঁহাকে যে পরিচ্ছদ প্রদান করিয়াছি, তিনি তাহাই পরিধান করিবেন এবং আমার দয়ার জন্য আমাকে ধন্যবাদ দান করিতে আসিবেন; ইহা সৌভাগ্যের বিপরীত দৃশ্য এবং কোন উপন্যাসলেখকই এরূপ কল্পনা করিতে পারেন না।'

ষোড়শ অধ্যায়।

গ্রেট ব্রিটেনের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মধ্যে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় অতীব প্রাচীন এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বিশেষতঃ এই স্থানে গণিতবিদ্যার চূড়ান্ত শিক্ষা প্রদত্ত হওয়ায় ইহা অঙ্কবিদ্যাবিদ্ বুধমণ্ডলীর প্রধান আশ্রম। ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্তবংশীয় কৃতবিদ্য প্রধান প্রধান ব্যক্তিই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বাধ্যক্ষ অর্থাৎ চ্যান্সেলার-পদে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার ডিউক অব নর্দাম্বার্ল্যাণ্ড প্রাণত্যাগ করায় তৎপরদিবসেই ট্রিনিটী কলেজের মাষ্টার অর্থাৎ প্রধানাধ্যাপক ডাক্তার হোয়েল প্রিন্স আলবার্টকে বিদ্বজ্জনগণের মধ্যে মহাসম্মানসূচক এই পদ গ্রহণ জন্য অনুরোধ করেন। লর্ড ল্যান্সডৌনও সেইমত বিশেষ অনুরোধ করিয়া প্রিন্সকে পত্র লিখেন। প্রিন্স এই সম্মানসূচক পদে নির্ব্বাচিত হইবার আশাও করেন নাই, কিন্তু এক্ষণে অনুরুদ্ধ হইয়া বিশেষ হৃষ্ট হন। লণ্ডনের লর্ড বিসপ ব্রুমফিল্ডও এই সময়ে প্রিন্সের গোপনীয় সেক্রেটরি মেং আনসনকে পত্র দ্বারা জ্ঞাপন করেন যে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান সভ্যের সহিত এ সম্বন্ধে কথোপকথন দ্বারা জ্ঞাত হইয়াছেন যে, প্রিন্স এই পদ গ্রহণ করিলে, তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে অশেষ হিতজনক এবং সম্মানজনক বোধ করিবেন। 'কেবল এক মাত্র প্রিন্সের সম্ভ্রান্ত পদ নহে, মহিমবরের বৈজ্ঞানিক এবং সাহিত্য সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা এবং তাঁহার নিজের উচ্চ শিক্ষা দেখাইয়া দিতেছে যে, আমাদিগের বিশ্ববিদ্যালয় যে সর্ব্বোচ্চ সম্মান প্রদান করিতে সমর্থ, তিনি সেই সম্মানের সর্ব্বপ্রকারেই উপযুক্ত পাত্র।' প্রিন্সের সেক্রেটরি মেং আনসন ডাক্তার হোয়েলকে সেই দিনই পত্র দ্বারা

জ্ঞাত করেন যে, 'যদি এরূপ ভাবে মহিমবরকে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয় যে, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বসম্মতিমতে তাঁহার নিশ্চিত নির্ব্বাচিত হইবার সম্ভাবনা, তাহা হইলে মহিমবর আনন্দের সহিত মনোনীত হইবার জন্য সম্মতি দান করিতে পারেন।' এই পত্র প্রাপ্ত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট নামক সভা অনতিবিলম্বে অনুরোধজ্ঞাপক পত্রে সভ্য মণ্ডলীর নাম স্বাক্ষর করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সেনেটের স্থানীয় অতি প্রসিদ্ধ অধিকাংশ সভ্য তাহাতে নাম স্বাক্ষর করিয়া, ১৮ই তারিখে প্রিন্সের নিকট তাঁহা প্রেরণ করেন। কিন্তু ইত্যবসরে সেণ্ট জন কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলী লর্ড পৌইস নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে উক্ত চ্যান্সেলার পদে নির্ব্বাচিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। ট্রিনিটী কলেজ এবং সেণ্ট জন কলেজ উভয় কলেজের মধ্যে মহাপ্রতিযোগিতা উপস্থিত হয়। প্রিন্স এই প্রতিযোগিতা-মুখে নির্ব্বাচিত হইতে সম্মত হইবেন ইহা অসম্ভব, সুতরাং তিনি উক্ত অনুরোধপত্রের উত্তরে স্বাক্ষরকারিগণকে জ্ঞাত করেন যে, আপনারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে নির্ব্বাচিত করিবার জন্য সবিশেষ যত্ন করিতেছেন দেখিয়া আমি অতীব পরিতুষ্ট হইলাম, কিন্তু যখন মতভেদ উপস্থিত, তখন আমি প্রতিযোগিতা-সূত্রে নির্ব্বাচিত হইবার জন্য সম্মতি দান করিতে পারিনা; নতুবা আমি আপনাদিগের অতীব প্রাচীন এবং সুবিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে মিলিত হইয়া অতীব আনন্দ এবং গৌরব বোধ করিতাম।

প্রিন্স উক্ত পদ গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন বটে, কিন্তু ট্রিনিটী কলেজের সমস্ত সভ্য এবং সেনেট সভার অধিকাংশ সদস্য প্রতিযোগী সেণ্ট জন কলেজকে লর্ড পৌইসকে নির্ব্বাচন করিবার জন্য যথেষ্ট শ্রম এবং চেষ্টা করিতে দেখিয়া ও যখন সমধিক সংখ্যক সভ্য প্রিন্সকে নির্ব্বাচিত করিতে সম্মত তখন স্থানীয় এবং দূরদেশীয় সমস্ত সদস্যের মত গ্রহণ করা অতীব আবশ্যক বিবেচনা করেন। এমতে তাঁহারা প্রিন্সের অজ্ঞাতসারে সমগ্র সভ্যের মত গ্রহণে ব্যাপৃত হন। রাজ্যের নানা স্থান হইতে দূরদেশীয় সদস্যমণ্ডলী সমবেত হইতে থাকেন। উভয় পক্ষ হইতে মত গ্রহণের পর প্রকাশ পায় যে, প্রিন্সের পক্ষে ৯৫৩ জন এবং লর্ড পৌইসের পক্ষে ৮৩৭ জন সভ্য মত দান করেন; এমতে প্রিন্সের পক্ষে ১১৬ জন অধিক হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৪ জন অধ্যাপকের মধ্যে ১৬ জন প্রিন্সের পক্ষে মত দান করেন। স্থানীয় সদস্যবৃন্দের

মধ্যে প্রিন্সের পক্ষে গড়ে ৩ জন এবং লর্ড পৌইসের পক্ষে ১ জন মত দান করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডাক্তার ফিলপট এক পত্র দ্বারা এই মত সংগ্রহের ফল জ্ঞাপন করিয়া, আশা প্রকাশ করেন যে, 'বিশ্ববিদ্যালয় যে, সর্ব্বোচ্চ সম্মান প্রদান করিতেছে, আশা করি মহিমবর তাহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হইবেন না।' লড ল্যান্সডৌন এবং সার রবার্ট পীল প্রিন্সকে এই পদ গ্রহণে বিশেষ অনুরোধ জ্ঞাপন করিলে, প্রিন্স উক্ত পদ গ্রহণে সম্মতি প্রকাশ করিয়া পত্র লিখেন। ২৫এ মার্চ্চ বাকিংহাম প্রাসাদে এক সমিতিতে সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষগণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩০ জন মান্য সভ্যের সহিত ভাইস চ্যান্সেলার প্রিন্সের হস্তে উক্ত পদ গ্রহণের সনন্দার্পণ করেন। প্রিন্স প্রীতিপ্রদ উক্তি দ্বারা সকলকে পরিতুষ্ট করিয়া সনন্দ গ্রহণ করেন। বহুকাল নিয়ম আছে যে, নূতন চ্যান্সেলার নির্ব্বাচনকালে রাজ্যের প্রধান কবি দ্বারা নূতন গাথা রচিত এবং তাহা সুরবদ্ধ করিয়া সভাস্থলে গীত হইয়া থাকে। প্রিন্স তৎকালীন প্রধান কবি উইলিয়ম ওয়ার্ডসওয়ার্থকে নিজ সেক্রেটরির দ্বারা গাথা রচন জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিলে, ৭৭ বর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ কবিবর মহানন্দে চিত্তবিমোহিনী গাথা রচনা এবং মেং টমাস আটউড ওয়ামিসলি এম, এ, তাহা সুরবদ্ধ করেন।

প্রিন্স কর্তৃক এই চ্যান্সেলার-পদগ্রহণোৎসব উপলক্ষে কেম্ব্রিজ ক্রমাগত তিন দিবসকাল যেরূপ আনন্দময় মূর্ত্তি ধারণ করে, এরূপ আর কখনও দৃষ্ট হয় নাই। ৫ই জুলাই (১৮৪৭ খৃঃ) প্রাতঃকালে ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স রাজধানী ত্যাগ করিয়া কেম্ব্রিজ অভিমুখে গমন করেন। ভারতেশ্বরী এই দিন নিজ মন্তব্য পুস্তকে লিখেন,—'রমণীয় দিবস, আকাশ গভীর নীলরঙ্গরঞ্জিত, প্রভাকর প্রখর কর দানে মত্ত। টটেনহামে আমরা ইষ্টারণ কাউন্টী রেলওয়েতে আরোহণ করি। প্রসিদ্ধ রেলওয়ে-রাজ মেং হডসন নিজে আমাদিগের সহিত গমন করেন—এবং কেম্ব্রিজ ষ্টেসনে এক ঘটিকার সময় উপনীত হই।' মাডাম বানসেন যিনি রাজদম্পতীর সহিত গমন করেন, তিনি এক পত্র মধ্যে লিখেন,—'যতই আমরা অগ্রসর হইতে থাকি, ততই প্রত্যেক (রেলওয়ে) ষ্টেসন, সেতু, বিশ্রামস্থান এবং আচ্ছাদিত স্থান পুষ্পাদির দ্বারা সজ্জিত এবং রাজ্ঞীকে দর্শনাভিলাষী ঔৎসক্যমুখ লোকপুঞ্জে পূর্ণ দেখিতে পাই; কিন্তু কেম্ব্রিজ ষ্টেসনটী সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল, আনন্দিত, এবং অতীব

আগ্রহান্বিত লোকপূর্ণ দেখি, এবং তথা হইতে রাজপথ এবং ট্রিনিটী কলেজ পর্য্যন্ত সৌন্দর্য্য, মহাজনতা, এবং লোকদিগের আগ্রহ বৃদ্ধি পরিদৃষ্ট হয়। আমি বিবেচনা করি যে, আমি কোন দিনই একত্রে এত বালকবালিকার জনতা দেখি নাই। ··· আমরা ট্রিনিটী লজের (আবাসের) এক বাতায়ন হইতে রাজ্ঞীর ট্রিনিটী লজে প্রবেশ দর্শন করি এবং সাধারণ জনতায় যেরূপ মহানন্দধ্বনি শ্রুত হইয়া থাকে, সুপরিচ্ছদধারী পণ্ডিতমণ্ডলীর মহাজনতা মধ্য হইতে সেইরূপ আনন্দজ্ঞাপক মহাধ্বনি হয়। ট্রিনিটীর বৃহৎ কক্ষ মধ্যে রাজ্ঞী চ্যান্সেলারের অভিনন্দন গ্রহণ জন্য সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে, চ্যান্সেলার (প্রিন্স আলবার্ট) স্বর্ণ-জড়িত কৃষ্ণবর্ণ মনোরম পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অপর পার্শ্ব হইতে প্রবিষ্ট হইয়া, মস্তক নয়ন দ্বারা অভিবাদন পূর্ব্বক অভিনন্দন পাঠ করিলে, রাজ্ঞী চ্যান্সেলার নির্ব্বাচনে সন্তোষজ্ঞাপক উত্তর দান করেন। উভয়েই অতি প্রশংসনীয়রূপে গাম্ভীর্য্য রক্ষা করেন; সমস্ত শেষ হইলে, রাজ্ঞী প্রিন্সের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষদ্ধাস্য করেন এবং সমগ্র প্রধান প্রধান কর্তৃপক্ষ রাজ্ঞীর কর চুম্বন করেন।' পরে ভারতেশ্বরী পারিষদবর্গের সহিত সেনেট হাউসে উপস্থিত হন। ভারতেশ্বরী লিখেন,—'আলবার্ট আমাকে দ্বারদেশে গ্রহণ করেন এবং সজ্জিত আসন পর্য্যন্ত লইয়া যান। তিনি তাঁহার চ্যান্সেলারের আসনে উপবিষ্ট হন। তথায় মহানন্দ-ধ্বনি শ্রুত এবং গ্রীষ্মানুভূত হয়। কতিপয় আনুষ্ঠানিক কার্য্যের পর সাধারণ বাগ্মী লাটীন ভাষায় অতীব দীর্ঘ বক্তৃতা করেন।' তিনজন রাজকুমার এবং অপর কতিপয় সম্ভ্রান্ত লোক এই সমিতিতে ডাক্তার উপাধি প্রাপ্ত হন। পরে তথায় ঐক্যতানবাদন এবং সংগীত শ্রবণের পর রাজদম্পতী ট্রিনিটী লজে গমন করেন। পরে প্রিন্স মানমন্দির দর্শনার্থ গমন এবং ভারতেশ্বরী সহচরীদ্বয় সহ উদ্যানে ভ্রমণ করেন।

পরদিন সেনেট হাউসে প্রধান উৎসব—প্রিন্সের চ্যান্সেলার-পদে বরণ অতি সমারোহে সমাপ্ত হয়। প্রিন্স অগ্রে তথায় গমন পূর্ব্বক দ্বারদেশে ভারতেশ্বরীকে গ্রহণ করিয়া, সিংহাসন পর্য্যন্ত লইয়া যান। পূর্ব্ব দিবসাপেক্ষা এই দিন পণ্ডিতমণ্ডলী, রাজপুরুষবৃন্দ, বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ এবং ছাত্র সমূহের অতীব জনতা এবং ঘন ঘন আনন্দধ্বনি সভাস্থল প্রতিধ্বনিত করে। ছাত্রদিগের দ্বারা কবিতাবৃত্তি এবং প্রিন্স কর্তৃক পদক পুরস্কার দানের পর

প্রিন্সের চ্যান্সেলার-পদে নিয়োগ সম্বন্ধীয় গাথা গীত হয়। গীত সমাপ্তির পর গভীর আনন্দধ্বনি এবং সমবেত প্রত্যেক ব্যক্তি মহানন্দহৃদয়ে "ঈশ্বর রাজ্ঞীকে রক্ষা করুন" নামক গীত গাহেন। এই দৃশ্য—এই সংগীত প্রত্যেককে বিমোহিত করে। দ্বিপ্রহরের সময় সমিতি ভঙ্গ হয়। অপরাহ্নে ডাউনিং কলেজ-প্রাঙ্গণে রাজদম্পতী পুষ্পপ্রদর্শনী দর্শন জন্য গমন করেন। পরে ট্রিনিটী হলে এক বৃহৎ ভোজ এবং সমিতির সহিত এই দিবসের উৎসব সমাপ্ত হয়। পরদিন প্রাতঃকালে প্রিন্স লিবি নামক দরারের পর ট্রিনিটী কলেজের পুস্তকাগার পরিদর্শন এবং সেণ্ট জন কলেজে পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, ভারতেশ্বরীর সহিত কেম্ব্রিজ পরিহার করেন। ভারতেশ্বরী নিজ মন্তব্য পুস্তকে বিবৃত করেন,—'আমার আলবার্টকে সম্মানিত এবং পূজিত হইতে (তিনি এরূপ হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য) দেখিয়া, আমি গভীর সন্তোষ প্রাপ্ত হই।' প্রিন্স এ সম্বন্ধে ষ্টকমারকে লিখেন,—'আমি লোকদিগকে কখনও এরূপ আনন্দিত দেখি নাই। তথায় বহুল বিসপ, (পাদরী) পণ্ডিত, রাজবংশীয়, সম্ভ্রান্ত এবং রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি সমবেত এবং সকলেই অতীব হৃষ্ট দৃষ্ট হন। আমার লাটীন ভাষায় বক্তৃতাও সফল হইয়াছে।'

এই বর্ষের শেষ কয়েক মাস ইংলণ্ডের আভ্যন্তরিক এবং বৈদেশিক নানাবিধ রাজনৈতিক গোলযোগ, আয়র্ল্যাণ্ডে মহাদুর্ভিক্ষ, রাজ্যের স্থানে স্থানে প্রজাদ্রোহ প্রভৃতি নানা বিষয়ে প্রিন্সের মনোযোগাকৃষ্ট থাকে। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে প্রিন্সের মাতামহীর মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া প্রিন্স অতীব শোকার্ত্ত হন। বৃদ্ধা মাতামহী প্রিন্সকে অতীব স্নেহ, অতীব যত্ন করিতেন, সুতরাং তাঁহার বিয়োগ শোক যে, সেইমত অতীব প্রবল হইবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। ১৮ই মার্চ্চ (১৮৪৮ খৃঃ) বাকিংহাম প্রাসাদে ভারতেশ্বরী আর এক কুমারী প্রসব করেন। ১৩ই মে তাঁহার দীক্ষা এবং তাহার নাম লুইসি কেরোলিন আলবার্টা রক্ষিত হয়। প্রিন্সের মৃতা গর্ভধারিণী এবং বেলজিয়ম-রাজ-মহিষীর নামানুসারে লুইসি নাম প্রদত্ত হয়।

সাম্রাজ্যের নিম্নশ্রেণির শ্রমজীবীদিগের অবস্থার উৎকর্ষ সাধন জন্য প্রিন্স প্রথম হইতে যথেষ্ট শ্রম, চিন্তা এবং অনুষ্ঠানে লিপ্ত হইয়া জগতে যথেষ্ট যশঃ এবং রাজ্যমধ্যে অত্যুচ্চ সম্মান সংগ্রহ করেন। এই মে মাসেই এ বিষয়ে তিনি প্রথম সাধারণসমক্ষে শ্রমজীবীদিগের প্রতি নিজ সহানুভূতি জ্ঞাপন করিবার

সুযোগ প্রাপ্ত হন। ইহার চারি বর্ষ পূর্ব্বে তিনি শ্রমজীবীদিগের অবস্থার উন্নতিসাধনকল্পে স্থাপিত সমাজের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। সমাজ সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ জন্য এই চারি বর্ষকাল ধীরগতিতে স্বকর্ত্তব্য পালন করিতে থাকেন। কিন্তু এই সময়ে সমাজের এক সাধারণ অধিবেশন পূর্ব্বক সভার উদ্দেশ্য সাধন জন্য ইংরাজ জাতিসাধারণের সহযোগিতা প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য বিবেচিত হয়। সাম্রাজ্যের নানাস্থানে এই সময়ে বিদ্রোহাভাস, শান্তিভঙ্গ, ও গোলযোগ দৃষ্ট হয় এবং রাজ-শাসনের উপর আক্রমণপূর্ব্বক এক শ্রেণির রাজনৈতিকদল অসন্তোষ ঘোষণা করিতে থাকে, সুতরাং নিম্নশ্রেণির শ্রমজীবীদিগের অবস্থার উৎকর্ষসাধন সর্ব্ববিষয়ে প্রার্থনীয় হইয়া উঠে। উক্ত সমাজের অধ্যক্ষগণ—বিশেষতঃ লর্ড আসলি এই সময়ে সমাজের এক সাধারণ অধিবেশনে প্রিন্সকে সভাপতির আসন গ্রহণপূর্ব্বক সমাজের উদ্দেশ্যসাধন জন্য সাধারণের সহযোগিতা কামনা প্রকাশ করিতে বলেন, কারণ তাঁহারা ভাবেন যে, ইহার দ্বারা শুভময়ফল প্রসূত হইবে। প্রিন্স অবিলম্বে তাহাতে সানন্দে সম্মতি দান করেন। কিন্তু এই সময়ে এই প্রশ্নটী উত্থিত হয় যে, উষ্ণমস্তিষ্ক রাজনৈতিকদল যখন রাজশাসন এবং উচ্চশ্রেণির প্রতি আক্রমণ এবং অসন্তোষ বিঘোষণ করিতেছে, তখন এরূপ শুভসাধক সাধারণ অধিবেশনেও প্রিন্সের সভাপতির পদ গ্রহণ কর্ত্তব্য কি না? প্রিন্সের মনে কিন্তু আদৌ এ প্রশ্ন উপস্থিত হয় না; কতিপয় রাজপুরুষই এই প্রশ্ন লইয়া মহান্দোলন করেন, শেষ বহু তর্কবাদের পর এ আপত্তি বিদূরিত হয়। এই আপত্তি উপস্থিত হইলে, প্রিন্স ২৩এ এপ্রেলে লর্ড আসলিকে লিখেন,—'ইহার জন্য আমি অকৃত্রিমরূপে দুঃখিত, কারণ শ্রমজীবীদিগের সুখ এবং স্বাচ্ছন্দের প্রতি রাজ্ঞী এবং আমি যে অকৃত্রিম স্বার্থানুভব করিয়া থাকি, তৎপ্রকাশের আর একটী উপযুক্ত সুযোগ প্রাপ্তি কঠিন হইবে।' প্রধান রাজমন্ত্রী লর্ড জনরসেলকে প্রিন্স ২৯এ এপ্রেলে এ সম্বন্ধে লিখেন,—' আপনি যে পুস্তক প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতে কতিপয় ক্ষতিসাধক ব্যক্তির রাজপরিবারের আক্রমন জন্য অতীব কুঅভিপ্রায় নিশ্চিতরূপে প্রকাশ করিতেছে; কিন্তু ইহার দ্বারাই আমার সভাতে উপস্থিত হইবার আরও একটী কারণ উপস্থিত হইতেছে, এবং যাহারা এরূপ ভ্রান্ত হইয়াছে, তদ্বারা তাহাদিগকে দেখান যাইবে যে, দীন শ্রমজীবীদিগের কোন সংবাদ না লইয়া, রাজপরিবার তাহাদিগের স্বোপার্জ্জিত

ধনে আত্মপালন করিতেছেন না (এই সমস্ত পুস্তক যেমত তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে), বরং তাহাদিগের সুখের জন্য বিশেষ অভিলাষী, এবং তাহাদিগের অবস্থার উন্নতিসাধক যে কোন অনুষ্ঠানে যোগ দান করিতে প্রস্তুত। আমাদিগের মানসিক ভাব এই প্রকার, কিন্তু সাধারণ লোকশ্রেণী ইহা অজ্ঞাত, কারণ তাঁহারা কখনও ইহা প্রকাশ করিতে শুনে নাই এবং ইহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণও প্রাপ্ত হয় নাই।'

'১৮ই মে প্রস্তাবিত সাধারণ সভাধিবেশনে প্রিন্স সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সাধারণের চিত্তহারী এরূপ বক্তৃতা করেন যে, সমগ্র শ্রোতা—সকল শ্রেণির লোক এবং সমস্ত সংবাদপত্র-সম্পাদক বিমোহিত এবং বুঝিতে পারেন,' প্রিন্সের হৃদয় কিরূপ ধাতুতে গঠিত। সুদীর্ঘ বক্তৃতা মধ্যে প্রিন্স শ্রমজীবী এবং তাহাদিগের নিয়োগকর্তাগণের—উভয় শ্রেণির কর্তব্য সম্বন্ধে উদারভাবে বিশদরূপে সারযুক্ত মন্তব্য প্রকাশ করেন। নিয়োগকর্তাদিগের পক্ষে শ্রমজীবীগণের বাস জন্য আদর্শ আবাস নির্ম্মাণ, ঋণ এবং ভূমিদান প্রণালী অবলম্বন করিতে বলিয়া, তিনি প্রকাশ করেন যে, 'যে কিছু প্রকৃত উন্নতি শ্রমজীবীদিগের নিজের চেষ্টার ফলস্বরূপ হইবে।' তিনি বলেন যে, উভয় শ্রেণির উপরই শ্রমজীবীদিগের অবস্থার উৎকর্ষসাধন নির্ভর করিতেছে। এক স্থলে প্রকাশ করেন,—'জগদীশ্বর মনুষ্যকে অসম্পূর্ণাবস্থায় নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এবং অনেক অভাবে নিক্ষেপ করিয়াছেন; তাহা কেবল প্রত্যেককে ব্যক্তিগত শ্রমে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য এবং তদ্বারা প্রত্যেকে অনুভব করিবে যে, কেবলমাত্র সম্মিলিত চেষ্টা এবং সম্মিলিত কার্য্য দ্বারা এই অসম্পূর্ণতা পূরণ করিতে, এবং এই সমস্ত অভাব দূর করিতে পারা যায়। ইহাই আত্মনির্ভর এবং পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের মূল সূত্র। যথেষ্ট হিতসাধনের সহিত এই ব্যক্তিগত চেষ্টা কিরূপ উপায়ে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য তৎপ্রদর্শন এবং সেই বিশ্বাস—যাহার উপর পরস্পরের সাহায্য নির্ভর করিতেছে—সেই বিশ্বাস বৃদ্ধিই এই সমাজের অতীব পবিত্র কর্ত্তব্য সমাজ এমত জ্ঞান করিতেছে।' সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র এই ন্যায়যুক্ত সারগর্ভ উদার বক্তৃতা কিরূপ সুভাব বিস্তৃত করে, চারিদিন পরে ভারতেশ্বরী ব্যারণ ষ্টকমারকে তৎসম্বন্ধে যাহা লিখেন, তৎপাঠে বিলক্ষণ জানিতে পারা যায়। ভারতেশ্বরীর লিখেন,—'মিয়ার (প্রিন্সের পুস্তকালয়াধ্যক্ষ) আপনাকে জ্ঞাত করিবেন যে, প্রিন্স বৃহস্পতি-

বারে একটী বক্তৃতা করিয়াছেন, এবং আমার স্মরণমত তাঁহার যে কোন বক্তৃতা অপেক্ষা ইহা সকল শ্রেণী এবং সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সমধিক সাধারণ প্রশংসার সহিত গৃহীত হইয়াছে।' প্রিন্স ষ্টকমারকে লিখেন,—'ইংলণ্ডে এই মুহূর্ত্তে রাজ-শাসন যেরূপ অত্যুচ্চে অবস্থান করিতেছে, পূর্ব্বে কখনও এরূপ দৃষ্ট হয় নাই, গত বৃহস্পতিবারে শ্রমজীবীদিগের অবস্থার উন্নতিসাধক সমাজের এক বিরাট সমিতিতে আমি সভাপতিত্ব করিয়াছি। আমার বক্তৃতাটী এতৎসহ প্রেরণ করিলাম, ইহা অতীব সফল হইয়াছে।'

সপ্তদশ অধ্যায়।

ছয় বর্ষ পূর্ব্বে প্রিন্স আলবার্ট ইয়র্কের রয়েল এগ্রিকুলচ্যুরাল সোসাইটী নামক কৃষিসমাজের গবর্ণর পদ গ্রহণ করেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই সেই সমাজের এক সাধারণ অধিবেশনে প্রিন্স সমাজের সভ্যমণ্ডলী এবং অধিবাসীবর্গ কর্ত্তৃক গৃহীত হন। 'আমরা ইংলণ্ডের কৃষক' বলিয়া প্রিন্স এই অধিবেশনে আপনাকেও কৃষকশ্রেণী মধ্যে নিক্ষেপ পূর্ব্বক যেরূপ সরলতা-পূর্ণ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন, তৎ শ্রবণে উপস্থিত শত শত শ্রোতা এবং পরে সেই বক্তৃতা সংবাদপত্রে প্রকাশ হইলে, সমগ্র ইংরাজজাতি হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে ধন্যবাদ দান করেন। প্রিন্স কিরূপ অকপটভাবে ইংরাজ জাতির অভ্যুদয় কামনা করেন, কৃষি-বিভাগের উৎকর্ষসাধন জন্য কিরূপ সচেষ্ট সেই বক্তৃতা তাহা বিলক্ষণরূপে প্রকাশ করিয়া দেয়। তিনি নিজে সমস্ত কৃষি-প্রদর্শনীতেই নিজ ক্ষেত্রের এবং গোলাবাটীর গবাদি পশু এবং কৃষিজাত দ্রব্য প্রদর্শন করিতে থাকেন। * যখন যে কোন প্রকার কৃষি সম্বন্ধীয় বা বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনীয় যন্ত্র আবিষ্কৃত হইত, প্রিন্স মনোযোগের সহিত তাহা দর্শন এবং তাহার নির্ম্মাণের তথ্যানুসন্ধান করিতেন, এবং নিজ অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাবলে অনতিবিলম্বেই সেই যন্ত্রের মূল প্রণালী হৃদয়ঙ্গম

* প্রিন্স ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে এবং পরবর্ত্তী বর্ষসমূহে স্মিথফিল্ডের প্রদর্শনীতে এবং আয়র্লাণ্ডের রাজকীয় কৃষিসমাজ ও ডবলিনের সমাজের প্রদর্শনীতে গবাদি পশু এবং স্বক্ষেত্রের কৃষিজাত দ্রব্যাদি প্রদর্শনপূর্ব্বক পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে স্মিথফিল্ডের প্রদর্শনীতে এক বিচিত্র বৃষ প্রদর্শন দ্বারা প্রথম পুরস্কার লাভ করেন।

করিতে সমর্থ হইতেন। এ সম্বন্ধে এক উত্তম প্রমাণ এই যে, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স লিডস্ নামক স্থানের নগরাবাস প্রতিষ্ঠা জন্য গমন করিলে, উক্ত স্থানে এক প্রকার নূতন যন্ত্র প্রদর্শিত হয়। যন্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা মেং ডনিসথোর্প প্রিন্সকে যন্ত্রের নির্ম্মাণ-প্রণালী বুঝাইয়া দিতেছিলেন, প্রিন্স কিয়ৎক্ষণ মাত্র যন্ত্র দর্শন করিয়া, আবিষ্কর্ত্তাকে বলেন, যন্ত্রটী চলিতেছে বটে, কিন্তু ইহার এক স্থানে একটী চক্রের অভাব দেখিতেছি। আবিষ্কর্ত্তা বাস্তবিক ভ্রমক্রমে সেই চক্রটী যন্ত্রে সংলগ্ন করেন নাই; তিনি প্রিন্সের উক্তিতে অতীব বিস্মিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ সেই চক্রটী সংযোগ করিয়া দেন। ইয়র্কে ভোজ, নৃত্যসভা, দরবার প্রভৃতি নানাবিধ উৎসবে সম্মানিত হইয়া পরদিন প্রিন্স লণ্ডনে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সংবাদপত্র সমূহে তৎকর্ত্তৃক ইয়র্কে প্রদত্ত বক্তৃতা সম্বন্ধে প্রশংসাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করেন। ভারতেশ্বরী ব্যারণ ষ্টকমারকে লিখেন,—'প্রিন্সের ইয়র্কভ্রমণ সম্পূর্ণ জয়জনক এবং তিনি অতীব আগ্রহের সহিত গৃহীত হন। তিনি আর একটী অতীব সফল বক্তৃতা করেন, এবং তিনি এরূপ উৎকৃষ্ট বাগ্মী হইয়াছেন বলিয়া নিজেই আশ্চর্য্যানুভব করিতেছেন, কারণ তিনি বলেন, এ বিষয়ে তিনি যে সফল হইবেন, তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই।'

রাজদম্পতী স্কটল্যাণ্ডের অন্তর্গত বালমোরাল দর্শনাভিলাষী হইয়া ৭ই সেপ্টেম্বরে আবারডিনে উপনীত হইলে, তথাকার শান্তি এবং শৌষ্ঠববর্দ্ধক সমাজ (মিউনিসিপালিটী) মহা সমাদরের সহিত উভয়কে গ্রহণ করেন। আবারডিনের বিশ্ববিদ্যালয় এবং চিত্রশালিকা পরিদর্শনের পর ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স আপনাদিগের ভাবী নিবাস বালমোরাল অভিমুখে গমন করেন। প্রধান রাজচিকিৎসক সার জেমস্ ক্লার্কের পুত্র বর্ত্তমান সার জন ক্লার্ক বালমোরালের সুবিমল স্বাস্থ্যকর জল বায়ু, প্রাকৃতিক কমনীয় সৌন্দর্য্য এবং নির্জনতা, প্রভৃতি দর্শন করিয়া, রাজপরিবারের পক্ষে এই স্থান গ্রীষ্ম এবং হেমন্ত ঋতু অতিবাহিত করিবার যথোপযুক্ত জানিয়া নিজ পিতাকে ইহা বিদিত করেন। সার জেমস্ ক্লার্ক পরে স্বচক্ষে উক্ত স্থানের রমণীয়তা দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া রাজদম্পতীকে ইহা জ্ঞাপন পূর্ব্বক আরল অব আবারডিনের নিকট হইতে এই বালমোরাল জমীদারী ইজারা লইতে উপদেশ দেন। আরল অব আবারডিনের ভ্রাতা স্যার রবার্ট গর্ডনের মৃত্যুর পর ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ইহা উক্ত

আরলের অধিকারভুক্ত হয়। সার রবার্ট গর্ডন এই জমীদারী ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ৩৮ বর্ষের জন্য ইজারা লয়েন, কিন্তু রাজদম্পতী এই স্থানের মন-মুগ্ধকর সুষমা দর্শনে এরূপ বিমোহিত হন যে, প্রিন্স ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ইহার অধিকারী আরল অব ফাইফের ট্রষ্টীদিগের নিকট হইতে ইহার সমস্ত স্বত্ব ক্রয় করিয়া লয়েন। অসবোরণের ন্যায় ইহাও ভারতেশ্বরীর গুপ্ত সম্পত্তি রূপে ক্রীত হয়। ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স এই নিভৃত নবনিবাসে কিয়দ্দিবস বিশ্রাম-সুখানুভবের পর গুরুতর রাজনৈতিক নানা প্রশ্ন মীমাংসার্থ রাজ-ধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

৯ই অকটোবরে রাজদম্পতী অসবোরণ হইতে উইণ্ডসরে আগমনকালে পোর্টসমাউথে এক শোচনীয় দুর্ঘটনা দর্শনে ব্যথিত হন। গ্রাম্ফাস নামক এক খানি জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগর হইতে স্পিটহেডে আসিয়া উপনীত হয়। পাঁচটী রমণী উক্ত তরীস্থ নিজ আত্মীয়গণের সহিত সাক্ষাৎ জন্য এক খানি ক্ষুদ্র নৌকারোহণে দুইজন পুরুষের সহিত গমন করিতেছিল; ইত্যবসরে প্রবল তরঙ্গে আরোহীসহ তরী জলমগ্ন হইয়া যায়। প্রিন্স এই দুর্ঘটনা দর্শনে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া অনতিবিলম্বে ভারতেশ্বরীর দৃষ্টি আকর্ষণপূর্ব্বক মগ্ন ব্যক্তিদিগের উদ্ধারার্থ রাজতরীস্থ ক্ষুদ্র নৌকা প্রেরণ করিয়া, রাজতরী থামাইতে বিশেষ অনুরোধ করেন, কিন্তু সে সময়ে প্রবল ঝটিকা এবং ভয়ানক আবর্ত্ত উপস্থিত হওয়ায়, সর্ব্বাধ্যক্ষ নাবিক কোনমতেই রাজযান থামাইতে সম্মত হন না। তিনি বলেন থামাইলে বিবাদ সংঘটন সম্ভাবনা। রাজ-প্রেরিত নৌকা তিনটী জলমগ্ন রমণীকে উদ্ধার করে, দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, তন্মধ্যে একটী মাত্র জীবীতা দৃষ্ট হয়। কিন্তু একটী মাত্রও প্রাণীর প্রাণ রক্ষা হইল দেখিয়া, রাজদম্পতী কৃতজ্ঞচিত্তে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দান করেন।

প্রিন্স কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার পদে নিযুক্ত হইয়াই বিশ্ববিদ্যা-লয়ের শিক্ষা-প্রণালী সংস্কার করিতে কৃতসংকল্প হন। বহুকাল হইতেই উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ কেবল মাত্র অঙ্কশাস্ত্রের প্রতিই সবিশেষ মনো-যোগী এবং যে সকল ছাত্র অঙ্কশাস্ত্রে উত্তীর্ণ হন, কেবল তাঁহাদিগকেই উচ্চ উপাধি এবং বৃত্তি প্রভৃতি দান করিয়া আসিতেছিলেন। নীতিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, প্রাণীতত্ত্ব, ন্যায়, দর্শন, জ্যোতিষ, রসায়ন প্রভৃতি অন্যান্য শাস্ত্রের প্রতি অধ্যক্ষগণ তাদৃশ মনোযোগী ছিলেন না। সভ্যতা বৃদ্ধি

এবং শিক্ষা সম্বন্ধীয় নব নব আবিষ্কার সূত্রে নব নব বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রভৃতি সম্বন্ধে সাময়িক প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদান একান্ত কর্ত্তব্য বোধেই প্রিন্স প্রচলিত একপক্ষীয় শিক্ষা-প্রণালী পরিবর্ত্তনাভিলাষী হইয়া একমাত্র অঙ্কশাস্ত্রের পরিবর্ত্তে সর্ব্বশাস্ত্রাধ্যায়িগণকে সমভাবে পুরস্কার এবং উৎসাহ দান জন্য দেশের প্রধান প্রধান নীতিজ্ঞ, পণ্ডিত এবং অধ্যাপকগণের সহিত পরামর্শে লিপ্ত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদিগকে তুষ্ট রাখিয়া, সরলভাবে পরিবর্ত্তন কর্ত্তব্য বোধে প্রিন্স অনেক বাদানুবাদ এবং মত গ্রহণের পর সর্ব্ব-জন-প্রার্থনীয় শিক্ষা-প্রণালী প্রচলন জন্য এই বর্ষের অকটোবর মাসে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ-সভায় প্রস্তাব উপস্থিত করেন। অধিকাংশ সভ্য প্রিন্সের প্রস্তাব বিশেষ হিতজনক এবং প্রয়োজনীয় বুঝিয়া, তাহাতেই সম্মতি জ্ঞাপন করিলে প্রিন্সের কামনা পূর্ণ হয়। প্রিন্স সফলতা প্রাপ্ত হওয়ায়, চতুর্দ্দিক হইতে মহা প্রশংসাধ্বনি সমুত্থিত হইতে থাকে। সমগ্র সংবাদপত্র বৃহৎ বৃহৎ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া, সমস্বরে প্রিন্সের গুণানুবাদ এবং অজস্র প্রশংসা সহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান সংবাদপত্র টাইমস লিখেন,—'বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার প্রিন্স কনসর্টের নিকট ইংরাজজাতি কৃতজ্ঞতা-ঋণে আবদ্ধ হইল, কারণ তিনিই কেম্ব্রিজের শিক্ষা-প্রণালী পরিবর্ত্তন জন্য সর্ব্বপ্রথমে প্রস্তাব উত্থাপন এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য দৃঢ়রূপে মনোযোগী হন।'

অষ্টাদশ অধ্যায়।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে প্রিন্স মহাসমারোহে গ্রিমস্‌বি নামক স্থানের ডক অর্থাৎ জাহাজ নির্ম্মাণ স্থান প্রতিষ্ঠা করেন। কয়েক সপ্তাহ পরে (১৬ইমে) ইংলণ্ডের সাধারণ ভৃত্যশ্রেণির উপকার এবং শুভসাধনার্থ স্থাপিত এক সমাজের সাধারণ প্রকাশ্য অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া প্রিন্স যে বক্তৃতা করেন, সেই বক্তৃতা সমগ্র ইংলণ্ডবাসির চিত্তাকর্ষণ করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ হয়। নিম্নশ্রেণির নিরীহ প্রজাপুঞ্জের উপকারার্থ রাজ্যের যে স্থানে যখন যে কোন সভা আহূত বা যে কোন হিতকর অনুষ্ঠান হইতে থাকে, সর্ব্বসাধারণে যেরূপ তাহাতেই প্রিন্সের সহানুভূতি কামনা করিতে থাকেন,

প্রিন্সও সেইমত সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, অগ্রে তাহাতে যোগ দান এবং সেই শুভানুষ্ঠানের বিশেষ সহায়তা করিতে কিছু মাত্র কাল বিলম্ব করেন না। প্রিন্স আলবার্ট রাজসংসারের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন, এক পক্ষে যেমন তিনি প্রত্যেক ভৃত্যকে তাহার স্বকর্ত্তব্য পালন করাইতে ত্রুটি করিতেন না, সেইমত ভৃত্যবর্গেরও বিশেষ ধারণা ছিল যে, প্রভুর মনোমত—আজ্ঞামত কার্য্য সাধন করিলে পুরস্কার এবং সময়ে পদ বৃদ্ধির নিশ্চিত সম্ভাবনা; যে প্রিন্স নিজ ভৃত্যবর্গের প্রতি এরূপ ভাবে দৃষ্টি দান করেন, তিনি কে ইংলণ্ডের সাধারণ ভৃত্যশ্রেণির প্রতিও সেইমত সদয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন তাহা আশ্চর্য্য নহে। এই সময়ে ইংলণ্ডের সাধারণ ভৃত্যশ্রেণির অতীব শোচনীয় অবস্থা জ্ঞাত হইয়া প্রিন্স নিতান্ত ব্যথিত হন। প্রকাশ পায় যে, লণ্ডনের উপায়হীন অনাথদিগের জন্য যে সমস্ত শ্রমাগার আছে, তাহার অধিকাংশই সাংসারিক ভৃত্যপূর্ণ। এই বর্ষে মারলিবোন শ্রমাগারের ১৫০৬ জন লোকের মধ্যে ১০৩২ জন এবং হানোবার স্কোয়ারের সেণ্ট জর্জের শ্রমাগারের ৩২৩ জনের মধ্যে ১৬২ জন উক্ত শ্রেণিভুক্ত দৃষ্ট হয়। ইহার বর্ষদ্বয় পূর্ব্বে প্রকাশ পায় যে, সমগ্র ইংলণ্ডের এবং ওএলসের-ভৃত্যশ্রেণির মধ্যে শতকরা ৭০ জন জীবনের শেষাংশ শ্রমাগারে আশ্রয় গ্রহণ বা ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবীকা নির্ব্বাহ করে। তৎকালে ইংলণ্ডের এবং ওয়েলসের মোট ভৃত্য-পরিমাণ দশলক্ষ অনুমিত হয়, অতএব ইহার মধ্যে শতকরা ৭০ জনের এই দুর্গতি যে নিতান্ত শোচনীয়, এবং ইহা জ্ঞাত হইয়া প্রিন্সের হৃদয় যে একান্ত কাতর হয়, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

সাধারণ ভৃত্যশ্রেণির এই পরিতাপজনক অবস্থা পরিবর্তন জন্য রাজ্যের প্রধান প্রধান সম্ভ্রান্ত লোক মিলিত হইয়া, ভৃত্যগণ নিজেই যাহাতে আপনাদিগের এই অতি শোচনীয় অবস্থা সংশোধন করিতে সমর্থ হয়, যাহাতে পানদোষাদিতে আসক্ত হইয়া সমগ্র বেতন অপব্যয় না করে, যাহাতে তাহারা বেতনের কিয়দংশ সঞ্চিত রাখিয়া, বিপদকালে—পীড়িতাবস্থায় এবং বৃদ্ধ দশায় তদ্বারা উপকার প্রাপ্ত হয়, যাহাতে প্রভুগণ নিজ নিজ ভৃত্যদিগের অবস্থার প্রার্থনীয় উৎকর্ষসাধন জন্য বিশেষ সচেষ্ট হন, এই অভিপ্রায়েই উক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। অধিবেশনস্থলে প্রধান মন্ত্রী লর্ড জন রসেল, অক্সফোর্ডের বিসপ, মার্কুইস অব ওয়েষ্টমিনিষ্টার, আর্চডিকন মানিং, লণ্ড-

নের বিসপ, এবং ক্যান্টরবারির আর্চবিসপ প্রভৃতি প্রধান প্রধান বাগ্মী এবং নীতিজ্ঞগণ সকলেই উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করেন, কিন্তু প্রিন্স আলবার্ট এই প্রস্তাবটী যেরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, তাঁহার চিত্ত ভৃত্যশ্রেণির শোচনীয় অবস্থার প্রকৃত চিত্র যেরূপ ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, অপর ব্যক্তিদিগের সেরূপ হয় নাই, সুতরাং তাঁহার বক্তৃতা ঘন ঘন আনন্দধ্বনিসহ শ্রুত এবং পরে সংবাদপত্রে প্রকাশ হইলে, অবিশ্রান্ত প্রশংসার সহ পঠিত হয়। প্রিন্স হৃদয়-দ্বার উন্মোচন করিয়া বলেন,—'আপনাদিগের পারিবারিক ভৃত্যগণের মঙ্গল সাধনে কাহারা না স্বার্থানুভব করিবেন? আমাদিগের প্রাত্যহিক জীবনের প্রত্যেক অভাব পূরণ জন্য যাহারা নিযুক্ত থাকে, যাহারা আমাদিগের পীড়ার সময় শুশ্রূষাকারী, এই জগতে আমাদিগের প্রথমাবির্ভাব কালে যাহারা আমাদিগকে গ্রহণ করিয়া থাকে, এবং আমাদিগের মৃত দেহের প্রতিও যাহাদিগের যত্ন বিস্তৃত, যাহারা আমাদিগের আবাসে বাস করে, আমাদিগের সংসারের মধ্যে একজন এবং পরিবারের মধ্যে গণ্য, তাহাদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে কাহাদিগের হৃদয় কাতর হইবে?' পরে রাজ্যের সাধারণ ভৃত্যশ্রেণির শোচনীয় অবস্থার উল্লেখ পূর্ব্বক প্রিন্স প্রভু এবং ভৃত্য উভয় শ্রেণীকেই লক্ষ্য করিয়া বিশেষ উপদেশক অনেক কথা বলেন। তিনি বলেন, ভৃত্যেরা নিজের চেষ্টায়—নিজের অধ্যবসায় বলে আপনাদিগের অবস্থা পরিবর্ত্তনে বদ্ধপরিকর হউক, তাহারা অপরের নিকট হইতে যেন কেবল এইমাত্র সহায়তা গ্রহণ করে, যে সহায়তা দ্বারা তাহাদিগের নিজের স্বাধীন মনোবৃত্তির খর্ব্বতা না হয়। এই সভার উদ্যোগে এবং প্রিন্সের বিশেষ চেষ্টায় ভৃত্যশ্রেণির জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এক সঞ্চয়ভাণ্ডার স্থাপিত হয়। এক বর্ষের মধ্যেই তাহাতে সমধিক পরিমিত ভৃত্য নিজ নিজ বেতনের কিয়দংশ সংক্ষিত করিতে সমর্থ হইয়া মুক্তকণ্ঠে প্রিন্সের প্রশংসা গান করিতে থাকে, সমগ্র সংবাদপত্র-সম্পাদক প্রিন্সের অত্যুচ্চ প্রশংসায় নিজ নিজ পত্র পূর্ণ করিতে থাকেন এবং প্রত্যেক প্রান্ত হইতেই প্রিন্সের প্রশংসারশ্মি প্রখরভাবে বিকীর্ণ হয়।

যে দিবস প্রিন্স আলবার্ট উক্ত অধিবেশনে নিজ উদারহৃদয়তার পূর্ণ পরিচয় দান করেন, তাহার দিবসত্রয় পরে (১৯এ মে) ভারতেশ্বরী যৎকালে তিনটী সন্ততির সহিত যানারোহণে প্রাসাদাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, সেই সময়ে পুনরায় আর এক পাষণ্ড নিৰ্ম্মল রাজজীবন হনন করিবার

অভিপ্রায়ে গুলি চালনা করে। সৌভাগ্যক্রমে জগদীশ্বর এবারও নিষ্পাপ এবং নিষ্কলঙ্ক রাজ-জীবনকে দয়া দানে রক্ষা করেন। জাতিসাধারণে নৃশংসের এই পাপ অত্যাচার-সংবাদ শ্রবণমাত্র মহা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। হননাভিলাষীর পাপকামনা ব্যর্থ হইবামাত্র নিকটস্থ সমবেত মানবমণ্ডলী পাপাত্মাকে খণ্ড বিখণ্ড করিতে উদ্যত হইলে, একমাত্র পুলিশের কল্যাণে তাহার পাপদেহ রক্ষা প্রাপ্ত হয়। প্রিন্স ভারতেশ্বরীর যানের অগ্রে অশ্বারোহণে গমন করিতেছিলেন; সুতরাং তিনি তৎকালে ইহার বিন্দুমাত্রও জানিতে সমর্থ হন নাই। প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া ভারতেশ্বরী স্বয়ং প্রিন্সকে ইহা জ্ঞাত করেন। পাষণ্ডের নাম উইলিয়ম হামিলটন, জাতিতে আইরিস, নিবাস লিমরিক কাউন্টির অন্তর্গত আডেয়ার প্রদেশ। বিচারের পর ১৪ই জুনে পাপাত্মার সপ্তবর্ষ দ্বীপান্তর-বাসের আজ্ঞা হয়।

জগতের সপ্তমাংশে ভারতেশ্বরীর পতাকা সমুড্ডীন এবং নানাবর্ণের নানাধর্ম্মের নানাজাতীয় প্রজা সেই পতাকাধীনে বাস করিতেছে, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে একমাত্র আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রজাকুল সর্ব্বাপেক্ষা উদ্ধত, অত্যাচারী, রাজবিধিলঙ্ঘনকারী, এবং বিদ্রোহী। আয়ার্ল্যাণ্ড যদবধি ইংলণ্ডের রাজ-মুকুটাধীন হইয়াছে, তদবধি আজি পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে প্রায়ই নির্ব্বোধ আইরিস প্রজাগণ সামাজিক শান্তিভঙ্গ, রাষ্ট্রবিপ্লব, দাঙ্গা, হাঙ্গামা, হত্যাকাণ্ড প্রভৃতিতে লিপ্ত হইয়া স্বজাতির নামে কলঙ্ক কালিমা প্রদান করিতেছে। এই সময়ের (১৮৪৯ খৃষ্টাব্দ) কয়েক মাস পূর্ব্বে এই আয়ার্ল্যাণ্ডে ভয়ানক প্রজাদ্রোহ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। নির্ব্বোধ আইরিসজাতির হৃদয়ে রাজভক্তি প্রবল এবং শান্তি সংস্থাপন অভিপ্রায়ে ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স ৩রা আগষ্টে (১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে) অসবোরণ হইতে আয়ার্ল্যাণ্ড অভিমুখে গমন করেন। পবিত্র রাজ-জীবনের নির্ম্মল সরল আচরণ এবং প্রিন্সের উদারহৃদয়তার বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, সেই অসন্তুষ্ট, বিদ্রোহী আইরিস প্রজাপুঞ্জ একবারে বিদ্রোহভাব বিস্মৃত হইয়া একজন মনুষ্যের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া, অতীব সমাদরে—মহা মহোৎসবে রাজদম্পতীকে গ্রহণ করেন। আয়ার্ল্যাণ্ডের রাজধানী ডবলিন এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান স্থানে রাজদম্পতী এরূপ সমাদরের সহিত অভ্যর্থিত হন যে, কেহই সেরূপ আশা করেন নাই। যাহারা ঘোর বিদ্রোহী ছিল, তাহারা পর্য্যন্ত পরম রাজভক্তরূপে হৃদয়ের সহিত রাজদম্পতীর

সম্বর্দ্ধনা করেন। আয়ার্ল্যাণ্ডের রাজধানী এবং অন্যান্য নানাস্থানে এতদুপলক্ষে দরবার, ভোজ, নৃত্যসভা, অভিনন্দনদান, আলোকদান প্রভৃতি সমস্ত উৎসবই অনুষ্ঠিত হয়। প্রিন্স নানাস্থানের বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, চিত্রশালিকা নানাবিধ হিতকর প্রদর্শনী, রোগীনিবাস প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া ইংলণ্ড এবং স্কটল্যাণ্ডের ন্যায় আয়ার্ল্যাণ্ডবাসীবর্গেরও চিত্ত হরণ করেন এবং প্রিন্সের অত্যুচ্চ প্রশংসাধ্বনি সেই অরাজভক্তদিগের কণ্ঠ হইতেও মহাবেগে সমুত্থিত হইতে থাকে। এই ভ্রমণের ফলস্বরূপ অনতিবিলম্বে আইরিস জাতির মানসিক ভাব পরিবর্ত্তিত এবং রাজভক্তি প্রবলরূপে বর্দ্ধিত হয়। রাজদম্পতী এই স্থান হইতে ১৫ই আগষ্টে বালমোরাল প্রাসাদে উপনীত হন। ২১এ আগষ্টে প্রিন্স সার রবার্ট পীলকে লিখেন,—'আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রজাপুঞ্জ আমাদিগকে যেরূপ সমুজ্জ্বলভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছে, তাহাতে আপনি প্রীত হইবেন, আমার এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস এবং যদিও আপনি নিয়ত অনুমান করিয়াছিলেন যে, তাহারা সমধিক রাজভক্তি প্রদর্শন করিবে, কিন্তু তাহাদিগের আন্তরিক ভাব আপনার অনুমানাধিক। আমি প্রত্যেক স্থান হইতে শুনিতেছি যে, আইরিসগণ নিজে ইহাতে তুষ্ট হইয়াছে।'

উনবিংশ অধ্যায়।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ২রা এপ্রেলে ইংলণ্ডের প্রধান সেনাপতি ডিউক অব্ ওয়েলিংটন উইণ্ডসর প্রাসাদে উপনীত হইয়া, প্রিন্সের সহিত সাক্ষাৎপূর্ব্বক প্রিন্স আলবার্টকে পরিণামে ইংলণ্ডের প্রধান সেনাপতি-পদ গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তাব করেন। ডিউক যে এরূপ প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন, রাজদম্পতী তাহা আদৌ চিন্তা করেন নাই। প্রিন্স নিজ মন্তব্য মধ্যে লিখেন,—'ডিউক ব্যক্ত করেন যে, আমি (ডিউক) ইহ জগতে অশীতিবর্ষ অতিবাহিত করিয়াছি, পরমাসে বিরাশী বর্ষে উপনীত হইব। জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আমি এখনও সুস্থ এবং সবল আছি, এবং যে কোন কার্য্য করিতে সমর্থ, কিন্তু চিরদিন বাঁচিবনা। যতদিন পর্য্যন্ত আমি জীবীত থাকিব, ততদিন আমি নিজে সেনাদলের সমস্ত কার্য্য সাধন করিতে পারিব, কিন্তু আমার মৃত্যুর পর সৈনাদলের কোয়াটার মাষ্টার জেনেরল এবং এডজুটাণ্ট জেনেরলের

পদ এক করিয়া, একজন সর্ব্ববিষয়ে সুদক্ষ বীরশ্রেষ্ঠের হস্তে সেই ভার প্রদান পূর্ব্বক আপনি প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করেন ইহাই আমার বাসনা।'

প্রিন্স উক্ত উক্তির উত্তরে বলেন যে, 'এরূপ গুরুতর দায়ীত্বভার গ্রহণ জন্য অভিলাষী হইবার নিমিত্ত আমি সহসা প্রস্তুত হইতে পারি না। সামরিক বিদ্যায় আমি সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ না থাকায়, আমি যে এ পদের সম্পূর্ণ যোগ্যপাত্র তাহাও আমার নিশ্চিত বিশ্বাস হয় না, (ইহাতে ডিউক উত্তর দেন যে, সদভিপ্রায় থাকিলে, অনেক কাজ করিতে পারা যায়, এ বিষয়ে তিনি কিছুমাত্র নিরাশ নহেন) অপর এ কার্য্যভার গ্রহণ করিলে, আমার অপরাপর কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিব কি না, এবং যে কার্য্য আমি নিজে সমস্ত সাধিন্ করিতে পারিব না, সে ভার গ্রহণ করিতে অভিলাষী নহি, এবং এই কার্য্যে আমার কত সময় ব্যয়িত হইবে তাহাও জানিতেছি না। ডিউক উত্তর দেন যে, এ কার্য্যে নিশ্চয়ই বিশেষ মনোযোগ এবং সময় ব্যয় করিতে হইবে, কিন্তু উক্ত প্রধান কর্ম্মচারী সমস্তই স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া কার্য্য করিবেন। আমি এ প্রশ্ন সম্বন্ধে মূলশাসননীতির উল্লেখ করিলে, তিনি বলেন যে, সেই সম্বন্ধেও আমি এই পদ গ্রহণ করি তাঁহার এমত দৃঢ় বাসনা, কারণ প্রজা-প্রভুত্ব দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হওয়ায়, রাজশাসন-ক্ষমতা হ্রাস হইতেছে, এমতাবস্থায় হাউস অব কমন্সের হস্তে সৈন্যদলের ভার রক্ষা না করিয়া, সিংহাসনের যে কোন প্রকার আশঙ্কা দূর এবং শাসননীতি দৃঢ় করিবার জন্য রাজহস্তে এই ভার রক্ষা করা কর্ত্তব্য।' রমণীর হস্তে ইংলণ্ডের শাসনভারার্পিত, সুতরাং ডিউক প্রিন্সকে তাঁহার সর্ব্ববিষয়ে যোগ্য প্রতিনিধিস্বরূপ জানিয়া, প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করিতে বলিলে, প্রিন্স ইহা বিবেচনাস্থলে গ্রহণ করেন।

এই দিন অপরাহ্নে বৃদ্ধ ডিউক ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স উভয়ের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিয়া উক্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিলে, প্রিন্স এই পদ গ্রহণের অন্যান্য আপত্তির মধ্যে ব্যক্ত করেন যে, 'যদি কোন প্রজাদ্রোহ বা সাধারণ হত্যাকাণ্ড উপস্থিত হয়, তাহা হইলে প্রধান সেনাপতির পক্ষে তাহা আশু নিবারণ করা কর্ত্তব্য হইবে, এমতাবস্থায় রাজ্ঞীর স্বামির দ্বারা সেই হত্যাকাণ্ডাভিনয় নিবারণকালে প্রজাদিগের মধ্যে রক্তপাত কি প্রার্থনীয়? তাহার দ্বারা কি রাজ্ঞীর অপযশ সম্ভাবনা নাই?' ডিউক এ আপত্তির উত্তরে বলেন যে, হয়ত এমত ঘটনা উপস্থিত হইতে পারে যে, রাজ্ঞীকে স্বয়ং সৈন্যচালনা

করিতে হইবে, সে অবস্থায় আপনি রাজ্ঞীর প্রতিনিধিরূপে চালনা না করিলে আর কে করিবে? প্রিন্স পরে প্রকাশ করেন যে, 'রাজ্ঞী রমণী, সুতরাং তিনি একাকিনী সকল সময়ে সকল কার্য্য সাধন করিতে সমর্থা নহেন, অপর পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজগণের যেরূপ এক এক জন গোপনীয় মন্ত্রী থাকিতেন, রাজ্ঞীর তাহা নাই। তাঁহার রাজকীয় নানাকার্য্যের সহায়তা একমাত্র আমিই করিয়া থাকি। অতএব যে কার্য্য ভার গ্রহণ করিলে, আমার সমস্ত মনোযোগ তাহাতেই লিপ্ত থাকিবে, এবং সমস্ত সময় ব্যয়িত হইবে, এবং রাজ্ঞীর অন্যান্য কার্য্যের সহায়তা করিতে পারিব না, সে কার্য্যভার গ্রহণ করিতে আমি অভিলাষী নহি।' ভারতেশ্বরী ব্যক্ত করেন যে, প্রিন্স এক্ষণে যতদূর শ্রম করিতেছেন, তাহাপেক্ষা শ্রম প্রার্থনীয় নহে। সমধিক শ্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গ সম্ভাবনা। সর্ব্বশেষে ডিউককে জ্ঞাত করা হয় যে, প্রিন্স আলবার্ট প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করিলে, ভারতেশ্বরী প্রিন্সের নিকট হইতে রাজ্যের বৈদেশিক এবং আভ্যন্তরিক রাজনৈতিক, সামাজিক, এবং ব্যক্তিগত সকল বিষয়েই যে সহায়তা প্রাপ্ত হন, তাহার অভাব ঘটিবে, অপর রাজ্ঞীর গোপনীয় মন্ত্রী না থাকায়, প্রিন্স সেই কার্য্যও করিয়া থাকেন, এমতাবস্থায় তাঁহার পক্ষে প্রধান সেনাপতি-পদ গ্রহণ অসম্ভব।

১লা মে (১৮৫০ খৃষ্টাব্দে) ভারতেশ্বরী আর এক নবকুমার (বর্ত্তমান ডিউক অব কনাট) প্রসব করেন। ডিউক অব ওয়েলিংটনের জন্মতিথিতে এই নবকুমার জন্মগ্রহণ করায়, রাজদম্পতী ডিউকের সম্মানবর্দ্ধন জন্য নবকুমারের প্রধান নাম আর্থার প্রদান করেন। ২২এ জুনে দীক্ষাকার্য্য এবং আর্থার উইলিয়ম পাট্রিক আলবার্ট নাম রক্ষিত হয়। ডিউকের নামানুসারে প্রথম নাম এবং রাজদম্পতীর প্রথম আয়ার্ল্যাণ্ড ভ্রমণের স্মরণার্থ পাট্রিক নাম প্রদত্ত হয়। *

---

* রাজদম্পতী আয়ার্ল্যাণ্ডের কিংস টাউনে উপনীত হইলে, আনন্দোন্মত্ত মহাজনতার মধ্য হইতে এক বৃদ্ধা রমণী রাজসন্ততিগণকে দর্শন করিয়া, আনন্দে উচ্চৈস্বরে বলিয়া উঠে,—'ও প্রিয়তমে রাজ্ঞী! উহাদিগের এক জনের নাম প্রিন্স পাট্রিক রাখুন, সমগ্র আয়ার্ল্যাণ্ড আপনার জন্য প্রাণ দিবে।'

বিংশ অধ্যায়।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ফ্রাঙ্কফোর্ট নগরে যে বৃহৎ মেলার অনুষ্ঠান হয়, পাশ্চাত্য জগতের বর্ত্তমান শতাব্দীর শিল্পপ্রদর্শনী তাহার জননী। ফ্রাঙ্কফোর্টের মেলায় ইয়ুরোপের নানাদেশের নানাবিধ হস্তনির্ম্মিত শিল্পদ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছিল। তদনুকরণে ফরাসীজাতি সর্ব্বপ্রথমে ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে পারিস রাজধানীতে শিল্পপ্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন। পরে ১৮০১, ১৮০২, ১৮০৬, ১৮১৯, ১৮২৩, ১৮২৭, ১৮৩৪, ১৮৪৪ এবং ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ক্রমান্বয়ে পারিসে উক্ত প্রদর্শনী হইতে থাকে। ইংলণ্ডের সোসাইটী অব আর্টস নামক শিল্পসমাজও কয়েক বার সামান্যবিধ প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন। শিল্প-বিজ্ঞান-বান্ধব প্রিন্স আলবার্ট এতদ্বিধ প্রদর্শনীর দ্বারা হস্ত এবং যন্ত্রপ্রসূত শিল্প দ্রব্যাদি এবং বিজ্ঞানের যথেষ্ট উপকার সম্ভাবনা দেখিয়া, একটী মহতী কল্পনা উপস্থিত করেন। তিনি ভাবেন যে, সামান্যবিধ প্রদর্শনীতে কেবল দেশস্থ ও নিকটস্থ দেশসমূহের সাধারণ শিল্পদ্রব্য-প্রদর্শনীর পরিবর্ত্তে প্রাচীন এবং আধুনিক সভ্যজগতের প্রত্যেক প্রদেশের প্রত্যেক জাতির মধ্যে যত প্রকার করজাত এবং যন্ত্রজাত শিল্পদ্রব্য, বিজ্ঞানবলে আবিষ্কৃত যত প্রকার যন্ত্র, যে সকল মূল পদার্থ দ্বারা দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়, যে সকল দ্রব্য সকল জাতির মধ্যেই সাধারণ্যে ব্যবহৃত হয়, এবং যে সকল দ্রব্যের বাণিজ্য এবং ব্যবসায় হইয়া থাকে, তৎ সমস্তই সংগ্রহ পূর্ব্বক এক মহা প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করিবার সময় উপস্থিত। তিনি বিশেষরূপে বুঝিতে পারেন যে, এরূপ মহাপ্রদর্শনী সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইলে, নানাবিষয়ের বিশেষ হিতসাধিত হইবে। জগতের কোন্ জাতি কতদূর পর্য্যন্ত সভ্যতার সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন, শিক্ষা এবং শিল্পবিজ্ঞানের কি পরিমাণে উন্নতিসাধন করিয়াছেন, কোন্ জাতি বিজ্ঞানবলে কত প্রকার যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন, কোন্ কোন্ যন্ত্রের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, কোন্ কোন্ জাতি কোন্ কোন্ দ্রব্য কর বা যন্ত্রযোগে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত করিতে সমর্থ, এই প্রদর্শনীর দ্বারা সকল জাতীয় লোকই তাহা বিদিত হইতে পারিবেন; প্রতিযোগিতা সূত্রে প্রত্যেক জাতিই শিল্পবিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে নিযুক্ত এবং যে জাতীয় শিল্পকরগণ যে বিষয় জ্ঞাত নহেন, তাঁহারা তাহা

বিদিত হইয়া, সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন, এবং প্রদর্শক বা শিল্পীদিগকে সম্মানসূচক পদক প্রদান করিলে, তাঁহারাও সবিশেষ উৎসাহিত হইবেন।

প্রিন্স মনে মনে এই মহাপ্রদর্শনীর অনুষ্ঠান কল্পনা করিয়া, ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। কিন্তু তিনি বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারেন যে, এই মহান ব্যাপার সমাধা করিতে অত্যধিক শ্রম, যত্ন, অধ্যবসায় এবং শারীরিক কষ্ট স্বীকার প্রয়োজন; কিন্তু কেবল মাত্র ইংলণ্ডের নহে, সমগ্র সভ্যজগতের শিল্পবিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন জন্য তিনি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ৩০এ জুলাই বাকিংহাম প্রাসাদে এক গুপ্তাধিবেশন করিয়া, লণ্ডনের শিল্পসমাজের মেং টমাস কিউ-বিট, মেং কোল, মেং ফুলার, এবং মেং রসেলের নিকট এই প্রদর্শনীর সবিশেষ বিবরণ বিবৃত করেন। কি কি দ্রব্য প্রদর্শিত হইবে, প্রিন্স পূর্ব্বেই তাহা নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন, এবং পরিণামে তাহাই প্রদর্শিত হয়। প্রিন্স এই প্রদর্শনী সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ করায়, গবর্ণমেণ্ট সমারেষ্ট হাউস নামক স্থান প্রদর্শনীর জন্য প্রিন্সকে অর্পণ করেন। কিন্তু উক্ত সঙ্কীর্ণ স্থান এরূপ বৃহৎ প্রদর্শনীর পক্ষে উপযুক্ত নহে বলিয়া, হাইড পার্ক নামক স্থান প্রদর্শনীর উপযুক্ত বোধে প্রিন্স গবর্ণমেণ্টের নিকট তাহা প্রার্থনা করিলে, গবর্ণমেণ্ট অনতিবিলম্বে সম্মতি দান করেন।

গ্রেট ব্রিটেনের শিল্পকরগণ এবং যন্ত্রাগারসমূহের অধ্যক্ষগণ এরূপ প্রদর্শনীর পক্ষপাতী কি না, ইহাতে সহানুভূতি প্রকাশ এবং যোগ দান করিতে সম্মত কি না, এবং যিনি যে কোন যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা প্রদর্শন করিতে প্রস্তুত কি না, এবং জাতিসাধারণের ইহাতে কিরূপ মত তাহা সর্ব্বাদৌ জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য বোধে প্রিন্স মেং কোল, মেং ফুলার এবং মেং উইয়াটকে রাজ্যের শিল্পপ্রধান প্রত্যেক স্থানে অনুসন্ধানার্থ প্রেরণ করেন। সন্তোষের বিষয় যে, তাঁহারা অনধিকবিলম্বেই প্রত্যাগত হইয়া প্রিন্সকে জ্ঞাত করিতে সমর্থ হন যে, তাঁহারা রাজ্যের যে যে স্থানে গমন করিয়া এই শুভ প্রস্তাব করেন, সেই সেই স্থানের সর্ব্বসাধারণেই আগ্রহের সহিত ইহাতে সম্পূর্ণরূপে যোগ দান করিতে প্রস্তুত। ইংলণ্ডের অধীনস্থ উপনিবেশ সমূহ এবং ভারতবর্ষের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এ বিষয়ে সর্ব্বপ্রথমে সহানুভূতি প্রকাশ করেন। বৈদেশিক রাজ্য সমূহেও এই প্রস্তাব প্রেরণ করায়, সকলেই

আনন্দের সহিত যোগ দান জন্য সম্মতি প্রকাশ করেন। ফ্রান্সের সাধারণতন্ত্র-সভার সভাপতি প্রিন্স নেপোলিয়ন * বৈদেশিক রাজগণের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে আনন্দের সহিত যোগ দান করিতে সম্মত হন। যদিও দেশ বিদেশে এই মহাপ্রদর্শনীর সংবাদ প্রেরণ করা হয়, কিন্তু প্রিন্স নিজে ইহার প্রধান উদ্যোগী, সাধারণে যাহাতে তাহা না জানিতে পারে, এবং তাঁহারই দ্বারা সাধারণে ইহাতে যোগ দান করিতে বাধ্য হইতেছেন, এমত প্রকাশ না হয়, এবং প্রদর্শনী আপন গুণেই সাধারণের হৃদয়াকর্ষণ করে, প্রিন্স প্রথম হইতেই এমত বাসনা প্রকাশ করেন, এবং তৎসম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হন।

এই সময়ে অর্থাৎ ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই অকটোবরে প্রিন্সের গোপনীয় সেক্রেটরি মেং আনসন হঠাৎ প্রাণত্যাগ করায়, প্রিন্স অতীব ব্যথিত হন। যদিও মেং আনসনের সেক্রেটরি পদে নিয়োগকালে প্রিন্স বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করেন, কিন্তু পরিণামে মেং আনসন নিজ কার্য্যদক্ষতাগুণে প্রিন্সকে এরূপ মুগ্ধ করেন যে, তাঁহার পরলোক প্রাপ্তিতে প্রিন্স এবং ভারতেশ্বরী অতীব দুঃখিত হন। প্রিন্স ব্যারণ ষ্টকমারকে এই শোচনীয় সংবাদ জ্ঞাপন কালে লিখেন যে,—'আমার পক্ষে এই সংঘাত অতীব শোচনীয় এবং শত প্রকারে সমধিক ক্ষতিজনক।' মেং আনসন গোপনীয় সেক্রেটরি এবং গুপ্ত ধন রক্ষা উভয় কার্য্য করিতেন, প্রিন্স কর্ণেল ফিফস্‌কে গুপ্ত ধনরক্ষক এবং কর্ণেল (পরে জেনেরল) গ্রেকে গোপনীয় মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করেন। ৩০এ অকটোবরে প্রিন্স আলবার্ট, প্রিন্স অব ওএলস এবং প্রিন্সেস রয়েলকে সমভিব্যাহারে লইয়া লণ্ডনের নূতন কোল (কয়লা) এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতেশ্বরী এ সময়ে পানিবসন্তাক্রান্তা হওয়ায় প্রতিষ্ঠাস্থলে গমন করিতে সমর্থ হন না। কিন্তু মহাসমারোহে এবং সমধিক জনতার মধ্যে এতদুপলক্ষে এই সর্ব্বপ্রথমে জেষ্ঠ্য রাজকুমার এবং জেষ্ঠ্যা রাজকুমারীকে প্রজাসাধারণ-সমক্ষে উপস্থিত করায়, সকলে রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন।

* ফ্রান্সরাজ লুইস ফিলিপের সিংহাসনচ্যুতির পর ফ্রান্সে মহা অরাজকতা উপস্থিত এবং শেষে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে সাধারণতন্ত্রসভা প্রতিষ্ঠিত এবং প্রজাসাধারণের দ্বারা উক্ত সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়। প্রিন্স লুইস নেপোলিয়ন (তৃতীয়) এবং আর পাঁচ জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভাপতির পদপ্রার্থি হইলে, নেপোলিয়নের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা ৩৩৩৪২২৬ জন অধিক মত দান করায় তিনিই সভাপতির পদে নির্ব্বাচিত এবং ৭ই নবেম্বর (১৮৫৩ খৃঃ) সম্রাট হন।

গত দুই বর্ষকাল ইংলণ্ডের আভ্যন্তরিক এবং বৈদেশিক রাজনৈতিক, সামাজিক, এবং শিক্ষা সম্বন্ধীয় নানা কার্য্যে সমধিক ব্যাপৃত থাকায় এবং অতীব শ্রম করিতে হওয়ায়,এই সময়ে প্রিন্সের স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। ২৫এ জানুয়ারি (১৮৫০খৃঃ) ভারতেশ্বরী ব্যারণ ষ্টকমারকে লিখেন,—'পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় রজনীতে প্রিন্সের সুষুপ্তি নাই; অপরাহ্নে প্রিন্সকে দেখিতে যেন নিতান্ত অসুস্থ বোধ হয়।' চিকিৎসকগণ প্রিন্সকে কিছু দিনের জন্য বায়ু পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত অনুরোধ করেন, কিন্তু এই সময়ে মহাসভা পার্লিয়ামেণ্টের অধিবেশন হইতে থাকায়, ভারতেশ্বরী অসুস্থ হওয়ায়, এবং মহাপ্রদর্শনী সম্বন্ধে কার্য্যসাধক সমাজ নিয়োগ, কিরূপ বৃহৎ আবাস প্রস্তুত প্রয়োজন তাহা নির্দ্ধারণ এবং কোন্ কোন্ রাজ্যের প্রদর্শকদিগের জন্য কত পরিমিত স্থান দান কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত প্রিন্স স্থানান্তরে গমন করিতে সমর্থ হয়েন না। প্রধানতঃ এই প্রদর্শনীর জন্য যে বহুল ব্যয়াবশ্যক তাহা কিরূপে সংগৃহীত হইবে, এই চিন্তাই দিন দিন অতীব প্রবল হইতে থাকে, এবং এ বিষয়ে সাধারণের মনোযোগাকর্ষণ জন্য সমিতি স্থাপন এবং বক্তৃতাদি দ্বারা সাধারণের সংস্কার দূর এবং সহানুভূতি সংগ্রহ করিবার জন্য রাজ্যের প্রধান প্রধান নীতিজ্ঞ, বাগ্মী, এবং সম্রান্ত ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা নিতান্ত প্রার্থনীয় বোধ হয়। যে যে প্রধান প্রধান ব্যক্তি এই প্রদর্শনীতে হস্তক্ষেপ করেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই বুঝিতে পারেন যে, এতৎ সম্বন্ধীয় প্রত্যেক বিষয়েই প্রিন্সের পরামর্শমত অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। লর্ড গ্রাণভিল ৮ই মার্চ্চে (১৮৫০ খৃঃ) প্রিন্সের সেক্রেটরিকে লিখেন,—'প্রিন্স যদি নিজে এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী এবং উদ্যোগী না হন, তাহা হইলে কোন মতেই এই প্রস্তাবিত প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইবেনা।' সন্তোষের বিষয় যে, সমধিকসংখ্যক নীতিজ্ঞ, সাম্প্রদায়িক নেতা, এবং সম্রান্ত ব্যক্তি আনন্দের সহিত ইহাতে যোগ দান করেন। ২১এ ফেব্রুয়ারি লণ্ডনের উইলিস রুমে এই প্রদর্শনী সম্বন্ধে প্রথম সাধারণ অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে ফ্রান্স, প্রুসীয়া, আমেরিকা এবং বেলজিয়মের প্রতিনিধি চতুষ্টয় এবং লর্ড ব্রাউহাম প্রভৃতি সম্রান্ত ব্যক্তিগণ বক্তৃতা করেন। লর্ড মরপেথ (যিনি পরে লর্ড কার্লিসলি উপাধি প্রাপ্ত হন) সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সাধারণ সভায় প্রিন্স উপনীত হন না। কিন্তু সভাপতি যে বক্তৃতা করেন, তাহা অতীব

প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। ডচেস অব সদরল্যাণ্ড * এই দিন ভারতেশ্বরীকে লিখেন,—‘ মরপেথ এরূপ উৎকৃষ্ট বক্তৃতা আর কখনও করেন নাই।’

উক্ত অধিবেশনের পর রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রদর্শনী সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি প্রকাশ দর্শন করিয়া, সাধারণ সমক্ষে প্রিন্স নিজে প্রস্তাবিত প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যাদি বিবৃত করিবার সময় উপস্থিত বোধ করেন। ২১এ মার্চ্চ (১৮৫০ খৃঃ) লণ্ডনের ম্যানসন হাউস নামক নগরের প্রধান সাধারণাগারে এক মহাভোজ-সভার অনুষ্ঠান হয়, এবং তাহাতে রাজ্যের সমগ্র প্রধান প্রধান রাজপুরুষ, বৈদেশিক রাজদূতবৃন্দ, প্রদর্শনীর কর্ম্মাধ্যক্ষগণ এবং দুই শতাধিক নগরের মেজিষ্ট্রেটগণ সমবেত হন। বাগ্মীবৃন্দের মধ্যে প্রিন্স আলবার্ট প্রদর্শনী সম্বন্ধে অকাট্যযুক্তিযুক্ত বৈজ্ঞানিকপ্রমাণান্বিত, হিতোপদেশক এবং সারগর্ভ যে বক্তৃতা করেন, তচ্ছ্রবণে সভাস্থ প্রত্যেক শ্রোতা একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া প্রিন্সের অতীব উদারমত দর্শনে পুলকিত এবং সমগ্র সংবাদপত্র—যে সমস্ত পত্র এতদিন প্রিন্সকে অমিত্রচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া আসিতেছিলেন, সেই সকল সংবাদপত্রও প্রিন্সের অত্যুচ্চ গুণগরিমা কীর্ত্তনে মত্ত হন এবং দেশ বিদেশে প্রিন্সের প্রশংসাস্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে থাকে। ভারতেশ্বরী এই বক্তৃতার দ্বারা প্রিন্সকে সর্ব্বসাধারণের প্রিয় এবং সর্ব্বসাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ দেখিয়া, রাজা লিওপোল্ডকে ২৬এ মার্চ্চ লিখেন,—‘ আমি যেরূপ কামনা করি, বাস্তবিক আলবার্ট সেইমত সাধারণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট এবং সর্ব্বপ্রিয় হইতেছেন এবং যতই তাঁহার হৃদয়ের ভাব এবং গুণাবলী প্রকাশ হইতে থাকিবে, ততই লোকে তাঁহাকে জানিতে পারিবে এবং তাঁহাকে প্রিয়জ্ঞান করিবে। সাধারণে তাঁহার মহান ক্ষমতা, প্রতিভা এবং তাঁহার স্বভাবের প্রধান গুণ সম্পূর্ণরূপে স্বার্থত্যাগ—নিয়ত পরের শুভ কামনা দর্শনে বিমোহিত হইয়াছে। ইহাই সুখের জীবন।’

২৭এ জুন (১৮৫০ খৃঃ) ভারতেশ্বরী পীড়িত ডিউক অব কেম্ব্রিজকে দর্শন

* এই সুশিক্ষিতা এবং মাননীয়া রমণী প্রিন্স আলবার্টকে অতীব ভাল বাসিতেন। ভারতেশ্বরী ১৬ই মার্চ্চ ষ্টকমারকে লিখেন,—‘ ডচেস অব সদরল্যাণ্ড সকল সময়েই প্রিন্সের যে অত্যুচ্চ এবং অকৃত্রিম গুণানুবাদ প্রকাশ করেন, তজ্জন্য আমি চিরদিন তাঁহাকে ভাল বাসিব।’ প্রিন্স ডচেসের সহিত পরামর্শ ব্যতীত কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ বা কোন কার্য্য করিতেন না।

করিয়া যানারোহণে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, এমত সময়ে রবার্ট পেট নামক এক কাপুরুষ বেত্র দ্বারা ভারতেশ্বরীর মস্তকে আঘাত করে। মস্তকে টুপি থাকায়, ভারতেশ্বরী তাদৃশ আঘাত প্রাপ্ত হন না, কিন্তু কপোলদেশ ক্ষত হইয়া যায়। সাধারণে এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র পেটের প্রতি অতীব কুপিত হন। বিচারের পর ১১ই জুলাইয়ে পাষণ্ডের সপ্তবর্ষ দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা হয়। এই সময়ে লণ্ডনের প্রধান সংবাদপত্র টাইমস্ এবং হাউস অব কমন্সের কতিপয় সভ্য প্রদর্শনীর বিরুদ্ধে বিষম ব্যাঘাত উপস্থিত করেন। যাহাতে হাইড পার্কে প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান না হয়, ইহাই প্রতিবাদীদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রিন্স ইহাতে নিতান্ত ব্যথিত হন। বিখ্যাত নীতিজ্ঞ সার রবার্ট পীল এই সময়ে হঠাৎ অশ্ব হইতে পতিত এবং প্রাণত্যাগ করায়, প্রতিবাদকারিগণের কমন্স হাউসে জয়লাভের সম্ভাবনা ভাবিয়া, কর্ম্মাধ্যক্ষগণ প্রদর্শনী-প্রস্তাব একেবারে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হন। সার রবার্টের সহিত প্রিন্সের কিরূপ অকৃত্রিম মিত্রতা ছিল, তাহা এস্থলে পুনঃ প্রকাশের প্রয়োজন নাই। তাঁহার বিয়োগে প্রিন্স যে নিতান্ত পরিতাপিত হন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। অপর পীল নিজ অসীম বাগ্মীতাশক্তি বলে কমন্স হাউসে প্রদর্শনীর পক্ষ সমর্থন করিতে পারিবেন এমত আশা ছিল, কিন্তু হঠাৎ সে আশা বিদূরিত হওয়ায় প্রিন্স আরও ক্ষুণ্ণ হন। কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ ৪ঠা জুলাইয়ে কমন্স হাউসে উক্ত প্রশ্ন উপস্থিত হইলে, সমধিকসংখ্যক সভ্য হাইড পার্কে প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করিতে মত দান করায় এবং হাউস অব লর্ডের সভ্যগণও তাহা সমর্থন করায় এই গোলযোগ নিবারিত হয়। কিন্তু সর্ব্বজাতিগত এই মহাপ্রদর্শনীর জন্য বৃহৎ আবাস প্রস্তুতার্থ যে কয়েকলক্ষ মুদ্রার প্রয়োজন, তদনুরূপ অর্থ সংগৃহীত না হওয়ায়, আর এক বিষম বাধা দেখা দেয়। উক্ত আবাস নির্ম্মাণার্থ ১০০০০০০ টাকার আবশ্যক, কিন্তু ইহাপেক্ষা অতিকম অর্থ সাহায্য স্বাক্ষরিত হয়। শেষ প্রিন্সের প্রস্তাবমত গ্যারাণ্টীফণ্ড স্থাপিত হইলে অর্থাৎ প্রদর্শনীর অধ্যক্ষগণ অর্থের দায়ীত্বভার গ্রহণ করিলে বর্ত্তমান সার সেমুয়েল পিটো নিজ ব্যবসায়ের অন্যান্য অংশীদারগণের সহিত একমত হইয়া, ১২ই জুলাইয়ে ৫০০০০০ টাকা ঋণস্বরূপ দান করেন। এবং তাঁহার অনুকরণে অনতিবিলম্বে অপর সাধারণেও সহায়তা করিতে আরম্ভ করায়, শীঘ্রই প্রয়োজনীয় বহুল অর্থ সংগৃহীত হইতে থাকে। প্রদর্শনীর প্রবেশিকা বিক্রয় দ্বারা

এই ঋণ পরিশোধ করা হইবে, এমত ধার্য্য হয়, কিন্তু কেহই তৎকালে অনুমান করেন নাই যে, প্রদর্শনী সফল হইবে এবং সমস্ত ব্যয় বাদে বহুল অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিবে। যাহা হউক মেং প্যাক্সটন প্রদর্শনীর স্ফাটীক আবাসের যে নক্সা প্রস্তুত করেন, ১৬ই জুলাইয়ে (১৮৫০ খৃঃ) তাহা গ্রাহ্য এবং মেঁস্যুয়ার্স ফক্স এবং হেণ্ডার্সন বর্ষশেষের মধ্যে নির্ম্মাণ করিয়া দিবার ভার প্রাপ্ত হন।

একবিংশতি অধ্যায়।

২৯এ আগষ্টে রাজদম্পতী পথিমধ্যস্থ দুইটী নবনির্ম্মিত অতীব বৃহৎ সেতু প্রতিষ্ঠা করিয়া, এডিনবর্গে উপনীত হইলে, অধিবাসীবর্গকর্ত্তৃক সমধিক সম্মান এবং সমাদরের সহিত পরিগৃহীত হন। পরদিন বেলা এক ঘটিকার সময় প্রিন্স এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতার সহিত এডিনবর্গের ন্যাসনাল গ্যালারি অর্থাৎ জাতীয় চিত্রাগার প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতেশ্বরী লিখেন,—‘ আলবার্ট দুই ঘটিকার সময় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। প্রত্যেক কার্য্য চমৎকাররূপে সম্পন্ন হইয়াছে ; বক্তৃতাটী অতীব সফল হইয়াছে, এবং সহস্র সহস্র লোক তথায় সমবেত ও ১০০০০ সহস্র প্রবেশিকা পত্রিকা (টিকিট) বিক্রীত হয়।’ পরদিন রাজদম্পতী বালমোরালে উপনীত হন। প্রিন্স বালমোরালে উপনীত হইয়া, এই সম্পত্তির উৎকর্ষসাধন, ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি, এবং কৃষক ও প্রজাদিগের সকল বিষয়ে সমুচিত সুবিধা সাধন জন্য বিশেষরূপে ব্যাপৃত হন। বালমোরালের ভাড়াটীয়া প্রজাদিগের বাস জন্য প্রিন্স পূর্ব্ববর্ষে বালমোরাল জমীদারী মধ্যে উৎকৃষ্ট নূতন প্রণালীমত কুটীর নির্ম্মাণারম্ভ করেন, এক্ষণে তৎসমস্তের নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত দেখিয়া প্রীত হন। প্রিন্স প্রজাদিগকে হঠাৎ নূতন প্রণালীতে আনয়ন না করিয়া, ক্রমে ক্রমে আদর্শ দ্বারা তাহাদিগকে অভ্যস্ত করান। প্রজাপুঞ্জের স্বাস্থ্যকর নূতন কুটীর নির্ম্মাণ-সহ বৈজ্ঞানিক প্রণালীমত কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষসাধনেও বিশেষরূপে নিবিষ্ট হন। কোন সচ্চরিত্র প্রজাকেই জমীদারী হইতে বিতাড়িত করেন না এবং কোন প্রজা ভূমির উৎকর্ষসাধন করিলে, তাহাকেই উচিতমত পুরস্কার দান করিতে থাকেন। প্রজাদিগের প্রতি কিরূপে ব্যবহার করিতে হয়, কিরূপে সম্পত্তির উৎকর্ষসাধন করিতে হয়, রাজদম্পতী তাহা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন।

এই বালমোরাল জমীদারীর প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ ডাক্তার রবার্টসন ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে "প্রিন্স কনসর্টস ফারম" নামধেয় প্রকাশিত গ্রন্থমধ্যে লিখেন,—'তাঁহার (প্রিন্সের) শুভগণনাবলীর মধ্যে কখনও আত্ম-স্বার্থসাধক ভাব দৃষ্ট হয় নাই। তিনি প্রজাদিগকে ভালবাসিতেন, তাহাদিগের চরিত্রের সবিশেষ প্রশংসা এবং তাহাদিগের কুসংস্কার সমূহকে অতীতকালের প্রাচীন নিদর্শনরূপে সম্মান করিতেন। মহিমবর বিশ্বাস করিতেন যে, শিক্ষার অপ্রাচুর্য্যবশতই তাহারা অজ্ঞ; তাহারা কোন কার্য্যক্ষেত্রে কোন প্রকারে উদ্যোগী হইবার উপযুক্ত উৎসাহ প্রাপ্ত হয় নাই বলিয়া অলস; দৈনতা এবং সেই সূত্রে অস্বাস্থ্যকর মৃত্তিকাবাসে বাসজন্যই অপরিচ্ছন্নবেশী। প্রিন্স যে দিন হইতে এই বালমোরাল সম্পত্তির অধিকারী হন, সেই দিন হইতেই তাঁহার ভাড়াটীয়া প্রজাদিগের স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধি, তাহাদিগের নৈতিক এবং সামাজিক অবস্থার উৎকর্ষসাধনাশা তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল এবং তাঁহার জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত তাহা বিশেষ উদ্যমের সহিত রক্ষিত এবং কার্য্যে পরিণত হয়। বিদ্যালয়-বাটী নির্ম্মাণ এবং বালকদিগের শিক্ষার জন্য অধ্যাপক নিযুক্ত করেন; পাঠাকাঙ্খা বৃদ্ধি এবং জ্ঞান লাভের জন্য রাজ্ঞী এবং প্রিন্স উভয়ে বালমোরালে এক পুস্তকাগার স্থাপন করেন, এবং তাহাতে কেবল প্রজা এবং ভৃত্যগণ ব্যতীত পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সমূহের সর্ব্বসাধারণে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হন। মান্যবর কেবলমাত্র কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহার জমীদারীর মধ্যে যাহাতে সৎস্বভাববিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং শ্রমজীবীগণ বাস করেন সে জন্যও উৎসাহ দেন। কর্ম্মকার, সূত্রধর, চর্ম্মকার, সিবনব্যবসায়ী, এবং সাধারণ বণিকদিগের বাস জন্য প্রিন্স নিজ জমীদারী মধ্যে একএকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাটী, তৎসহ উদ্যান এবং গোচারণ-স্থান অতি সামান্য ভাড়ায় প্রদান করেন। দৃঢ় শ্রমজীবীদিগকেও সেইমত উৎসাহ প্রদত্ত হয়, এবং বহুবর্ষকাল পর্য্যন্ত তাহাদিগকে এই বৃহৎকার্য্যে নিযুক্ত রাখেন।'

প্রিন্স যে পুস্তকাগার স্থাপন করেন, মহামান্যা ভারতেশ্বরী আজি পর্য্যন্ত তাহার উৎকর্ষসাধন করিতেছেন। ভারতেশ্বরী স্বরচিত যে মন্তব্য পুস্তক মুদ্রিত এবং প্রচারিত করেন, তাহার সমস্ত আয় উক্ত জমীদারীর প্রজাদিগের সন্তানবর্গের শিক্ষার সহায়তা জন্য বৃত্তিস্বরূপে প্রদত্ত হইয়া আসিতেছে। ১১ই অক্টোবরে রাজদম্পতী অসবোরণে প্রত্যাগমন করিয়া, বেলজিয়ম রাজমহিষীর

মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অতীব শোকগ্রস্ত হন। ২৫এ অক্টোবরে (১৮৫০ খৃষ্টাব্দ) ইয়র্ক নগরের লর্ড মেয়রকর্ত্তৃক যে, এক বৃহৎ ভোজ প্রদত্ত হয়, প্রিন্স তাহাতে উপস্থিত হইয়া, সেই সুযোগে মৃত সার রবার্ট পীলের গুণ গরিমার উল্লেখ করিয়া, এক মনোরম বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতাসূত্রে প্রিন্স ইংলণ্ডে অত্যুদাররূপে পরিকীর্ত্তিত হন।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

২৫এ মার্চ্চ (১৮৫১ খৃঃ) রাজপরিবার অসবোরণ হইতে লণ্ডনে প্রত্যাগমন করেন। ১লা মে (১৮৫১ খৃষ্টাব্দ) মহাপ্রদর্শনী খোলা হইবে এমত ধার্য্য হওয়ায় প্রিন্স আলবার্ট এই সময় হইতে দিবারজনী দারুণ শ্রমে লিপ্ত হন। ১লা জানুয়ারির (১৮৫১ খৃষ্টাব্দ) মধ্যে প্রদর্শনীর অতীব বৃহৎ স্ফাটীকাবাস নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা হয়। ইয়ুরোপে অভূতপূর্ব্ব—অদৃষ্টপূর্ব্ব নবনির্ম্মিত এক-পোয়াপথপরিমিত বিস্তৃত সুদীর্ঘ স্ফাটীকাবাস অতি অল্প সময়ের মধ্যে নির্ম্মিত হওয়ায়, ইহার বিশ্বরঞ্জনী সুষমা এবং নবীন মূর্ত্তি দর্শনে প্রত্যেকেই বিস্মিত, চমৎকৃত এবং অতীব আনন্দিত হন। এই সময়ে পৃথিবীর প্রত্যেক প্রান্ত হইতে অসংখ্য প্রদর্শনীয় দ্রব্য আনীত হইতে থাকে, এবং জগতে সকল জাতির শ্রমসাধ্য শিল্পদ্রব্যাবলী একত্র প্রদর্শনের আর কোন আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু এই সময়েও ইংলণ্ডের এবং বিদেশের অনেকে ইহার প্রতিবাদী হইয়া নানারূপ বাধা প্রদান করিতে থাকেন। মহাসভা পার্লিয়ামেণ্টে কর্ণেল শিবথর্প নামক একজন অশিবাশী সভ্য এই প্রদর্শনীর বিরুদ্ধে বক্তৃতাকালে প্রকাশ করেন যে, আকাশ হইতে বজ্র পতিত হইয়া যেন এই প্রদর্শনীর আবাস চূর্ণ এবং সমূলে ভষ্ম করিয়া দেয়! অপর কতিপয় লোক ব্যক্ত করেন যে, এই মহাপ্রদর্শনী উপলক্ষে ইয়ুরোপের সকল রাজ্য হইতেই অসংখ্য দুশ্চরিত্র লোক আগমন করিয়া অতীব অনিষ্টসাধন করিবেক। প্রিন্স বিশ্বনিন্দুক এবং অকারণভয়োৎপাদনকারীদিগের এই সমস্ত বাধা, আক্রমণ, এবং অযথা কুৎসা সহ্য করিয়া প্রদর্শনীর সুফলতা জন্য গুরুতর পরিশ্রম করিতে থাকেন। ১৫ই এপ্রেলে প্রিন্স নিজ বিমাতাকে লিখেন,—' দারুণশ্রমের জন্য এই মুহূর্ত্তে আমি জীবীতাপেক্ষা সমধিক মৃত।

প্রদর্শনীর বিপক্ষগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া, সমস্ত বৃদ্ধারমণীকে ভয় দেখাইতেছে, এবং আমাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাহারা রব তুলিয়াছে যে, আগন্তকেরা নিশ্চয়ই এখানে মহাবিপ্লব উপস্থিত করিবে, ভিকটোরিয়া এবং আমাকে হত্যা করিবে, এবং ইংলণ্ডে সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালী ঘোষণা করিবে।...এই সমস্তের জন্য আমিই দায়ী এবং আমাকে এতদ্বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত আয়োজন করিতে হইবে।'

২৯এ এপ্রেলে প্রদর্শনীস্থলে সমস্ত প্রদর্শনীয় দ্রব্যাবলী যথাস্থানে সজ্জিত এবং রক্ষিত হইলে, ভারতেশ্বরী এই দিন গোপনে প্রিন্সের সহিত তথায় উপস্থিত হন। ভারতেশ্বরী দর্শনান্তে নিজ মন্তব্য পুস্তকে বিবৃত করেন;—'আমরা সার্দ্ধদ্বিঘটিকাকাল অবস্থান এবং আমি সম্পূর্ণরূপে বিস্ময়াক্রান্তা হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করি এবং অসংখ্য রমণীয় এবং আশ্চর্য্যজনক দ্রব্যাদি—যাহা এক্ষণে লোকের নয়ন প্রতিভাত করিয়া দিতেছে—দর্শন করিয়া আমি দিশাহারা হই! কতই উদ্যোগ করা হইয়াছে এবং কলকৌশল সম্বন্ধে আমাদিগের প্রজারা কতই অনুরাগী হইয়াছে! এতৎসমস্তের মূল এই মহাপ্রদর্শনী—এবং আলবার্ট—সমস্তের মূলই তিনি! আমরা গ্যালারি পর্য্যন্ত গমন করি, এবং তথায় শিল্পজ এবং যন্ত্রপ্রসূত সমস্তবিধ দ্রব্যসমষ্টির সমাবেশ দর্শন সম্পূর্ণ আশ্চর্য্যজনক। লোকসমূহের কলরব অত্যধিক, কারণ সর্ব্বত্রই আয়োজন হইতে থাকে, এবং দ্বাদশ হইতে বিংশতি সহস্রলোক সকলপ্রকার দ্রব্য সজ্জিত করিতে নিযুক্ত।' প্রিন্স এই দিন নিজ দৈনন্দিন মন্তব্যগ্রন্থে কেবল এইমাত্র বিবৃত করেন—'প্রতিষ্ঠার আয়োজনার্থ ভয়ঙ্কর কষ্ট।' পরদিন ভারতেশ্বরী লিখেন,—'প্রত্যেক ব্যক্তিই আগামি কল্যকার মহাদিন লইয়াই ব্যস্ত এবং আমার নিরীহ আলবার্ট ভয়ঙ্কর রূপে ক্লান্ত হইয়াছেন। সমস্তদিনই কোন না কোন প্রকার প্রশ্ন, কোন না কোন প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইতেছে, এবং আলবার্ট অতীব ধীরতা এবং নম্রতার সহিত তৎসমস্ত মীমাংসা করিতেছেন। তাঁহার যেরূপ জয়লাভ হইয়াছে, তাঁহার নাম যেরূপ প্রশংসান্বিত হইয়াছে, তাহাতে তিনি একবারও সে সম্বন্ধে একটীও কথা কহিতেছেন না; বরং দেশের গৌরববৃদ্ধিতে সম্পূর্ণ পরিতুষ্ট হইয়া যথাসাধ্য শ্রম করিতেছেন এবং বহুল বিঘ্ন ও আপত্তি উপস্থিত হইলেও অটলভাবে কার্য্যসাধন করিতেছেন।' ভারতেশ্বরী পুনরায় এই দিবস প্রুসীয়ার প্রিন্স (বর্ত্তমান জার্ম্মাণ সম্রাট) এবং তদীয় ভার্য্যার সহিত প্রদ-

র্শনীস্থলে গোপনে গমনপূর্ব্বক সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করেন। প্রুসীয় প্রিন্স প্রদর্শনীস্থল দর্শন করিয়া বিস্ময়বিহ্বল এবং অতীব পরিতুষ্ট হন।

১লা মে (১৮৫১ খৃঃ) মহা প্রদর্শনী খোলা হয়। গ্রেট ব্রিটেনের প্রত্যেক প্রান্ত এবং পাশ্চাত্য জগতের প্রত্যেক প্রদেশ হইতে এই প্রদর্শনী দর্শন জন্য লক্ষ লক্ষ লোক পূর্ব্ব হইতেই লণ্ডন নগরে সমবেত হইতে থাকেন। প্রত্যেক জাতীয় প্রত্যেক দর্শক সেই বৃহৎ প্রদর্শনীর বিরাট স্ফাটীকাবাস দর্শনে একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হন। সেই অর্দ্ধ মাইল (এক পোয়া) পরিমিত স্থানব্যাপী স্ফাটীকাগারের অতুল সুষমা বর্ণনা অসম্ভব। দ্বাপরের শেষাংশে পাণ্ডুকুলভূষণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্টিরের স্ফাটীক যজ্ঞাগার কবিকুলগুরু বেদব্যাসের বিশ্ববিমোহিনী লেখনী কর্ত্তৃক যেরূপ বর্ণিত হইয়াছিল, লণ্ডনের এই স্ফাটীকাবাসের তদ্রূপ বর্ণনা বর্ত্তমানে অসম্ভব। স্ফাটীকাগারের স্বর্ণরঞ্জিত চূড়ারাশি হইতে পাশ্চাত্য জগতের প্রত্যেক জাতীয় নানা বর্ণের নানা মূর্ত্তির রাজপতাকা মৃদুলানিলে উড্ডীয়মান হইয়া, যেন প্রত্যেক জাতিকে এই অভূতপূর্ব্ব মহোৎসবে—জগতের প্রত্যেক জাতির শিল্প-বিজ্ঞানের পরিণয়োৎসবে—আনন্দ এবং শান্তির সংমিলনোৎসবে আহ্বান করিতে থাকে। রবিকর-রঞ্জিত স্ফাটীকাবাসের বহির্দ্দেশস্থ অনুপমা সুষমা প্রত্যেক দর্শকেরই মনোরমা হইয়া প্রত্যেকেরই বদন বিবর হইতে অজস্র প্রসংশা স্রোত প্রবাহিত করে। ইহার আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্য যে তদপেক্ষা সমধিক পরম মনোবিমোহন তাহা সহজেই অনুমেয়। নধরপল্লব, লতিকা, পুষ্পদাম, পতাকাদির সজ্জা, ফোয়ারা শ্রেণির মধুর জলক্রীড়া এবং জগতের প্রত্যেক প্রান্তের কর এবং যন্ত্রজাত অগণনীয় দ্রষ্টব্য পদার্থের অবর্ণনীয় শোভা দর্শকবৃন্দের হৃদয়ে কি ভাবের আবির্ভাব করে, তাহা প্রকৃত ভাবুকেও কল্পনা করিতে সমর্থ নহেন, কারণ এ ভাব সম্পূর্ণ নবীন—অননুভূতপূর্ব্ব। ১লা মে নবরাগ-রঞ্জিত প্রভাকরোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র লণ্ডন এবং উপনগর আনন্দোন্মত্ত, নবসাজে সজ্জিত, এবং নবভাবরসে বিহ্বল হইয়া নবদৃশ্য দর্শন জন্য জলধিতরঙ্গের ন্যায় প্রদর্শনী-স্থানাভিমুখে ধাবমান হন। অগণিত দর্শকমণ্ডলী সেই নয়নানন্দদায়ক, চিত্তপ্রফুল্লকর, অদৃষ্টপূর্ব্ব বিচিত্র বিরাটাকার স্ফাটীক প্রাসাদ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, তাঁহাদিগের হৃদয় স্বতই এই মহাপ্রদর্শনীর একমাত্র মূল—প্রধান অনুষ্ঠাতা প্রিন্স আলবার্টের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং অগণ্য

ধন্যবাদ দান করিতে থাকে। প্রিন্স এই মহাজনতা—মহাদৃশ্য মধ্যে স্বাভাবিক স্থির-বিনয়-নম্রভাবে দণ্ডায়মান হইয়া ইংরাজজাতির গৌরব বৃদ্ধি দর্শনে মনে মনে অশেষ সুখ এবং শান্তি সম্ভোগ করিতে থাকেন।

এই মহাপ্রদর্শনী সম্বন্ধে অনেকে অনেক ইতিহাস লিখিয়াছেন, কিন্তু মহামান্যা ভারতেশ্বরী এ সম্বন্ধে যাহা বিবৃত করিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বাগ্রে পাঠ্য। ভারতেশ্বরী এই দিন নিজ দৈনন্দিন গ্রন্থে লিখেন,—'একটী মহান অনুষ্ঠান সাধিত হইল—সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন এবং রমণীয় সফলতা লাভ—সমুজ্জ্বল এবং চিত্তাকর্ষক দৃশ্য—ইহার জন্য আমার প্রিয়তম আলবার্টের এবং আমার রাজ্যের গৌরবে আমি চিরদিন গর্ব্ব করিতে পারিব। বাস্তবিক আজিকার এই দিন আমার হৃদয়কে গর্ব্ব এবং গৌরব ও কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ করিতেছে! পার্ক (হাইড পার্ক নামক উদ্যান, যথায় প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়) চমৎকারজনক দৃশ্য প্রদর্শন করে, এতন্মধ্যে জনতাস্রোত প্রবাহিত হয়, সৈন্যদল এবং অশ্বযান গমনাগমন করে, ঠিক যেন অভিষেক দিবসের ন্যায় বোধ হয়, এবং আমার পক্ষে সেই মত উৎকণ্ঠা—না, আমার প্রিয়তম আলবার্টের জন্য তদপেক্ষাধিক উৎকণ্ঠা উপস্থিত হয়। ... বেলা সার্দ্ধ একাদশ ঘটিকার সময় রাজযান সমূহের যাত্রারম্ভ হয়। ... গ্রীণ পার্ক এবং হাইড পার্ক অতীব পুলকচিত্ত এবং অতীব আগ্রহান্বিত মনুষ্যমণ্ডলীতে ভয়ঙ্কররূপে পরিপূর্ণ হয়। যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি গিয়াছে, তাহাতে হাইড পার্কের এরূপ দৃশ্য আমি কখনও দেখি নাই। আমরা যে সময়ে গমনারম্ভ করি, সেই সময়ে সামান্য বৃষ্টি হয়, কিন্তু আমরা ক্রাইষ্টাল প্যালেসের (স্ফটীকপ্রাসাদ) নিকটবর্ত্তী হইবার পূর্ব্বেই প্রভাকর দর্শন দান এবং বিরাটাবাসের উপরিস্থ উড্ডীয়মান নানাজাতীয় পতাকার প্রতি কর বর্ষণ করেন।...স্ফাটিকাবাসের উজ্জ্বল আভা, দোদুল্যমান পত্রাবলী, কুসুমরাজি, প্রতিমাসমূহ, গ্যালারি এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ আসনে উপবিষ্ট অসংখ্য মানবশ্রেণি, এবং আমাদিগের প্রবেশকালীন তূর্য্যধ্বনি আমাদিগের হৃদয়ে যে ভাবোদ্দীপন করে, তাহা আমি কখনই বিস্মৃত হইতে পারিব না, এবং আমি তাহাতে নিতান্ত বিহ্বল হই। আমরা কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য পার্শ্বস্থ এক ক্ষুদ্রকক্ষে গমন করিয়া আমাদিগের শাল রক্ষা করি এবং তথায় মাতা এবং মেরিকে (বর্ত্তমান প্রিন্সেস অব টেক) এবং বহির্দ্দেশে অন্যান্য রাজকুমারগণকে দণ্ডায়মান দেখিতে পাই। কয়েক মুহূর্ত্ত

পরে অগ্রসর হই। আলবার্ট ভিকির (জ্যেষ্ঠা কুমারী) কর ধারণ করিয়া আমাকে লইয়া যান, বার্টী (প্রিন্স অব ওয়েলস) আমার কর ধারণ করেন। আমরা মধ্যস্থলে যথায় মঞ্চ এবং আসন (আমি উপবেশন করি না) রক্ষিত এবং ঠিক সম্মুখে একটী ক্রীড়াশীল স্ফাটীক ফোয়ারা স্থাপিত ছিল, তথায় উপনীত হইয়া যে দৃশ্য দর্শন করি, তাহা যেন ভোজবাজীর ন্যায়—কতই বিস্তৃত—কতই সমুজ্জ্বল—কতই চিত্তাকর্ষক!...প্রবল আনন্দধ্বনি, প্রত্যেকের প্রসন্নআনন, আবাসের বিরাটমূর্ত্তি, পত্র, পুষ্প, বৃক্ষ, প্রতিমা, এবং ফোয়ারা সমূহের সংমিলন,—বাদ্য (২০০ যন্ত্রসহ ৬০০ লোক সমস্বরে গান করেন, ইহার দ্বিতীয় তুলনা নাই) এবং আমার প্রিয়তম স্বামী এই শান্তি উৎসবের—যে উৎসবে জগতের সকল জাতির শিল্পদ্রব্যের সংমিলন সাধিত হইয়াছে, তাহার জনক—বাস্তবিক এই সমস্তই চিত্তবিহ্বলকর, এবং চিরজীবন এইমত দিনে অতিবাহিত করা প্রার্থনীয়। জগদীশ্বর আমার প্রিয়তম আলবার্টকে আশীর্ব্বাদ করুন, জগদীশ্বর আমার প্রিয় দেশকে—যে দেশ অদ্য এরূপ মহান ভাব প্রদর্শন করিল, সেই দেশকে আশীর্ব্বাদ করুন। কেবলমাত্র আমার অভিষেকোৎসবের সহিত অদ্যকার এই অনুষ্ঠানের কিঞ্চিন্মাত্র সাদৃশ্য অনুভব হয় বটে, কিন্তু অদ্যকার এই উৎসব তদপেক্ষা সহস্রাংশে শ্রেষ্ঠ। প্রকৃতরূপেই ইহা অদ্বিতীয়, এবং এ প্রকার নানাবিধ মনোরম পদার্থের একত্র সমাবেশ জন্য ইহার অন্য তুলনাও হইতে পারে না।...“ জগদীশ্বর রাজ্ঞীকে রক্ষা করুন ” এই গীত বাদিত হইলে, আলবার্ট আমার পার্শ্ব পরিত্যাগ করিয়া, রাজনীতিজ্ঞ এবং সম্ভ্রান্তব্যক্তিবর্গপূর্ণ প্রদর্শনীসমিতির কমিসনরগণের সহিত অগ্রসর হইয়া, আমার সমক্ষে এক দীর্ঘ বিজ্ঞাপনী পাঠ করেন, এবং আমি তাহার অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দান করি।...পরে প্রদর্শনীর চতুর্দ্দিক্ দর্শন জন্য গমনারম্ভ হয়। গমন প্রণালী অতি চমৎকাররূপে নির্দ্ধারিত এবং অতীব বিস্তৃত হইয়াছিল—প্রকৃত নিয়মমত গমন হয়।...অবিশ্রান্ত আনন্দরব এবং উড্ডীয়মান রুমালাবলীর মধ্য দিয়া † এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত গমন করা হয়। প্রত্যেকেরই আনন উজ্জ্বল, সহাস এবং অনেকের নয়নে আনন্দাশ্রু দৃষ্ট হয়। অনেক ফরাসী “ রাজ্ঞীর জয় হউক ” বলিয়া আনন্দ জ্ঞাপন করেন। অর্গান

† ইংলণ্ডে আনন্দ এবং সম্মান প্রকাশকালে সাহেবেরা নিজ নিজ টুপি মস্তক হইতে ঊর্দ্ধে উত্তোলন এবং বিবিরা রুমাল সঞ্চালন করিয়া থাকেন।

বাদ্য প্রায় শ্রুত হয় নাই, কিন্তু সামরিক বাদ্য—যৎকালে সেই স্থল দিয়া গমন করি, তৎকালে বিচিত্র ভাবোদ্দীপন করিয়াছিল।...আমরা স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন এবং আলবার্ট লর্ড ব্রিডেলবেনকে প্রদর্শনী খোলা হইল, এমত ঘোষণা করিতে বলায়, তিনি উচ্চৈস্বরে—"মহামান্যা রাজ্ঞী এই প্রদর্শনী খোলা হইল, এমত ঘোষণা করিতে আমায় আজ্ঞা দিতেছেন" বলিবা মাত্র তূর্য্যধ্বনি এবং প্রবল আনন্দরব সমুত্থিত হয়। সমগ্র কমিশনর এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি প্রভৃতি যাঁহারা অতীব পরিশ্রম করেন, এবং যাঁহারা যথেষ্ট প্রশংসার পাত্র, তাঁহারা প্রকৃত সুখী দৃষ্ট হন এবং প্যাক্সটন অপেক্ষা কেহ অধিক সুখী হন না, তিনি প্রকৃতরূপে আত্মগৌরব জ্ঞান করিতে পারেন; তিনি সামান্য উদ্যানপালকের ভৃত্য পদ হইতে এতদূর উন্নত হইয়াছেন। প্রত্যেক ব্যক্তিই চমৎকৃত এবং আনন্দিত হন। সার জর্জ গ্রের (হোম সেক্রেটরি) নয়নে অশ্রু দৃষ্ট হয়। আমাদিগের প্রত্যাগমনও সেইমত সন্তোষজনক হইয়াছিল, জনতা অতীব আগ্রহান্বিত দৃষ্ট এবং সম্পূর্ণরূপে শান্তি রক্ষিত হয়। আমরা একটা বিশ মিনিটের সময় প্রাসাদে উপনীত হইয়া, বারান্দায় গমন করিলে প্রবল আনন্দধ্বনি দ্বারা অভ্যর্থিত হই। আমার বলিবার আবশ্যক নাই যে, আমরা সম্পূর্ণ সুখী এবং অনুগৃহীত অনুভব করি; অনুষ্ঠানাবলী, আমার প্রিয় স্বামির সফলতা লাভ এবং আমার প্রিয় প্রজাপুঞ্জের সদাচরণে গর্ব্বিত হই। দৃশ্য দর্শনে আমি যেরূপ মুগ্ধ হইয়াছি, তাহা বাক্যাতীত। ইহা কখনই আমার স্মৃতিপট হইতে অপসারিত হইবেনা এবং যাঁহারা ইহা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাও কখন ইহা বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। আলবার্টের নাম অক্ষয় হইল, এবং যে সকল লোক এই অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে নানাবিধ মিথ্যা মহাবিপদ সম্ভাবনা বার্ত্তা প্রচার করেন, তাঁহাদিগের রসনাও নীরব হইল। সুতরাং দ্বিগুণ সন্তোষের বিষয় যে, সমস্তই নিরাপদে সমাধা হইয়া গিয়াছে এবং একটী মাত্রও দুর্ঘটনা বা বাধা উপস্থিত হয় নাই।'

প্রিন্স আলবার্ট কর্ত্তৃক সংকল্পিত, এবং অনুষ্ঠিত এই অভূতপূর্ব্ব মহান ব্যাপার—শিল্পপ্রদর্শনী সম্পূর্ণ সফলতার সহিত প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, রাজদম্পতীর সমগ্র দেশবিদেশীয় আত্মীয়বর্গ, মিত্রমণ্ডলী এবং নীতিজ্ঞবৃন্দ ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্সকে মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদ দান করিয়া সভাজন করিতে থাকেন। যে সকল বিশ্বনিন্দুক বিদূষক এই মহাপ্রদর্শনীর বিরুদ্ধে নানা আপত্তি এবং

বাধা উপস্থিত করে, এই প্রতিষ্ঠা দিবসেই তাহাদিগের উক্তির অসারতা সম্পূর্ণ প্রতিপন্ন হয়। হোম সেক্রেটরি প্রকাশ করেন যে, প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠার দিন যদিও সেই বৃহৎ স্ফটীক প্রাসাদ মধ্যে পঞ্চবিংশ সহস্র লোক একত্র সমবেত এবং বাকিংহাম প্রাসাদ হইতে উক্ত স্থান পর্য্যন্ত সপ্ততি সহস্র লোকের সমাগম হয়, কিন্তু একটীও সামান্য দুর্ঘটনা বা কোন প্রকার শান্তি ভঙ্গ হয় নাই। সমগ্র সংবাদপত্র প্রিন্স আলবার্ট কর্ত্তৃক এই মহাপ্রদর্শনীর দ্বারা ইংলণ্ডের মহোচ্চ গৌরব বৃদ্ধি দর্শনে, প্রিন্সের অত্যুচ্চ প্রশংসা কীর্ত্তন এবং অগণিত ধন্যবাদ দান করেন। ৩রা মে রয়েল একাডেমি নামক সমাজের এক মহা ভোজ হয়, রাজ্যের প্রধান প্রধান সমগ্র সম্ভ্রান্ত লোক তাহাতে উপস্থিত হইয়া, প্রিন্সের স্বাস্থ্যোদ্দেশে সুরাপান প্রস্তাব উপলক্ষে চিত্তাকর্ষক বক্তৃতার দ্বারা প্রিন্সের অতুলনীয় গুণাবলীর উল্লেখ এবং আনন্দ প্রকাশ করেন। প্রিন্স সেই সমিতিস্থলে বিনয়নম্রভাবে যে চিত্তহর বক্তৃতা করেন, তচ্ছ্রবণে সকলেই মোহিত হন। ইংলণ্ডের গৌরব, উন্নতি, শান্তি, এবং মঙ্গল সাধন এবং জগতের সকল জাতির শিল্পবিজ্ঞানের উৎকর্ষসাধনাশা তাঁহার হৃদয়ে যে অতীব প্রবল, তাহা সেই বক্তৃতার দ্বারা বিলক্ষণরূপে প্রকাশ পায়।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

১৭ই জুনে (১৮৫১ খৃঃ) বিদেশে খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারিণী সভার দেড়শত বার্ষিকী অধিবেশন এবং উৎসব উপলক্ষে ক্যাণ্টরবারির আর্চ্চ বিসপ প্রিন্সকে উক্ত অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। সেই সমিতিতে ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য অনেক উপনিবেশ হইতে বহুল খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারক সমবেত হন। প্রিন্স সেই অধিবেশনে যে বিশেষ বিজ্ঞতাব্যঞ্জক বক্তৃতা করেন, তাহাতে খৃষ্টধর্ম্মের সকল সম্প্রদায়ের লোকেই পরমতুষ্ট হন। প্রধান মন্ত্রী এ সম্বন্ধে ভারতেশ্বরীকে জ্ঞাপন করেন,—"অতীব আনন্দের সহিত কল্যকার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছি এবং সেই বক্তৃতা শুভময় ফলপ্রসূ হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে বিপদাবলীর মধ্যে * প্রত্যেক উক্তিই প্রশংসনীয়, যাহা বলা উচিত তাহা বলা হইয়াছে, এবং যাহা বিধেয় নহে, তাহা বলা হয় নাই।

* এই সময়ে রোমের পোপ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গোলযোগ উপস্থিত করেন।

দৃঢ় অধ্যবসায় এবং শ্রমশীল প্রিন্স এই বর্ষে এই মহাপ্রদর্শনীর জন্য সমধিক পরিশ্রম করিয়াও রাজ্য মধ্যে যখন যে কোন সাহিত্য-শিল্প-বিজ্ঞানোন্নতি-সাধক অনুষ্ঠান হয়, তখনই তাহাতে যোগ দান করেন। তিনি নিয়তই রাজধানীর প্রধান প্রধান চিত্রকরের চিত্রশালায় গমন এবং নাট্যাশালায় উপনীত হইয়া সুপ্রসিদ্ধ প্রধান প্রধান অভিনেতা এবং অভিনেত্রী ও নাট্যকারদিগকে উৎসাহিত করেন। এই বর্ষের এপ্রেল মাসে প্রিন্স রয়েল ইনষ্টিটিউসন নামক সমাজে সার চার্লস লায়েল এবং অধ্যাপক ফ্যারাডের বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় বক্তৃতা শ্রবণ, মে মাসে ভূতত্বসম্বন্ধীয় চিত্রশালিকা প্রতিষ্ঠা এবং পর মাসে সিটী কনজম্পসন হাসপাতালবাটীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এক কথায় যখন যে কোন স্থলে শুভানুষ্ঠান, যন্ত্র বা বিজ্ঞানসম্বন্ধে নবাবিষ্কার হইলেই প্রিন্স নিশ্চয়ই তথায় উপনীত হন। ৩রা জুলাইয়ে ইপস্উইচ নামক স্থানে ব্রিটিস এসোসিয়েসনের এক অধিবেশনে উপনীত হইয়া, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, ভূতত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে বিখ্যাত পণ্ডিতগণের প্রবন্ধপাঠ শ্রবণ এবং পর দিন তথায় রাজ্ঞী এলিজাবেথের বিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

৫ই জুলাই প্রিন্স প্রদর্শনীর কার্য্যাধ্যক্ষ-সমাজের এক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। তাহাতে প্রকাশ পায় যে, এক সপ্তাহে প্রদর্শনীর প্রবেশিকা পত্রিকা বিক্রয় দ্বারা ১০২৯৮০ টাকা আদায় হইয়াছে, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা কম। পরবর্ত্তী দুই সপ্তাহে ১৬০০০০ টাকা এবং আর এক সপ্তাহে ২২১৮৯০ টাকা আদায় হয়। এই সময়ে প্রদর্শনী নয় সপ্তাহ এবং তিনদিন মাত্র খোলা হইয়াছিল। আশা করা হয় যে, প্রবেশিকা পত্রিকা বিক্রয়সূত্রে সমধিক আয় বৃদ্ধি এবং সমস্ত ব্যয়বাদে সমধিক সংখ্যক অর্থ উদ্বৃত্ত হইবেক। এই উদ্বৃত্ত অর্থ কিরূপ কার্য্যে ব্যয় করা কর্ত্তব্য এই সময় হইতেই প্রিন্স তাহা নির্দ্ধারণ জন্য চিন্তিত হন। এই মহাপ্রদর্শনীর সফলতা স্মরণার্থ লণ্ডন নগরের করপোরেসন অর্থাৎ শান্তিরক্ষা এবং সৌষ্ঠব বর্দ্ধনার্থ সমবায়িত সমাজ গিল্ডহল নামক সাধারণাবাসে ৯ই জুলাইয়ে এক মহাভোজ এবং নৃত্যসভার অনুষ্ঠান করেন। ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স রজনী নয় ঘটিকার পর বাকিংহাম প্রাসাদ হইতে উক্ত স্থানে গমনকালে রাজপথে সমবেত দেশবিদেশীর লক্ষ লক্ষ লোক কর্ত্তৃক সাদরে মহানন্দধ্বনিসহ অভ্যর্থিত হইয়া উক্ত স্থানে উপনীত হন। উক্ত সমাজ কর্ত্তৃক বহু সহস্রমুদ্রা ব্যয়ে এই ভোজ এবং নৃত্যসভার অনুষ্ঠান

হয়। রজনী এক ঘটিকার পর রাজদম্পতী উক্ত স্থান হইতে প্রাসাদাভি-মুখে প্রত্যাগমনকালে সেই অধিক রজনীতেও রাজপথে পূর্ব্বাপেক্ষা বহু লক্ষ লোককে সমবেত, হর্ষ প্রকাশ এবং অভ্যর্থনা করিতে দেখিয়া বিস্মিত এবং অতীব আনন্দিত হন। প্রিন্স এসম্বন্ধে ব্যারণ ষ্টকমারকে লিখেন,—' নাগরিক ভোজ এবং নৃত্যসভা অতীব উজ্জ্বলতার সহিত সমাধা হইয়া গিয়াছে। প্রায় দশলক্ষ লোক রজনী তিন ঘটিকা পর্য্যন্ত রাজপথে দণ্ডায়মান থাকেন এবং আমাদিগের প্রতি বিশেষ আগ্রহের সহিত সম্মান প্রদর্শন করেন।'

১৮ই জুলাই উইণ্ডসর প্রাসাদের উদ্যান মধ্যে রয়েল এগ্রিকুলচ্যুরাল সোসাইটী অর্থাৎ রাজকীয় কৃষিসমাজের এক মহাভোজে প্রিন্স উপস্থিত থাকিয়া মনোরম বক্তৃতা করেন। ১৮ই জুলাই রাজদম্পতী পুনরায় মহাপ্রদর্শনী-স্থলে উপস্থিত হন। ভারতেশ্বরী ১৯এ জুলাই ব্যারণ ষ্টকমারকে লিখেন,—'লণ্ডন বাস্তবিক আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে, কারণ রাজমার্গ এবং উদ্যানসমূহ জনতায় পূর্ণ। অসংখ্য বিদেশীয় আগমন করিতেছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত একটীও কোনপ্রকারে শান্তিভঙ্গ হয় নাই।...১৫ই তারিখে একত্রে ৬১০০০ লোক প্রদ-র্শনীস্থলে সমবেত হন। উইণ্ডসরের পশুপ্রদর্শনী রমণীয় দৃশ্য প্রকাশ করিয়া-ছিল। কল্য ২।৩ সহস্র লোক একত্রে ভোজন করেন এবং তাহাতে প্রিন্সের বক্তৃতা উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি (প্রিন্স) কতই মহোচ্চরূপে সম্মানিত; সমস্তলোকেই ভাবিতেছেন যে, তিনি সকল শ্রেণির জন্যই চিন্তিত এবং সকলে-রই মঙ্গল কামনা করেন; ইহা কখনই তাহাঁরা বিস্মৃত হইবেন না।' ২০এ জুলাই প্রিন্স ষ্টকমারকে লিখেন,—' প্রদর্শনীর আয় বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি হই-তেছে, গত পরশ্ব পুনরায় দর্শকসংখ্যা ৭৪০০০ হইয়াছিল।' পর সপ্তাহে পারিসের সাধারণ-তন্ত্র সভা এই প্রদর্শনীর কার্য্যাধ্যক্ষদিগের সম্মানার্থ তিন দিন-ব্যাপী মহোৎসব করিয়া প্রিন্স এবং অপর সকলকে আমন্ত্রণ করেন। প্রদর্শনী সফল হওয়ায়, প্রিন্সকে পাছে লোকে তজ্জন্য গর্ব্বিত জ্ঞান করেন, এই জন্য প্রিন্স পারিসে গমন করেন না। ৮ই অক্টোবর হইতে রাজদম্পতী ল্যাঙ্কেসা-য়ার, ল্যাঙ্কেষ্টার, ম্যাঞ্চেষ্টার, লিবারপুল, সালফোর্ড, এবং বোল্টন প্রভৃতি স্থানসমূহে মহা সম্মানের সহিত অভ্যর্থিত হইয়া, ১১ই তারিখে উইণ্ডসরে প্রত্যাগত হন। এই সময়ে প্রকাশ পায় যে, সর্ব্ববিধায়ে প্রদর্শনীর মোট ৫০০০০০০ টাকা আয় হইয়াছে; এবং এ পর্য্যন্ত মোট ৬২০০০০০ লোক প্রদর্শ-

নীতে গমন করেন, অথচ একটীও দুর্ঘটনা হয় নাই। ১৪ই অক্টোবরে ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স শেষ প্রদর্শনী দর্শন করেন। এবং পরদিবস এক সমিতি করিয়া বহুসহস্র লোকের সমক্ষে জগতের যে যে স্থান হইতে যে যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট দ্রব্য উপস্থিত করেন, তাঁহাদিগকে স্বর্ণ এবং রৌপ্যপদক এবং প্রশংসাপত্র প্রদানপূর্ব্বক প্রদর্শনী বন্ধ করেন। এই অর্দ্ধবর্ষকালস্থায়ী মহা প্রদর্শনীর দ্বারা প্রিন্সের নাম যে, অক্ষয় হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

নানাবিধ কার্য্যে গুরুতর পরিশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত প্রিন্স আলবার্ট শ্রান্তিদূর জন্য ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের শেষে ভারতেশ্বরীর সহিত বাষ্পতরী আরোহণে অসবোরণ হইতে উপকূলবর্ত্তী কয়েকটী স্থান পরিদর্শনের পর ১০ই আগষ্টে বেলজিয়ম রাজ্যের অন্তর্গত এণ্টয়ার্প নামক স্থানে রাজা লিওপোল্ড কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া ৫ই আগষ্টে ইংলণ্ডাভিমুখে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে বাত্যা প্রবল হওয়ায় টারনিউসেন নামক স্থানে অবতীর্ণ হইয়া, উক্ত স্থান দর্শন করেন। ভারতেশ্বরী বেলজিয়মরাজকে জ্ঞাত করেন,—'পঞ্চম ঘটিকার সময় আমরা তথায় অবতরণ এবং অতীব বিচিত্র প্রাচীন-প্রণালী মত গঠিত স্প্রিংশূন্য যানারোহণে ভ্রমণ করি। অধিবাসিগণের বেশাদি দর্শনে তাহাদিগকে যেন দুইশত বর্ষের পূর্ব্বের লোক বলিয়া বোধ হয়। আমরা নিকটবর্ত্তী এক ভদ্রব্যক্তির গোলাবাটীতে গমন করি। একজন নাবিক অগ্রে গমন করিয়া, অধ্যক্ষদিগকে জিজ্ঞাসা করে যে, আমরা তাঁহাদিগের গোলাবাটী দর্শন করিতে পারি কি না? অনতিবিলম্বেই তাঁহারা আগমন করিয়া, আমাদিগকে অতীব সদয়ভাবে গ্রহণ করেন। তাঁহারা আমাদিগকে তাঁহাদিগের আলয়ে লইয়া যান; আলয় রমণীয়রূপে পরিষ্কৃত এবং মনোরমরূপে সজ্জিত। আমাদিগকে উপবিষ্ট হইতে এবং দুগ্ধপান করিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়া, বৃদ্ধারমণী সেই অভিপ্রায়ে কতিপয় কাচপাত্র আনয়ন করেন এবং আমরা সমস্ত দুগ্ধ পান করিলাম না ভাবিয়া স্কচদিগের ন্যায় দুঃখিতা হন। তাঁহারা পরে আমাদিগকে তাঁহাদিগের উদ্যান এবং গোশালা প্রদর্শন জন্য লইয়া যান, গ্রীষ্মকালে গোশালায় তাঁহারা শস্য সঞ্চিত করিয়া

রাখেন।' ইংরাজ রাজদম্পতী এই বিদেশীয় সামান্য কৃষকাবাসে অযাচিত হইয়া গমন এবং তাঁহাদিগের অকৃত্রিম প্রীতিসঞ্জাত অভ্যর্থনায় বিশেষ হৃষ্ট হইয়া, ১৮ই আগষ্টে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

২৯এ আগষ্টে প্রিন্স আলবার্টের জন্মতিথি দিবসে ভারতেশ্বরী নিজ মাতুল বেলজিয়মরাজকে লিখেন,—'প্রিয়তম মাতুল, আমি বিলক্ষণ জানি যে, আমার স্বামির ন্যায় প্রিয় এবং প্রশংসনীয় ব্যক্তিকে প্রাপ্ত সূত্রে অসীম অনুগৃহীত হইয়া আমি এবং জাতি (ইংরাজজাতি) আপনার নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী! তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া আমি কতদূর সুখিনী হইয়াছি, এবং আমি যে পরিমিত সুখের আশা করিতে পারি বা যে পরিমিত সুখের পাত্রী তাহাপেক্ষা কত অধিক সুখ আমার ভাগ্যে পতিত হইয়াছে, তাহা জগদীশ্বর জানেন। বাস্তবিক তিনি (প্রিন্স) প্রত্যেক বিষয়েই আশাতীত গুণ প্রকাশ করিতেছেন, তিনি সহস্রের মধ্যে একজন। তিনি অতীব নম্র, বিনয়ী, এবং সরল, এবং প্রত্যেক প্রকার স্বার্থছায়াশূন্য এবং তাঁহার মন আমাদিগের এই কঠিন সময়ের উপযুক্ত সদ্‌গুণাবলীসহ অতীব সৃজনক্ষমতাশালী। এই জাতি তাঁহাকে প্রিয় জ্ঞান করিতেছে, এবং দেশের জন্য তিনি যাহা যাহা করিয়াছেন, এবং প্রত্যহ—প্রতিমুহূর্ত্তে যাহা করিতেছেন, তাহা স্বীকার করিতেছে।' ১লা সেপ্টেম্বরে রাজপরিবার বালমোরালে উপনীত হন। প্রিন্স নিজ মন্তব্যগ্রন্থে বিবৃত করেন,—'সমস্ত নূতন কুটীর নির্ম্মাণ শেষ এবং গ্রামের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে।' প্রিন্স অনতিবিলম্বে নিজ প্রজাপুঞ্জের জন্য মানসন হাউস অর্থাৎ সাধারণ আবাস প্রস্তুতের সমস্ত আয়োজন করেন। প্রিন্স নিজ বিমাতাকে লিখেন,—'বালমোরাল সম্পূর্ণ উজ্জ্বলতাপূর্ণ এবং এই সম্পত্তি সম্পূর্ণ আমাদিগের অধিকৃত হওয়ায়, এখানকার প্রজারা অত্যন্ত তুষ্ট হইয়াছে।'

বালমোরালে অবস্থানকালে ভারতেশ্বরী সংবাদ প্রাপ্ত হন যে, মেং জন কামডেন নিল্ড নামক একজন সম্ভ্রান্ত ধনবান বারিষ্টার মৃত্যুকালে এক চরম দানপত্র লিখিয়া ভারতেশ্বরীকে নিজ বহুল সম্পত্তি অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। উক্ত দানপত্রের অছি বেডফোর্ডের আর্চ্চডিকন ডাক্তার টাটাম বালমোরালে আগমন করিয়া, ভারতেশ্বরীর হস্তে দানপত্র অর্পণ করেন। মৃত ব্যক্তির আত্মীয় কুটুম্ব কেহ না থাকাতেই তিনি ভারতেশ্বরীকে ইহা প্রদান করিয়া যান। ১৬ই সেপ্টেম্বরে বালমোরালে সংবাদ আইসে-যে, ইংলণ্ডের

প্রধান সেনাপতি বীরবর ডিউক অব ওয়েলিংটন প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এই সংবাদে রাজদম্পতী যে বিশেষ ব্যথিত হন, তাহা সহজেই অনুমেয়, কারণ ডিউক অব ওয়েলিংটন তৎকালে জগতের মধ্যে বীরশ্রেষ্ঠ রূপে গণ্য ছিলেন। অক্টোবর মাসে রাজপরিবার উইণ্ডসরে প্রত্যাগমন করেন। ডিউক অব ওয়েলিংটনের বিয়োগে ট্রিনিটী হাউসের মাষ্টার অর্থাৎ সর্ব্বাধ্যক্ষ-পদ শূন্য হওয়ায়, সর্ব্ববাদীর অভিমতানুসারে ২রা নবেম্বরে প্রিন্স আলবার্ট তৎপদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে অর্থাৎ ৭ই নবেম্বরে ফ্রান্সের সাধারণতন্ত্র শাসন প্রণালী তিরোহিত এবং প্রিন্স নেপোলিয়ন ফরাসী-সম্রাট উপাধি ধারণ করিয়া রাজতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠা করেন। সম্রাট প্রথম হইতে ইংলণ্ডীয় রাজপরিবারের সহিত মিত্রতা স্থাপন জন্য বিশেষ চেষ্টিত হন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই এপ্রেলে ভারতেশ্বরী বাকিংহাম প্রাসাদে নিরাপদে আর একটী পুত্র সন্তান প্রসব করেন। পরমহিতৈষী বেলজিয়মরাজ লিওপোল্ডের নামানুসারে রাজদম্পতী কর্ত্তৃক নব কুমারের প্রধান নাম প্রিন্স লিওপোল্ড রক্ষিত হয়। ইহাঁর অপর নাম জর্জ ডনকান আলবার্ট। ২৮এ জুনে দীক্ষা কার্য্য সমাধা হয়। এক্ষণে ইনি ডিউক অব আলবানী উপাধি ধারণ করিয়াছেন। ৪ঠা জুনে প্রিন্স ট্রিনিটী হাউসের বার্ষিক সাধারণ ভোজ-সভাধিবেশনে প্রথম সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া চিত্তমুগ্ধকর বক্তৃতা দ্বারা নব পদের গৌরব বৃদ্ধি করেন। প্রিন্স আলবার্ট ইংলণ্ডের নৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা, ধর্ম্ম, শিল্প এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় উৎকর্ষ সাধনাশার ন্যায় ইংলণ্ডের সৈন্য দলেরও উন্নতিকল্পে অন্যমনোযোগী হন না। তাঁহারই প্রস্তাবানুসারে চবহাম নামক স্থানে এক ক্রোশ বিস্তৃত শিবির স্থাপিত হয়। ১৪ই জুনে সৈন্য দল তথায় উপনীত হইলে, পরদিন প্রিন্স প্রধান সেনাপতির সহিত তথায় গমন করিয়া সমবেত সৈন্যদলের রণকৌশল এবং কৃত্রিম রণাভিনয় দর্শন করেন। বহু লক্ষ লোক এতদ্দর্শনার্থ তথায় সমবেত হন। এইরূপ রণাভিনয় দ্বারা সৈন্যদলের রণকৌশল শিক্ষার বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়াই প্রিন্স ইহার প্রস্তাব করেন। প্রিন্স প্রথম দিন সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইয়া

রণাভিনয়ে লিপ্ত হন না বটে, কিন্তু ২৪এ জুনে পুনরায় উক্ত অভিনয় হইলে তাহাতে সবিশেষরূপে ব্যাপৃত হন।

উপর্য্যুপরি কয়েক দিন ক্রমাগত বারি বর্ষণ হওয়ায়, প্রান্তরস্থ বিস্তৃত বস্ত্রাবাসাবলী ভয়ানকরূপে আর্দ্র হইয়া উঠে, এই সূত্রে প্রিন্স কফাক্রান্ত হন। সুতরাং তিনি পরবর্ত্তী কয় দিন সৈন্যদলের সহিত যোগ দান করিতে সমর্থ হন না বটে, কিন্তু ৪ঠা আগষ্টে আরোগ্যলাভের পর পুনরায় ভারতেশ্বরীর সহিত তথায় গমন পূর্ব্বক সৈন্যদলের সহিত মিলিত হন। প্রিন্স নিজে এক সৈন্যদলের নায়ক ছিলেন; এই দিনকার মহারণাভিনয়কালে তিনি সেই সৈন্যদলসহ অভিনয়ে লিপ্ত হন। ২০এ আগষ্ট এই শিবির ভঙ্গ হয়। ভারতেশ্বরী বেলজিয়মরাজকে লিখেন যে,—'একমাত্র প্রিন্সের দৃঢ় অধ্যবসায়, শ্রম এবং যত্ন দ্বারা সৈন্যদলের এবং রণতরী সমূহের সমধিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এই শিবির স্থাপন এবং সৈন্যদলের রণকৌশল শিক্ষার একমাত্র মূল তিনি। এই অনুষ্ঠানের সফলতার জন্য তিনি কিছু মাত্র প্রশংসা প্রত্যাশা করেন না; সাধারণ্যে মঙ্গল হইলেই তিনি প্রীত হন।'

সৈন্যদলের উপরোক্ত রণাভিনয়ানুষ্ঠানের ন্যায় প্রিন্সের প্রস্তাবমত ১১ই আগষ্টে স্পিটহেড নামক স্থানে ইংলণ্ডের রণতরী সমূহের পরীক্ষা এবং অভিনয় হয়। এতদুপলক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক, মহাসভা পার্লিয়ামেণ্টের উভয় বাটীর সভ্যগণও সমুপস্থিত হন। এতাধিক সংখ্যক রণতরীর একত্র সমিতি কোন কালে দৃষ্ট হয় নাই, সুতরাং এতদ্দর্শন জন্য স্বতই লোকের মনে কৌতূহল উপস্থিত হয়। ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স রাজবাষ্পতরী আরোহণে দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ রণতরীর মধ্য দিয়া অগ্রসর হন। প্রায় দেড় ক্রোশ পর্য্যন্ত নদীবক্ষ এই সমস্ত রণতরীর দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া যায়। নৌযুদ্ধ দর্শনে প্রত্যেকেই বিস্মিত, স্তম্ভিত এবং বিমোহিত হন। প্রিন্স ব্যারণ ষ্টকমারকে লিখেন,—'মহান জলযুদ্ধাভিনয় সমাধা হইয়া গিয়াছে, এবং যতদূর পর্য্যন্ত আশা করা যাইতে পারে, তাহা তদাতিরিক্ত সফলতা প্রদর্শন করিয়াছে। বিরাটাকার রণতরী সমূহ—তন্মধ্যে ডিউক অব ওয়েলিংটন নামক ১৩১ কামানবাহী (কোন এক জাহাজেই এ পর্য্যন্ত এতাধিক কামান দৃষ্ট হয় নাই) রণতরী পালি ব্যতীত কেবলমাত্র স্ক্রুযোগে বায়ু এবং জোয়ারের বিরুদ্ধে ঘণ্টায় সার্দ্ধ পাঁচ ক্রোশ পর্য্যন্ত চালিত হয়! এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত জলযুদ্ধের মধ্যে ইহাই

সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তন।... আমাদিগের একরূপ রণতরী সমুদ্রে ১৬ খানি আছে এবং দশ খানির নির্ম্মাণ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। ফ্রান্সের একরূপ তরী কেবল দুই খানি আছে, অন্য কোন জাতির এক খানিও নাই। বৃহস্পতিবারে ৩০০ তরী ও ১০০০০০ লোক একত্রে সমবেত হন। রণতরী সমূহে মোট ১১০০ কামান এবং ১০০০০ সৈন্য ছিল।' পূর্ব্ব বর্ষে প্রকাশ পায় যে, ইংলণ্ড পরাক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার উপযুক্ত আয়োজনসম্পন্ন নহে, ইহা জানিয়াই প্রিন্স নিজে প্রধান উদ্যোগী হইয়া রণতরী বিভাগের এই মহান উন্নতি সাধন করেন। জলযুদ্ধে ইংরাজ জাতি জগতের সকল জাতি অপেক্ষা বহুশতবর্ষ হইতে শ্রেষ্ঠ, ইহা পাঠকগণের অজ্ঞাত নাই, কিন্তু প্রিন্স আলবার্ট যে সেই শ্রেষ্ঠতা সমধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করেন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। ২৭এ আগষ্ট (১৮৫৩ খৃঃ) ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স পুনরায় আয়ার্ল্যাণ্ড ভ্রমণে গমন করেন। ২৯এ তারিখে রাজদম্পতী ডবলিনের শিল্পপ্রদর্শনীতে উপস্থিত হইয়া মহাসম্মানের সহিত গৃহীত হন।

ষড়বিংশ অধ্যায়।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারি রাজদম্পতীর বার্ষিকী পরিণয়োৎসব উপলক্ষে উইণ্ডসর প্রাসাদে একটী অতি মনোরম অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। প্রুসীয়-রাজদূত ব্যারণ বানসেনের স্ত্রী এতৎ সম্বন্ধে লিখেন,—'আমরা রাজ্ঞী এবং প্রিন্সের অনুসরণ পূর্ব্বক একে একে অনেকগুলি বৃহৎ বৃহৎ কক্ষ অতিক্রম পূর্ব্বক শেষে এক বিস্তৃত গৃহে উপস্থিত হইয়া লম্বমান লোহিত যবনিকা দেখিতে পাই। বার্ষিকী পরিণয়োৎসব উপলক্ষে রাজ্ঞীকে চমৎকৃত করিবার জন্য রাজসন্ততিগণ চারিটী ঋতুরূপে অভিনয় শিক্ষা করেন এবং তৎপ্রদর্শন জন্য অলতিবিলম্বে যবনিকা উত্তোলিত হয়। সর্ব্বপ্রথমে প্রিন্সেস এলিস (ভারতেশ্বরীর মৃতা মধ্যমা কুমারী) বসন্ত ঋতুরূপে চতুর্দ্দিকে ফুলফুলরাজি বর্ষণ এবং টমসন-প্রণীত ঋতু নামক গ্রন্থ হইতে কবিতাবৃত্তি করিতে করিতে উপনীত হন; তিনি অতি মধুর গতিতে আগমন এবং মধুর তানে বিশুদ্ধভাবে প্রীতিপ্রদরূপে আবৃত্তি করেন; তাঁহার স্বরের মাধুর্য্য এবং আকর্ষণী শক্তি রাজ্ঞীর ন্যায়, পুনরায় যবনিকা পতিত এবং দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইলে,

প্রিন্সেস রয়েল (জ্যেষ্ঠা কুমারী) গ্রীষ্ম ঋতুরূপে আবির্ভূতা হন, প্রিন্স আর্থার (ভারতেশ্বরীর তৃতীয় কুমার—বর্ত্তমান ডিউক অব কনাট) যেন দারুণ গ্রীষ্মে এবং কৃষিকার্য্যে ক্লান্ত হইয়া, শুষ্কপত্রোপরি শয়ন করিয়া থাকেন। পুনরায় দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইলে, প্রিন্স আলফ্রেড (মধ্যম কুমার, বর্ত্তমান ডিউক অব এডিনবর্গ) শিরে দ্রাক্ষালতার মুকুট, এবং অঙ্গে ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়া, হেমন্ত ঋতুরূপে উপস্থিত হন,—ইহা দেখিতে অতি চমৎকার হইয়াছিল। তৎপরে শীত ঋতুর দৃশ্য—প্রিন্স অব ওয়েলস্ (ভারতের ভাবী সম্রাট) বরফাচ্ছন্ন (দেখিতে ঠিক সেইমত) বেশ পরিধানপূর্ব্বক আবির্ভূত হন এবং সুন্দরী বালিকা প্রিন্সেস লুইসি (চতুর্থ কুমারী) শীতবস্ত্রে দেহাচ্ছাদিত করিয়া অগ্নি প্রজ্বলনে ব্যস্ত থাকেন; প্রিন্স অব ওয়েলস্ (অপর সকলের ন্যায়) টমসনের গ্রন্থের (অনধিক ভাবে পরিবর্ত্তিত) কবিতাবৃত্তি করেন। পরে শেষ দৃশ্য—সমগ্র ঋতু একত্র সংমিলিত হন, এবং তাঁহাদিগের বহুল পশ্চাতে উচ্চাসনে প্রিন্সেস হেলেনা (তৃতীয়া কুমারী) এতদুপলক্ষে রচিত কবিতাবৃত্তি করিয়া রাজ্ঞী এবং প্রিন্সকে আশীর্ব্বাদ করেন।' এই কয়পংক্তি পাঠ করিলে সহজেই অনুভব করিতে পারা যায় যে, এই সময় রাজপরিবার কিরূপ স্বর্গীয় বিশুদ্ধ আনন্দময় ছিল!

এই সময়ে ইয়ুরোপখণ্ডের রাজনৈতিক গগণে ঘনকৃষ্ণজলদজাল সমুদিত হইয়া প্রতিক্ষণে মহা সংঘর্ষণ উপস্থিত করিবার লক্ষণ প্রদর্শন করে। রুসীয়া এই সময়ে তুরস্করাজ্য আত্মসাৎ করিবার জন্য উদ্যত, শেষ উভয়ের মধ্যে মহা সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। এই সূত্রে প্রিন্স আলবার্ট বৈদেশিক রাজনীতি লইয়া বিশেষ ব্যস্ত হন। পূর্ব্বসন্ধি অনুসারে ফ্রান্স এবং ইংলণ্ড একমত হইয়া রুসীয়ার বিরুদ্ধে তুরস্কে সৈন্য প্রেরণ করেন। প্রুসীয়া নিরপেক্ষ নীত্যবলম্বন এবং অষ্ট্রীয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ইতস্ততঃ করেন। পরে মহা সমরের পরে ইংরাজসৈন্যদল রুসসৈন্যদলকে পরাস্ত, বিধ্বস্ত এবং বিতাড়িত করিয়া, শেষ শিবাষ্টপুল অধিকার করেন। ইহারই নাম বিখ্যাত ক্রিমিয়ার সমর। এই সমরে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, তুরস্ক এবং রুসীয়া, এই চারিজাতির বহুলক্ষ সৈন্য হতাহত, এবং দারুণশীতে ও মড়কেপ্রাণত্যাগ করে। দীর্ঘকালস্থায়ী সমরের পর ইংরাজসৈন্য জয়লক্ষ্মীর আলিঙ্গন প্রাপ্ত হইলে, রুসীয়ার সহিত সন্ধিবন্ধন হয়। কিন্তু যতদিন এই চিরস্মরণীয় সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, ততদিন কিসে ইংলণ্ডের জয় হইবে, এই চিন্তায় প্রিন্স নিতান্ত উৎকণ্ঠিত এবং

মন্ত্রিগণের সহিত প্রতিনিয়ত মৎপরামর্শে নিযুক্ত থাকেন। এই বর্ষের ১৩ই মে ভারতেশ্বরী নিজ স্বামির নামানুসারে একখানি নবনির্ম্মিত বৃহৎ রণতরীর নাম "রয়েল আলবার্ট" রক্ষা করেন।

২১এ জুনে, (১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ) প্রিন্স আলবার্ট ট্রিনিটী হাউসের বার্ষিক ভোজসভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া, নিজ অভ্যস্ত সারযুক্ত বক্তৃতা করিয়া সকলকে বিমোহিত করেন। ক্রিমিয়ার সমর উপলক্ষে ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যে বিশেষ মিত্রভাব সমুদ্ভব হওয়ায়, ফরাসী-সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন (এক্ষণে মৃত) ইংরাজ রাজপরিবারের সহিত আত্মীয়তা বৃদ্ধির জন্য ব্যস্ত হন। সম্রাট বলোন এবং সেণ্ট ওমার নামক স্থানে গ্রীষ্মকালে ১০০০০০ সৈন্য সমবেত পূর্ব্বক রণাভিনয় প্রদর্শন প্রস্তাব করিয়া, তদ্দর্শন জন্য প্রিন্স আলবার্টকে বিশেষ প্রীতিপূর্ণ পত্র দ্বারা আমন্ত্রণ করিলে, প্রিন্সও হৃদয়গ্রাহী পত্র দ্বারা সেই আমন্ত্রণ স্বীকার করেন।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

ফরাসী-সম্রাটের আমন্ত্রণ রক্ষার্থ প্রিন্স আলবার্ট ৪ঠা সেপ্টেম্বরে (১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ), বেলা ১০টার সময় বলোনে উপনীত হইলে, সম্রাট কর্তৃক সাদরে গৃহীত হন। পারিসস্থ ইংরাজ রাজদূত লর্ড কাউলি লর্ড ক্ল্যারেণ্ডনকে এক পত্রে লিখেন,—'সম্রাট তরীতে গমন করিতে মনন করেন, কিন্তু প্রিন্স পূর্ব্বেই তাঁহার নিকট উপনীত হন। আমরা তীরে গমনকালে সম্রাটকে অত্যন্ত বিচলিত দেখিয়াছিলাম, (আমি এই প্রথম তাঁহাকে এই মত দেখি) এবং ডিউক অব নিউক্যাসেল আমাকে জ্ঞাত করেন যে, ইংলণ্ড তাঁহার (সম্রাটের) প্রতি অকৃত্রিম মিত্রতার এই যে নবীন প্রমাণ প্রদর্শন করিলেন, সম্রাট তাহা আনন্দের সহিত স্বীকার করেন এবং তৎকালে তাঁহার নেত্রে অশ্রুবিন্দু দৃষ্ট হয়।' প্রিন্স ভারতেশ্বরীকে একখানি পত্র মধ্যে লিখেন,—'সম্রাট ঘাটে আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার যানে লইয়া আমাকে নগরের পার্শ্বে রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট এক হোটেলে আনয়ন করেন; ইহা আমার জন্য ভাড়া লওয়া হইয়াছে।···যাঁহারা নিকট দণ্ডায়মান ছিলেন এবং যাঁহারা তাঁহাকে উত্তমরূপে জানেন, তাঁহারা যেমন বলিতেছেন, যদি তাহা বিশ্বাস করি,—তাহা

হইলে সম্রাট অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন। তিনি সদয় এবং অকপট, এই আগমন তাঁহার পক্ষে অতীব আনন্দের কারণ হইতে অসমর্থ হইবে না।'

এই দিন বেলা চতুর্থ ঘটিকার সময় প্রিন্স সম্রাটের সহিত উক্ত স্থান হইতে আড়াই ক্রোশ দূরবর্ত্তী ডিউন্স নামক স্থানে এবং পরদিন ষোড়শ ক্রোশ দূরবর্ত্তী সেণ্ট ওমার নামক স্থানে সৈন্যদলের রণাভিনয় দর্শনে সমস্ত দিবস অতিবাহিত করেন। ৭ই তারিখে সম্রাট প্রিন্সকে লইয়া নিজ অশ্বশালায় গমনপূর্ব্বক উভয়ে উভয়ের অশ্বপরিবর্ত্তন করিয়া দৃঢ় মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হন। মহাসমাদরে অভ্যর্থিত এবং উভয়ে উভয়ের প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া, প্রিন্স ৮ই সেপ্টেম্বরে ইংলণ্ডাভিমুখে প্রত্যাগমন করেন। প্রিন্স প্রত্যাগত হইয়া সম্রাটকে যে পরম প্রীতিপূর্ণ পত্র লিখেন, তাহার একস্থলে বিবৃত,—'আমি তথায় যে কয়দিন অতিবাহিত করিয়াছি, সেই স্মৃতি এবং আপনি যেরূপ বিশ্বস্ত অকৃত্রিমরূপে আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন, তাহা কখনই আমার চিত্ত হইতে অপসারিত হইবে না।' প্রিন্স বিদায়কালে ফরাসী-সম্রাট এবং তদীয় মহিষীকে ইংলণ্ডে আগমন জন্য আমন্ত্রণ করিলে, সম্রাট আনন্দের সহিত তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মতি দান করেন। সম্রাট নেপোলিয়ন ভারতেশ্বরীকে প্রিন্স সম্বন্ধে লিখেন,—'আপনাকে সম্পূর্ণ অকপটভাবে জ্ঞাত করিতেছি যে, এরূপ প্রাজ্ঞ—চিত্তাকর্ষণগুণবিশিষ্ট এবং গভীরশিক্ষাসম্পন্ন প্রিন্সের সহিত কয়েক দিবস অতিবাহন দ্বারা আমি কতই সুখী হইয়াছি।' পারিসস্থ ইংরাজ রাজদূত লর্ড কাউলি লর্ড ক্ল্যারেণ্ডনকে লিখেন,—'গত রজনীতে প্রিন্স শয়নকক্ষে গমন করিলে সম্রাট আমাকে বলেন, মহামান্যবরের (প্রিন্সের) সহিত কথোপকথন দ্বারা তিনি যে কতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছেন তাহা বাক্যাতীত।... সম্রাট অপর সকলকে এসম্বন্ধে কি বলেন, আমি তাহা জানিতে চেষ্টা করি এবং আমি আপনাকে জ্ঞাত করিতেছি যে, তিনি আমার নিকট যেরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা তদপেক্ষা সন্তোষজনক।' লণ্ডনস্থ ফরাসী রাজদূত, কাউণ্ট ওয়ালিউস্কী লর্ড ক্ল্যারেণ্ডনকে জ্ঞাত করেন,—'প্রিন্স সম্বন্ধে সম্রাট আগ্রহের সহিত মতবাদ প্রকাশ করেন; বলেন যে, তাঁহার জ্ঞানের মধ্যে তিনি এরূপ নানাবিধ বিষয়ে বিজ্ঞ এবং গভীরজ্ঞানসম্পন্ন কোন ব্যক্তির সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন নাই।' কাউণ্ট ওয়ালিউস্কী কয়েক সপ্তাহ পরে বেলজিয়মের রাজদূতের সহিত প্রিন্স সম্বন্ধে যে কথোপকথন করেন, বেলজিয়ম-রাজদূত তাহা লিখিয়া

রাখেন। বর্ত্তমান বেলজিয়মরাজ তাহা প্রদান করিয়াছেন। বেলজিয়ম-রাজদূত ব্যক্ত করেন যে,—'আমার চক্ষে প্রিন্স বর্ত্তমান সময়ের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।' ফরাসী দূত উত্তর দেন,—'ঠিক অবিকল এই কথাগুলি (ফরাসী) সম্রাট ব্যক্ত করিয়াছেন।'

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রেলে ফরাসী-সম্রাট নেপোলিয়ন নিজ মহিষীর সহিত ইংলণ্ডে উপনীত হইবেন, পূর্ব্বে এমত প্রকাশ করায়, তাঁহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য উইণ্ডসর প্রাসাদ অতি রমণীয়রূপে সজ্জিত হয়। ঘটনাক্রমে ১৩ই এপ্রেলে ভূতপূর্ব্ব ফরাসীরাজ মৃত লুইস ফিলিপের মহিষী মেরি আমেলি উইণ্ডসরে ভারতেশ্বরীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। ভারতেশ্বরী এই দিন নিজ মন্তব্য পুস্তকে লিখেন,—'তাঁহাকে (রাজ্ঞী আমেলিকে) অতি ক্ষুদ্র ডাকের অশ্বচালিত সামান্য যানে গমন করিতে দেখিয়া, এবং তিনি এক সময়ে ফরাসীদিগের রাজ্ঞী ছিলেন, ইহা চিন্তা করিয়াও ছয় বর্ষ অতীত হইল তাঁহার স্বামী যেরূপ ঐশ্বর্য্য এবং সমুজ্জ্বল পারিষদবেষ্টিত ছিলেন, অদ্য হইতে তিন দিন পরে তাঁহার (লুইস ফিলিপের) স্থলাধিকারী সেইভাবে বেষ্টিত হইয়া আসিবেন, ইহা ভাবিলে আমাদিগের উভয়েরই পক্ষে পরিতাপ উপস্থিত হয়।' ১৬ই এপ্রেলে সম্রাট নিজ মহিষী, অমাত্য এবং পারিষদবর্গে বেষ্টিত হইয়া, লণ্ডন নগরে মহাসমাদরে সম্বর্দ্ধিত এবং সেই দিনই উইণ্ডসরের রাজপ্রাসাদে অতীব সম্মানের সহিত গৃহীত হন। মহামান্যা ভারতেশ্বরী লিখেন,—'কিরূপ অবর্ণনীয় মানসিকভাবে আচ্ছন্না হইয়াছিলাম,—তৎ সমস্ত আমি কিরূপ অত্যাশ্চর্য্য স্বপ্নের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলাম, তাহা আমি বলিতে পারি না। আমি অগ্রসর হইয়া সম্রাটকে আলিঙ্গন করিলাম, তিনি প্রথমে আমার করচুম্বন করিয়া, শেষ আমার দুই গণ্ড চুম্বন করেন। পরে আমি নম্রস্বভাবা সুন্দরী এবং অতীব বিহ্বলা মহিষীকে আলিঙ্গন করি।' ভোজনকালে সম্রাটের সহিত যে কথোপকথন হয়, তৎসম্বন্ধে ভারতেশ্বরী লিখেন,—'তিনি (সম্রাট) অতীব ধীর, তাঁহার স্বর নম্র এবং মধুর। সম্রাট বলেন যে, অষ্টাদশবর্ষ পূর্ব্বে আমি যে দিন প্রথম পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার অবকাশ প্রদান জন্য গমন করি, তিনি সেই দিন আমাকে প্রথম দর্শন করেন, এবং আমার ন্যায় অল্পবয়স্কাকে সেই পদস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে গভীর ভাবাঙ্কিত হয়। তিনি আরও বলেন, ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ১০ই এপ্রেলে তিনি

লণ্ডনে অতিরিক্ত প্রহরীরূপে নিযুক্ত হন * এবং আমি তাহা জ্ঞাত আছি কি না, সেই প্রশ্ন করেন।'

এই সময়ে ইংরাজ এবং ফরাসী-সৈন্য একত্র মিলিত হইয়া ক্রিমিয়ায় রুসীয়ার বিরুদ্ধে মহাসমর করিতেছিল। প্রিন্স আলবার্ট এই সুযোগে সম্রাটের সহিত তৎসম্বন্ধে সুপরামর্শ করিয়া, উভয় জাতীয় অমাত্যগণের সহিত উইণ্ডসর প্রাসাদে এক শুভ মন্ত্রণাসভায় সমরে কিরূপ নীত্যবলম্বন প্রয়োজনীয় তাহা স্থির করিতে নিযুক্ত হন'। প্রিন্সের অমায়িকতা, সৌজন্যতা, গভীর জ্ঞান, প্রগাঢ় রাজনীতিজ্ঞতা, এবং উদারহৃদয়তার আরও প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া সম্রাট মুক্তকণ্ঠে বারম্বার প্রসংশাবাদ করিয়া, ২১এ এপ্রেলে বিদায় গ্রহণ করেন। বিদায়কালে ইংরাজ রাজদম্পতীকে পারিসে গমন করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়া যান।

ফরাসী-সম্রাটের আমন্ত্রণ রক্ষার জন্য ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স নিজ জ্যেষ্ঠ কুমার, জেষ্ঠা কুমারী, এবং কতিপয় পারিষদসহ ১৮ই আগষ্ট (১৮৫৫ খৃঃ) "ভিকটোরিয়া এবং আলবার্ট" নামক নবনির্ম্মিত বাষ্পতরী আরোহণে ফ্রান্সে গমন করেন। সম্রাট এবং ফরাসীজাতি এতদুপলক্ষে পারিস নগরীকে অমরাবতীর ন্যায় সুসজ্জিত করিয়া অকৃত্রিমভাবে ইংরাজ রাজদম্পতীকে সমধিক সম্মানের সহিত গ্রহণ করেন। এই অভ্যর্থনা সম্বন্ধে ভারতেশ্বরী স্বমন্তব্য পুস্তকে বিবৃত করেন,—'দীপালোকমালা, উল্কা, তোপধ্বনি, রণবাদ্য এবং আনন্দকোলাহলের মধ্য দিয়া আমরা প্রাসাদে উপনীত হই।... আমি একেবারে দিশাহারা—বিমোহিত হই...সমস্তই কি রমণীয়!'

ফরাসী-সম্রাট তৃতীয় নেপালিয়ন ইংরাজ রাজদম্পতীর সম্মানার্থ ভোজ, নৃত্যসভা, অভিনন্দন দান, নাটকাভিনয়, দরবার, অগ্নিক্রীড়া, আলোক-দান, সৈন্যদলের রণাভিনয়, এবং মৃগয়া প্রভৃতি সমস্তবিধ অনুষ্ঠান করেন।

* সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন সে সময়ে সামান্যভাবে লণ্ডনের কিং ষ্ট্রীটের এক বাটীতে বাস করিতেন। উক্ত দিবস লণ্ডনের চার্টিষ্ট নামক বহুসহস্র বিদ্রোহী মহাবিপ্লব উপস্থিত করিবে, এমত প্রকাশ হওয়ায়, সেনাপতি ডিউক অব ওয়েলিংটন সৈন্যদলকে সজ্জিত করিয়া রাখেন এবং লণ্ডনের সমগ্র সম্ভ্রান্ত রাজভক্ত অধিবাসী স্বেচ্ছামত সেই দিন প্রহরিতায় নিযুক্ত হন। সম্রাটও সেই মত প্রহরিতা করেন। সৌভাগ্যক্রমে বিদ্রোহীদল অবস্থা বুঝিয়া পলায়ন করে।

ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স পারিস এবং উপনগরের নানাস্থান পরিদর্শনের মধ্যে বিখ্যাত বীর নেপোলিয়ন বোনাপার্টীর সমাধিস্থলেও সম্রাটের সহিত গমন করেন। ভারতেশ্বরী তৎসম্বন্ধে লিখেন,—'ইংলণ্ডের ভয়ঙ্কর শত্রুর সমাধির নিকট—যে রাজা তাঁহাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন, এবং যিনি অতীব প্রবল প্রতাপের সহিত তাঁহাকে দমন করেন, আমি সেই রাজার পৌত্রী, তাঁহার (নেপোলিয়ন বোনাপার্টীর) ভ্রাতুষ্পুত্র তৃতীয় নেপোলিয়নের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হই, এবং এই ভ্রাতুষ্পুত্র যিনি তাঁহার নাম ধারণ করেন, তিনিই এক্ষণে আমার প্রিয়তম মিত্র!"

ইংরাজ রাজদম্পতীর পারিস গমনের স্মরণার্থ চিহ্নস্বরূপ তথাকার মিউনিসিপালিটী রাজধানীর একটী প্রধান বর্ত্মের নাম "ভিকটোরিয়া ষ্ট্রীট" রক্ষা করেন। নয় দিবস কাল পারিসে মহাসমাদরে অবস্থানপূর্ব্বক ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স পুত্রকন্যা ও অনুচরবর্গের সহিত ২৭এ আগষ্ট স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হন। পারিসে অবস্থানকালে প্রিন্স তথাকার সমস্ত শিল্প, বিজ্ঞান এবং শিক্ষা সম্বন্ধীয় সমাজে, চিত্রশালিকায় এবং প্রদর্শনীতে উপস্থিত হইয়া বুধমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

পারিস পরিদর্শনের পর ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স ৭ই সেপ্টেম্বরে (১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ) বালমোরালে উপনীত হন। বালমোরালের নূতন প্রাসাদ নির্ম্মাণ এই সময়ে সমাপ্ত হওয়ায়, রাজদম্পতী প্রাচীন প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া এই নবীন প্রাসাদে গমন করেন। ভারতেশ্বরী লিখেন,—'নবীন বাটী অতি রমণীয়··· আমরা বৃহৎ কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র মঙ্গলকামনায় একটী প্রাচীন পাদুকা আমাদিগের গাত্রে নিক্ষিপ্ত হয়।' যে দিন এই নবীন প্রাসাদে ভারতেশ্বরী প্রবিষ্টা হন, সেই দিন ক্রিমিয়ার সমরক্ষেত্র হইতে সংবাদ আইসে যে, ইংরাজ-সৈন্যদল রুস-সেনাগণকে পরাস্ত, বিধ্বস্ত, এবং বিতাড়িত করিয়া শিবাষ্টপুল অধিকার করিয়াছেন।

ভারতেশ্বরীর জ্যেষ্ঠাকন্যা প্রিন্সেস রয়েল এই সময়ে বিবাহোপযুক্তা হওয়ায়, ইংরাজ রাজদম্পতী সুপাত্রের জন্য চিন্তিত হন, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ এই

সময়ে প্রুসীয়ার রাজানুজ প্রিন্স উইলিয়মের (বর্ত্তমান জর্ম্মাণ সম্রাট) পুত্র প্রিন্স ফ্রেডরিক উইলিয়ম (জার্ম্মানির বর্ত্তমান যুবরাজ) পাত্রস্বরূপে বাল-মোরাল প্রাসাদে উপনীত হন। তাঁহার জনক জননী এই পরিণয় জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ এবং প্রুসীয়রাজও সম্মতি জ্ঞাপনে বিলম্ব করেন না। ২১এ সেপ্টেম্বরে (১৪৫৫ খৃঃ) প্রিন্স আলবার্টের বামস্কন্ধে বাতরোগ উপস্থিত হয়। কয়েক দিন ক্লেশ ভোগের পর সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন। ২৯এ সেপ্টেম্বরে পাত্র এবং পাত্রী উভয়ে বিশুদ্ধ প্রেমে আবদ্ধ হইয়া, ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্সের নিকট মনোবাসনা প্রকাশ করিলে * সেই দিনই পরিণয় সম্বন্ধ স্থির হয়, কিন্তু প্রিন্স ফ্রেডরিক উইলিয়ম তৎকালে নাবালক থাকায় কিছু দিনের জন্য বিবাহ স্থগিদ থাকে।

এই সময়ে ক্রিমিয়ার সমর সম্বন্ধীয় নানাবিধ গুরুতর রাজনৈতিক প্রশ্ন লইয়া প্রিন্স বিশেষ ব্যস্ত থাকিলেও ২২এ নবেম্বরে বার্ম্মিংহাম এবং মিডল্যাণ্ড ইনষ্টিটিউট নামক শিল্পবিজ্ঞানশিক্ষাসমাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং টাউন হলে সাধারণ মহাভোজসভায় এক বক্তৃতা করেন। এই সভায় বহুল শিল্প-বিজ্ঞানবিদ এবং নীতিজ্ঞ বাগ্মীদল উপস্থিত থাকিয়া, প্রিন্সের বক্তৃতা শ্রবণে বিস্মিত হন। সংবাদপত্র সমূহও এই বক্তৃতার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে থাকেন। প্রিন্স এ সম্বন্ধে ষ্টকমারকে লিখেন,—'ইহা যথেষ্ট সফলতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সমধিক পরিমাণে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।'

নবেম্বর মাসে (১৮৫৬ খৃঃ) ভারতেশ্বরীর ভ্রাতা প্রিন্স লিনিঙ্গেনের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া রাজপরিবার অতীব শোকার্ত্ত হন। ভারতেশ্বরী নিজ ভ্রাতার বিয়োগে নিজ মাতুল বেলজিয়মরাজকে লিখেন,—'ও প্রিয়তম মাতুল, এ আঘাত অতীব গুরুতর, আমার শোক অতীব প্রবল। আমি আমার প্রিয়তম ভ্রাতা—একমাত্র ভ্রাতাকে অতীব স্নেহের সহিত ভাল বাসিতাম। আপনিও তাঁহাকে ভাল বাসিতেন; আপনি জানেন, তিনি কিরূপ

* ইংরাজ যুবকযুবতী এইরূপে স্বেচ্ছামত পতিপত্নী মনোনীত করিয়া পরিণয়ের জন্য পিতামাতার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া থাকেন। পাত্র বা পাত্রী অযোগ্য হইলে পিতামাতা অসম্মতি জ্ঞাপন এবং প্রথমেই ব্যাঘাত দান করেন। মনোনয়ন কার্য্যের পর বিবাহ-প্রতিজ্ঞা করিয়া বিবাহ না করিলে, পাত্রী প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের জন্য বিচারালয়ে ক্ষতি পূরণের নিমিত্ত অনুযোগ উপস্থিত করিতে পারেন।

প্রিয় সহচর ছিলেন।...জননী ভয়ঙ্কররূপে শোকাচ্ছন্না হইয়াছেন।' এই সময়ে প্রিন্স ইংলণ্ডীয় সৈন্যদলের নায়কগণের বিদ্যাশিক্ষা জন্য নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করেন। যাহাতে সেনানায়কগণ অগ্রে সাধারণ বিদ্যালয়ে বিশেষ রূপে শিক্ষিত হইয়া, পরে সামরিক বিদ্যাবিষয়ে শিক্ষা দ্বারা সর্ব্বপ্রকারে দক্ষ হন এই উদ্দেশ্যেই এই নবীন প্রণালী অনুষ্ঠিত হয়।

এক মাত্র পরোপকার এবং লোকহিতসাধনই প্রিন্স আলবার্টের জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এক পত্র মধ্যে প্রিন্স লিখেন,—'আমি অন্তঃকরণের সহিত সকল মনুষ্যেরই শুভকামনা করিয়া থাকি, কখনও তাহাদিগের হিত ব্যতীত অশিব সাধন করি নাই, ইহাতেই আমি বিবেকবুদ্ধির সহিত আত্মাকে তুষ্ট রাখিব, এবং মূলতঃ সত্য এবং ন্যায়ের সহিত আমি দণ্ডায়মান থাকিব।' প্রিন্সের এই উক্তি—এই নীতি মনুষ্যমণ্ডলীর অশেষ হিতসাধন করিয়া, তাঁহার নিজের অসীম যশ বিস্তার করিয়াছে। তাঁহার জীবনের পক্ষে ইহাই প্রধান ধূয়া ছিল, সুতরাং মানব-সমাজের সুখ এবং মঙ্গলসাধক যে কোন প্রশ্ন—গুরুতরই হউক বা সামান্যই হউক, উপস্থিত হইলেই, তিনি তাহাতে সমভাবে মনোনিবেশ করিতেন। যে কোন সময়ে যে কোন ব্যক্তিবিশেষের অন্যায় নিগ্রহভোগ দূর বা ভারতেশ্বরীর প্রজাপুঞ্জের মধ্যে যে কোন শ্রেণির অবস্থার উন্নতিসাধন বা নিগ্রহ-ভোগ নিবারণ জন্য পাশ্চাত্য গুরুতর রাজনৈতিক প্রশ্ন হইতে অবসর লইয়া নিযুক্ত হইতেন। প্রিন্স আলবার্ট এইরূপ স্মরণীয়—অনুকরণীয় হিতকর কত কার্য্যানুষ্ঠান করেন, কত শ্রেণির শুভসাধন করেন, গ্রেট ব্রিটেনের প্রতি প্রান্তেই তাহার বহুল জাজ্বল্যমান প্রমাণ প্রতিভাত হইতেছে। বিশেষতঃ নিম্ন শ্রেণির নিরীহ মানবদিগের অভাব দূর করিতে তিনি নিয়তই চেষ্টিত ছিলেন। লণ্ডন বন্দর হইতে সমুদ্রে গমনোন্মুখ শূন্যজাহাজসমূহে মৃত্তিকারাশি উত্তোলন কার্য্যে নিযুক্ত শ্রমজীবীবৃন্দ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ভারতেশ্বরীর নিকট যে আবেদন পত্রার্পণ করে, তাহাতে প্রিন্সের নিম্নশ্রেণির শ্রমজীবীদিগের প্রতি দয়াপ্রকাশক কার্য্যাবলীর মধ্যে একটী চূড়ান্ত নিদর্শন দৃষ্ট হয়।

আবেদন পত্র মধ্যে তাহারা বিবৃত করে যে, প্রিন্স তাহাদিগের দুর্গতি মোচন জন্য অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে তাহারা নিতান্ত নিগ্রহভোগ করিত। দালাল এবং নদীতীরবর্ত্তী ভেটেরাখানার অধ্যক্ষদিগের দ্বারা তাহারা উক্ত কার্য্য

প্রাপ্ত হইত। কিন্তু দালাল ও ভেটেরাখানার অধ্যক্ষগণ তাহাদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত হইবার এবং কার্য্যশেষে বেতন পাইবার পূর্ব্বে সুরাপান করাইয়া তাহাদিগের উপার্জ্জিত অধিকাংশ অর্থ সেই সুরার মূল্য হিসাবে কাটিয়া লইত। তাহারা সেই সূত্রে দূষিতচরিত্র এবং নিতান্ত মাতাল হইয়া পড়ে, এদিকে তাহাদিগের পরিবারবর্গ অন্নাভাবে নানাকষ্ট প্রাপ্ত হয়। কেবল সৌভাগ্যবশেই কেহ কেহ মদ্যপানে অর্দ্ধাংশ ব্যয় করিয়া, অপর যৎসামান্য অর্দ্ধাংশ পরিবারের হস্তে প্রদান করে। তাহারা অবশেষে উক্ত দালাল ও মদ্যবিক্রেতাদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইবার আশায়, স্বতন্ত্র একটী কার্য্যালয় স্থাপন পূর্ব্বক সম্রান্ত রাজপুরুষদিগের সাহায্য কামনা করিয়া অকৃতকার্য্য হয়, কেহই তাহাদিগের উদ্ধার জন্য অগ্রসর হন না। অবশেষে প্রিন্স আলবার্ট ট্রিনিটী হাউসের মাষ্টার পদে অভিষিক্ত হইবামাত্র তাহারা আপনাদিগের শোচনীয় অবস্থা বিবৃত করিয়া উদ্ধার প্রার্থনা করিবামাত্র প্রিন্স সেই দিনই বাণিজ্যসমাজের সভাপতি মেং কার্ডওয়েলের সহিত সাক্ষাৎপূর্ব্বক তাহাদিগের দুরবস্থার সবিশেষ অনুসন্ধান লইয়া, ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের বাণিজ্যতরী সম্বন্ধীয় আইন মধ্যে এক নূতন ধারা সন্নিবিষ্ট করিয়া, তাহাদিগকে ট্রিনিটী হাউসের অধীনস্থ করেন, এবং সেই সূত্রে অনতিবিলম্বে তাহারা উক্ত দালাল ও মদ্যবিক্রেতাদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত এবং তাহাদিগের শোচনীয় অবস্থা একেবারে পরিবর্ত্তিত হয়। তাহাদিগের মধ্যে সুরাপান একেবারেই তিরোহিত এবং তাহাদিগের ন্যায্য প্রাপ্য বেতনের সমস্ত অংশ যথাকালে পরিবারবর্গের হস্তগত হইতে থাকে। প্রিন্স কেবল ইহা করিয়াই ক্ষান্ত হন না; তাহারা কার্য্য প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে অপেক্ষা করিবার জন্য একটী স্বতন্ত্র গৃহ এবং তাহাতে সংবাদপত্র † প্রদান করেন। তাহাদিগের মধ্যে পীড়িতদিগের উপকারার্থ সঞ্চয় ভাণ্ডার স্থাপন জন্যও প্রিন্স উপদেশ দেন।

আবেদনকারিগণ আবেদনমধ্যে আরও বিবৃত করে যে, ভারতেশ্বরীর জন্মতিথিতে তাহারা এই উদ্ধারপ্রাপ্তির বার্ষিক স্মরণীয় উৎসব এবং উদ্ধারকর্ত্তাকে (প্রিন্স) কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিয়া থাকে। প্রিন্স এবং তাঁহার

† ইংলণ্ডেসংবাদ পত্রের সমধিক আদর। শ্রমজীবী, শকটচালক, এবং কৃষকগণ পর্য্যন্ত সংবাদপত্র পাঠ করিয়া থাকে। নিত্যব্যবহার্য্য সাংসারিক দ্রব্যের সহিত সংবাদপত্রও প্রত্যহ সকলে ক্রয় করিয়া থাকেন।

সহযোগীবর্গ উক্ত শ্রমজীবীদিগের বিশ্রাম এবং সমিতির জন্য যে গৃহ প্রদান করেন, আবেদনকারিগণ সেই কক্ষে উদারহৃদয় সাধু প্রিন্স আলবার্টের স্মরণার্থ চিহ্নস্বরূপ রক্ষার জন্য ভারতেশ্বরীর নিকট হইতে তদীয় একখণ্ড চিত্রপট প্রার্থনা করায়, তিনি অবিলম্বে সন্তোষের সহিত তাহা পূর্ণ করেন।

প্রিন্স আলবার্ট নিজে একজন দৃঢ়শ্রমশীল ছিলেন, সুতরাং যে মানবশ্রেণি আত্মোন্নতির কিছুমাত্র আশা প্রাপ্ত না হইয়া জগতের জন্য দৃঢ়শ্রমে নিযুক্ত, তাহাদিগের শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক মঙ্গলসাধন জন্য তাঁহার চিত্ত সর্ব্বাগ্রেই নিবিষ্ট হয়। তিনি বিলক্ষণরূপে অনুধাবন করেন যে, দ্রুতগতি প্রধান প্রধান নগরসমূহের অধিবাসীসংখ্যা এবং সকল বিষয়েই আধিক্য বৃদ্ধি হইতেছে, অতএব সেই সকল নগরের শ্রমজীবীদিগের মধ্যে সংসার-সুখ এবং বিশুদ্ধানন্দাভাবে পাপাচার, পীড়া, এবং ভয়ঙ্কর অসন্তোষ-স্রোত প্রবলবেগে প্রধাবিত হইতেছে; এবং যদি এই সময় হইতে তন্নিবারণ চেষ্টা করা না হয়, তাহা হইলে শ্রমজীবীদিগের কদভ্যাস, শারীরিক স্বাস্থ্যনাশ এবং রাজ্যের পক্ষে বিঘ্ন উপস্থিত করিবে। প্রিন্স আলবার্টই সর্ব্বপ্রথমে গ্রেট ব্রিটেনের শ্রমজীবীদিগের বাসবাটীর উৎকর্ষসাধন বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন। অসবোরণ এবং বালমোরালে নিজ জমিদারী মধ্যে শ্রমজীবী এবং নিম্নশ্রেণির অপর সাধারণের জন্য যেরূপ আদর্শ বাটী নির্ম্মাণ করেন, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে রাজধানী মধ্যে সেই মত আদর্শ আবাস নির্ম্মাণে দৃঢ় যত্নবান হন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, এই মত আদর্শাবাস নির্ম্মাণ করিয়া দিলে, তাহার দ্বারা আয়োৎপন্ন হইবে এবং তাহা হওয়াও উচিত, নতুবা কুত্রাপি স্থায়ী উৎকর্ষসাধিত হইবেনা, এবং শ্রমজীবীদিগের অবস্থা পরিবর্ত্তন জন্য কোন একটা বিশেষ বৃহৎ শুভ প্রস্তাবও সফল হইবে না। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রিন্স আলবার্ট কেবল ধনীদিগের বদান্যতার উপর নির্ভর করিতে অভিলাষী হন না।

প্রিন্সের প্রস্তাবমত উদারহৃদয় প্রধান প্রধান বণিক, ব্যবসায়ী, কারখানা এবং কলসমূহের অধিকারিগণ অর্থ ব্যয় করিয়া উক্তবিধ আবাস নির্ম্মাণ করিলে, তাহার শুভময় ফলস্বরূপ তাঁহারা অল্পদিন মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেন যে, তদ্দারা তাঁহারা দৃঢ়শ্রমী, সবলকায়, সুস্থচিত্ত শ্রমজীবী প্রাপ্ত হইতেছেন এবং তাঁহাদিগের অর্থের সার্থকতার সহিত আয়ও হইতেছে। প্রিন্সের প্রস্তাবমত

লণ্ডন এবং অপরাপর বহুল নগরে উক্তবিধ আদর্শ আবাসশ্রেণি নির্ম্মিত হওয়ায়, এক্ষণে তৎসমস্ত অমিয়ময় ফল প্রসব করিতেছে। শ্রমজীবিগণ এক্ষণে স্বাস্থ্যকর বাটীতে বাস সূত্রে শান্তির ক্রোড়ে অবস্থান করিয়া যথেষ্ট সুখ এবং সাচ্ছন্দ্যভোগ করিতেছে। প্রিন্স আলবার্ট এই শ্রেণির লোকদিগের চরিত্রগত উৎকর্ষসাধন, মানসিক, নৈতিক, জ্ঞানোন্নতি এবং বিশুদ্ধ আমোদোপভোগের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি দান করেন। যাহাতে ইহারা অবকাশকালে সাধারণ শুণ্ডীকালয়, তাড়িখানা, এবং দুশ্চরিত্র লোকদিগের সমিতিস্থলে গমন করিয়া কলুষিতচরিত্র না হয়, যাহাতে তাহাদিগের জ্ঞান এবং সভ্যতা বৃদ্ধি হয়, প্রিন্স আলবার্ট তজ্জন্য স্থানে স্থানে বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগের জন্য এক একটী সাধারণ প্রকাশ্য সমিতিশালা স্থাপনের প্রস্তাব করেন। বর্ত্তমানে তৎসমস্ত বিশুদ্ধ আনন্দ-নিকেতনস্বরূপ হইয়াছে। শ্রমজীবীবৃন্দ যাহাতে কেবল শারীরিক শ্রম দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়াই অমূল্য মানবজীবনাতিবাহিত না করে, যাহাতে তাহারা অপরাপর বিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত এবং মানসিক শ্রম দ্বারা আপনাদিগের অবস্থা পরিবর্ত্তন জন্য চেষ্টিত হয়, তজ্জন্যও প্রিন্স যথোচিত আয়োজন করিয়া দেন। এই সূত্রে শিল্পবিজ্ঞানশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। সার কথায় ইংলণ্ডের নিম্নশ্রেণির লোকদিগের শোচনীয় অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তন জন্য তাহাদিগের ধন, মান, পদ, সুখ, সাচ্ছন্দ্য এবং শান্তিলাভের জন্য প্রিন্স নিয়তই চিন্তা করিতেন এবং অনেকাংশে সফলও হইয়াছিলেন।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রেলে ভারতেশ্বরী বাকিংহাম প্রাসাদে নিরাপদে আর এক কুমারী প্রসব করেন এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ববারের ন্যায় অনধিকবিলম্বে সূতিকাগার হইতে বহির্গত হন। নবীনা কুমারীর নাম বিয়েত্রাইস মেরি ভিকটোরিয়া ফিওডোরা রক্ষিত হয়। ৫ই মে প্রিন্স আলবার্ট ম্যাঞ্চেষ্টারের চিত্রপ্রদর্শনী প্রতিষ্ঠা করেন। অনুষ্ঠাতাগণ প্রিন্সের নিকট হইতে এই প্রদর্শনীর সফলতা জন্য পূর্ব্ব হইতে যথেষ্ট সহায়তা এবং সৎপরামর্শ প্রাপ্ত হইয়া প্রিন্সকে মহাসমাদরে গ্রহণপূর্ব্বক অভিনন্দন পত্র এবং মহাভোজ দেন। শিল্পবিজ্ঞানের পরমমিত্র এই ভোজ-সভায় এক মনোরম বক্তৃতা

করিয়া সকলের চিত্তহরণ পূর্ব্বক ৬ই মে সাল্ফোর্ডের পিলপার্ক দর্শনে গমন করেন। তথাকার নগরীয় সমাজ প্রিন্সকে এক অভিনন্দন দান করিলে, প্রিন্স কর্ত্তৃক তাহা আনন্দের সহিত গৃহীত এবং প্রীতিপ্রদ প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হয়। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ভারতেশ্বরী যৎকালে উক্ত পিলপার্কে গমন করেন, তৎকালে তথাকার রবিবাসরীয় বিদ্যালয় সমূহের ৮০০০০ ছাত্র এবং শিক্ষক তথায় সমবেত হইয়া, ভারতেশ্বরীর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহারাই ভারতেশ্বরীর গমন স্মরনার্থ সাধারণ্যে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া, ভারতেশ্বরীর এক প্রস্তর ময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক এই পার্কে স্থাপন করেন। প্রিন্স সেই প্রতিমার আবরণ উন্মোচনকালে বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতগণকে তুষ্ট করেন।

কিয়দ্দিবস পরে প্রিন্সেস রয়েলের সহিত প্রুসীয়ার প্রিন্স ফ্রেডরিক উইলিয়মের পরিণয় প্রস্তাব ইংলণ্ডের রাজকীয় পত্র দ্বারা বিঘোষিত এবং ১৬ই মে (১৮৫৭ খৃঃ) প্রুসীয়ার রাজকীয় পত্রে ইহা প্রচারিত হইলে, ১৯এ মে ভারতেশ্বরী মহাসভা পার্লিয়ামেণ্টে ইহা বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক রাজ-সিংহাসনের সম্মানোপযুক্ত জ্যেষ্ঠা রাজকুমারীর বিবাহের যৌতুক এবং বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিতে আদেশ করিলে, হাউস অব কমন্সের ১৪ জন সভ্যের অমতে এবং ৩২৮ জন সভ্যের মতে প্রিন্সেস রয়েলের বিবাহের যৌতুক ৪০০০০০ টাকা এবং বার্ষিক বৃত্তি ৪০০০০ টাকা নির্দ্ধারিত হয়। * ২০এ জুনে প্রিন্স সাউথ কেনসিংটন চিত্রশালিকা এবং সিপসাঙ্কের গ্যালারি প্রতিষ্ঠা কার্য্যে লিপ্ত হন। এই মাসেই প্রিন্স আর একটী অতীব গুরুতর প্রশ্ন বিবেচনার্থ গ্রহণ করেন। কিরূপ উপায়াবলম্বন করিলে রাজ্যের নিম্নশ্রেণির লোকেরা নিজ নিজ সন্তান দিগকে প্রকৃত বিদ্যাশিক্ষা লাভের জন্য দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে পারে, তাহা স্থির করিবার জন্য এক সভা স্থাপিত হয়। প্রিন্স আলবার্ট এই সভার প্রথম অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ পূর্ব্বক অকাট্য যুক্তিযুক্ত নানা প্রমাণপূর্ণ এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা সাধারণ্যে শিক্ষা বৃদ্ধির বিশেষ আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করেন। তিনি বলেন যে, বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে প্রজা সংখ্যা দ্বিগুণ এবং প্রকাশ্য ও গুপ্ত বিদ্যালয়-সংখ্যা চতুর্দ্দশ গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু সে ফল প্রীতিপ্রদ নহে, কারণ ইংলণ্ড এবং ওয়েলসের

* রাজসন্ততিগণ পরিণয়ের সময় যৌতুক এবং বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া স্বতন্ত্র অবস্থান করেন। পরিণয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের ব্যয় ভারতেশ্বরীর বৃত্তি হইতে প্রদত্ত হয়।

৩ বর্ষ হইতে ১৫ বর্ষবয়স্ক মোট ৯৯০৮৬৯৬ জন বালকের মধ্যে ২৮৬১৮৪৮০ জন বালক আদৌ কোন শিক্ষা প্রাপ্ত হয় না; অন্যপক্ষে ১৫ লক্ষ বালক কেবল মাত্র দুই বর্ষকাল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছে। প্রিন্স জাতিসাধারণ-শিক্ষা প্রণালী রীতিমত প্রচলন জন্য এবং সর্ব্বসাধারণে যাহাতে নিজ নিজ সন্তান দিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন, তজ্জন্য বিস্তৃত ব্যবস্থা করিতে উপদেশ দেন। বলা বাহুল্য যে, প্রিন্স আলবার্টের উপদেশমত ইংলণ্ডের জাতি-সাধারণ শিক্ষাপ্রণালী বিশেষরূপে উপযুক্ত এবং দরিদ্রদিগের সন্তানগণের বিদ্যা শিক্ষার সবিশেষ সুবিধা জনক হয়।

গ্রেট ব্রিটেনের গৌরব এবং মহিমাবর্দ্ধনাশী, ইংরাজজাতির হিতসাধক সাধু প্রিন্স আলবার্টকে ইংলণ্ডের কিং কনসর্ট বা প্রিন্স কনসর্ট (রাজস্বামী) উপাধি দান পূর্ব্বক তাঁহার পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি করিতে ইংরাজ জাতিসাধারণের আন্তরিক অভিলাষ হইলেও কেবল মহাসভা পার্লিয়ামেণ্টের প্রতিদ্বন্দী রাজ-নীতিকদিগের সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সংগ্রাম সূত্রেই তাহা রাজকীয় ঘোষণা পত্র দ্বারা এ পর্য্যন্ত প্রদত্ত হয় নাই। কিন্তু ইংরাজ জাতিসাধারণে প্রিন্স আলবার্টের অসীম গুণ দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া স্বতই তাঁহাকে প্রিন্স কনসর্ট উপাধি দান এবং সেই নামে তাঁহাকে সম্মান প্রদান করিতেন। ভারতেশ্বরী বহুদিন পূর্ব্ব হইতে প্রজাসাধারণের এই ভক্তি দর্শন করিয়া, ২৫এ জুনে (১৮৫৭ খৃঃ) মোহরাঙ্কিত রাজানুমতিজ্ঞাপক পত্র দ্বারা নিজ স্বামী প্রিন্স আলবার্টকে "প্রিন্স কনসর্ট" উপাধি প্রদান করেন। ভারতেশ্বরী উপাধি প্রদানের পূর্ব্বে ২৩এ জুনে বেলজিয়মরাজকে লিখেন,—'যে একটী বিষয়ের অনুষ্ঠান করা হইবে, আপনাকে তাহা জ্ঞাত করিতে বাসনা করি এবং আমার নিশ্চিত ধারণা যে, তাহা আপনার মনোমত হইবেক। আপনি জানেন যে, প্রজারা আলবার্টকে "প্রিন্স কনসর্ট" বলিয়া থাকে; কিন্তু ইহা তাঁহাকে উপাধিস্বরূপ কখনও প্রদত্ত হয় নাই, সুতরাং ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে আমি যেমন তাঁহার পদমর্য্যাদা নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছি, সেইমত এক্ষণে কেবল মোহরা-ঙ্কিত অনুমতি পত্র দ্বারা আমি এই উপাধি দান করিতে মনন করিয়াছি। বৈদেশিক উপাধি ব্যতীত তাঁহার অন্য উপাধি না থাকায়, তিনি জার্ম্মানিতে কিরূপ ক্ষুণ্ণাবস্থায় স্থাপিত হন, তাহা আপনার স্মরণ থাকিতে পারে; এবং এতদ্ব্যতীত আমার স্বামির কোন ইংরাজি উপাধি না থাকা আমি অন্যায়

বিবেচনা করি, পার্লিয়ামেণ্টের এক নূতন বিধান দ্বারা ইহা প্রদত্ত হয়, আমার এমত ইচ্ছা ছিল, এবং পরে তাহা হইতেও পারে, কিন্তু এক্ষণে এই সহজ উপায়ে ইহা প্রদান করা কর্ত্তব্য বিবেচিত হইতেছে।'

কেবল প্রিন্স আলবার্টের মনস্তুষ্টি বা পদমর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য এই উপাধি প্রদত্ত হয় না। রাজকুমারগণের বয়োবৃদ্ধিসহ এই উপাধি দান নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে, কারণ প্রিন্স আলবার্টের ন্যায় রাজকুমারগণের নামের অগ্রে এ (A) শব্দ থাকায় প্রাসাদ মধ্যে নানা বিষয়ে নানা গোলযোগ উপস্থিত হয়। ২৯এ জুনে ভারতেশ্বরী প্রিন্সের সহিত ম্যাঞ্চেষ্টারের চিত্র-প্রদর্শনী দর্শনার্থ গমন করিলে, মহাসম্মানের সহিত গৃহীত হন। পরদিন প্রাতঃকালে মসুর ডি টোকেভিল নামক একজন সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী নীতিজ্ঞ এবং পণ্ডিতপ্রধানের সহিত প্রিন্সের সাক্ষাৎ হয়। পণ্ডিতবর সাক্ষাতের পর লর্ড ক্ল্যারেণ্ডনের ভগ্নি লেডি টেরেসা লিউইসকে লিখেন,—'আমি এইমাত্র প্রিন্স আলবার্টকে দেখিলাম এবং সাক্ষাতের ফলস্বরূপ আমি যেন যাদুমন্ত্র-মুগ্ধ হইয়াছি, তাঁহার প্রগাঢ় বুদ্ধির দ্বারা আমি কিরূপ আকৃষ্ট এবং বিমোহিত হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। এরূপ প্রসিদ্ধ লোক আর অতি অল্প দেখিতে পাই, এবং সকল বিষয়েই এরূপ প্রশংসনীয় প্রিন্স আমি দেখি নাই। তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণকালে আমি তোষামোদ না করিয়া বলিতে সমর্থ হইয়াছি যে, ইংলণ্ডে আসিয়া যে সমস্ত বিশেষ স্মরণীয় দেখিলাম এবং যে সমস্ত আমার হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত থাকিবে, তন্মধ্যে এই কথোপকথন সর্ব্বপ্রধান। এরূপ মনুষ্যকে সিংহাসনের নিকট প্রাপ্ত হইয়া আপনারা সুখী হইয়াছেন।' প্রিন্স কনসর্ট কিরূপে স্বদেশীয়দিগের ন্যায় বিদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর হৃদয়াধিকার করিয়াছিলেন, ইহা তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ।

ত্রিংশ অধ্যায়।

প্রিন্স কনসর্ট এতকাল কেবল ইউরোপের রাজনৈতিক প্রশ্ন মীমাংসায় লিপ্ত ছিলেন, ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় কোন বিশেষ প্রশ্নই এ পর্য্যন্ত তাঁহার মনোযোগাকর্ষণ করে নাই, কিন্তু এই সময়ে (১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে) ভারতের অবোধ সিপাহীগণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত করায়, জুনমাসে

সেই সংবাদ ইংলণ্ডে প্রচারিত হইলে ইংরাজ জাতি যেরূপ মহাভীত এবং চিন্তিত হন, ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স কনসর্টও সেইমত মহাচিন্তিত এবং বিদ্রোহ নিবারণ জন্য সদুপায় নির্দ্ধারণ নিমিত্ত মন্ত্রিসমাজের সহিত সুপরামর্শ করিতে বাধ্য হন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এই সময়ে ভারতশাসন করিতেছিলেন; ইংলণ্ডের রাজ-সিংহাসনের সহিত ভারতের কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিলনা, সুতরাং প্রিন্স কনসর্ট এ পর্য্যন্ত ভারতের হিত সাধন করিবার বিশেষ সুবিধা প্রাপ্ত হন নাই। কোর্ট অব ডিরেকটার্স নামক অধ্যক্ষ-সমাজ লণ্ডনে থাকিয়া ভারতশাসন করিতেন, এবং তাঁহাদিগের উপদেশমতে একজন গবর্ণর জেনেরল অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তা কলিকাতায় অবস্থান পূর্ব্বক শাসন কার্য্যে লিপ্ত থাকেন। পরম দয়ালু লর্ড ক্যানিং এই সময়ে ভারতের সর্ব্ব প্রধান সাশনকর্ত্তাসনে আসীন ছিলেন। অবোধ সিপাহীগণ কি জন্য ইংরাজবিরুদ্ধে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিয়া অসংখ্য ইংরাজ নরনারীশিশুর প্রতি নৃশংসতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে, পাঠকমণ্ডলীর তাহা অজ্ঞাত নাই। যাহা হউক যে মুহূর্ত্তে এই শোচনীয় বিদ্রোহ-সংবাদ ইংলণ্ডে প্রচার হয়, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স কনসর্ট নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া, নানা সদুপায় নির্দ্ধারণ, এবং কিরূপে বিদ্রোহবহ্নি একেবারে নির্ব্বাপিত হইবে, তদ্বিষয়ে দিবারজনী চিন্তা করিতে থাকেন। এ সম্বন্ধে ভারতেশ্বরী যে সমস্ত অনুষ্ঠান, যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশ করেন, বলা বাহুল্য তৎসমস্তের মূলই প্রিন্স কনসর্ট। ২৮এ জুন অন্যতর মন্ত্রী লর্ড পেনমিউর ভারতেশ্বরীকে জ্ঞাত করেন যে, ইংলণ্ড হইতে অবিলম্বে ভারতে সৈন্য প্রেরিত হইবে। ভারতেশ্বরী ২৯এ জুনে লিখেন,—'তাঁহার (ভারতেশ্বরীর) অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই মত যে, ভারতে গমন জন্য যে সমস্ত সৈন্য প্রস্তুত তাহাদিগকে পাঠাইতে যেন আর কালবিলম্ব করা না হয়। এই মুহূর্ত্ত নিশ্চয়ই অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন এবং অতিরিক্ত সৈন্য প্রেরণ নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অদ্য ভারতবর্ষ হইতে যে সমস্ত কাগজপত্র আসিয়াছে তাহা নিতান্ত শোচনীয় সংবাদপূর্ণ।' এই সময়ে মীরাটের সিপাহিগণ কর্ত্তৃক বিদ্রোহিতা, ইংরাজবধ এবং দিল্লীতে বিদ্রোহীদিগের সহিত মিলন সংবাদ ইংলণ্ডে পোঁছে। ১১ই জুলাইয়ে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেন্ট সংবাদ প্রাপ্ত হন যে, বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্বলিত, সিপাহীরা মহানিষ্ঠুরতার পরিচয় দান করিতেছে, এবং দিল্লী

বিদ্রোহীদিগের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে। এই দিনই পুনরায় সংবাদ পৌঁছে যে, ভারতের প্রধান সেনাপতি জেনেরল আনসন করন্থল নামক স্থানে ২৭এ জুনে ওলাউঠায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এই সংবাদে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট মহাভীত এবং অনেক পরিমাণে নিরাশ্বাস হন। ইংরাজমাত্রেই এই সংবাদ এবং পরবর্ত্তী শোচনীয় সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ভাবেন যে, ভারতসাম্রাজ্য এইবার ইংলণ্ডের করতলচ্যুত হইল। সার কলিন ক্যাম্বেল ১১ই জুলাইয়ে ভারতের প্রধান সেনাপতি-পদ গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ড ত্যাগ করেন।

১৩ জুলাইয়ে প্রিন্স আসফোর্ডের সোসাইটী অব এনসিয়েণ্ট ব্রিটনস্ নামক সমাজ কর্ত্তৃক স্থাপিত এক হিতকর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্ত্তী দিবসত্রয় প্রিন্স কনসর্ট ট্রিনিটী হাউসের মাষ্টার অর্থাৎ সর্ব্বাধ্যক্ষ-পদ গ্রহণ সূত্রে শপথ করণ, বেলজিয়মরাজকে বিদায় দান, হলাণ্ডের রাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎ এবং ১৭ই ও ১৮ই তারিখে আলডারসটে সৈন্যদলের রণাভিনয় দর্শন করেন। ১৭ই জুলাইয়ে ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স কনসর্ট ভারতবর্ষ হইতে পুনরায় শোচনীয় হত্যাকাণ্ডাভিনয় সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হন এবং প্রধান সেনাপতি বিলক্ষণরূপে অনুভব করেন যে, ইংলণ্ডের মন্ত্রিসমাজ এই ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ নিবারণ নিমিত্ত যথোপযুক্ত আয়োজন জন্য একটা স্থির নীত্যবলম্বন করিতেছেন না; অতএব এই সূত্রে ভারত সাম্রাজ্য ইংরাজ-রাজপতাকাশূন্য হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ভারতেশ্বরী ১৮ই তারিখে মন্ত্রিবর লর্ড পামরষ্টনকে এক পত্র লিখিয়া দৃঢ়ভাবে বিদ্রোহ নিবারণ জন্য উপযুক্ত দ্রুত আয়োজন করিতে উপদেশ দান করেন। লর্ড পামরষ্টন তদুত্তরে ক্রমে ক্রমে আবশ্যকমত উপায়াবলম্বিত হইবে এমত প্রকাশ করায়, ভারতেশ্বরী অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া, ১৯এ তারিখে আর এক সুদীর্ঘ পত্র মধ্যে দৃঢ় অসন্তোষ জ্ঞাপনসহ মন্ত্রিসমাজ যাহাতে মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া, উপযুক্ত উপায় স্থির, সমধিক সংখ্যক সৈন্য-প্রেরণ, এবং ধারাবাহিক নীত্যবলম্বন করেন, তজ্জন্য বিশেষরূপে অভিমতি জ্ঞাপন করেন। ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল লর্ড ক্যানিং ৪ঠা জুলাইয়ে কলিকাতা হইতে ভারতেশ্বরীর নিকট যে পত্র লিখেন, এই সময়ে তাহা তাঁহার হস্তগত হইলে, তৎপাঠ দ্বারা তাঁহার উৎকণ্ঠা সমধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। লর্ড ক্যানিং লিখেন,—'এর্য্যন্ত যে সময় অতীত, তাঁহাতে ইংলণ্ড এবং ভারতের যথেষ্ট ক্ষতি, অনেক অমূল্য

জীবন বিনষ্ট এবং সমধিক হৃদয়বিদারক নিগ্রহ এবং কষ্টভোগ হইয়াছে, এ ক্ষতি পূরণ হইবার নহে। ইংলণ্ডের ক্ষমতার মহিমা গুরুতর সংঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।' মন্ত্রিসমাজ অবস্থা বুঝিয়া এই সময়ে ভারতেশ্বরীর আদেশমত কার্য্য করা একান্ত কর্ত্তব্য বোধ কর্লেন।

প্রিন্স কনসর্ট ২৭এ জুলাইয়ে নিজ ভাবী বৈবাহিককে (প্রুসীয়রাজ-ভ্রাতা, বর্ত্তমান জার্ম্মানসম্রাট) ভারতের বিদ্রোহ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পত্র লিখেন,—'আপনি পত্র মধ্যে ভারতবর্ষের গোলযোগের বিষয় উল্লেখ করায় আপনাকে তৎসম্বন্ধে আমার মতবাদ জ্ঞাপন করা উত্তম বোধ করিতেছি। আমার বিশ্বাস যে, ভারতে কিরূপ ঘটনা হইতেছে, এবং জগতের সেই অংশে আমাদিগের আধিপত্য কিরূপ মূল নীতির উপর সংস্থাপিত, বিদেশের লোকেরা তাহা প্রকৃতরূপে ধারণা করিতে পারিতেছেন না। ভারতবাসীরা এরূপ শ্রেণির লোক যে, তাহারা আপনাদিগের স্বাধীনতা উপার্জ্জন করিতে সমর্থ নহে এবং তাহা রক্ষা করিতেও অপারক। নিমরডের সময় হইতে ভারতবর্ষ ক্রমান্বয়ে নূতনজাতি সমূহ—এসিরিয়ান, এবং পারসিক, আলেকজাণ্ডারের অধীনস্থ গ্রীক, তাতার, আরব্য এবং শেষ বর্ত্তমান সময়ের জাতি-সমূহের দ্বারা বিধ্বস্ত এবং অধিকৃত হইয়াছে। নববিজেতাগণ শাসনক্ষমতাধারী বিজাতীয়দিগকে দমন এবং নিগ্রহিত করে, কিন্তু তাহাদিগকে একেবারে বিতাড়িত বা বিধ্বস্ত করে না, সুতরাং তাহারা অধিবাসিগণের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়, কিন্তু তাহাদিগের হৃদয়ে জাতীয় সহানুভূতি জন্মে না। ধর্ম্ম-বিভিন্নতার কারণ হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মিলন অসম্ভব। আবার হিন্দুজাতির মধ্যে বর্ণগত বিভিন্নতা এবং তৎপ্রতি আসক্তি এরূপ প্রবল যে, অধিবাসিগণের স্বজাতির মধ্যে আভ্যন্তরিক একতাসাধনও অল্প অসম্ভবজনক নহে। আমরা বিভিন্নজাতি এবং বর্ণকে আত্মবিগ্রহ হইতে রক্ষা, আইনের নিকট প্রবল ক্ষমতাশালী ব্যক্তির সহিত সামান্য ব্যক্তিকেও সমভাবে স্থাপন, এবং রাজ্যের সকল স্থানের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি অনিন্দনীয় ন্যায়বিচার এবং সেই বিচার প্রাপ্তির যথেষ্ট সুবিধাসাধন করিয়া দিয়াছি, এবং তৎসহ আমরা বিভিন্নজাতীয় প্রজাদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বা সাধারণ আভ্যন্তরিক কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি না, কেবলমাত্র ইহার উপরই আমাদিগের আধিপত্য সংস্থাপিত। উৎপীড়ন একেবারে বিদূরিত হইয়াছে। আমদানী শুল্ক গৃহীত হয়

না। লবণের একচেটীয়াই একমাত্র ভারতীয়দিগের কষ্টকর করস্বরূপ ছিল, তাহাও রহিত হইয়াছে। কোম্পানী কেবল প্রাচীন ভূস্বামিগণের নিকট হইতে রাজস্বগ্রহণ, বাণিজ্য-শুল্কগ্রহণ এবং ব্যবসার দ্বারা আয় সংগ্রহ করেন। এ পর্য্যন্ত এই প্রদেশের উন্নতি এবং ইহার সভ্যতা বৃদ্ধিসম্বন্ধে প্রায় কিছুমাত্র অনুষ্ঠিত হয় নাই, তথাপি অধিবাসীবর্গ ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তাগণ কর্ত্তৃক গুরুতর উৎপীড়ন এবং নিগ্রহভোগের পর এক্ষণে যাঁহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণে অবস্থিত তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে। তাহাদিগের বিচিত্র ধর্ম্মপ্রণালী এবং আচার ব্যবহারের সহিত তাহাদিগের মধ্যে ইউরোপীয় সভ্যতা প্রণালী সংস্থাপন এবং সংমিলন কতদূর সম্ভবনীয় এক্ষণে তাহা প্রকাশ্য প্রশ্নরূপে উপস্থিত। সম্প্রতি এতৎ সম্বন্ধীয় উদাসভাব অন্তর্হিত হইয়াছে। খালকর্ত্তন এবং রেলওয়ে নির্ম্মাণারম্ভ, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, বিধবাদাহ (সতীদাহ) নিবারণ, এবং তাহাদিগের বিবাহ আইনসিদ্ধ করণ, এবং জগন্নাথের মন্দিরের শোচনীয় অনুষ্ঠান (বোধ হয় রথযাত্রা) রহিত, ও বিগ্রহের বৃত্তি হ্রাস প্রভৃতি করা হইয়াছে। এই সকল অনুষ্ঠান দর্শনে হিন্দুগণ স্থির করিয়াছে, ইংলণ্ড তাহাদিগের ধর্ম্মলোপ করিয়া, খৃষ্টধর্ম্ম প্রচলন করিবে। অতি অল্পায়াসে প্রয়োগ হইবে বলিয়া মিনি রাইফেলের (বন্দুক) জন্য টোটাসমূহ বসা দ্বারা সিক্ত করায় গুরুতর কাণ্ড উপস্থিত; কারণ এই সূত্রেই সৈন্যদল ভাবে যে, এই উপায়ে তাহাদিগের জাতিনাশ করিবার চেষ্টা হইতেছে, এবং পরেই তাহাদিগকে ক্রমে বসা এবং মাংস (গো) ভোজন করিতে দেওয়া হইবে। ভারতের সৈন্যদল—বাঙ্গালা, মান্দ্রাজ এবং বোম্বাইয়ের সৈন্যদলের মধ্যে প্রথম সৈন্যদল (বাঙ্গালার) সর্ব্বোচ্চ জাতীয়, এক পদাতীদলে প্রায় ৪০০ ব্রাহ্মণ (পুরোহিত জাতীয়) আছে। পোপের এবং আমাদিগের মধ্যকালের জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের অভিশাপপত্রের ন্যায় ইহাদিগের জাতিনাশ রাজনৈতিক এবং সামাজিক মৃত্যুস্বরূপ। সুতরাং বঙ্গদেশীয় সৈন্যদলের মধ্যে বিদ্রোহ এবং তাহাদিগের সহিত গবর্ণমেণ্টের প্রতি অসন্তুষ্ট ব্যক্তিগণের মিলন দর্শনে আমরা বিস্মিত হইতে পারি না। কিন্তু কোন স্থানের প্রজাই ইহার সহিত যোগদান না করায়, প্রজারা ইংরাজশাসনে কতদূর তুষ্ট, তাহা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে।' প্রিন্স কননসর্ট পরিশেষে ব্যক্ত করেন যে, এই বিদ্রোহ যদিও অতীব প্রবল হইয়াছে, কিন্তু ইংলণ্ডীয় সৈন্যদল দ্বারা অবশ্যই নিবারিত হইবে।

প্রিন্স কনসর্ট বেলজিয়ম-রাজদুহিতার পরিণয়োপলক্ষে ব্রুসেলে গমন করিলে, ভারতেশ্বরী রাজা লিওপোল্ডকে লিখেন,—'আমার বাসনা যে, তথায় উপস্থিত হই—কিন্তু আমার প্রিয়তম অর্দ্ধাঙ্গ তথায় উপস্থিত থাকায়, আমি অনুভব করি যে, আমিই যেন তথায় উপস্থিত আছি। তিনি যখন দূর-দেশে তখন এই সমস্ত সন্ততি আমার পক্ষে কিছুই বোধ হয় না। বোধ হইতেছে যেন বাটীর—সংসারের সমস্ত জীবন গিয়াছে।' প্রিন্স কনসর্ট ভারতের এই শোচনীয় বিদ্রোহোপলক্ষে ভারতেশ্বরীর চিত্তচাঞ্চল্যাবস্থায় দূরে থাকা কর্ত্তব্য নহে ভাবিয়াই ২৮এ জুলাই অসবোরণে প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু আগমন মাত্র বিদ্রোহের ভয়ঙ্কর সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অতীব ব্যথিত হন। এই দিন পার্লিয়ামেণ্টের কমন্স হাউসে মেং ডিজরেলি (যিনি পরে ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রীপদ এবং আরল বিকন্সফিল্ড উপাধি প্রাপ্ত হন) তিন ঘটিকাকাল বক্তৃতা করিয়া বিদ্রোহদমন জন্য যথেষ্ট উপায় অবলম্বন এবং ভারতবাসিগণের কষ্ট, এবং অভাব দূর এবং সুশাসন স্থাপন নিমিত্ত এক অনুসন্ধায়ী সমাজ নিয়োগ প্রস্তাব করেন। সে প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয় বটে, কিন্তু সমস্ত সভ্য একমতে যে কোন উপায় দ্বারা বিদ্রোহ নিবারণ জন্য ভারতেশ্বরীকে ক্ষমতাদান করায়, সে আশা অনেক পরিমাণে পূর্ণ হয়। ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্সের দৃঢ় অনুরোধে মন্ত্রিসমাজ সমুচিত আয়োজনে লিপ্ত হন।

একত্রিংশ অধ্যায়।

আগষ্ট মাসের ষষ্ঠ তারিখে (১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ) প্রাতঃকালে ফরাসী-সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন নিজ মহিষীর সহিত বাষ্পতরী আরোহণে হঠাৎ অসবোরণে উপনীত হইলে ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স সমাদরে গ্রহণ করেন। ইতিপূর্ব্বে কয়েক মাস হইতে তুরস্ক রাজ্যের অধীনস্থ মোলডেভিয়া নামক স্থানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশগুলির একত্র সংমিলন, এবং একজন বিদেশীয় রাজকুমারের হস্তে তাহার শাসন ভারার্পণ প্রস্তাব লইয়া, ইউরোপীয় প্রধান প্রধান রাজগণের মধ্যে ভয়ানক রাজনৈতিক মতান্তর উপস্থিত হয়। রুসীয়া, প্রুসীয়া, সারডিনিয়া, এবং ফ্রান্স একপক্ষ এবং ইংলণ্ড, অষ্ট্রীয়া ও তুরস্ক অন্য পক্ষ হন। এই সূত্রে ইউরোপে ভয়ানক সমর এবং ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের

সম্পূর্ণ মনান্তর সম্ভাবনা ঘটে। সেই সময় সংঘটন নিবারণ, ইংলণ্ডের সহিত মিত্রতা দৃঢ়করণ, এবং এই প্রশ্ন সহজে এবং সকলের প্রীতিজনকরূপে মীমাংসা জন্যই সম্রাট নেপোলিয়ন অসবোরণে উপস্থিত হন। সম্রাট অসবোরণে উপনীত হইয়া, প্রাতর্ভোজনের পর প্রিন্স কনসর্টের সহিত কাননে ভ্রমণকালে উক্ত রাজনৈতিক প্রশ্ন সম্বন্ধে কয়েক ঘটিকাকাল তর্কবাদ করেন। প্রিন্স তাহাতে অকপটভাবে সাহস এবং সরলতার সহিত মনোভাব ব্যক্ত করিতে ক্ষান্ত হন না। সম্রাট প্রিন্সের যুক্তি, নীতিজ্ঞতা, এবং প্রাজ্ঞতা দর্শনে পরম প্রীত হন। পরে সম্রাট তদীয় মন্ত্রী এবং ভারতেশ্বরীর মন্ত্রীদ্বয় লর্ড পামরষ্টন ও লর্ড ক্ল্যারেণ্ডনের সহিত বহু তর্কবাদের পর সকলের প্রীতিপ্রদরূপে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া ১০ই আগষ্টে স্বরাজ্যে গমন করেন। ভারতেশ্বরী ১২ই আগষ্টে বেলজিয়মরাজকে এ সম্বন্ধে যে পত্র লিখেন, তাহার একস্থলে বিবৃত 'সম্রাট সকল সময়েই যেরূপ অকপটভাবে আলবর্টের সহিত কথোপকথন করেন, তিনি সেইমত কথোপকথন করিয়াছিলেন এবং আলবার্টও তদনুরূপ করেন। শেষ দিন পামরষ্টন আমাকে বলেন যে, "প্রিন্স এমত অনেক বিষয় বলিতে পারেন, যাহা আমরা পারি না।" ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক।' সম্রাট স্বরাজ্যে গমন করিয়া ভারতেশ্বরীকে যে পত্র লিখেন, তাহার এক স্থলে প্রকাশ—'আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, যিনি মহত্ত্বের সহিত আপনার সুখদুঃখের অংশ ভোগ করিতেছেন, তাঁহাকে বলিবেন, তাঁহার প্রতি আমি মহোচ্চ সম্মান এবং অতীব অকপট মিত্রতা রক্ষা করি।' ভারতেশ্বরী এতদুত্তরে ২১এ আগষ্টে লিখেন,—'আমার প্রিয়তম স্বামীসম্বন্ধে আপনি যে সুমন্তব্য সংগঠন করিয়াছেন, আমি তাহার প্রতিবাদ করিতে পারি না, কারণ আমি জানি যে, তিনি এরূপ যোগ্যপাত্র, যেহেতু হিতসাধন এবং যে কোন বিষয়ে আপনাকে হিতসাধনে নিয়োগ ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন সম্রমেচ্ছা নাই।'

ভারতেশ্বরী এং প্রিন্স বাষ্পতরী আরোহণে ১৯এ আগষ্টে ফ্রান্সের অন্তর্গত চারবার্গ নামক স্থান পরিদর্শনের পর স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইয়া, ভারতের বিদ্রোহ সম্বন্ধে অনেক পরিতাপপ্রদ সংবাদ প্রাপ্ত হন। এই সময়ে প্রিন্সের দৈনন্দিন মন্তব্য মধ্যে এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে ঘন ঘন উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তিনি এবং ভারতেশ্বরী বিশেষরূপে স্থির করেন যে, মন্ত্রিসমাজ বিদ্রোহ নিবারণ

জন্য এপর্য্যন্ত যেরূপ আয়োজন করিয়াছেন, এবং ভারতে যে সংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন, তদপেক্ষা সমধিক আয়োজন এবং বহুল ইংরাজ-সৈন্য প্রেরণ না করিলে বিদ্রোহ বিভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিবে। ২৯এ আগষ্ট ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স বালমোরালে উপনীত হইয়া কাণপুরের বিদ্রোহীনেতা নানা সাহেবের অতীব নৃশংসাচরণ, এবং জেনেরল হুইলারের পতন প্রভৃতি সংবাদ পাইয়া অতীব দুঃখিতা হন। ২রা সেপ্টেম্বরে ভারতেশ্বরী বেলজিয়মরাজকে লিখেন,—'ভারত সম্বন্ধে আমাদিগের শোচনীয় চিত্তোদ্বেগ উপস্থিত, কেবল তাহাতেই আমাদিগের মনাবিষ্ট রহিয়াছে। দ্রুতগতি বহুল পরিমিত সৈন্য সংগৃহীত হইতেছে না। অবলা রমণী এবং শিশুদিগের প্রতি যে নৃশংসাচরণ হইতেছে, তাহা বর্ত্তমানকালের অচিন্তনীয় এবং তাহাতে লোকের রক্ত শুষ্ক হইয়া যাইতেছে।' ৭ই সেপ্টেম্বরে প্রিন্স কনসর্ট ব্যারণ ষ্টকমারকে লিখেন,—'ভারতের সংবাদ ক্রমাগত মন্দ আসিতেছে এবং তাহাতে আমাদিগের অত্যন্ত চিত্তোদ্বেগ উপস্থিত।' এই সময়ে ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স তারযোগে সংবাদ প্রাপ্ত হন যে, দিল্লী এখনও বিদ্রোহীদিগের করতলগত, লক্ষ্ণৌয়ের ইংরাজ সৈন্যদল এখনও শত্রুবেষ্টিত, এবং আবদ্ধ হইয়া আছে এবং বোম্বাইয়ের কয়েকদল সৈন্য বিদ্রোহী হইয়াছে। পাষণ্ড নানা সাহেব ইংরাজসৈন্যদল, ইংরাজ রাজকর্ম্মচারিগণ, এবং তাহাদিগের স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদিগকে পিশাচের ন্যায় যেরূপ নৃশংসতার সহিত হত্যা করে, সেই সংবাদ এই সময়েই বিস্তৃতরূপে ইংলণ্ডে উপনীত হইলে, সমগ্র ইংলণ্ড মহাক্রুদ্ধ হইয়া উঠে এবং যে মন্ত্রিসমাজ এতদিন এই বিদ্রোহকে সামান্য জ্ঞানে উচিত আয়োজনে পরাঙ্মুখ ছিলেন, তাঁহারাও ভীত হইয়া উঠেন।

লর্ড পামরষ্টন এক্ষণে এই বিদ্রোহ শান্তির জন্য পরম করুণাময় পরমেশ্বরের দয়া প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত এক নির্দ্ধারিত দিবসে সমগ্র ইংলণ্ডে ঈশ্বরারাধনা এবং নিরম্বু উপবাসের প্রস্তাব করিয়া, ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মযাজক ক্যাণ্টরবারির আর্চ্চ বিসপের নিকট পত্র লিখেন, এবং সেই প্রস্তাবমত ৭ই অকটোবরে (১৮৫৭ খৃঃ) ইংলণ্ডের প্রতি নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে ঈশ্বরোপাসনা হয়। ভারতেশ্বরী এই সময়ে মন্ত্রিসমাজকে দ্বিগুণ উদ্যমের সহিত সৈন্য সংগ্রহ এবং ভারতে প্রেরণ জন্য দৃঢ় আজ্ঞা দান করেন। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ তারিখে প্রিন্স ব্যারণ ষ্টকমারকে লিখেন,—'ভারতের ঘটনাবলী

বাস্তবিক অতি ভয়ঙ্কর—তদ্দ্বারা আমরা বিশেষ যাতনা প্রাপ্ত হইতেছি! দূরবর্ত্তিতা এবং কোম্পানী ও রাজসিংহাসন উভয়বিধ শাসনের কারণ বিদ্রোহ নিবারক আয়োজন অত্যন্ত শ্লথ এবং অসহজ হইতেছে। আমাদিগের প্রেরিত বহুল সৈন্য অকটোবর মাসের মধ্য সময়ের পূর্ব্বে ভারতে পৌঁছিতে পারিবে না; আমরা সম্প্রতি সেখান হইতে আগষ্ট মাসের ঘটনার সংবাদ পাইয়াছি, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে কি না ঘটিয়া থাকিতে পারে!… সমগ্র বঙ্গদেশীয় সৈন্য —৮০০০০ হইতে ৯০০০০ জন আমাদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া সেলেখানা প্রভৃতি অধিকার করিয়াছে।' প্রিন্স এই বিদ্রোহনিবারক উপায়োদ্ভাবনে যে দিবারজনী লিপ্ত থাকেন, তাহা সহজেই অনুমেয়।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে জেষ্ঠা রাজকুমারী প্রিন্সেস রয়েলের শুভ পরিণয় হইবে, এমত স্থির হওয়ায়, প্রিন্স কনসর্ট এই সময় হইতে তাহার উপযুক্ত আয়োজনে ব্যস্ত থাকিলেও ভারতীয় বিদ্রোহ নিবারণ চিন্তা ক্ষণ মাত্রও তাঁহাকে পরিহার করে না। কিন্তু সন্তোষের বিষয় যে, এই সময়ে ইংলণ্ড হইতে ভারতে সৈন্য উপনীত হওয়ায়, ক্রমে বিদ্রোহীদিগের পরাজয়-সংবাদ ইংলণ্ডে প্রচারিত এবং সকলে পরিতুষ্ট হন। ২০এ সেপ্টেম্বরে ইংরাজ-সৈন্য কর্তৃক দিল্লী অধিকার সংবাদ ১৬ই অকটোবরে ইংলণ্ডে প্রচার হওয়ায় ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স নিশ্চিন্ত হন। ২৪এ অকটোবরে প্রিন্স ষ্টকমারকে জ্ঞাত করেন যে,—' ভারত হইতে আগত সংবাদ অনেকাংশে উত্তম, অর্থাৎ অনিষ্ট বৃদ্ধি হইতেছে না, এবং বিদ্রোহ দমন জন্য তথায় আমাদিগের উপায় কার্য্যে পরিণত হইতেছে। আমাদিগের সৈন্যদল পুনরায় সর্ব্বত্র প্রশংসনীয় রূপে কার্য্য করিতেছে। জেনেরল হ্যাভেলক ৮০০ সৈন্য লইয়া ১০০০০ সৈন্যের বিরুদ্ধে ক্রমান্বয়ে নয়টী সমর করিয়া বিপক্ষের ৬৬টী কামান কাড়িয়া লইয়াছেন।' ডিসেম্বর মাসে পার্লিয়ামেন্টের পুনরধিবেশন হইলে ভারতেশ্বরী সভ্যমণ্ডলীকে বিদ্রোহ শান্তি জন্য সবিশেষ দৃষ্টি দান করিতে দৃঢ় অনুরোধ করেন। এই দিন মেং ডিজরেলি এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া বলেন যে, মন্ত্রিসমাজ ভারতীয় বিদ্রোহ নিবারণ এবং পরিণামে ভারত-শাসন সম্বন্ধে

কিরূপ নিত্যবলম্বন করিবেন তাহা স্পষ্ট প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। মেং ডিজরেলির এই প্রশ্নে লর্ড পামরষ্টন যদিও কোন বিশেষ উত্তর দান করেন না, কিন্তু মেং ডিজরেলি পূর্ব্বে (২৭এ জুলাই) বক্তৃতাকালে যে, ব্যক্ত করেন, 'রাজ্ঞী ভিকটোরিয়ার সহিত ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের নিকট সম্বন্ধ স্থাপন কর্ত্তব্য।' লর্ড পামরষ্টন সেই উক্তিমত অপরাপর মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন। অকটোবর মাসে লর্ড পামরষ্টন ভারতেশ্বরীকে জ্ঞাত করেন যে, 'এক্ষণে দুইটী সমিতির দ্বারা ভারত শাসিত হইতেছে; প্রথমটী রাজসিংহাসন এবং পার্লিয়ামেন্টের নিকট দায়ী, দ্বিতীয়টী কোর্ট অব ডিরেকটার্স। শেষোক্ত সমিতি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অংশীদারদিগের নিকট দায়ী। ডিরেকটারগণ বর্ষের মধ্যে তিন বা চারিবার সভাধিবেশন করিয়া কয়েক ঘণ্টাকাল মাত্র কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন। ভারতের বর্ত্তমান বিদ্রোহ দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, এই উভয়বিধ সমিতির শাসন এক্ষণে নিতান্ত অকার্য্যকর। অতএব পার্লিয়ামেন্টের আগামি অধিবেশনে এক নববিধি সৃষ্টি করিয়া, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে ভারত সাম্রাজ্য-শাসনভার রাজসিংহাসন এবং পার্লিয়ামেন্টের হস্তে অর্পণ করা কর্ত্তব্য। উক্ত কোম্পানীর অংশীদারগণ ইহাতে মহা আপত্তি করিতে পারেন, এবং পার্লিয়ামেন্টেও ইহার বিরুদ্ধে মতবাদ প্রকাশ সম্ভাবনা, অতএব মহামান্যার বিবেচনার্থ এই প্রস্তাব উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে এ বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা করা কর্ত্তব্য।' লর্ড পামরষ্টন সেই নবেম্বর মাসেই ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্সের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, এ সম্বন্ধে সৎপরামর্শ পূর্ব্বক কিরূপ প্রণালীতে ভারত সাম্রাজ্য ইংলণ্ডের রাজমুকুটাধীনে আনয়ন করা হইবে, তিনি অপরাপর মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ দ্বারা তাহা স্থির করিয়া, ১৭ই ডিসেম্বরে (১৮৫৭ খৃঃ) ভারতেশ্বরীর নিকট তাহা অর্পণ করেন। মন্ত্রিসমাজ এ সম্বন্ধে প্রিন্সের নিকট অনেক সুমন্তব্য এবং সৎপরামর্শ প্রাপ্ত হন তাহা বলা বাহুল্য। এই বিদ্রোহ একপক্ষে অতীব শোচনীয় হইলেও ইহা যে অন্যপক্ষে ভারতের অভ্যুদয়ের মূলস্বরূপ তাহা ভাবুক সহজেই অনুমান করিতে সমর্থ। এই বিদ্রোহ সূত্রেই ভারতেশ্বরী স্বহস্তে এই বৃহৎ সাম্রাজ্য-ভার গ্রহণে উদ্যত হন, এবং ভারতবাসিগণের দুঃখনিশা প্রভাত হইবার পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশ পায়।

ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল লর্ড ক্যানিং যে পত্র মধ্যে বিদ্রোহ দমন

এবং ইংরাজ-সৈন্যের প্রশংসনীয় জয়লাভ-সংবাদ ভারতেশ্বরীকে জ্ঞাত করেন, সেই পত্র মধ্যেই একটী শোচনীয় সংবাদ বিবৃত করিতে বাধ্য হন। লর্ড ক্যানিং ভারতেশ্বরীকে জ্ঞাত করেন যে, ভারতবর্ষের সমগ্র ইংরাজ—যাঁহারা বিদ্রোহ দ্বারা কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই, তাঁহারা পর্য্যন্তও একমত হইয়া ৪০ বা ৫০ সহস্র বিদ্রোহী সিপাহী এবং অপর সমগ্র দেশীয়কে তোপে উড়াইয়া দিয়া প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ নিমিত্ত উন্মত্ত হইয়াছেন। ইংরাজ-জাতির পক্ষে ইহা নিতান্ত লজ্জাকর তাহা তাঁহারা ভ্রমেও ভাবেন না। লর্ড ক্যানিং এই নিষ্ঠুরতা প্রকাশের প্রতিবাদ করায়, ভারতেশ্বরীও সসন্তোষে লিখেন,—'সাধারণ ভারতবাসী মাত্রের প্রতি এবং কোন প্রকার বিভিন্নতা না রাখিয়া সিপাহী মাত্রের প্রতি—হায়! অত্রত্য অধিকাংশ লোক এ পর্য্যন্ত অখৃষ্টানমূলক দ্বেষ প্রকাশ করায়, রাজ্ঞী লর্ড ক্যানিংয়ের দুঃখ এবং কোপের কি পরিমিত সহানুভূতি করিতেছেন, তাহা তিনি সহজেই অনুমান করিতে পারেন। যাহা হউক ইহা দীর্ঘস্থায়ী হইবে না; নির্দ্দোষী রমণী এবং শিশুদিগের প্রতি অবর্ণনীয় অত্যাচার—যাহার দ্বারা লোকের রক্ত শীতল করিতেছে, এবং যাহা হৃদয়বিদারক তৎসূত্রেই এই ভাব সমুত্থিত হইয়াছে! শোচনীয় নৃশংসাচরণের অনুষ্ঠাতাদিগের পক্ষে কোন দণ্ডই যথেষ্ট হইতে পারে না, এবং ইহা যেরূপ শোকজনক, সেইমত প্রকৃত দোষীদিগকে অবশ্যই ন্যায়দণ্ড দান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু জাতিসাধারণের প্রতি—শান্তিপ্রিয় অধিবাসিগণের প্রতি এবং সমধিক সংখ্যক সদয় ও মিত্র দেশীয়গণের প্রতি—যাঁহারা আমাদিগের সহায়তা করিয়াছেন, নিরাশ্রয় (ইংরাজ) দিগকে আশ্রয় দান করিয়াছেন, এবং প্রকৃত বিশ্বাসীর কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি সমধিক দয়া প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা জ্ঞাত হউন যে, কৃষ্ণচর্ম্মের প্রতি দ্বেষ নাই—কিছু মাত্র নাই; তাঁহাদিগকে সুখী, তুষ্ট এবং অভ্যুদয়শীল দর্শন করিতে রাজ্ঞীর সমধিক বাসনা।' ভারতের প্রধান সেনাপতি সার কলিন ক্যাম্বেল এবং ইংরাজ-সৈন্যদলের মহাবীরত্ব প্রকাশ এবং জয়লাভ দর্শনে ভারতেশ্বরী মহা প্রীত হইয়া, হর্ষ জ্ঞাপন করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের শেষ কয়েক মাস ভারতীয় বিদ্রোহ-সংবাদ এবং শোচনীয় হত্যাকাণ্ডাভিনয়-সংবাদে ইংলণ্ড যেরূপ ঘোর শোকাচ্ছন্ন হয়, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের আগমনের পূর্ব্বে সেই মত ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটীস বাহিনীর জয়সংবাদ এবং বিদ্রোহীদলের ক্রমে

ক্রমে পরাজয়-সংবাদ প্রচার হওয়ায়, ইংরাজ মাত্রেই নিশ্চিন্ত এবং মহাতুষ্ট হন। ইংরাজসৈন্যদলের দিল্লী অধিকার, প্রধান সেনাপতি কর্ত্তৃক ৬ই ডিসেম্বরে কাণপুরে ২৫০০০ বিদ্রোহীসহ নানা সাহেবের পরাজয় এবং জেনেরল হ্যাভেলক কর্ত্তৃক লক্ষৌ পুনরধিকার সংবাদ ক্রমান্বয়ে প্রচার হওয়ায়, ইংলণ্ড আনন্দসাগরে ভাসমান হইতে থাকে। ভারতেশ্বরী বিদ্রোহ নিবারণ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, সমরে নিযুক্ত সৈন্যদলকে পুরস্কার, পদকদান, এবং পদোন্নতি করিতে আজ্ঞা দেন।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২৫এ জানুয়ারি জ্যেষ্ঠা রাজকুমারীর শুভ পরিণয় মহাড়ম্বরে সমাধা হয়। এতদুপলক্ষে কয়েকদিন ক্রমাগত রাজধানীতে নানাবিধ উৎসব অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। ২রা ফেব্রুয়ারি বর এবং কন্যা প্রুসীয়ার রাজধানী বার্লিনে গমন করেন। বরকন্যাকে বিদায়দানকালে ভারতেশ্বরীর নয়নে অনর্গল অশ্রু বিগলিত হইতে থাকে। বিদায়দানের পর ভারতেশ্বরী লিখেন,—'যদিও আমি মধ্যে মধ্যে শান্ত হই, কিন্তু নিয়তই আমার নয়ন হইতে সলিল পতিত হইতে থাকে। এবং আমি ভিকির (পাত্রীর) কক্ষের দিকে গমন করিতে পারি না।' বরকন্যা বার্লিনে মহাসমাদরের সহিত গৃহীত হন। এই পরিণয়ের পর প্রিন্স আলবার্টের আর একটী শ্রম বৃদ্ধি হয়; তিনি এই সময় হইতে প্রতি সপ্তাহে দুই তিন খানি করিয়া বহুল হিতোপদেশপূর্ণ পত্র কন্যার নিকট প্রেরণ করিতে থাকেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি লর্ড পামরষ্টন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে ভারতসাম্রাজ্যের শাসনভার ভারতেশ্বরীর হস্তে অর্পণ জন্য নূতন বিধি সৃষ্টির প্রস্তাব পার্লিয়ামেণ্টে উপস্থিত করিলে, তর্কবাদের পর অধিকাংশ সভ্যের মতে সেই প্রস্তাব গ্রাহ্য হয়। ১৮ই তারিখে লর্ড পামরষ্টন ভারতেশ্বরীকে জ্ঞাত করেন যে, যখন আশাতীত সংখ্যক সভ্য প্রস্তাবিত বিধি সৃষ্টির সমর্থন করিতেছেন, তখন ইহা সহজেই নির্দ্ধারিত হইবে। কিন্তু রাজনৈতিক কোন গুরুতর প্রশ্নোপলক্ষে কয়েকদিবস পরেই লর্ড পামরষ্টন পদত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ায়, লর্ড ডারবি প্রধান মন্ত্রী, মেং ডিজ্রেলি (মৃত আরল অব বিকন্স-

ফিল্ড) চ্যান্সেলার অব এক্সচেকারপদে এবং অপরাপর কতিপয় সম্ভ্রান্তলোক অন্যান্য পদে বরিত হন। নূতন মন্ত্রিসমাজ লর্ড পামরষ্টন কর্তৃক প্রস্তুতীকৃত ভারতশাসন সম্বন্ধীয় বিধির পাণ্ডুলিপি পরিহারপূর্ব্বক এক নূতন পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স সবিশেষ পর্য্যালোচনার পর সেই পাণ্ডুলিপির অনেকাংশ পরিত্যাগ এবং ভারতের হিতমূলক অনেকগুলি ধারা সন্নিবেশ করিয়া দেন। কয়েকদিবস উপর্য্যুপরি তর্কবাদের পর ২২এ আগষ্টে সেই পাণ্ডুলিপি মহাসভায় বিধিবদ্ধ এবং তদনুসারেই ভারতসাম্রাজ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে ভারতেশ্বরীর হস্তে সমর্পিত এবং সেই বিধি অনুসারেই এ পর্য্যন্ত ভারত শাসিত হইয়া আসিতেছে।

প্রিন্স কনসর্ট পুনরায় একবার জন্মভূমি কোবর্গ দর্শন জন্য এই বর্ষের মে মাসের সপ্তবিংশ তারিখে একাকী যাত্রা করিয়া, ২৯এ তারিখে তথায় উপনীত হন। তাঁহার বাসনা ছিল যে, নিজ জ্যেষ্ঠাকন্যা এবং জামাতাকে লইয়া নিজ পিতৃভূমিতে গমন করিবেন, কিন্তু রাজকুমারীর পদে রোগ উপস্থিত হওয়ায় সে বাসনা পূর্ণ হয় না। ৩রা জুন পর্য্যন্ত জন্মভূমিতে অবস্থানপূর্ব্বক ৪ঠা তারিখে বাবেলস্বর্গে নিজ বৈবাহিক, জামাতা, এবং কন্যা কর্তৃক সমাদরে গৃহীত হন। প্রুসীয়রাজও যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা এবং ভারতেশ্বরীকে বার্লিনে আগমন জন্য আমন্ত্রণ করেন। প্রিন্স ৮ই জুনে লণ্ডনে প্রত্যাবৃত্ত হন। ১৫ই জুনে রাজদম্পতী বার্ম্মিংহামে মহাসমাদরে সম্বর্দ্ধিত হইয়া চিত্রশালিকা এবং সাধারণ উদ্যান প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতেশ্বরী লিখেন,—'প্রিয় আলবার্ট যেমন সর্ব্বত্র প্রিয়, এখানেও সেই মত অতীব প্রিয় হইয়াছেন। আমি বিবেচনা করি, পূর্ব্বে তিনবার ত্রিবিধ উদ্দেশ্যে তিনি এখানে আগমন করেন ; শিল্পবিজ্ঞানের প্রতি তাঁহার অনুরাগ এবং শ্রমজীবী ও মধ্যশ্রেণির নৈতিক উন্নতি এবং সাধারণ মঙ্গলসাধকরূপে তিনি এখানে বিদিত।'

প্রুসীয়রাজের আমন্ত্রণ রক্ষা এবং কন্যাকে দর্শন জন্য রাজদম্পতী ১১ই আগষ্টে ইংলণ্ড ত্যাগ করেন। প্রুসীয়রাজ্যের সীমায় বৈবাহিক (বর্ত্তমান জার্ম্মাণ সম্রাট) অতীব সম্মান এবং সমাদর প্রদর্শনে ত্রুটী করেন না। এই দিন ডুসেলডর্ফ নামক স্থানে অবস্থান করা হয়। পরদিন প্রাতঃকালে ভারতেশ্বরী লিখেন,—' আলবার্ট সম্পূর্ণ বিষণ্ণমূর্ত্তিতে বৈদ্যুতিক সংবাদ (টেলিগ্রাম) হস্তে আগমন করিয়া বলেন, " আমার সরল কার্ট প্রাণত্যাগ করি-

য়াছে!” [কার্ট ২৯ বর্ষকাল প্রিন্সের অনুচররূপে নিযুক্ত ছিলেন] সমস্ত দিবস প্রতিমুহূর্ত্তে আমার নয়নে বারিধারা পতিত হইতে থাকে, এবং আমাদিগের প্রিয়া কন্যার সহিত মিলনাশার উপর এই শোচনীয় ঘটনা অতীব দুঃখার্পণ করে!...তিনি তাঁহার (প্রিন্সের) একাঙ্গস্বরূপ ছিলেন, আলবার্ট তাঁহার বিয়োগে নিতান্ত শোকাতুর।’ এই দিন রজনীতে রাজদম্পতী বাবেলসবার্গ প্রাসাদে উপনীত এবং জ্যেষ্ঠাকন্যা কর্তৃক গৃহীত হন। রজনীতেও কার্টের বিয়োগ-শোক প্রবল হয়। ভারতেশ্বরী লিখেন,—‘সরল কার্টের মৃত্যু যেন সত্যরূপে প্রতিভাত, এবং আমার নয়নে অজস্র জলধারা বিগলিত হইতে থাকে!’

এই প্রীতিপ্রদ ভ্রমণকালেও ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় ক্ষান্ত হন না। ২রা আগষ্টে মহাসভা পার্লিয়ামেণ্ট কর্তৃক ভারত শাসন সম্বন্ধীয় যে নবীন আইন বিধিবদ্ধ হইয়া যায়, সেই আইনমত ভারতেশ্বরী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে স্বহস্তে ভারত-শাসনভার গ্রহণ করিবেন, অতএব সেই বিধিপ্রচলনসহ কিরূপ নীতি এবং প্রণালীতে ভারত শাসিত হইবে, তৎজ্ঞাপক ঘোষণাপত্র প্রচারাবশ্যক হওয়ায়, মন্ত্রিসমাজ সেই ঘোষণাপত্র প্রস্তুত করিয়া, ভারতেশ্বরীর নিকট প্রেরণ করেন। লর্ড মালমেসবারি যিনি মন্ত্রীরূপে ভারতেশ্বরীর সহিত আগমন করেন, তিনি ১৪ই আগষ্টে ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্সের নিকট সেই ঘোষণাপত্রার্পণ করিলে, রাজদম্পতী তৎপাঠে প্রীত হন না। ঘোষণাপত্রের অনেক স্থান পরিত্যাগ, এবং অনেক নূতন কথা সন্নিবেশের আজ্ঞা দান করা হয়। প্রিন্স কনসর্ট এই দিন নিজ দৈনন্দিন গ্রন্থে লিখেন,—‘ইহা (ঘোষণাপত্র) এরূপ অবস্থায় কখনই থাকিতে পারে না।’ রাজদম্পতী জ্ঞাপন করেন যে, যেরূপ সরলভাবে, যে প্রকারে এরূপ ঘোষণাপত্র লিখিত হওয়া কর্ত্তব্য তাহা হয় নাই। ভারতেশ্বরী পরদিন (১৫ই আগষ্ট) লর্ড ডারবিকে এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পত্র লিখেন,—

‘বাবেলস্বার্গ, ১৫ই আগষ্ট, ১৮৫৮।

‘ভারতবর্ষের কারণ ঘোষণাপত্রের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে রাজ্ঞীর যে সকল আপত্তি আছে, লর্ড ডারবিকে তৎসমস্ত বিশদরূপে জ্ঞাপন জন্য, তিনি লর্ড মালমেসবারিকে আদেশ করিয়াছেন। একজন স্ত্রীলোক শাসনকর্ত্রী দশকোটিরও অধিক সংখ্যক প্রাচ্যজাতীয় প্রজার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শাসনভার

স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদিগের সমক্ষে ব্যক্ত করিতেছেন, এবং রক্তাক্ত বিদ্রোহের পর তাঁহাদিগের নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছেন—যে সমস্ত প্রতিজ্ঞা তাঁহার ভাবী শাসনে পূর্ণ হইবে, এবং তাঁহার শাসনের মূলনীতি বিশদরূপে প্রকাশ করিতেছেন, ইহা হৃদয়ে ধারণা করিয়া, লর্ড ডারবি যদি উৎকৃষ্টভাষায় নিজে ইহা লিখেন, তাঁহা হইলে রাজ্ঞী প্রীতা হইবেন। এরূপ ঘোষণাপত্র দয়া, বদান্যতা, এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষতাপ্রকাশক হইবে এবং ব্রিটিসরাজ-মুকুটাধীন অন্যান্য প্রজাদিগের সমপদে স্থাপিত হইয়া, ভারতীয়গণ যে সমস্ত অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইবেন এবং সভ্যতাস্রোতে যে সমস্ত উন্নতি সাধিত হইবে, তাহারও বিশেষ উল্লেখ আবশ্যক।'

ভারতেশ্বরী প্রিন্স কনসর্টের সহিত পরামর্শ করিয়া, ঘোষণাপত্র সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তনের আজ্ঞা দান করেন, লর্ড মালমেসবারি কর্ত্তৃক লিখিত মন্তব্য পাঠে তাহার সবিশেষ জ্ঞাত হইতে পারা যায়। ঘোষণা পত্রের পাণ্ডুলিপিতে বিবৃত হয় যে, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের 'দেশীয়দিগের ধর্ম্ম এবং আচারব্যবহারের অলক্ষ্যে অনিষ্টসাধন ক্ষমতা আছে।' লর্ড মালমেস-বারি লিখেন যে, 'তাঁহার (ভারতেশ্বরীর) ভারতীয় ধর্ম্মসমূহের অলক্ষ্যে অনিষ্টসাধন ক্ষমতা আছে, মহামান্যা এই উক্তিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। মহামান্যা এই বিষয়টী এইরূপ ভাবে প্রকাশ করিতে বলেন যে, মহামান্যা তাঁহার নিজ ধর্ম্মের প্রতি যেরূপ দৃঢ় আসক্তা এবং তদ্দ্বারা তিনি যে, সাচ্ছন্দ্য এবং সুখ প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহা দেশীয়দিগের ধর্ম্মসমূহের প্রতি হস্তক্ষেপ না করিতে তাঁহাকে সমর্থা করিবে, এবং তাঁহার আদেশমত তাঁহার কর্ম্মচারিগণ নিসন্দিগ্ধচিত্তে কার্য্য করিতে আদিষ্ট হইবেন।' ঘোষণাপত্রে পুনরায় উল্লেখ থাকে যে, ভারতের "দারিদ্র্য দূর" গবর্ণমেণ্টের চিন্তনীয় হইবে। উক্ত মন্তব্যে প্রকাশ,—'এই কথায় লেখকের মনের ভাব অতি কষ্টে প্রকাশ পায়। রাজ্ঞী বিবেচনা করেন যে, এই অংশটী বিস্তৃত করা কর্ত্তব্য, এবং ভারতের ভাবী "উন্নতির" বিষয় উল্লেখকালে রেলওয়ে, খাল, এবং টেলিগ্রাফ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের স্পষ্ট উল্লেখ করা বিহিত, এবং উক্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন অধিবাসী-দিগকে তৎসহ এমত আশ্বাস দেওয়া কর্ত্তব্য যে, এই সমস্ত অনুষ্ঠান তাঁহা-দিগের সাধারণ এবং ব্যক্তিগত উন্নতির নিদানস্বরূপ হইবে।' লর্ড মালমেস-বারি ১৫ই তারিখে লর্ড ডারবিকে তারযোগে সংবাদ দেন যে, ভারতেশ্বরী

ঘোষণাপত্র পাঠে সন্তুষ্ট হন নাই। ইহাতে লর্ড ডাবির উক্ত ঘোষণাপত্র পরীক্ষাপূর্ব্বক ভারতেশ্বরীর উক্ত পত্র এবং লর্ড মালমেসবারির মন্তব্য প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে ভারতেশ্বরীর মনের ভাব অনুমান করিয়া, ঘোষণাপত্র খানি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত এবং ভারতেশ্বরী যে সমস্ত ভাবপ্রকাশ করেন, প্রায় তৎসমস্ত সন্নিবিষ্ট করিয়া, ১৮ই তারিখে তাহা পুনরায় ভারতেশ্বরীর নিকট প্রেরণ করেন। সংস্কৃত নূতন ঘোষণাপত্র খানি যে সর্ব্বাংশে উপযুক্ত ভাবে লিখিত হয়, তাহা বলা বাহুল্য, কারণ ইহাতে আরও উল্লিখিত হয় যে, ভারতেশ্বরী তাঁহার অন্যান্য স্থানের অন্যান্য জাতীয় প্রজাপুঞ্জের নিকট যেরূপ কর্ত্তব্য পালন জন্য দায়ী, ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের নিকট সেইমত দায়ী হইলেন। ভারতেশ্বরী এই নবীন ঘোষণা পত্র মধ্যে কেবল কয়েকটী শব্দ মাত্র যোজনা করিয়া দেন। তন্মধ্যে শেষ ইহা সংযোগ করিয়া দেন যে, 'আমাদিগের প্রজাপুঞ্জের মঙ্গলসাধন জন্য আমাদিগের এই সদিচ্ছা পূর্ণ করিতে সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বর আমাদিগকে এবং আমাদিগের অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণকে পূর্ণ ক্ষমতা দান করুন।'

রাজদম্পতী ২৮এ আগষ্ট পর্য্যন্ত বৈবাহিকরাজ্যে অবস্থান পূর্ব্বক রাজধানী বার্লিন এবং অন্যান্য স্থানে অতীব উচ্চ অঙ্গের অভ্যর্থনায় সম্বর্দ্ধিত হইয়া দুঃখিতচিত্তে নিজ তনয়া এবং জামাতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করেন। এই মহা মহোৎসব—অকৃত্রিম অভ্যর্থনায় রাজদম্পতী যে অতীব হৃষ্ট হন, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

লিডস্ নামক স্থানের টাউনহল প্রতিষ্ঠার জন্য রাজদম্পতী ৬ই সেপ্টেম্বরে তথায় গমন এবং ৭ই তারিখে তৎকার্য্য সম্পন্ন হয়। ইংলণ্ডের কোন রাজা বা রাজ্ঞী একাল পর্য্যন্ত তথায় পদার্পণ না করায়, অধিবাসিগণ অতীব আনন্দের সহিত রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন জন্য রাজপথসমূহ অবর্ণনীয় রূপে সজ্জিত করেন। প্রকাশ যে এতদুপলক্ষে ৫ লক্ষ লোক রাজপথে সমবেত হইয়া রাজদম্পতীর অকৃত্রিম অভ্যর্থনা এবং ২৯ সহস্র ভদ্রলোক শান্তিরক্ষার্থ প্রহরীতা করেন। প্রতিষ্ঠা কার্য্যের পর উভয়ে বালমোরালে গমন করেন। ভারতসাম্রাজ্য-শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ সূত্রে মহোদার প্রতিজ্ঞাপূর্ণ যে ঘোষণাপত্র ভারতেশ্বরী প্রেরণ করেন, ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল লর্ড ক্যানিং ১৭ই অকটোবরে তাহা প্রাপ্ত হন, এবং তৎসহ ইহাও জ্ঞাত হন

যে, ভারতেশ্বরী তাঁহাকে রাজপ্রতিনিধি-পদ প্রদান করিয়াছেন। লর্ড ক্যানিং ১লা নবেম্বরে (১৮৫৮ খৃঃ) ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা এবং ভারতের সমগ্র প্রধান প্রধান নগরে মহাসমিতি সমাহ্বান পূর্ব্বক উক্ত ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়া, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনলোপ এবং ইংলণ্ডেশ্বরী মহামান্যা শ্রীশ্রীমতী ভিকটোরিয়া কর্তৃক ভারতসাম্রাজ্য-শাসনভার গ্রহণ বিঘোষিত করেন। ঘোষণার পর লর্ড ক্যানিং ভারতেশ্বরীকে যে পত্র লিখেন, ২রা ডিসেম্বরে ভারতেশ্বরী তাহার উত্তর দান করেন,—'সেই বিস্তৃত সাম্রাজ্য—যাহা তাঁহার মুকুটের সমুজ্বল মণি এবং যে সাম্রাজ্যকে তিনি সুখ, সাচ্ছন্দ্য এবং শান্তিপূর্ণ দেখিতে বাসনা করেন, সেই সাম্রাজ্যের সহিত তিনি (ভারতেশ্বরী) সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লিখিতে সমর্থা হইয়া, অতীব সন্তোষ প্রাপ্ত এবং গৌরব জ্ঞান করিতেছেন। তাঁহার এই ঘোষণাপত্র প্রচার হইতে নূতন যুগ আরম্ভ এবং তাহা অতীত শোচনীয় এবং রক্তাক্ত অভিনয়ের আবরণ স্বরূপ হউক! ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, রাজপ্রতিনিধি তাহার সমর্থন করায়, রাজ্ঞী আনন্দিতা হইতেছেন। তিনি (ভারতেশ্বরী) এ বিষয়ে দৃঢ় অনুরোধ করেন।'

ডিসেম্বর মাসে প্রিন্স কনসর্ট পীড়িত হন। গুরুতর শ্রম এবং রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল সকল বিষয়েই দৃঢ় চিন্তা সূত্রে তাঁহার শরীর এবং মস্তিষ্ক নিতান্ত ক্লান্ত এবং সেই সূত্রে তাঁহার স্বাস্থ্য যথেষ্ট ভঙ্গ হয়। এই জীবনী মধ্যে বিবৃত প্রিন্স কনসর্টের শ্রম এবং চিন্তা ব্যতীত প্রিন্স ইউরোপের গুরুতর রাজনৈতিক নানাবিধ গোলযোগ মীমাংসায় দৃঢ়নিবিষ্ট হন। বর্ত্তমানকালে এদেশীয় পাঠকবৃন্দের পক্ষে সেই রাজনৈতিক প্রশ্নাবলী প্রীতিপ্রদ বোধ হইবেনা বলিয়া, এতন্মধ্যে তাহা পরিগৃহীত হয় নাই। সেই সমস্ত গুরুতর রাজনৈতিক গোলযোগকালে মন্ত্রিসমাজের সহিত তর্কবাদ, পরামর্শ, মন্তব্য প্রকাশ, ইউরোপীয় মিত্ররাজগণকে সুপরামর্শদায়ক পত্র লিখন, ইংলণ্ডের শান্তিরক্ষা, উন্নতি এবং গৌরব বৃদ্ধি জন্য সবিশেষ যত্ন তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রতস্বরূপ ছিল। যদিও এই ডিসেম্বর মাসে জ্বর অতি অল্পায়বে দর্শন দান করে, কিন্তু পরিণামে ইহার দ্বারা তাঁহার যথেষ্ট স্বাস্থ্যনাশ হয়।

নবেম্বর মাসে প্রিন্স রাজনৈতিক আলোচনায় এতদূর লিপ্ত হন যে, উক্ত মাসে তিনি এক খানির অধিক নূতন গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর প্রাপ্ত

হন নাই। তাঁহার অল্পমাত্র অবসরকাল কেবল অধ্যয়নেই অতিবাহিত হইত। যে কোন নূতন শিল্প, বিজ্ঞান, ইতিহাস বা রাজনীতি সম্বন্ধীয় গ্রন্থ প্রচার হইলেই তিনি তাহা পাঠ করিতেন এবং প্রধান প্রধান লেখকদিগকে সবিশেষ উৎসাহিত করিতে ত্রুটী করিতেন না। স্বহস্তে পত্র লিখিয়া গ্রন্থকারদিগকে ধন্যবাদদানসহ তাঁহাদিগের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিতেন। বিখ্যাত গ্রন্থকার রেবং কিংসলির গ্রন্থাবলী পাঠে তিনি এই সময়ে এমত পরিতুষ্ট হন যে, তাঁহাকে প্রিন্স অব ওয়েলসের ইতিহাসাধ্যাপকপদে বরণ করিয়া বিশেষ সম্মানিত করেন।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ২৮এ জানুয়ারি ইংলণ্ডের জ্যেষ্ঠা রাজকুমারী প্রিন্সেস রয়েল প্রুসীয় রাজধানী বার্লিনে এক নবকুমার প্রসব করায়, প্রুসীয়ার ন্যায় ইংলণ্ডের রাজপরিবার মহানন্দসাগরে ভাসমান হন। ৯ই ফেব্রুয়ারি প্রিন্স কনসর্ট ওয়েলিংটন কলেজ পরিদর্শনার্থ গমন করেন। মৃত বিখ্যাত বীর ডিউক অব ওয়েলিংটনের স্মরণার্থ এই সামরিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি কেবল এই কলেজের আবাস জন্য স্থান নিরূপণ, এবং নির্ম্মাণকালে তত্ত্বাবধান করিয়া ক্ষান্ত হন না, ইহার শিক্ষাপ্রণালী এবং নিয়মাবলী নির্দ্ধারণেও তাঁহাকে সবিশেষ চিন্তা এবং শ্রম করিতে হইয়াছিল। কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রিন্স নিজ ব্যয়ে সংগৃহীত বহুল প্রয়োজনীয় পাঠ্য পুস্তক ছাত্রদিগের পাঠ জন্য প্রদান করিয়া পুস্তকাগার স্থাপন করেন। ইতিপূর্ব্বে প্রিন্স আলডারসট নামক স্থানে সৈনিক কর্ম্মচারী এবং সাধারণ সৈন্যদলের অধ্যয়নার্থ নিজ ব্যয়ে এক পুস্তকাগার স্থাপন করিয়া, সমরসংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক পুস্তকাবলী সংগ্রহ করিয়া দেন। এতদর্থে তাঁহার নির্দ্ধারিত বৃত্তির বহু সহস্র অর্থ পর্য্যবসিত হয়। প্রিন্সের স্বর্গারোহণের পর হইতে ভারতেশ্বরী কেবল নিজ গুপ্ত ধনাগার হইতে এই পুস্তকালয়ের ব্যয় দান করিয়া ক্ষান্ত নহেন, যখন যে কোন সমরসংক্রান্ত নূতন গ্রন্থ প্রকাশ হইতেছে, তাহাই ক্রয় করিয়া দিতেছেন। ইহা এক্ষণে 'প্রিন্স আলবার্টের পুস্তকাগার' নামে বিদিত এবং সামরিক কর্ম্মচারিগণ এই পুস্তকাগার হইতে অশেষ উপকার প্রাপ্ত হইতেছেন। ক্রিমি-

য়ার বিখ্যাত সমরের সময় ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স নিজ নিজ ব্যয়ে বহুল পুস্তক ক্রয় করিয়া, সৈন্যদলের পাঠ জন্য সমরক্ষেত্রে প্রেরণ করেন, এবং উক্ত সমর সমাপ্তির পর তাহার অর্দ্ধাংশ আলডারসটে এবং অপরার্দ্ধাংশ ডবলিনে প্রেরিত হয়। তাহা 'ভিকটোরিয়া সৈন্যদলের পুস্তকাগার' নামে বিদিত। প্রিন্সের পরলোক প্রাপ্তির পর হইতে ভারতেশ্বরী নিজ ব্যয়ে তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তকাগারে ১২০০০ গ্রন্থ সংগৃহীত হয়, এবং বলা বাহুল্য যে এতদিনে আরও বহু শত গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে।

ফরাসী-সম্রাট নেপোলিয়ন এই সময়ে ইটালি উদ্ধার কামনায় অষ্ট্রীয়ার সহিত সমরে লিপ্ত হন। এই সূত্রে ইউরোপখণ্ডে মহা সমরানল প্রজ্বলিত হইবার পূর্ব্বলক্ষণ বিলক্ষণ প্রকাশ পায়। এমন কি ফরাসী-সম্রাটের সহিত ইংলণ্ডেশ্বরীর আন্তরিক মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। ফরাসী-সম্রাট এই সময়ে দ্বিগুণ পরিমাণে নিজ সৈন্যদল এবং রণতরী-সংখ্যা বৃদ্ধি করায়, প্রিন্স কনসর্টও পূর্ব্বসতর্কতাবলম্বন শ্রেয়ঃজ্ঞানে ইংলণ্ডের রণতরী-সংখ্যাও বৃদ্ধি করিতে পরামর্শ দান করেন এবং ভলণ্টিয়ার অর্থাৎ অবৈতনিক সৈন্যসম্প্রদায় সৃষ্টি করিতে উদ্যত হন। কিরূপ প্রণালীতে অবৈতনিক সৈন্যসম্প্রদায় সৃষ্টি হইবে, কিরূপ নিয়মে তাঁহারা কার্য্য করিবেন, প্রিন্স নিজে তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া মন্ত্রিসমাজের বিবেচনার্থ অর্পণ করিলে, মন্ত্রিসমাজ তাহার সম্পূর্ণ সমর্থনপূর্ব্বক রাজ্যের সর্ব্বত্র তাহা বিঘোষিত করিয়া, অবৈতনিক সৈন্য সংগ্রহের আজ্ঞা দান করেন। ইংলণ্ডে আধুনিক ভলণ্টিয়ার সৈন্যশ্রেণি সৃষ্টি এবং তাহার উৎকর্ষসাধনের মূল প্রিন্স কনসর্ট।

১৩ই জুনে লর্ড ডারবি প্রধানমন্ত্রিত্বপদ ত্যাগ করিলে, লর্ড পামরষ্টন পুনরায় তৎপদে নিযুক্ত হন এবং শাসনভার লিবারেল সম্প্রদায়ের প্রতি অর্পিত হয়। ১৩ই আগষ্টে পার্লিয়ামেণ্টের অবকাশ প্রদত্ত হইলে ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স কয়েকদিন জলপথে ভ্রমণ করিয়া অসবোরণে উপনীত হন। গুরুতর চিন্তা এবং শ্রম দ্বারা প্রিন্সের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল, কিন্তু ভ্রমণ দ্বারা তিনি কথঞ্চিৎ সুস্থতা প্রাপ্ত হইলেও পুনরায় কঠোর রাজনৈতিক প্রশ্ন মীমাংসায় ব্যাপৃত হওয়ায়, তাঁহার শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়ে। ২৪এ আগষ্টে প্রিন্স নিজ জ্যেষ্ঠা কুমারীকে লিখেন,—'দুর্ভাগ্যবশতঃ দুই দিবশ যাবত আমি সম্পূর্ণ সুস্থ নহি, 'এবং এ পর্য্যন্ত আরোগ্য হইতে পারি নাই।' প্রিন্স এই সময়ে

উদরাময় রোগে আক্রান্ত হন। ১৪ই সেপ্টেম্বরে প্রিন্স আবারডিনের ব্রিটিস এসোসিয়েসন নামক বৈজ্ঞানিক সমাজের সভাপতি-পদে বরিত হইয়া এক অতীব দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। ২৫০০ পণ্ডিত এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উক্ত অধিবেশনে সমবেত এবং প্রিন্স কর্তৃক প্রদত্ত প্রায় ৫০ মিনিট কালস্থায়ী বক্তৃতায় বিমোহিত হন। পরে সেই বক্তৃতা সংবাদপত্রে প্রকাশ হইলে, সর্ব্বসাধারণে মুক্তকণ্ঠে প্রিন্সের অত্যুচ্চ প্রশংসা করেন। প্রিন্স ভাবিয়াছিলেন যে, এরূপ মহতী সভায় মহা মহা পণ্ডিতমণ্ডলীর সমক্ষে তাঁহার বক্তৃতা উৎকৃষ্ট হইবে না, কিন্তু পূর্ব্বপূর্ব্ব বক্তৃতার ন্যায় ইহাও প্রশংসা সংগ্রহ করে।

১৪ই অক্টোবরে ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স গ্লাসগোর জলের কল প্রতিষ্ঠা করেন। ২৪এ অক্টোবরে সমস্ত ইংলণ্ড ভয়ানক কুয়াসাচ্ছন্ন হয়, এবং প্রিন্স কনসর্ট ২৬এ তারিখে অক্সফোর্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রিন্স অব ওএলসকে দর্শন জন্য গমনকালে ভয়ানক কফাক্রান্ত, শেষ সেই সূত্রে উদরাময়গ্রস্ত হইয়া, ৩রা নবেম্বরের পূর্ব্বে আরোগ্য লাভ করিতে সমর্থ হন না। ইংলণ্ডে অবৈতনিক সৈন্যশ্রেণি সৃষ্টি জন্য প্রিন্স কনসর্ট যে যথেষ্ট শ্রম এবং যত্ন করেন, এই সময়ে তাহা অধিকাংশ সফল হয়। এ সম্বন্ধে ব্যারণ ষ্টকমারকে (৮ই ডিসেম্বরে) লিখেন,—'সমস্ত নগরে ভলণ্টিয়ার (অবৈতনিক সৈন্য) সংগৃহীত হইতেছে। ব্যবহারাজীবগণ নিয়মিত যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন। লর্ড স্পেন্সার, লর্ড আবারকরণ, লর্ড এল্‌কো প্রভৃতি দোকানদারগণ যে শ্রেণী এবং সংখ্যাভুক্ত সেই শ্রেণী ও সংখ্যাভুক্ত হইয়া, গ্যাসালোকে ওয়েষ্টমিনিষ্টারহলে দণ্ডায়মান হইতেছেন। ইতিমধ্যে প্রায় ৫০০০০ লোক অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন।'

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

'আমরা শান্তি এবং সন্তোষের সহিত ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্রবিষ্ট হইয়াছি, আমাদিগের সন্ততিবর্গ এবং প্রিয়া জননী কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া পূর্ব্বে এমত আনন্দে নববর্ষ দিবসাতিবাহিত করিয়াছি, আমি এমত স্মরণ করিতে পারি না।' ভারতেশ্বরী ৩রা জানুয়ারি (১৮৬০ খৃঃ) রাজা লিওপোল্ডকে এই ভাবে পত্র লিখেন। বাস্তবিক ইংলণ্ডের রাজসংসার এই সময়ে যেন প্রকৃত আনন্দের সংসাররূপে পরিণত হয়। রাজকুমার এবং রাজকুমারীদিগের জনক-

জননীর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি, এবং পিতামাতার পুত্রকন্যাগণের প্রতি প্রবল স্নেহ প্রকাশসহ তাঁহাদিগের শারীরিক, মানসিক, এবং নৈতিক উৎকর্ষসাধনেচ্ছা অপরাপর রাজপরিবারের আদর্শস্থানীয় হয়। রাজনৈতিক কঠোর পরিশ্রমে প্রিন্সের স্বাস্থ্য এই সময় হইতে সমধিক পরিমাণে ভঙ্গ হইতে থাকে। ১৭ই মার্চ্চ প্রিন্স ষ্টকমারকে লিখেন,—'বসন্ত ঋতু এ পর্য্যন্ত এরূপ পীড়াদায়ক এবং অপ্রীতিকর যে, আমি প্রায় নিয়ত অসুস্থতা ভোগ করিতেছি।' অসুস্থশরীরেও প্রিন্স সাধারণহিতকর যে কোন অনুষ্ঠানে যোগ দান করিতে ক্ষান্ত হন না।

২৭এ মার্চ্চ লণ্ডনের 'ক্লথওয়ার্কার্স কোম্পানি' নামক এক প্রাচীন সম্প্রদায়ের নবনিবাস প্রতিষ্ঠাকালে, প্রিন্স কনসর্ট আমন্ত্রিত এবং সভাপতি-পদে নিযুক্ত হইয়া, দুইটী সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। এপ্রেল মাসের প্রথম সপ্তাহেই ভারতেশ্বরীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নির (ডচেস অব কেণ্টের প্রথম স্বামির ঔরষজাতা কন্যার) স্বামী প্রিন্স হোহেনলো ল্যাঙ্গেনবর্গ প্রাণত্যাগ করায়, ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স উভয়েই অত্যন্ত শোক প্রাপ্ত হন। ভারতেশ্বরী নিজ ভগ্নির বৈধব্য সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র সমধিক দুঃখপ্রকাশক পত্র দ্বারা সান্ত্বনা করেন। প্রিন্সের উদ্যোগে এই সময়ে আলডারসট নামক স্থানে সৈন্যদলের সামরিক উৎকর্ষ শিক্ষা জন্য এক শিবির স্থাপিত হয়। ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স প্রায় মধ্যে মধ্যে তথায় গমন করিয়া, সৈন্যদলের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে থাকেন। ১৫ই মে প্রিন্স ব্যারণ ষ্টকমারকে লিখেন,—'আলডারসটের শিবির হইতে আমরা কল্য অপরাহ্নে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি, তথায় আমরা রবিবার অতিবাহিত করি এবং কল্য রণাভিনয় হইয়াছিল। তথায় যে ১৮০০০ সৈন্য সমবেত হইয়াছে, তাহা দেখিতে চমৎকার।' ১লা জুনে প্রিন্স ওকিং নামক স্থানে নাট্যবিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তিনি ইহার উন্নতিপক্ষে যত্নবান হন বটে, কিন্তু পরিণামে এই বিদ্যালয় সফলতা প্রাপ্ত হয় না।

প্রিন্স কনসর্ট এই সময়ে শিল্পসমিতি, শিল্পপ্রদর্শনী-সমিতি, সেণ্ট মার্টিন্স প্রভিডেণ্ট ফণ্ড এবং ওয়েলিংটন কলেজের সর্ব্বাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত থাকিয়া ক্রমাগত নানাধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়া, সমিতিসমূহের উদ্দেশ্য সাধনের বিশেষ সহায়তা করেন। দুই শতাব্দী পূর্ব্বে গ্রিণেডিয়ার গার্ডস্ নামক যে সৈন্যদলের সৃষ্টি হয়, এবং অষ্টবর্ষ পূর্ব্বে ডিউক অব ওয়েলিংটনের মৃত্যুর পর

প্রিন্স কনসর্ট যে সৈন্যদলের নেতাপদে নিযুক্ত হন, ১৬ই জুনে সেই সৈন্য-দলের দ্বিশতবার্ষিকী স্মরণোৎসব উপলক্ষে প্রিন্স সভাপতির আসন গ্রহণ-পূর্ব্বক এক প্রাজ্ঞতাপূর্ণ মনোরম বক্তৃতা করিয়া সকলের চিত্ত বিমোহিত করেন। ২৩এ জুনে হাইডপার্কে গ্রেটব্রিটেনের নবীন ভলুন্টিয়ার অর্থাৎ অবৈতনিক সৈন্যদলের এক মহাসমিতি এবং রণাভিনয় হয়। ইহাতে কেবল লণ্ডননগর এবং উপনগর নহে, মফস্বলের নানাস্থান হইতে শত শত অবৈ-তনিক সৈন্য নিজ নিজ ব্যয়ে লণ্ডনে সমবেত হন। বিংশতি সহস্রাধিক অবৈতনিক সৈন্য শিক্ষিত চমূর ন্যায় শ্রেণিবদ্ধ ভাবে ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্সের সম্মুখদিয়া গমন করেন। ইহাতে দুই ঘটিকাকালাতিবাহিত হয়। এই অবৈতনিক সৈন্য সৃষ্টির প্রিন্স একজন প্রধান উদ্যোগী, সুতরাং ইহার সফলতায় প্রিন্স মনে মনে অসীমানন্দানুভব করেন, এবং সেই দিন রজ-নীতে ট্রিনিটী হাউসের ভোজ-সভায় সভাপতির আসন গ্রহণপূর্ব্বক এই সৈন্যদল সম্বন্ধে এক চিত্তহারী বক্তৃতা করিয়া, ইংরাজজাতির রাজভক্তি এবং জন্মভূমির জন্য প্রাণপণের যথেষ্ট প্রশংসা করেন। এই সময়ে সমগ্র গ্রেটব্রিটেনে ১৩০০০০ অবৈতনিক সৈন্য সংগৃহীত হয়।

সংখ্যানির্দ্ধারণবিদ্যা (ষ্টাটিষ্টিক) সামাজিক উন্নতি সাধনের একটী প্রধান সহায়। প্রদেশীয় লোকসংখ্যা, বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু, উপনিবেশ বা ভিন্নদেশে বাস জন্য গমন, পীড়া, অপরাধ, শিক্ষা, এবং ব্যবসা প্রভৃতির গণনা দ্বারা সংখ্যা নিরূপণ সূত্রে সভ্যজগতে অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়া আসিতেছে। প্রিন্স আলবার্ট ১৮৩৬—৩৭ খৃষ্টাব্দে যৎকালে ব্রুসেলে অবস্থান করিয়া পণ্ডিতবর কোয়েটলেটের অধীনে অধ্যয়ন করেন, তৎকালে এই বিদ্যায় তিনি বিশেষ মনোযোগী হন। কোয়েটলেট একজন প্রধানতম ষ্টাটিষ্ট ছিলেন। তাঁহারই উদ্যোগে সর্ব্বজাতিগতগণনানিরূপক সমাজ সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রিন্স আলবার্ট লণ্ডনের ষ্টাটিষ্টিকাল সোসাইটী নামক সমাজের প্রতি-পোষক ছিলেন। ১৬ই জুলাই (১৮৬০ খৃঃ) লণ্ডন নগরে সর্ব্বজাতীয় গণনা নিরূপক সমাজের এক সাধারণ মহাধিবেশন হয়। সাধারণ নিয়মমত ইংলণ্ডের বাণিজ্যসমাজের সভাপতির উক্ত অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবার কথা হয়, কিন্তু প্রিন্সের প্রাচীন শিক্ষাগুরু মেং কোয়েটলেটের আমন্ত্রণানুসারে প্রিন্স কনসর্ট সভাপতির আসন গ্রহণপূর্ব্বক বহুবিজ্ঞতাপূর্ণ এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা

করেন। ইউরোপের প্রধান প্রধান দেশাগত বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতমণ্ডলী এবং সাধারণ শ্রোতৃবর্গ সেই বক্তৃতা শ্রবণে আশ্চর্য্যান্বিত এবং বিমোহিত হন। ডাক্তার ফার এই সমাজের অন্যতর সম্পাদক ছিলেন। লণ্ডনের অধিবেশ-নের পর ইউরোপের অন্যান্য রাজ্যে ইহার অধিবেশন হয় এবং তাহাতে অনেক রাজকুমার এবং মন্ত্রিবর্গ সভাপতিত্ব করেন, ডাক্তার ফার লিখেন 'ইহা সকলেই স্বীকার করেন যে, রাজকুমারগণ এবং মন্ত্রিবর্গ যে সমস্ত বক্তৃতা করেন, কোনটাই প্রিন্স কনসর্টের বক্তৃতার ন্যায় উৎকৃষ্ট হয় নাই।'

৬ই আগষ্টে রাজপরিবার অসবোর্ণ হইতে বালমোরালে গমনকালে পথি-মধ্যে স্কটল্যাণ্ডের রাজধানী এডিনবর্গে অবস্থান পূর্ব্বক ৭ই তারিখে তথাকার দ্বাবিংশ সহস্র অবৈতনিক সৈন্যদলের রণাভিনয় দর্শন এবং পরদিন ৮ই আগষ্ট রাজদম্পতী বালমোরালে উপনীত হন। এই স্থানে অবস্থান কালে প্রিন্স রণতরী বিভাগের এবং নৌসৈন্যদলের শিক্ষার উৎকর্ষসাধন সম্বন্ধে মন্ত্রিসমাজকে সুপরামর্শ দান করেন। তাঁহার সেই পরামর্শমত প্রস্তাব অচিরেই কার্য্যে পরিণত হয়।

জন্মভূমি, প্রিয়তমা কন্যা, জামাতা, এবং দৌহিত্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ বাসনায় প্রিন্স কনসর্ট, ভারতেশ্বরী এবং নিজ মধ্যমাকুমারী (এক্ষণে মৃতা) এলিসকে লইয়া, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২৫এ সেপ্টেম্বরে কোবর্গে উপনীত হন। দুঃখের বিষয় রাজপরিবারের আগমনের পূর্ব্বেই প্রিন্সের বিমাতা প্রাণত্যাগ করেন। প্রিন্স নিজ মাতার ন্যায় বিমাতাকেও অতিশয় ভালবাসিতেন। তাঁহার বিয়োগে তিনি যে নিতান্ত দুঃখিত হন তাহা বলা বাহুল্য। ভারতে-শ্বরী প্রাসাদে উপনীত এবং নিজ দৌহিত্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া শ্বশ্রূ-বিয়োগজনিত শোক বিস্মৃত হন। ২৬এ সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে প্রাসাদ-সম্মুখস্থ রমণীয় উদ্যানে ভ্রমণ এবং প্রাচীন হিতৈষী মিত্র ব্যারণ ষ্টকমারের সহিত সাক্ষাৎ হয়। রজনীতে ডিউক আর্ণেষ্ট, প্রিন্স কনসর্ট, এবং জামাতা প্রিন্স ফ্রেডরিক উইলিয়ম গোথায় গমন করেন। পরদিন প্রত্যূষে সপ্তম ঘটিকার সময় মৃতা ডচেসের সমাধি কার্য্য সাধিত হয়। ২৭, ২৮, ২৯, এবং ৩০এ সেপ্টেম্বরে নানাস্থানাদি দর্শনে অতিবাহিত এবং ১লা অকটোবরে প্রিন্স কনসর্টের জীবনের এক গুরুতর আকস্মিক বিপদ সংঘটিত হয়।

প্রিন্স কনসর্ট এই দিন প্রাতঃকালে কালেনবর্গে মৃগয়ার্থ গমন এবং

ভারতেশ্বরী কোবর্গে অবস্থান করেন, কিন্তু অপরাহ্নে ভারতেশ্বরী ক্যালেনবর্গে উপনীত হন। প্রিন্স মৃগয়ার পর বিশেষ কার্য্য সূত্রে অগ্রে কোবর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং ভারতেশ্বরী কালেনবর্গে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিতে থাকেন। প্রিন্স চতুরাশ্বযোজিত উদ্‌ঘাটীত যানে যৎকালে কোবর্গ অভিমুখে আগমন করেন, তৎকালে যান দেড় ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলে পর অশ্বচতুষ্টয় ভীত এবং শেষ অবাধ্য হইয়া মহাবেগে ধাবমান হয়। কোবর্গ হইতে অর্দ্ধক্রোশ দূরে—যে স্থানে রাজপথের উপর দিয়াই রেলওয়ে গিয়াছে, তথায় বাষ্পরথ গমনকালে যাহাতে অন্য কোন যান আসিতে না পারে, এজন্য তাহার উভয় পার্শ্বে দুইটী লৌহ অর্গল তৎকালে আবদ্ধ এবং একখানি মালের গাড়ি এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল। প্রিন্স কনসর্ট মহাবেগেধাবিত যান মধ্য হইতে উক্ত লৌহার্গলসহ যানের মহাসংঘর্ষণ সম্ভাবনা দেখিয়া প্রত্যুৎপন্নমতিত্ববলে প্রাণ রক্ষার জন্য যান হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক পথে পতিত হন। সেই সূত্রে তাঁহার নাসা, কর, বাহু এবং হাঁটুতে আঘাত লাগে এবং ক্ষত হইয়া যায়, কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ তিনি অচৈতন্য বা মহাসংঘর্ষণ প্রাপ্ত হন না। প্রিন্স কনসর্ট আত্মদেহের আঘাত বা রক্তাক্ত ক্ষতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শোচনীয়রূপে আঘাতপ্রাপ্ত অশ্বচালকের সহায়তার জন্য ব্যগ্র হন। যান লৌহঅর্গলে সংঘৃষ্ট হইয়া একেবারে চূর্ণ এবং একটী ঘোটক অনতিবিলম্বে মৃত এবং অপর তিনটী মহাবেগে কোবর্গ অভিমুখে ধাবমান হয়।

প্রিন্সের অনুচর কর্ণেল পনসনবি কোবর্গে সেই ছিন্নভিন্নবেশী ধাবমান অশ্বত্রয় দর্শনে কোন বিপদ সংঘটিত হইয়াছে ভাবিয়া, অনতিবিলম্বে ডাক্তার বেলি এবং ডিউক অব কোবর্গের চিকিৎসক ডাক্তার কার্ল ফ্লর্সচুজকে সমভিব্যাহারে লইয়া ঘটনাস্থানে উপনীত হন। প্রিন্স তাঁহাদিগের আগমনে আত্মশুশ্রূষা এবং চিকিৎসার পরিবর্ত্তে উক্ত অশ্বচালকের প্রতি চিকিৎসকদিগকে সবিশেষ মনোযোগী হইতে দৃঢ় অনুরোধ করিয়া, কর্ণেল পনসনবিকে ভারতেশ্বরীর নিকট এই দুর্ঘটনা জ্ঞাপন জন্য প্রেরণ করেন। মাননীয়া ভারতেশ্বরী লিখেন,—‘কর্ণেল পনসনবি বলেন, আলবার্ট তাঁহাকে এই সংবাদ প্রদান জন্য প্রেরণ করিয়াছেন যে, যানের দুর্ঘটনা হইয়াছে; কিন্তু আলবার্ট আঘাত প্রাপ্ত হন নাই, কেবল তাঁহার নাসা ক্ষত হইয়াছে মাত্র; ডাক্তার বেলি তাঁহার

সহিত মিলিত হইয়াছেন এবং বলেন যে, ইহা গুরুতর দুর্ঘটনা নহে। এতচ্ছ্রবণে আমি অত্যন্ত ভীত বা বিচলিত হই না। যখন কর্ণেল পনসনবি প্রকাশ করেন যে, অশ্বগুলি ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়ন করিয়াছে, এবং আলবার্ট লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক পতিত হন, তখন আমি ভীত হই।' ভারতেশ্বরী ক্ষণমাত্র কালবিলম্ব না করিয়া যানারোহণে প্রিন্সেস এলিসের সহিত প্রাসাদে উপনীত হন। ভারতেশ্বরী দৈনন্দিন গ্রন্থে বিবৃত করেন;—'বরাবর প্রিন্স আলবার্টের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখি যে, তিনি লোলেনের (তাঁহার দাসের) শয্যায় ধীরভাবে শয়িত, তাঁহার নাশা, ওষ্ঠদ্বয় এবং চিবুকে পটী সংলগ্ন এবং সরল বৃদ্ধ সাধু ষ্টকমার (তিনি অতীব ভীত হইবেন অনুভব করি) তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান এবং ডাক্তার বেলিও ছিলেন। তিনি (প্রিন্স) সম্পূর্ণ প্রফুল্ল এবং কথোপকথন ও এই ভীতিপ্রদ দুর্ঘটনার আমূল বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছিলেন, এবং প্রমাণিত হয় যে, তাহা হইতে সৌভাগ্যবশে এবং দৈবানুগ্রহে উদ্ধার পাইয়াছেন। ডাক্তার বেলি বলেন, আলবার্ট অদৌ অজ্ঞান হন নাই, এবং কোন বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হন নাই এবং তাঁহার আকৃতি কিছু মাত্র বিকৃত হইবেনা। হা জগদীশ্বর! আমি কি না অনুমান করিয়াছিলাম! প্রত্যেকেই মহাদুঃখিত এবং উত্তেজিত হন···আমি ইংলণ্ডে তারযোগে অনেক সংবাদ প্রেরণ করি।' সৌভাগ্যবশতঃ প্রিন্স দুইদিন পরেই আরোগ্য লাভ করিয়া পাদচারে ভ্রমণ করিতে সমর্থ হন। স্বেচ্ছামত পাদচারে কোবর্গ এবং উপনগর ভ্রমণের পর ভারতেশ্বরী লিখেন,—'ইহা কিরূপ প্রীতিপ্রদ; আমরা এস্থানে নগরের সর্ব্বত্র পাদচারে ভ্রমণ করিতে পারি, এবং যদিও লোকেরা আমাদিগকে চিনে, কুত্রাপি কেহ আমাদিগের অনুসরণ করেনা, এবং ভদ্রতার সহিত মস্তক নত করিয়া অভিবাদন করে, আমি কোন নগরে কুত্রাপি এ আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারি না।' আত্মীয়স্বজন-সহবাসসুখ সম্ভোগ করিয়া রাজদম্পতী ১৬ই অকটোবরে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

যে সময়ে প্রিন্স কর্নসর্ট ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, সে সময়ে দুর্ঘটনার সমস্ত ক্ষতচিহ্ন তাঁহার শরীর হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায় বটে, কিন্তু সেই দুর্ঘটনাসূত্রে অতি হৃদয়বিদারক কাণ্ড সংঘটিত হইতে পারিত ভাবিয়া ভারতেশ্বরী তখন পর্য্যন্ত বিচলিত থাকেন। পরম করুণাময় পরমেশ্বর দয়া দানে প্রিন্সের জীবন রক্ষা করায়, ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং এই

দুর্ঘটনা হইতে উদ্ধার-স্মরণার্থ ভারতেশ্বরী প্রিন্সের জন্মভূমি কোবর্গে কোন বিদ্যালয় স্থাপন বা হাসপাতালের অঙ্গ বৃদ্ধি জন্য কয়েক সহস্র মুদ্রা বিনিয়োগ প্রস্তাব করিলে, বর্ত্তমান ডিউক এবং ডচেস অব কৌবর্গ তৎপরিবর্ত্তে ভারতেশ্বরীর নামে কোবর্গে একটী দাতব্য ফণ্ড স্থাপন প্রস্তাব করেন। তদনুসারে ভারতেশ্বরী দশ সহস্রাধিক মুদ্রা প্রদান করায়, তাহার কুসীদ হইতে প্রতিবৎসর ১লা অকটোবরে কোবর্গের নিম্নশ্রেণির কতিপয় সচ্চরিত্র যুবকের শিল্পবিদ্যাশিক্ষার সহায়তা জন্য শিল্পযন্ত্র এবং বৃত্তি এবং যুবতীদিগকে পরিণয়ের যৌতুকস্বরূপ এবং যাহাতে তাহারা সৎপথে থাকিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে তজ্জন্য অর্থ সাহায্য প্রদত্ত হইয়া আসিতেছে।

ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রিন্স অতিশয় শ্রমের জন্য পীড়িত হন। এই সময়ে তিনি ইংলণ্ডের রণতরীসংখ্যা বৃদ্ধি জন্য সদুপদেশ দান করিলে, মন্ত্রিসমাজ সেইমত কার্য্য করেন। ৯ই ডিসেম্বরে প্রিন্স বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হন। কিন্তু জগদীশ্বরের কৃপায় এই ভয়ঙ্কর রোগ ভারতীয় বিসূচিকার ন্যায় ভীম মূর্ত্তি ধারণ না করায়, তিনি কয়েকদিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ করেন।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

জগতের সমূহ হিতসাধন যাঁহাদিগের জীবনের ব্রত, প্রিন্স কনসর্ট তাঁহাদিগেরই ন্যায় প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্বকার্য্যে নিবিষ্ট এবং মানবমণ্ডলীর শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে তৎসমস্ত পরিসমাপ্ত করিতেন। কি গ্রীষ্ম কি শীত তিনি নিয়মমত সপ্তম ঘটিকার সময় শয্যাত্যাগ পূর্ব্বক বেশ পরিধান করিয়া, উপবেশনাগারে গমন করিতেন। শীতকালে সেই কক্ষে সেই সময়ে তাঁহার নিকট অগ্নি এবং জার্ম্মাণ দেশীয় নীলবর্ণের আলোকাধারে বর্ত্তিকা প্রজ্বলিত হইত। সমস্ত পত্র পাঠ পূর্ব্বক উত্তর লিখিতেন, কখনও বহুল পত্রের উত্তর দান করিতে বিলম্ব করিতেন না; এবং মন্ত্রিসমাজ ভারতেশ্বরীর নিজ রাজ্য সম্বন্ধীয় নানা বিষয়ের যে সমস্ত পত্র এবং প্রস্তাব প্রেরণ করিতেন, প্রিন্স তৎসমস্তের উত্তর লিখিয়া ভারতেশ্বরীর জন্য রক্ষা করিতেন। পাছে ইংরাজি ভাষার শব্দ প্রয়োগ প্রণালী সম্বন্ধীয় কোন ভ্রম থাকে, এজন্য তাঁহার ইংরাজি পত্র গুলি ভারতেশ্বরীর নিকট প্রায় উপস্থিত করিয়া সতর্কতার সহিত পাঠ

করিয়া, ইহার মধ্যে যদি কিছু ভ্রম থাকে বল ’ এই কথা বলিয়া অর্পণ করিতেন। এবং রাজনৈতিক বিষয়ে তিনি ভারতেশ্বরীর জন্য যে সমস্ত উত্তর লিখিয়া দিতেন, তৎসমস্ত অর্পণ কালে বলিতেন, ‘ তোমার জন্য এই পাণ্ডুলিপি প্রস্তত করিয়াছি, পাঠ কর। আমি বিবেচনা করি ইহাই চলিবে।’ প্রিন্সের এই অভ্যাস তাঁহার জীবনের শেষ পর্য্যন্ত এই ভাবে অব্যাহত থাকে। প্রাতে অষ্টম ঘটিকা হইতে প্রাতর্ভোজন সময় পর্য্যন্ত প্রিন্স এই ভাবে অতিবাহিত করিতেন, অথবা নবাগত পত্র বা মন্তব্য পাঠ এবং তাহার উত্তর লিখিতেন, কিম্বা ভারতেশ্বরী পূর্ব্ব রজনীতে যে সমস্ত পত্র বা রাজনৈতিক মন্তব্য প্রাপ্ত হইয়া পাঠ পূর্ব্বক প্রিন্সের দৃষ্টি জন্য তাঁহার উপবেশনাগারের টেবিলের উপর রক্ষা করিতেন, প্রিন্স তৎসমস্ত অধ্যয়নপূর্ব্বক প্রত্যুত্তর ও প্রতিমন্তব্য লিখিয়া দিতেন।

প্রত্যহ প্রাতঃকালে প্রাতর্ভোজনাগারে প্রিন্সের নিকট এক টেবিলের উপর সমস্ত প্রধান প্রধান সংবাদপত্র রক্ষিত হইত। তিনি তৎসমস্ত পাঠ করিতে কখনও বিস্মৃত হইতেন না। ভারতেশ্বরী ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে লিখেন,—‘ উত্তম এবং প্রয়োজনীয় প্রবন্ধগুলি উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতেন। উত্তম প্রবন্ধে তিনি অকৃত্রিম আনন্দ প্রাপ্ত হইতেন।’ উক্ত মন্তব্যে প্রকাশ,—‘ প্রাতঃর্ভোজন সমাপ্ত হইলে, তিনি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক একটী টেবিলে সংবাদপত্র বিস্তীর্ণ করিয়া, নতদেহে পাঠ করিতেন, এবং “ আমাকে বিরক্ত করিও না, আমি পাঠে ব্যস্ত। ” বলিয়া, যে কোন প্রশ্নের উত্তরদানে অসম্মত হইতেন।’ প্রিন্সের রক্ষিত কাগজপত্র দ্বারা সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারা যায় যে, প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের বিশেষ প্রয়োজনীয় যে কোন প্রবন্ধের প্রতি তিনি সবিশেষ মনোযোগ দান করিতেন।

ভারতেশ্বরী স্বমন্তব্য মধ্যে বিবৃত করেন,—‘পূর্ব্বে পূর্ব্বে যখন তিনি শিকারে গমন না করিতেন, তখন সাধারণতঃ বেলা দশটা বা কখনও কখনও তৎপূর্ব্বে আমার সহিত পাদচারে ভ্রমণে বহির্গত হইতেন; কিন্তু গত তিন বা চারি বর্ষকাল দশটা ১৫ মিনিটের পূর্ব্বে প্রায় আমরা বহির্গত হইতে পারিতাম না। তিনি প্রায় রুলাণ্ডের (তাঁহার গুপ্ত পুস্তকাগারাধ্যক্ষ) সহিত (এবং তৎপূর্ব্বপূর্ব্ব বর্ষে ডাক্তার বেকারের সহিত) কখনও কখনও কর্ণেল বিডল্‌ফ, বা মেজার এল্‌ফিনষ্টোনের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, অথবা কিছু

লিখিতেন, অথবা দ্রুতপদে (নিম্নে বা প্রাসাদের গলিপথে গমনাগমন কালে তিনি বেগে অতি দ্রুতভাবে গমন করিতেন এবং আমি তাঁহার পদশব্দ শ্রবণ করিতে পাইতাম) জেনেরল গ্রে বা সার চার্লস ফিফ্‌সর সহিত সাক্ষাৎ জন্য নিম্নতলে গমন করিতেন। কোন সময়ে যদি কোন মন্ত্রী প্রাসাদে থাকিতেন এবং প্রত্যুষে চলিয়া যাইতেন, তাহা হইলে তিনি মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহাকে নিজ কক্ষে আহ্বান করিয়া, পুনরায় আমার গৃহে আসিতেন।'

'পক্ষীশিকার-সময় উপনীত হইলে, তিনি সাধারণতঃ সপ্তাহে তিন বা চারিবার গমন করিতেন, পরে সপ্তাহে একবার মাত্র মৃগয়ায় গমন করিতেন। কিন্তু ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি একেবারে মৃগয়া ত্যাগ করেন। তিনি প্রায় বেলা দুই ঘটিকা বা তৎপূর্ব্বে আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। তিনি কখনই আমার গৃহ বা সজ্জাগৃহ ব্যতীত অন্য কোন স্থান দিয়া বহির্গমন বা আগমন করিতেন না, এবং আগমনকালে সহাস্য আননে বলিতেন, "অতি রমণীয়!" অথবা "আমি অত্যন্ত সিক্ত" বা "কর্দ্দমাক্ত" হইয়াছি, এবং আমি (প্রাসাদে) যে সমস্ত সংবাদ শুনিতাম, তাহা তাঁহার জন্য মনে করিয়া রাখিতাম, এবং তাঁহার দর্শন জন্য প্রত্যেক পত্র এবং মন্তব্য রক্ষা করিতাম, এবং যদি আমি তাঁহার সমক্ষে কোন নির্বুদ্ধিতাজ্ঞাপক মন্তব্য অর্পণ করি, তাহা হইলে তিনি দুঃখিত এবং বিরক্ত হইবেন, এবং সেই সূত্রে তাঁহার রুগ্ন উদরের পীড়া বৃদ্ধি হইবে ভাবিয়া, পত্র এবং মন্তব্য নির্ব্বাচন করিতে বিচলিত এবং বিরক্ত হইতাম। পক্ষীশিকারকালে তিনি প্রায়ই দ্রুতপদে গমন করিতেন। তিনি বলিতেন,—"লোকেরা কেন শিকার করাকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম মনে করিয়া সমস্ত দিবস তাহাতে লিপ্ত থাকে, তাহা আমি অনুভব করিতে পারি না। আমি ইহা কয়েক ঘটিকার নিমিত্ত আমোদরূপে জ্ঞান করি।"'

যদিও প্রিন্স কনসর্ট প্রত্যহ কয়েক ঘণ্টাকাল ভ্রমণাদিতে অতিবাহিত করিতেন, কিন্তু বলা বাহুল্য যে, ইহার দ্বারা তাঁহার মস্তিস্ক যথোচিত বিশ্রাম লাভ করিত না। বহুবিধ বিষয়ে সবিশেষ মনোনিবেশ করিতে হওয়ায়, তাঁহার পক্ষে দিবাভাগ অদীর্ঘ বোধ হইত। শেষাবস্থায় ক্রমান্বয়ে শারীরিক স্বাস্থ্য-নাশ এবং উপর্য্যুপরি রোগাক্রান্ত হওয়ায়, সহজেই অনুমিত হয় যে, তাঁহার দেহ ক্রমেই দুর্ব্বল এবং মানসিক শ্রম ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। প্রত্যেক পক্ষ হইতেই তাঁহার নিকট সৎপরামর্শ প্রার্থিত হয়। রাজপ্রাসাদে, তাঁহার

পরিবার মধ্যে, তাঁহার স্বদেশ এবং বিদেশস্থ অসংখ্য আত্মীয় মধ্যে ক্রমাগত তাঁহার সৎপরামর্শ, সদুপদেশ এবং সহায়তা প্রার্থিত হইতে থাকে। অপর ইংলণ্ডের জাতীয় হিতসাধক প্রত্যেক অনুষ্ঠান এবং উদ্যোগে তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট এবং তাঁহার অভ্রান্ত এবং সমীচীন অভিজ্ঞতা এবং মহান রাজনীতিজ্ঞতা দর্শনে রাজ্যের মঙ্গলজনক আভ্যন্তরিক বা বৈদেশিক প্রত্যেক প্রশ্নেই প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণ তাঁহাকে শ্রেষ্ঠপাত্র জ্ঞানে তাঁহার মন্তব্য সংগ্রহ করিতেন। যাঁহারা তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া যে কোন কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইতেন, তাঁহারা আগ্রহের সহিত কার্য্য করিলে, তিনিও অতি আগ্রহ এবং অন্তরের সহিত কার্য্য করিতেন এবং সেই সূত্রে তাঁহারা দুই দিবসের শ্রমসাধ্য কার্য্য এক দিনে সমাধা করিতে অনুরোধ করিলেও তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া আনন্দের সহিত তাহা সাধন করিতেন। ইহাঁতে তাঁহার শারীরিক এবং মস্তিষ্কের ক্লান্তি হইলেও এক দিনও তিনি স্বাভাবিক প্রফুল্লতাশূন্য হন নাই। ভারতেশ্বরী লিখেন,—‘প্রাতর্ভোজন, মধ্যাহ্ন জলযোগের সময় এবং আমাদিগের পরিবারিক ভোজনের সময়েও তিনি টেবিলের শীর্ষভাগে উপবিষ্ট হইতেন, এবং তাঁহার প্রয়োজনীয় কথোপকথন, তাঁহার মনোরম উপাখ্যান, এবং তাঁহার শৈশব সময়ের হাস্যোদ্দীপক অসীম গল্প দ্বারা আমাদিগকে আমোদিত করিতেন এবং কোবর্গের লোকদিগের—আমাদিগের স্কটল্যাণ্ডের লোকদিগের নানাকথা এবং বিশেষ দক্ষতার সহিত তাহাদিগের স্বাভাবিক অনুকরণ করিয়া, সকলকে হাস্যতরঙ্গে ভাসমান করিতেন এবং আপনিও হৃদয়ের সহিত হাস্য করিতেন।’ রাগ, দ্বেষ, হিংসা, যশাকাঙ্খা প্রভৃতি কোনকালেই তাঁহার হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। পরোপকার—বিশেষতঃ সহায়হীন নিম্নশ্রেণির প্রজাপুঞ্জের সর্ব্ববিষয়েই অশেষ হিতসাধন তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল, এবং জগদীশ্বরের কৃপায় তিনি সেই ব্রত উদযাপনের কোন বিঘ্ন প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার সরল, নির্দ্দোষ, পবিত্রজীবন কেবল জগতের রাজগণের নহে, সমস্ত মানবজাতির আদর্শস্বরূপ।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ্চে ভারতেশ্বরীর গর্ভধারিনী জননী ডচেস অব কেণ্ট প্রাণত্যাগ করায়, ভারতেশ্বরী, প্রিন্স এবং রাজপরিবার ভয়ঙ্কর শোকাঘাত প্রাপ্ত হয়। ভারতেশ্বরীর জীবনে ইহাই প্রথম সাংসারিক শোক প্রাপ্তি। এই শোকসাগরে নিক্ষিপ্ত হইয়া তিনি কিরূপ হৃদয়বিদারক যাতনা প্রাপ্ত হন, তাহা সহজেই অনুমেয়। মাতৃবিয়োগবিধুরা ভারতেশ্বরী রাজকার্য্য হইতে কিছু দিনের নিমিত্ত অবসর গ্রহণ করিলে; প্রিন্স আলবার্ট স্বকার্য্য ব্যতীত বিশেষ দক্ষতার সহিত তৎকার্য্যও সমাধা করেন। ৫ই জুনে (১৮৬১ খৃঃ) লণ্ডনের রাজকীয় কৃষি-উদ্যান প্রতিষ্ঠিত হয়। এই উদ্যান-প্রতিষ্ঠাকার্য্যে প্রিন্স কনসর্ট প্রথম হইতেই উদ্যম, যত্ন, এবং শ্রম করেন। এই প্রতিষ্ঠা কার্য্য এক পক্ষে বিশেষ স্মরণীয়, কারণ প্রিন্সের জীবনে লণ্ডনে ইহাই শেষ সাধারণ অনুষ্ঠানে যোগদান। এই দিন প্রভাতে প্রিন্স ভারতেশ্বরী এবং বেলজিয়ম-রাজ লিওপোল্ডের সহিত গুপ্তভাবে এই উদ্যানের পুষ্পপ্রদর্শনী দর্শন জন্য গমন করেন। ভারতেশ্বরী তৎকালে শোকাতুরা থাকায় প্রকাশ্য প্রতিষ্ঠার সময় উপস্থিত হইতে সমর্থ হন না। অপরাহ্নে এই উদ্যান সাধারণ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালে প্রিন্স কনসর্ট, প্রিন্স অব ওয়েলস, প্রিন্স আর্থার, প্রিন্সেস এলিস, প্রিন্সেস হেলেনা, প্রিন্সেস লুইসি এই দুই কুমার এবং তিন কুমারীর সহিত আগমন করেন। উদ্যান মধ্যে বহুল সম্ভ্রান্ত দর্শক সমবেত হন। প্রতিষ্ঠাকার্য্য সুষ্টুরূপে সমাধা হয়। কিন্তু তৎকালে প্রিন্সের মলিন মুখমণ্ডল এবং কিঞ্চিৎ বিষণ্ণদৃষ্টি উপস্থিত দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রিন্স পরদিন ষ্টকমারকে যে পত্র লিখেন, তন্মধ্যে একস্থলে বিবৃত করেন,—‘রাজ্ঞী এখনও নিতান্ত বিষণ্ণা আছেন এবং আমি কেবলমাত্র অত্যন্ত ক্লান্ত।’ অতিরিক্ত শ্রমাদি জন্য ১৬ই জুনে প্রিন্স ক্লান্ত হইয়া পড়েন। এই দিন তিনি নিজ দৈনন্দিন মন্তব্য মধ্যে বিবৃত করেন ;—‘আমি পীড়িত, জরাক্রান্ত, অঙ্গে বেদনা, এবং অত্যন্ত অসুখানুভব করিতেছি।’ পরদিন তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থতা প্রাপ্ত হন, কিন্তু এই পীড়া উপর্য্যুপরি তাঁহাকে আক্রমণ করায়, তিনি নিতান্ত কাতর হইয়া পড়েন। সৈন্যদলের কর্ম্মচারিগণের শিক্ষা-

প্রণালীর উৎকর্ষতা সাধন অনেক দিন হইতে প্রিন্সের বাঞ্ছনীয় হয়। এই সময়েই প্রিন্স সমরসংক্রান্ত কেবল সাঙ্কেতিক বা বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে তিনি সম্পূর্ণ শিক্ষা জ্ঞান না করিয়া, উচ্চ অঙ্গের শিক্ষাপ্রণালী প্রচলন এবং সচ্চরিত্রতা শিক্ষার অন্য অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, সামরিক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ সেই প্রস্তাব অচিরেই কার্য্যে পরিণত করেন।

২১এ আগষ্টে ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স, কুমারী এলিস, কুমারী হেলেনা, কুমার আলফ্রেড এবং অল্প অনুচরসহ আয়ার্ল্যাণ্ড অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে অক্সফোর্ড, কিংসটাউন দর্শনের পর রাজধানী ডবলিনে উপস্থিত হন। ২৫এ আগষ্ট পর্য্যন্ত নানাস্থান দর্শন এবং করাঘের শিবির দর্শন করেন। প্রিন্স চিত্রশালিকায় নানাবিধ শিক্ষা সমাজ প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত হন। পরদিন ২৬এ আগষ্ট প্রিন্স কনসর্টের জন্মাহ। ভারতেশ্বরী এই দিন নিজ মাতুল বেলজিয়মরাজকে লিখেন,—'দিবসাবলীর মধ্যে ইহাই প্রিয়তম, এবং এই দিনই আমার হৃদয় প্রেম, এবং কৃতজ্ঞতা এবং আবেগপূর্ণ হয়। জগদীশ্বর আমার চিরপ্রিয়তম এবং মনুষ্যজাতির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র এবং উৎকৃষ্ট আলবার্টকে আশীর্ব্বাদ এবং রক্ষা করুন।' ভারতেশ্বরী এই দিন নিজ দৈনন্দিন গ্রন্থে লিখেন,—'হায়! কতই বিভিন্নতা;—কোন উৎসব নাই, আমরা ভ্রমণে বহির্গত, এবং আমাদিগের অনেক সন্ততি হইতে বিচ্ছিন্ন এবং আমার আত্মা অসুখী। কিন্তু আমি স্নেহের সহিত—আগ্রহের সহিত তাঁহার (প্রিন্সের) মঙ্গল কামনা করি। প্রিয়তমা মাতা! তিনি কতই তাঁহাকে (প্রিন্সকে) ভালবাসিতেন—প্রশংসা করিতেন!' যদিও রাজপরিবার ভ্রমণে বহির্গত, প্রাসাদ হইতে দূরে অবস্থিত, কিন্তু জন্মাহ উপলক্ষে উপহারদান-নিয়ম ভঙ্গ হয় নাই। প্রিন্স স্ত্রীপুত্রকন্যাদিগের নিকট হইতে উপহার দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ প্রীত হন। কিন্তু হায়! এই নশ্বর জগতে ইহাই তাঁহার শেষ জন্মাহোৎসব! কিলার্ণি প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমনের পর রাজপরিবার ৩০এ আগষ্ট বাল্‌মোরালে উপনীত হন।

২২এ অকটোবরে রাজপরিবার বালমোরাল ত্যাগ করিয়া রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইয়া, ২৩এ তারিখে প্রিন্স হোলিরুডের নূতন পোষ্ট আফিষ এবং চিত্রশালিকার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এতদুপলক্ষে বহু সহস্র সম্ভ্রান্ত লোক এবং অধিবাসী সমবেত হইয়া প্রিন্স কনসর্টকে মহামান্য প্রদর্শন

করেন। সেই দিন অপরাহ্ণেই ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স উইণ্ডসর প্রাসাদে উপনীত হন। উইণ্ডসরে প্রত্যাবর্ত্তনের পর কিছু দিন পর্য্যন্ত প্রিন্স কনসর্ট সুস্থদেহে নানাকার্য্যে লিপ্ত হন। এই সময়ে তিনি বাকিংহাম প্রাসাদের ভজনাগার নির্ম্মাণ এবং প্রিন্স অব ওয়েলসের বাস জন্য 'মারলবর্গ হাউস' নামক আবাস সজ্জিত করিবার নিমিত্ত ক্রমান্বয়ে লণ্ডনে গমনাগমন করেন। ৪ঠা নবেম্বরে ওয়েলিংটন কলেজ বাটী নির্ম্মাণ পর্য্যবেক্ষণ করেন। ৭ই তারিখে রাজকীয় কৃষিসমাজের মাসিক অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া সভাপতিত্ব এবং বক্তৃতা করেন। পরে ৬২ খৃষ্টাব্দের প্রস্তাবিত মহাপ্রদর্শনীর জন্য প্রস্তুতীকৃত আবাস পর্য্যবেক্ষণ এবং রাজকীয় কৃষি-উদ্যানের কার্য্য প্রণালীর তত্ত্বাবধান করেন। এই সময়ে পোর্ত্তুগালের অতি অল্পবয়স্ক রাজার মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স অত্যন্ত দুঃখিত হন। বিশেষতঃ প্রিন্স কনসর্ট পোর্ত্তুগালের রাজাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, সুতরাং তাঁহার বিয়োগে নিতান্ত কাতর এবং এই মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্তি অবধি তাঁহার অন্তর মধ্যে এক ভীতিপ্রদ ভাবোদিত হয়। সেই চিন্তা দিবারজনী তাঁহার মনোমধ্যে জাগরুক থাকায়, সেই সূত্রে তাঁহার ঔদরিক পীড়া সমধিক পরিমাণে বৃদ্ধি, এবং তৎসহ রজনীতে বিরামদায়িনী নিদ্রা তাঁহাকে এই সময় হইতে আলিঙ্গন দান করিতে বিরত হয়। ২৪এ নবেম্বরে প্রিন্স নিজ মন্তব্য পুস্তকে লিখেন যে, গত একপক্ষ কাল তিনি রজনীতে আদৌ নিদ্রা সম্ভোগ করিতে সমর্থ হন নাই। প্রিন্সকে এই সময়ে ক্রমিক ক্লান্ত, এবং দুর্ব্বলদেহ দর্শন করিয়া ভারতেশ্বরী ভীতা হন এবং প্রিন্সের গোপনীয় মন্ত্রী সার চার্লস ফিফ্সকে লিখেন যে, প্রিন্স এই বর্ষে যেরূপ কঠোর পরিশ্রম করিতেছেন, নানা কার্য্যে লিপ্ত হইতেছেন, পূর্ব্বে কখনও এরূপ করেন নাই, ইহাতে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, অতএব যাহাতে প্রিন্স ক্লান্ত না হন, স্বাস্থ্যভঙ্গ না হয়, এমত উপায় করা কর্ত্তব্য।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

প্রিন্স আলবার্ট এই সময়ে যেন নিজ মৃত্যু সন্নিকটবর্ত্তী এমত কল্পনা করেন। নিজ জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা বা বীতরাগ জন্য তাঁহার হৃদয়ে এ কল্পনার উদয় হয় না, কারণ তিনি আনন্দের সহিত সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন; তাঁহার জীবন স্বর্গীয় অমিয়ময় প্রীতিপূর্ণ ছিল। দেশহিতব্রত, পরোপকারব্রত প্রতিপালনে, স্ত্রীপুত্রকন্যাদিগের সহিত প্রমোদপূর্ণ সংসারে অবস্থানে, তিনি শান্তি, সুখ এবং প্রফুল্লতা সম্ভোগ করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুবাসনা ছিলনা, অথচ প্রাণের জন্য সাধারণ সংসারীর ন্যায় ভীতও ছিলেন না। শোচনীয় পীড়ার অনতিপূর্ব্বে তিনি ভারতেশ্বরীকে বলেন,—'আমি প্রাণের মায়ায় আবদ্ধ নহি। তুমি আবদ্ধ; কিন্তু আমি তাহাতে কোন ফল দেখি না। যদি আমি জানিতে পারি যে, আমি যাঁহাদিগকে ভালবাসি, তাঁহারা সচ্ছন্দে আছেন, তাহা হইলে আমি কল্যই মরিতে প্রস্তুত হইব।' এই কথোপকথনকালে তিনি আরও বলেন,—'আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, যদি আমার ভয়ঙ্কর পীড়া উপস্থিত হয়, আমি একেবারে আশা ত্যাগ করিব, আমি জীবনের জন্য চেষ্টিত হইব না। জীবনের জন্য আমার আগ্রহ নাই।' কিন্তু এই কথা বলিবার সময় তাঁহার মুখমণ্ডলে বিন্দুমাত্র বিষাদ-রেখা দৃষ্ট হয় নাই। যদি জগদীশ্বরের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে জীবনধারণ এবং যদি তদ্বিপরীতেচ্ছা হয়, তাহা হইলে তিনি পৃথিবী ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন।

মৃত্যু একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিলনা। তিনি বলিতেন, মৃত্যু পুনর্জীবনের যবনিকাস্বরূপ। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে এক মন্তব্য মধ্যে ভারতেশ্বরী বিবৃত করেন,—'যদিও অপরে অন্যায় কার্য্য করিলে, এবং লোকেরা স্বকর্ত্তব্য পালন না করিলে, তিনি গভীরভাবে আন্তরিক দুঃখিত হইতেন, কিন্তু এই রমণীয় প্রফুল্ল মানসিকভাব-বলেই তিনি নিয়ত সুখী এবং সাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ছিলেন; এই সূত্রেই তিনি প্রত্যেক বিষয়ে মনোভিনিবেশ করিতেন, প্রত্যেক কার্য্যে যোগদান করিতেন…তিনি জীবীত থাকিতে প্রস্তুত ছিলেন এবং প্রাণত্যাগ করিতেও ভীত ছিলেন না, তিনি প্রায় প্রকাশ করিতেন, "আমি এতদপেক্ষা সুখী হইব বলিয়া নহে।" কিন্তু তিনি মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণ

সঙ্কত ছিলেন। তিনি পরজীবনে পুরস্কারের প্রত্যাশায় কোন কর্ত্তব্যকার্য্য করিতেন না, তিনি নিয়তই বলিতেন, "কারণ ইহা কর্ত্তব্য কর্ম।"' সাধারণ মানবমণ্ডলী পারলৌকিক সুখভোগ জন্য দান, ধ্যান, পরোপকারাদি করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রিন্স কনসর্ট যে, সেই পরোপকারকে মানবমণ্ডলীর ইহজগতের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মরূপে নির্দ্ধারিত করেন, উপরোক্ত উক্তি তাহা বিলক্ষণ রূপে প্রকাশ করিতেছে।

পূর্ব্বোক্ত পাঠে সহজেই অনুমিত হয় যে, এই বিষয়ে প্রিন্স কনসর্টের স্বাস্থ্য যে প্রকার দুর্ব্বল হইয়া উঠে, তাঁহাকে কোন প্রকার সামান্য নিয়মভঙ্গ হইলেই তাঁহার ভয়ানকরূপে স্বাস্থ্য নাশ হইবারু সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। যে জ্বরে তিনি অচিরে আক্রান্ত হন, তাহার মূল কারণ কিছুই নির্দ্দিষ্ট হয় না, কিন্তু ২২এ নবেম্বরে স্যাণ্ডহার্ষ্ট নামক স্থানে তিনি যে সামরিক ষ্টাফ কলেজ এবং রাজকীয় সামরিক বিদ্যালয়বাটী-নির্ম্মাণকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে গমন করেন, সেই সময় হইতেই তাঁহার জ্বরোদ্ভূত হয় এমত প্রকাশ। সে দিন অত্যন্ত বৃষ্টি হইলেও তিনি প্রাতঃকালে সেই বৃষ্টিতে উইণ্ডসর হইতে বাষ্পযোগে স্যাণ্ডহার্ষ্টে গমন করিয়া, নির্ম্মাণপ্রণালীর তত্ত্বাবধান এবং পর্য্যবেক্ষণের পর শ্রান্ত হইয়া বেলা দুই ঘটিকার সময় প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রাজরাজেশ্বরী এই দিন নিজ দৈনিক খাতায় লিখেন যে, প্রিন্স 'নিতান্ত ক্লান্ত এবং বৃষ্টি দ্বারা আক্রান্ত হন।' ক্লান্তি এবং এই শীতলবায়ু সেবন হইতেই যে তাঁহার প্রাণনাশক পীড়ার বীজ রোপিত হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

১০ই নবেম্বরে (১৮৬১ খৃষ্টাব্দে) মিস্ত্রালেখী যে তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন, সেই জ্বরই প্রথমত পরিলক্ষিত হয়। ২৩এ নবেম্বরে মহামান্যা রাজরাজেশ্বরী লিখেন,—'এই সময় প্রিন্স দুর্ব্বল এবং ক্লান্ত হন।' সেই দিনই প্রিন্স স্যাক্স-বাই, প্রিন্স আর্থর ও লিনিঞ্জেনের সহিত কয়েক ঘটিকার জন্য পক্ষী শিকারে গমন করেন। ইহাই তাঁহার শেষ শিকার। ২৬এ নবেম্বরে প্রিন্স, রাজ্ঞেশ্বরী, রাজকুমারী এবং প্রিন্স ও প্রিন্সেস অব লিনিঞ্জেনের সহিত প্রাসাদে ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্তমনে ফিরিয়া আসেন, পরে কেণ্টের সমাধিমন্দিরে গমন করেন। প্রিন্সের দৈনন্দিন খাতে এই দিন কেবল এই মাত্র লিখিত থাকে যে,—'আমি বাতশ্লেষ্মায় আক্রান্ত, এবং সম্পূর্ণ অসুস্থতা অনুভব করিতেছি। গত একপক্ষকাল চক্ষু মুদ্রিত করিতে পারি নাই।'

১৮এ নবেম্বরে পুনর্ব্বার আহূত এবং বিদায় হন। এই দিন ট্রেন্ট নামক এক খানি ব্রিটিশ বাষ্পতরীর প্রতি আমেরিকানদিগের নিতান্ত অন্যায় অত্যাচার সম্বন্ধে এরূপ এক সংবাদ আসিয়া উপনীত হয় যে, তাহাতে সমস্ত গ্রেট ব্রিটেন—বিশেষতঃ ইংলণ্ড যেন মহা অপমানিত জ্ঞানে অধীর ক্ষুব্ধ হইয়া উঠেন। সেই সঙ্গে ভিন্দেশের উৎকণ্ঠারও ক্ষোভও সমধিক পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হয়। ঘটনাটি এই যে, ৮ই নবেম্বরে ট্রেন্ট নামক এক খানি ইংলণ্ডীয় ষ্টীমার আরোহী এবং অনেক পুলিন্দা লইয়া, হাবেনা হইতে ইংলণ্ড অভিমুখে আগমন করিতেছিল, এমত সময়ে সান জাসিন্টো নামক এক খানি আমেরিকান্‌সমরতরীর অধ্যক্ষ উক্ত জাহাজের প্রতি গোলাবর্ষণ—শেষ আক্রমণ এবং বলপূর্ব্বক ট্রেন্টের কতিপয় জন আরোহীকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। ট্রেন্ট জাহাজ ২৭এ নবেম্বরে সাউথাম্পটনে উপনীত এবং অচিরদিনমধ্যে আমেরিকান সমরতরী কর্ত্তৃক ব্রিটিশ বাণিজ্যপতাকার প্রতি এই অত্যাচারসমাচার বিঘোষিত হইলে, ইংরাজজাতি—এমন কি মন্ত্রিসমাজ পর্য্যন্ত এরূপ ক্ষুব্ধ এবং উত্তেজিত হইয়া উঠেন যে, এক ঘটিকার মধ্যেই উভয় জাতির সহিত সম্পূর্ণ যুদ্ধ অথবা সমরোপস্থিত হইবার বিশেষ লক্ষণ দৃষ্ট হয়। প্রধান মন্ত্রী লর্ড পামর্ষ্টন ২৯এ নবেম্বরে ক্যাবিনেটের নিকট এরূপ ভাবে পত্র লিখেন যে, এই কার্য্য নিতান্ত নিয়মবহির্ভূত এবং অন্যায় হইয়াছে। যদি তাঁহারা ক্ষমা প্রার্থনা, এবং ক্ষতিপূরণ না করেন, তাহা হইলে ওয়াশিংটনে যে ব্রিটিশ দূত আছেন, তিনি অনতিবিলম্বে উক্ত স্থান ত্যাগ করিবেন অর্থাৎ আমেরিকান গবর্ণমেণ্টের সহিত সমর বিঘোষিত হইবে। তার কথায় লর্ড পামর্ষ্টন আমেরিকান গবর্ণমেণ্টের এই ব্যবহারে এরূপ উত্তেজিত হন যে, সমর অনিবার্য্য স্থির করেন এবং কানাডার পূর্ব্বাংশে আট সহস্র সৈন্যও প্রেরণ করেন। পর দিন ৩০এ নবেম্বরে মন্ত্রিসমাজের এক গুপ্ত অধিবেশনে আমেরিকায় ব্রিটিশ দূতের নিকট কিরূপ রাজনৈতিক পত্রাদি প্রেরিত হইবে, তাহা ধার্য্য হয় এবং লর্ড জন রসেল তৎসমস্ত ক্যাবিনেটের দৃষ্টি জন্য সেই মহারাণীকে প্রেরণ করেন। প্রিন্স এই সময়ে নিতান্ত অসুস্থ পীড়িত এবং রুগ্নী অবস্থায় অতিবাহিত করিলেও নিয়মমত পরদিন প্রাতঃ সপ্তম ঘটিকার সময় গাত্রোত্থান করিয়া, তৎসমস্ত রাজনৈতিক মন্তব্য এবং পত্রাদি পাঠপূর্ব্বক বিশেষ চিন্তার পর বেলা আট ঘটিকার পূর্ব্বেই স্বহস্তে এক মন্তব্য লিখিয়া দেন। মন্ত্রিসমাজ যে মন্তব্য

লিখেন, তাহা নিতান্ত উগ্রভাষাপূর্ণ থাকায় প্রিন্স তৎপ্রেরণ করিতে সম্মত না হইয়া স্বয়ং উক্ত মন্তব্য লিখেন। এই দিন ভারতেশ্বরী লিখেন,—'তিনি (প্রিন্স) প্রাতর্ভোজন করিতে সমর্থ হন না এবং অত্যন্ত অবসন্ন দৃষ্ট হন।' প্রিন্স যৎকালে স্বহস্তলিখিত উক্ত মন্তব্য ভারতেশ্বরীর নিকট অর্পণ করেন, তখন বলেন যে, লিখিবার সময় অতি কষ্টে তিনি লেখনী ধারণে সমর্থ হন। বাস্তবিক তিনি যে পাণ্ডুলিপি করিয়া দেন, তাহাতে কম্পিত হস্তাক্ষর দৃষ্ট হয়। মন্ত্রিসমাজ প্রিন্স কর্তৃক লিখিত রাজনীতিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ উক্ত মন্তব্য পাঠ করিয়া বিশেষ হৃষ্ট হন, এবং তাঁহার উপদেশমত কার্য্য করায় আমেরিকান গবর্ণমেণ্ট বিনাসমরে সেই মন্তব্য পাঠ পূর্ব্বক বশ্যতাস্বীকার, ভ্রমস্বীকার, ক্ষমাপ্রার্থনা, ধৃতব্যক্তিদিগকে মুক্তিদান এবং ক্ষতিপূরণ করিয়া দেন। একমাত্র নীতিকুশলী প্রাজ্ঞ প্রিন্স কনসর্টের দ্বারাই যে, উভয় জাতি মধ্যে বৃথা রক্তপাত, এবং মনোবাদ নিবারিত অথচ ইংলণ্ডের গৌরব রক্ষিত হয়, তাহা বলা বাহুল্য। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারিতে আমেরিকান গবর্ণমেণ্ট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, ভারতেশ্বরী লর্ড পামরষ্টনকে লিখেন যে, 'এক মাত্র প্রিয়তম প্রিন্সের নীতিজ্ঞতায় এই শুভময় ফল প্রসূত হইল।' প্রিন্স কনসর্টের ইহাই শেষ রাজনৈতিক মন্তব্য লিখন।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসের শেষাংশে প্রিন্স কনসর্টের স্বাস্থ্য একেবারেই ভগ্ন এবং তিনি পীড়িত হইলেও সাধারণ-হিতকর কোন কার্য্যেই যোগ দান করিতে পরাঙ্মুখ হন না। ২৩এ নবেম্বরে ইটন কলেজের ছাত্রমণ্ডলী অবৈতনিক সৈন্যদলরূপে শ্রেণিবদ্ধভাবে প্রাসাদসংলগ্ন উদ্যানে ভারতেশ্বরীর সম্মুখ প্রদেশ দিয়া যৎকালে গমন করেন, প্রিন্স কনসর্ট অসুস্থদেহেও তৎকালে ভারতেশ্বরীর নিকট ২০ মিনিট কাল দণ্ডায়মান থাকিয়া, শিক্ষিত ছাত্র সৈন্যদলের উৎসাহবর্দ্ধন করিতে থাকেন। শেষে সেই অবৈতনিক সৈন্যশ্রেণী প্রাসাদসংলগ্ন এক ভূখণ্ডে ভোজে উপবিষ্ট হইলে, প্রিন্স ভারতেশ্বরীর সহিত উষ্ণবসনে সর্ব্বাঙ্গাচ্ছাদিত করিয়া, সে স্থানেও উপনীত এবং ভোক্তা-

গণের চতুষ্পার্শ্বে ধীরপদে ভ্রমণ্ দ্বারা তাঁহাদিগের গৌরব বৃদ্ধি করিতে ত্রুটী করেন না। তাঁহার অনুপস্থিতিতে পাছে সৈন্যদলের—প্রজাসাধারণের মনে কোন প্রকার বিরাগোদয় হয়, এই জন্যই প্রজাপুঞ্জের সন্তোষসাধনার্থ তিনি নিজ শরীরের প্রতি দৃষ্টিরক্ষা না করিয়া তথায় আগমন করেন। সে দিন প্রকৃতি উষ্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গ উষ্ণবসনে আবৃত থাকিলেও প্রিন্স ভোজস্থানে আগমন করিবার কিয়ৎক্ষণ পরেই ব্যক্ত করেন যে, তাঁহার পৃষ্ঠে যেন শীতল বারি বর্ষিত হইতেছে। পর দিন রবিবারে পূর্ব্বমত অসুস্থদেহে তিনি সপরিবারে ভজনাগারে গমন করিতে ত্রুটী করেন না। ভারতেশ্বরী লিখেন,—'তিনি অত্যন্ত শীর্ণ এবং রুগ্ন দৃষ্ট হন ;- তথাপি তিনি জানু পাতিত করিয়া (উপাসনাকারে) উপবিষ্ট হইতে ক্ষান্ত হন না।' রজনী সার্দ্ধ একাদশ ঘটিকার সময় ভারতেশ্বরী রুগ্ন প্রিন্সের কক্ষে গমন করিলে, প্রিন্স তাঁহার নিকট ব্যক্ত করেন, 'শীতের সহিত কম্প উপস্থিত, এবং আদৌ নিদ্রা যাইতে সমর্থ হইতেছেন না।' * পর দিন ডাক্তার জেনার আগমনপূর্ব্বক প্রিন্সকে অত্যন্ত অসুস্থ এবং বিষণ্ণ দর্শন এবং তাঁহাকে অন্তঃক্ষয়কারক জ্বরাক্রান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ভারতেশ্বরী এই দিন স্বমন্তব্য গ্রন্থে বিবৃত করেন, 'আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা এবং বিষণ্ণা হই।'

এই দিন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লর্ড পামরষ্টন এবং বৈদেশিক মন্ত্রী ডিউক অব নিউক্যাসেল প্রাসাদে আসিয়া, প্রিন্সের পীড়ার লক্ষণ দর্শনে অত্যন্ত চিন্তিত হয়েন। লর্ড পামরষ্টন অপর একজন চিকিৎসককে আহ্বান করিবার পরামর্শ দান করেন, কিন্তু চিকিৎসক সার জেমস ক্লার্ক ভরসা দান করায় এ প্রস্তাব স্থগিদ থাকে ; কিন্তু আহারে সম্পূর্ণ অরুচি প্রভৃতি পীড়ার লক্ষণ ক্রমেই বর্দ্ধিত হয়। আমাদিগের জননী ভারতেশ্বরী লিখেন,—'যাঁহাকে আমি সর্ব্বস্ব জ্ঞান করি, তাঁহার সচঞ্চল অবস্থা, এবং বিমর্ষবদন দর্শনে আমার উৎকণ্ঠা সমধিক বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং আমি আত্মহারা হইয়াছি। সার জেমস আগমন পূর্ব্বক কিছু মাত্র উৎকর্ষ না দেখিয়া দুঃখিত হন, কিন্তু নিরাশ হন না। আলবার্ট শয়নকক্ষে বিশ্রাম এবং গ্রন্থপাঠ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু কোন গ্রন্থই তাঁহার ভাল লাগে না। লিডারের "উড্‌স্ ক্যামিলী" শেষ পাঠ করা হয়, কিন্তু তাহাও তাঁহার মনোমত হয় না।

* এতদধ্যায়ে উদ্ধৃত সমস্তই ভারতেশ্বরীর মহৎ পুস্তক হইতে পরিগৃহীত।

এমতে আমরা আগামী কল্য সার ওয়ালটার, স্কটের কোন গ্রন্থ পাঠ করিব এমত মনন করিয়াছি।'

পর দিন চিকিৎসক সার জেমস বলেন যে, 'আমরা যে জ্বরকে অত্যন্ত ভয় করি, সে জ্বর আসিবে না।' ভারতেশ্বরী এই দিন পুনরায় লিখেন, 'প্রিন্স অত্যন্ত বিচলিত, আকৃতি বিকৃত, ... আমি আশা, ভয় এবং শোকের সহিত উৎকণ্ঠিতা হই। রজনীতে ডাক্তার জেনার প্রাসাদে উপস্থিত থাকেন। পরদিন (৫ই ডিসেম্বর) বেলা অষ্টম ঘটিকার সময় ভারতেশ্বরী প্রিন্সের কক্ষে গমনের পর লিখেন, 'তিনি (প্রিন্স) ঈষদ্ধাস্যও করেন না, এবং আমার প্রতি তত দৃষ্টি দানও করেন না, কিন্তু তাঁহার শোচনীয় কষ্টের জন্য অনুযোগ করেন।' তৎপর দিন ভারতেশ্বরী লিখেন, 'তিনি ভাল নাই, এবং কিছুমাত্র আরোগ্য হইতেছেন না বলিয়া অনুযোগ করেন; এবং কোন্ সূত্র হইতে এই পীড়া হইল, তাহা জানেন না বলেন। আমি তাঁহাকে বলি, ইহা অতিরিক্ত শ্রম এবং ক্লান্তিতে হইয়াছে, তিনি বলেন, "ইহা (শ্রম) অত্যন্ত অধিক, আপনি অবশ্যই মন্ত্রিগণকে বলিবেন।" তিনি পরে বলেন, যখন তিনি জাগ্রতাবস্থায় তথায় শয়িত ছিলেন, তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষীর রব শ্রবণ করেন এবং শৈশবে রোজিনাতে এইরূপ শুনিতেন এমত অনুমান করেন। এতচ্ছ্রবণে আমি একেবারে স্তম্ভিতা হই।...আমার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইবে এমত অনুভব করি।' এই সময়ে প্রিন্সের পীড়া প্রকৃতরূপে নির্ণীত হয়। চিকিৎসকগণ পীড়াকে অন্তঃক্ষয়কারক জ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। চিকিৎসকগণ ব্যক্ত করেন, জ্বরের গতি নিয়মমত অবশ্যই এক মাস থাকিবে। ভারতেশ্বরী লিখেন,—'আমার দীর্ঘকালের অবলম্বন, আমার আশ্রয়স্বরূপ, আমার সর্ব্বস্বকে হারাইব, ইহা কি শোচনীয় পরীক্ষা! আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে উদ্যত হয়, কিন্তু কত লোকের জ্বর হইতেছে ভাবিয়া, আমি আপনাকে সান্ত্ব করি।' ৭ই ডিসেম্বরে প্রিন্সের পীড়ার লক্ষণ পরিবর্ত্তিত এবং উপসর্গ বৃদ্ধি দর্শনে চিকিৎসক অত্যন্ত ভীত হন। ভারতেশ্বরী স্বমন্তব্য গ্রন্থে বিবৃত করেন, 'আমার অদৃষ্টে সঞ্চিত ভাবী বিপদ্-চিন্তাকালে আমার নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রু পতিত হইতে থাকে।' রজনীতে ডাক্তার জেনার এবং পরিচারক লোলেন, প্রিন্সের শয্যার পার্শ্বে উপবিষ্ট থাকেন। 'আমার নিরীহ প্রিয়তম—আমি তাঁহার করযুগল এবং কপোল চুম্বন করি। তাঁহার শুশ্রূষা হইতে

বঞ্চিত এবং অপরের হস্তে (তাঁহারা সতর্ক ও অনুরক্ত হইলেও) তাঁহাকে অর্পণ অতীব শোচনীয় পরীক্ষা।' পরদিন প্রিন্সকে পার্শ্বস্থ বৃহৎ কক্ষে রক্ষা করা হয়। ভারতেশ্বরী ব্যক্ত করেন, 'তিনি বলেন, "ইহা (কক্ষ) অতি রমণীয়!" তাঁহার পীড়ার মধ্যে এইদিন প্রথম বাদ্য শ্রবণ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করেন এবং বলেন, "আমি দূর হইতে রমণীয় বাদ্য শুনিতে ইচ্ছা করি।" পার্শ্বস্থ গৃহে একটী পিয়ানো নীত হয়, এবং এলিস দুইটী বাদ্য করেন। তিনি শূন্যপথে প্রফুল্লদৃষ্টিতে সজলনয়নে শ্রবণ করিতে থাকেন। পরে তিনি বলেন, "ইহাই যথেষ্ট।"' এইদিন (রবিবার) রেভারেণ্ড কিংসলি প্রাসাদে উপাসনা করেন, কিন্তু ভারতেশ্বরী এরূপ উৎকণ্ঠিতা, এরূপ বিচলিতা হন যে, তিনি লিখেন, 'আমি কিছুই শুনিতে পাই না।' চঞ্চলতা এবং কোপন-স্বভাব প্রিন্সের প্রকৃতির বিপরীত হইলেও তাহা পীড়ার প্রধান লক্ষণ বলিয়া, তাহা প্রিন্সকে ভয়ানকরূপে আক্রমণ করে, সুতরাং মধ্যে মধ্যে তাঁহার চিত্ত বিকৃত হইতে থাকে। এইদিন অপরাহ্নে প্রিন্স কিঞ্চিৎ সুস্থ থাকেন। অপ-রাহ্নে ভারতেশ্বরী লিখেন, 'তিনি আমাকে দেখিয়া কতই আনন্দিত হন, আমার মুখমণ্ডলে করার্পণ এবং ঈষদ্ধাস্য করেন ও আমাকে "প্রিয়া ক্ষুদ্রা স্ত্রী" বলিয়া সম্ভাষণ করেন।' এই সময়ে প্রিন্স আলবার্টের পীড়া এরূপ ভীতি-প্রদ মূর্ত্তি ধারণ করে যে, সাধারণের নিকট ইহা অপ্রকাশিত রাখা কর্ত্তব্য বিবে-চিত হয় না। সমগ্র সংবাদপত্র—গ্রেট ব্রিটেনের প্রত্যেক শ্রেণির প্রত্যেক প্রজা এই পরিতাপপ্রদ সংবাদ প্রাপ্ত মাত্র কিরূপ উৎকণ্ঠিত, কিরূপ চিন্তিত, এবং কিরূপ বিমর্ষ হয়েন, তাহা পাঠকগণ সহজেই অনুমান করিতে সমর্থ। প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই প্রিন্সের পীড়ার অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবার জন্য মহাব্যগ্র এবং ঔৎসুক্যভাব প্রকাশ করিতে থাকেন। প্রত্যেক সমাজে, প্রত্যেক সভায়, প্রত্যেক সমিতিতে, প্রত্যেক প্রকাশ্যস্থানে প্রত্যেকেরই মুখে কেবল এই পীড়ার সংবাদ, প্রত্যেকেই সোৎসুকে প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকেন। গ্রেট ব্রিটেনের অশেষ হিতসাধক সরল সাধু প্রিন্স কনসর্ট ইংরাজজাতিসাধারণের হৃদয় কিরূপ দৃঢ়রূপে অধি-কার করিয়াছিলেন, তাহা এই সময়ে প্রবলরূপেই পরিদৃশ্যমান হইতে থাকে। প্রধান মন্ত্রী লর্ড পামরষ্টন, অন্যতর মন্ত্রী সার জন রসেল প্রভৃতি মন্ত্রিগণ এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এই সময়ে প্রত্যহ রাজপ্রাসাদ হইতে প্রিন্সের

পীড়া সম্বন্ধীয় তথ্য গ্রহণ করিতে থাকেন। দুঃখের বিষয় প্রধান মন্ত্রী লর্ড পামরষ্টন এই সময়ে বাতরোগে আক্রান্ত এবং উত্থানশক্তিরহিত হওয়ায় স্বয়ং প্রাসাদে উপস্থিত থাকিতে পারেন না, কিন্তু প্রত্যহ চারি পাঁচ বার পত্র লিখিয়া সংবাদ লইতে ত্রুটী করেন না। তাঁহার এবং অপরাপর মন্ত্রিগণের উক্তিমত " প্রিন্সের জীবন ইংরাজ জাতির পক্ষে প্রয়োজনীয় " বলিয়া, এই সময়ে অতিরিক্ত চিকিৎসক নিয়োজিত হন। সার জেমস্ ক্লার্ক এবং সার উইলিয়ম জেনার ব্যতীত ডাক্তার সার টমাস ওয়াটসন্ এবং ডাক্তার হলাণ্ড প্রিন্সের চিকিৎসাভার গ্রহণ করেন। ৯ই তারিখে লিখেন, 'তিনি (প্রিন্স) আমার প্রতি এত সদয় হন যে, আমাকে " উত্তমা স্ত্রী " বলিয়া সম্বোধন করেন, এবং আমাকে তাঁহার কর ধারণ করিয়া থাকিতে বলেন। ইহাউৎকণ্ঠার সময় কিন্তু জগদীশ্বর আমাদিগকে এ সময়ে সহায়তা করিবেন।'

১০ই ডিসেম্বরে প্রিন্সকে চক্রযুক্ত আসনে উপবেশন করাইয়া, কক্ষান্তরে লইয়া যাওয়া হয়। ভারতেশ্বরী লিখেন, 'দ্বার দিয়া গমনকালে তিন বর্ষ পূর্ব্বে তিনি আমাকে মাডোনার (খৃষ্টের জননী মেরী) যে রমণীয় চিত্র প্রদান করেন, তৎপ্রতি দৃষ্টি দান করিবার জন্য অপেক্ষা করিতে বলেন।' কিয়ৎ ক্ষণ পরে ভারতেশ্বরী প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, প্রিন্স স্বনামীয় পত্রের জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন। এই সময়ে প্রিন্স আলফ্রেড এবং প্রিন্স লিওপোল্ড্ বিদেশে ছিলেন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে পত্র উপস্থিত হওয়ায় প্রিন্স ভাবেন যে, কোন অশুভ সংবাদ আসিয়াছে, কিন্তু ভারতেশ্বরী তাঁহার সমক্ষে সেই পত্র পাঠ দ্বারা সে উৎকণ্ঠা দূর করেন। রজনীতে ভারতেশ্বরী লিখেন,—'প্রিন্স আলবার্ট তখনও পর্য্যন্ত অস্থির, কিন্তু অন্য সমস্ত লক্ষণই সন্তোষপ্রদ। আমি যৎকালে রজনীতে বিদায় গ্রহণ করি, তৎকালে তিনি আমার মুখমণ্ডলে হস্তার্পণ করিয়া, অতীব দয়া এবং স্নেহভাব প্রকাশ করেন এবং আমি তাঁহাকে চুম্বন করি।' তৎপরদিন প্রাতঃকালে লিখেন,—'আর এক রজনী উত্তমরূপে অতিবাহিত; তজ্জন্য আমি জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দান করি। ৮টার সময় আমি গমন করিয়া দেখি, আলবার্ট উপবিষ্ট হইয়া বিফটী (যাহা তিনি চিরকাল অত্যন্ত অপ্রিয় ভাবেন) পান করিতেছেন। আমি তাঁহাকে ধারণ করি, এবং তিনি তাঁহার প্রিয় মস্তক (তাঁহার রমণীয় মুখমণ্ডল—অতীব রমণীয়, কতই শীর্ণ হইয়াছে) আমার স্কন্ধোপরি রক্ষা

করেন, এবং কিয়ৎক্ষণ সেই ভাবে থাকিয়া বলেন, " প্রিয়তমে! ইহা অতীব সাচ্ছন্দ্য জনক!" ইহাতে আমি সুখিনী হই।' মাডোনার চিত্রপট দর্শন সম্বন্ধে প্রিন্স প্রকাশ করেন, 'ইহা দেখিয়াই আমি অর্দ্ধেক দিবস অতিবাহিত করি।' এই দিন চিকিৎসকগণ প্রিন্সের পীড়ার কুলক্ষণ—মধ্যে মধ্যে চিত্তবিকৃতি এবং নানাউপসর্গ দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়া, প্রজাসাধারণের অভিলাষমত তিনি যে সময়ে যেমন থাকেন, তাহা সাধারণের জানিবার নিমিত্ত প্রকাশ করিতে থাকেন, কিন্তু আসন্নবিপদ সম্ভাবনা এমত ভাব জ্ঞাপন করেন না। এই দিন ভারতেশ্বরী নিতান্ত ভীতা এবং উৎকণ্ঠিতা হইয়া নিজ স্বামী সদনে অবিশ্রান্ত উপবেশন পূর্ব্বক শুশ্রূষা করিতে থাকেন, কেবল মাত্র বিশেষ রাজকার্য্যানুরোধে কক্ষান্তরে মুহূর্ত্তের জন্য গমন করেন মাত্র।

১২ই ডিসেম্বরে জর ভয়ানকরূপে বৃদ্ধি, চঞ্চলতা, এবং মধ্যে মধ্যে চিত্ত বিভ্রম হইতে থাকে। এই দিন প্রিন্স ভারতেশ্বরীকে জিজ্ঞাসা করেন, 'লিওমোর্শকে যে প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রদানের কথা হয়, তুমি তাহা ত ভুল নাই?' ভারতেশ্বরী প্রশ্নের অর্থ বুঝিতে অসমর্থ হন। কিন্তু তাঁহার শেষোক্তিতে জানা যায় যে, যদি ট্রেণ্ট তরী সম্বন্ধীয় গোলযোগ উপলক্ষে আমেরিকার সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ফ্রান্সের রাজকুমার লিওমোর্শের ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় কাউন্ট অব পারিস এবং কাউন্ট অব চার্টেস যেন আমেরিকার সৈন্যদলে নিযুক্ত না থাকেন, এজন্য লর্ড পামরষ্টনের দ্বারা উক্ত লিওমোর্শকে যেন অনুরোধ করা হয়। প্রিন্স এরূপ সাংঘাতিকরূপে পীড়িতাবস্থাতেও ইংলণ্ডের মঙ্গল বিস্মৃত হন না, ইহা তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ। পরদিন ১৩ই ডিসেম্বর প্রিন্সের শ্বাস শোচনীয়রূপে পরিবর্ত্তিত এবং সমস্ত লক্ষণই ভীতিপ্রদ মূর্ত্তি ধারণ করিলে, ডাক্তার জেনার ভারতেশ্বরীর নিকট আসন্ন বিপদ সংগোপন রাখা কর্ত্তব্য নহে জ্ঞান করিয়া, তাহা বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক রাজপরিবারের সকলকে সংবাদ দিবার জন্য অনুরোধ করেন। এই দিন প্রিন্সকে কক্ষান্তরে লইয়া যাইবার সময় তিনি পূর্ব্বদিনের মত আর মাডোনার চিত্রের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টি অর্পণ না করিয়া, করদ্বয় সংযুক্ত করিয়া গবাক্ষ দিয়া শূন্যে ঊর্দ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। রজনীতে প্রিন্সের শোচনীয় চাঞ্চল্য এবং কষ্ট দর্শনে ভারতেশ্বরী মহা শোকাভিভূতা হইয়া নিতান্তই উৎকণ্ঠিতা হন। রজনীতে প্রতি মুহূর্ত্তেই তাঁহাকে প্রিন্সের অবস্থা জ্ঞাপন করা হয়।

১৪ই ডিসেম্বর, শনিবার, (১৮৬১ খৃষ্টাব্দে) প্রাতঃকালে ভারতেশ্বরী লিখেন,—'নিয়মমত আমি সপ্তম ঘটিকার সময় গমন করি। প্রাতঃকাল অতি রমণীয়, প্রভাকর উজ্জল কিরণে সমুদিত হইতেছিলেন। কক্ষ মধ্যে নিশা-শুশ্রূষার শোচনীয় দৃশ্য—বর্ত্তিকাগুলির মূলদেশ পর্য্যন্ত দগ্ধীভূত, চিকিৎসকগণ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত দৃষ্ট হন। আমি অভ্যন্তরে প্রবেশ করি, এবং আমার প্রিয়তমের মূর্ত্তি যেরূপ রমণীয় দেখি, তাহা কখনই বিস্মৃত হইবার নহে, তিনি শয্যায় শয়িত, নবরবিকিরণে মুখমণ্ডল আলোকিত, তাঁহার নেত্রদ্বয় অস্বাভাবিক উজ্জল, এবং অদৃশ্য পদার্থের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপে রত, এবং আমার প্রতি দৃষ্টিদানে বিরত।' জ্যেষ্ঠ রাজকুমার প্রিন্স অব ওয়েল্‌স এই সময়ে মাডিলিং নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। পাশ্চাত্য জগতে পরিবার মধ্যে কাহারও সাংঘাতিক রোগ হইলে, চিকিৎসকগণ রোগীর আত্মীয় স্বজনগণকে শুশ্রূষা করিতে বা নিয়ত নিকটে অবস্থান করিতে দেন না; কারণ উৎকণ্ঠিত আত্মীয়স্বজনগণকে দর্শন এবং তাঁহাদিগের মানসিক চাঞ্চল্য জ্ঞাত হইলে রোগীর ভীতি উপস্থিত সম্ভাবনা। এই জন্যই প্রিন্স আলবার্টের এই কঠিন পীড়ার সময় সমস্ত রাজপুত্র ও রাজকন্যাকে তাঁহার নিকট সমাহ্বান করা হয় না। যে দিন প্রিন্সের পীড়া ভীমমূর্ত্তি ধারণ করে, সেই দিন হইতেই তাঁহার শুশ্রূষার ভার ভারতেশ্বরীর হস্ত হইতে অপরের হস্তে ন্যস্ত হয়। কিন্তু ১৩ই ডিসেম্বর অপরাহ্নে চিকিৎসকগণ নিতান্ত ভীত হইয়াই মাডিলিং নামক স্থানে তারযোগ প্রিন্স অব ওএলসকে সংবাদ প্রদান করিতে বাধ্য হন। প্রিন্স অব ওএলস প্রাসাদে উপনীত হইলে, ডাক্তার হলাণ্ড প্রিন্স আলবার্টের অবস্থা তাঁহাকে বিজ্ঞাপন করেন। এই দিন (১৪ই ডিসেম্বর) ভারতেশ্বরী নিতান্ত উদ্বিগ্নচিত্ত, এবং শোচনীয়রূপে চিন্তিত হইলে, চিকিৎসকগণ তাঁহাকে অনেক আশ্বাস প্রদান করিতে থাকেন। ভারতেশ্বরী লিখেন, 'এই দিন অতি রমণীয়—অতি উজ্জল ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করি যে, আমি বায়ু সেবন জন্য যাইতে পারি কি না? চিকিৎসকগণ বলেন, "হাঁ! পঞ্চদশ মিনিটের জন্য নিকটবর্ত্তী স্থানে যাইতে পারেন।" দ্বাদশ ঘটিকার সময় আমি এলিসের সহিত বারান্দায় গমন করি। এই সময়ে দূরে সামরিক বাদ্য হইতেছিল, আমি চক্ষের জলে অভিষিক্ত হইয়া, আবাসে পুনরায় আগমন করি! আমি দ্রুতপদে কক্ষ মধ্যে গমন করি। ডাক্তার ওয়াটসন গৃহ মধ্যে

ছিলেন। যদিও তিনি (প্রিন্স) আমার কোন তত্ত্ব লয়েন না, কিন্তু তাঁহাকে কিছু সবল দেখিয়া আমি তাঁহাকে (ওয়াটসনকে) জিজ্ঞাসা করি, আলবার্ট ভাল আছেন কি না? তিনি উত্তর করেন, "আমরা অত্যন্ত ভীত হইয়াছি, কিন্তু আমরা একেবারে আশা ত্যাগ করি নাই, করিবও না।" ...তাঁহারা বলেন, "ধমনী দ্রুত চলিতেছে, ইহা অশুভ নহে।" প্রত্যেক ঘটিকা—প্রতি মুহূর্তই লাভ।...কিন্তু ঘন ঘন শ্বাস প্রবাহিত হওয়ায় অত্যন্ত ভয়ের বিষয় হয়। তাঁহার মুখমণ্ডলে এবং হস্তে তাঁহাদিগের (চিকিৎসকগণের) উক্তিমত আমি কৃষ্ণচিহ্ন দেখিতে পাই, আমি জানিতাম ইহা শুভচিহ্ন নহে।...আলবার্ট তাঁহার করদ্বয় মিলিত করেন, এবং তিনি বহির্দেশে গমনের পূর্ব্বে যেরূপ কর দ্বারা কেশগুচ্ছ সজ্জিত করিতেন, সেই মত করিতে থাকেন; প্রকাশ পায় যে ইহা কুলক্ষণ। কি বিচিত্র! তিনি যেন এক মহান্ স্থানে গমনের আয়োজন করিতেছেন।' ভারতেশ্বরীর কোমল হৃদয়ের শোকসিন্ধু উত্তাল্ তরঙ্গমালা বিস্তার করিল; তিনি এই সময়ে রোদন করিবার জন্য একবার মাত্র পার্শ্বস্থ কক্ষে গমন করেন। ভারতেশ্বরী লিখেন,—'সার্দ্ধ পঞ্চম ঘটিকার (অপরাহ্ণ)সময় আমি তাঁহার শয্যার্ উপর উপবিষ্ট হই—শয্যা কক্ষের মধ্যস্থলে নীত হয়। তিনি আমাকে "উত্তমা স্ত্রী" বলিয়া চুম্বন করেন, এবং তৎপরেই (যাতনা-বিজড়িত নহে) তিনি যেন আমাকে পরিহার করিয়া যাইতেছেন, ইহা ভাবিয়াই এক প্রকার শোকার্ত্ত অসরল নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক আমার স্কন্ধে মস্তক রক্ষা করেন এবং আমি তাঁহার পৃষ্ঠদেশ বাহু দ্বারা ধারণ করি, কিন্তু তাঁহার এই ভাব শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হয়, যেন কি ভাবিতে থাকেন ও তন্দ্রাবিষ্ট হন, কিন্তু সমস্তই অনুভব করিতে থাকেন। এক একবার তিনি কি বলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। মধ্যে মধ্যে ফরাসীভাষায় কথা কহেন। এলিস আগমন করিয়া তাঁহাকে চুম্বন করেন, এবং তিনি তাঁহার করধারণ করেন। বার্টী (প্রিন্স অব ওয়েলস), হেলেনা, লুইসি, এবং আর্থার একে একে আগমন করিয়া, তাঁহার করধারণ এবং আর্থার তাহা চুম্বন করেন, কিন্তু তিনি তৎকালে তন্দ্রাবিষ্ট ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদিগের উপস্থিতি জানিতে পারেন না। পরে তিনি তাঁহার প্রিয় চক্ষু উন্মিলন করিয়া, সার চার্লেস ফিফ্সকে আহ্বান করেন। তিনি আসিয়া তাঁহার (প্রিন্সের) কর চুম্বন করেন, কিন্তু পুনরায় তাঁহার নয়ন নিমিলিত হয়। জেনেরল গ্রে এবং সার টমাস বিডলফ উভয়ে

আগমন পূর্ব্বক তাঁহার করচুম্বন করেন এবং অত্যন্ত শোকাচ্ছন্ন হন। এই সময়টী অতি ভয়ঙ্কর, কিন্তু জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ! আমি আত্মসম্বরণ করিতে সমর্থ হই, এবং সম্পূর্ণ স্থিরভাবে তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট থাকি।'

কিয়ৎক্ষণ পরে ভারতেশ্বরী রোদন সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া, পার্শ্বস্থ কক্ষে গমন করেন, কিন্তু প্রিন্সের শ্বাস শোচনীয়রূপে কষ্টপ্রদ হইয়াছে শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবৃত্ত হন। তিনি দেখেন যে, প্রিন্স ঘর্ম্মাক্তকলেবর, কিন্তু চিকিৎসকগণ বলেন, ইহা জ্বর ত্যাগের লক্ষণ হইতে পারে। প্রিন্সের উপর নতদেহে ভারতেশ্বরী বলেন, 'আমি আপনার ক্ষুদ্রা স্ত্রী।' এবং প্রিন্স মস্তক নত করিয়া, ভারতেশ্বরীকে চুম্বন করেন। এই সময়ে তিনি অর্দ্ধতন্দ্রাবিষ্ট, সম্পূর্ণ স্থির এবং কেবল মাত্র একাকী নীরবে অবস্থান জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিতে থাকেন। সায়াহ্ন অতীত হইলে, ভারতেশ্বরী শোক লাঘব জন্য পার্শ্বস্থ কক্ষে নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে থাকেন। তাঁহার গমনের অনতিপূর্ব্বেই ঘন ঘন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতে থাকে এবং সার জেমস্ ক্লার্ক ভারতেশ্বরীকে উপস্থিত হইবার জন্য প্রিন্সেস এলিসের দ্বারা অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। ভারতেশ্বরী এই আহ্বানের অর্থ বিলক্ষণরূপেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন। ভারতেশ্বরী প্রবিষ্টা হইয়া নিজ প্রাণপ্রিয় স্বামী প্রিন্স আলবার্টের বামকর ধারণপূর্ব্বক কক্ষতলে জানু পাতিত করিয়া উপবিষ্টা হইলেন, শয্যার অপর পার্শ্বে প্রিন্সেস এলিস এবং প্রিন্স আলবার্টের চরণতলে প্রিন্স অব ওয়েলস এবং প্রিন্সেস হেলেনাও সেই ভাবে উপবিষ্ট হইলেন, শয্যার অনতিদূরে চরণতলাভিমুখে প্রিন্স আর্ণেষ্ট লিলিঙ্গেন, চিকিৎসকগণ, এবং প্রিন্স আলবার্টের পরিচারক লোলেন দণ্ডায়মান, জেনেরল অনরেবল রবার্ট ব্রুস ভারতেশ্বরীর সম্মুখভাগে জানু পাতিত করিয়া উপবিষ্ট এবং উইণ্ডসরের ডিন (পুরোহিত) সার্ চার্লস ফিফস্ এবং জেনেরল গ্রে কক্ষমধ্যে এক পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিলেন। রজনী দশম ঘটিকা পঞ্চদশ মিনিটের সময় প্রিন্স আলবার্টের প্রিয় মুর্ত্তি স্থির এবং শান্তিময় ভাব ধারণ এবং দুই বা তিনটী সুদীর্ঘ সরল শ্বাস ক্ষেপের পর—প্রিন্স আলবার্টের পবিত্র মহান আত্মা স্বর্গারোহণ করিল!

চত্বারিংশ অধ্যায়।

মহামান্যা শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী ভিকটোরিয়ার পবিত্র জীবনগগণের সমুজ্জ্বল রবির অস্তাচলচূড়াবলম্বন—মনুজসমাজের হিতসাধক, গ্রেট ব্রিটেনের সকল বর্ণের সকল শ্রেণির প্রজার পিতার স্বরূপ, সাহিত্য-শিল্প-বিজ্ঞানবান্ধব, পরহিতব্রতাবলম্বী, সুশিক্ষিত এবং নীতিজ্ঞপ্রধান প্রিন্স আলবার্ট মায়াময় দেহ পরিহার করিবা মাত্র—সেই ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের চতুর্দ্দশ দিবসীয় কাল রজনী কেবল ভারতেশ্বরীর—ইংলণ্ডীয় রাজপরিবারের হৃদয় ক্ষেত্র নহে, সমগ্র গ্রেট ব্রিটেনের প্রত্যেক অধিবাসীর হৃদয়কে শোকপূর্ণ তমোময় আবরণে আবৃত করিল। বিস্তৃত বৃহৎ উইণ্ডসর রাজপ্রাসাদ—তৎসংলগ্ন কাননের গগণভেদী প্রাচীন পাদপরাজি যেন শোকে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া, নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিল। পবন যেন বিষাদে বিহ্বল হইয়া, রাজপরিবারের ক্রন্দন রোলে যোগ দান করিয়া, অনতিবিলম্বে গ্রেট ব্রিটেনের প্রত্যেক প্রান্তে সেই রোল প্রতিধ্বনিত করিয়া দিল। সৌদামিনী শোকার্ত্ত-হৃদয়ে সেই দণ্ডেই সমগ্র ইউরোপ খণ্ডে—আসিয়া খণ্ডে—জগতের প্রত্যেক খণ্ডে ভারতেশ্বরীর প্রত্যেক সাম্রাজ্যে সেই দারুণ শোকসংবাদ বিস্তৃত করিল। সমগ্র ইংরাজ জাতি—ভারতেশ্বরীর প্রত্যেক জাতীয়—প্রত্যেক শ্রেণির প্রজা সেই ভীম শোকবার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া বিষাদবারিধিতে নিমগ্ন হইল। ভাষায় এরূপ শব্দ নাই, যে শব্দ দ্বারা ভারতেশ্বরী এবং রাজপরিবারের শোকবিবরণ বিবৃত হইতে পারে। ভাবুক সহজেই অনুমান করিতে সমর্থ পতিগতপ্রাণা, পতিপরায়ণা, সাধ্বীসতী ভারতেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী ভিকটোরিয়ার পবিত্র কোমল হৃদয় অকালে এই নিদারুণ শোক-বজ্রাঘাতে কিরূপ শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যদিও সমগ্র আত্মীয়স্বজনমিত্রবর্গ, ইউরোপীয় রাজবৃন্দ, মহাসভা পার্লিয়ামেণ্ট, গ্রেট ব্রিটেনের প্রত্যেক সমিতি, প্রত্যেক শিক্ষা-সমাজ, প্রত্যেক প্রতিনিধি-সমাজ, এবং জগতের সপ্তমাংশের প্রত্যেক জাতি এই মহাশোকে সহানুভূতি প্রকাশ ও সান্ত্বনা প্রদান জন্য যথাসময়ে সহস্র সহস্র সান্ত্বনাপত্রার্পণ এবং মৃত আদর্শ প্রিন্স আলবার্টের স্মরণার্থ রাজ্যের নানা স্থানে নানা হিতকর এবং অন্যান্য নানাবিধ জাতীয় ভক্তি-প্রকাশক চিহ্নাবলী স্থাপন করেন, কিন্তু ভারতেশ্বরীর সেই শোকসিন্ধু আজি

পর্য্যন্ত সেই একভাবে উত্তাল তরঙ্গ বিস্তার করিয়া তাঁহার পবিত্র হৃদয়কে বিলোড়িত করিতেছে। এ শোক-সিন্ধুর পরিমাণ, এ শোক-সিন্ধুর গভীরতা একমাত্র সেই পতিগতপ্রাণা ভারতেশ্বরী ভিকটোরিয়াই জানেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৩এ ডিসেম্বর প্রাতঃকালে মহামান্যা ভারতেশ্বরীর স্বামী মহামহিমবর ফিল্ড মার্সেল ডিউক অব স্যাক্সনি, এবং সেক্সিকোবর্গ-গোথার প্রিন্স, গার্টার নামক মহামান্য উপাধির কুলীনশ্রেষ্ঠ (নাইট) প্রিন্স কনসর্টের শব রাজসম্মান সহকারে উইণ্ডসর প্রাসাদ হইতে সেণ্টজর্জ নামক ভজনাগারের যে স্থানে ইংলণ্ডীয় মৃত রাজগণের বৃহৎ সমাধি-মন্দির নির্ম্মিত আছে, তথায় রক্ষিত হয়। এই দিবস—এই উপলক্ষে সমগ্র ইংরাজ জাতি যেন এক জন মনুষ্যের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া, অসীম শোকপ্রকাশসহ যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন। কি রাজবংশীয়, কি নীতিজ্ঞ, কি বিজ্ঞানবিদ্, কি পণ্ডিত, কি বণিক, কি ব্যবসায়ী, কি সাধারণজনশ্রেণী প্রত্যেকেই এই প্রেতকৃত্য দর্শন জন্য বিষণ্ণবদনে নীরবে সমবেত হন। বৈদেশিক রাজগণের প্রতিনিধিবর্গও উপস্থিত থাকিয়া ইহাতে যোগ দান করেন। মহামান্য প্রিন্স আলবার্টের জন্য স্বতন্ত্র যথোপযুক্ত সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ, ভারতেশ্বরীর অভিপ্রেত হওয়ায়, ১৮ই ডিসেম্বরে (১৮৬১ খৃঃ) ভারতেশ্বরী কুমারী এলিসকে লইয়া ফ্রগমোরে গমন করেন এবং প্রিন্স অব ওয়েলস, হিসির প্রিন্স লুইস, সার চার্লস ফিফ্‌স এবং সার জেমস ক্লার্ক কর্ত্তৃক তথায় পরিগৃহীত হইয়া, ভারতেশ্বরী ফ্রগমোরের উদ্যানের নানা স্থান দর্শনের পর, সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ জন্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া আইসেন। মহোচ্চ মনোরম সমাধি-মন্দির নির্ম্মিত হইলে, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বরে প্রিন্স আলবার্টের শব তথায় নীত এবং কিছু দিনের জন্য তন্মধ্যস্থ প্রস্তরাধারে রক্ষিত এবং পরে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ২৬এ নবেম্বরে প্রাতঃকাল সপ্তম ঘটিকার সময় মর্ম্মর প্রস্তরনির্ম্মিত এক উৎকৃষ্ট শবাধারে প্রিন্স আলবার্টের প্রাণশূন্যদেহ স্থায়ীরূপে স্থাপিত হয়।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি কলিকাতা, আহিরীটোলা, ৪০ নং শঙ্কর হালদারের লেনে গ্রন্থকারের নিকট, পটোলডাঙ্গায় ক্যানিং লাইব্রেরিতে, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটে সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে এবং অন্যান্য পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তত।

১। রাজ-জীবনী।

অর্থাৎ শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরীর স্বর্গীয় স্বামির জীবনী···মূল্য ১॥০ মাশুল ৵৹

২। ভিকটোরিয়া-রাজসূয়।

অর্থাৎ দিল্লীদরবারের ইতিবৃত্ত, উত্তম বাঁধাই ··· ··· „ ২৲ „ ৵০

৩। পাষাণ প্রতিমা।

ঐতিহাসিক দৃশ্যকাব্য, বেঙ্গল থিয়েটরে অভিনীত ··· „ ১৲ „ /০

৪। যৌবনে যোগিনী।

„ ন্যাশন্যাল থিয়েটরে অভিনীত ··· „ ১৲ „ „

৫। বিধবার দাঁতে মিশি।

সামাজিক দৃশ্যকাব্য, নানাস্থানে অভিনীত ··· „ ১৲ „ „

৬। কামিনী-কুঞ্জ।

ইটালিয়ান অপেরা আদর্শে লিখিত, ন্যাশন্যাল থিয়েটরে অভিনীত মূল্য ।০ আনা „ ১০

(TRUE COPY.)

Political. No. 46

INDIA OFFICE.
London, 10 th. June, 1880.

To His Excellency the Most Honorable
the Governor General of India in Council.

My Lord Marquis,—With reference to the letter of the Government of your Excellency's predecessor in the Foreign Department (General) No 7. dated 7th. March, 1880. I have to inform you that Her Majesty has been graciously pleased to accept the work entitled "Victoria-Rajsuya" or the "History of the Imperial Assemblage at Delhi, held on the 1st. January,

1877," and to command that Her thanks may be conveyed to the author Babu Gopal Chunder Mookerjee.

I have &c.
(Sd) HARTINGTON.

Government House.
Calcutta, 1st Jan. 1880.

Sir,—I am directed by His Excellency the Viceroy to acknowledge with thanks the receipt of the handsome casket containing your translation of Mr. Talboys Wheeler's " Imperial Assemblage " and other books.

His Excellency has much pleasure in accepting these intersting Volumes.

I am
Yours faithfully
(Sd) G. POMEROY COLLEY Col.
Private Secy to the Viceroy.

Government House.
Calcutta, 16*th February*, 1882.

Sir,—I beg to acknowledge the receipt of your letter of the 1st Instant, and to state, in reply, that I have submitted your request to His Excellency the Viceroy who has been pleased to express his willingness to accept the proposed dedication to him of your Bengali version of Sir Theodore Martin's " Life of the Prince Consort. "

His Excellency also desires me to convey to you his thanks for the copy of your work entitled " Victoria-Rajsuya " or the history of the Imperial Assemblage at Delhi, which you were so good as to send.

I am Sir,
Yours obediently.
H. W. PRIMROSE.
Private Secretary to the Viceroy.

Belvedere.
Calcutta, 17*th December*, 1879.

Sir,—I am desired by the Lieutnant Governor to acknowledge with thanks the copy of " Victoria-Rajsuya " you forwarded for his acceptance.

Yours truly
(Sd) H. C. STANSFELD Lt. col.
Private Secretary.

GOVERNMENT HOUSE.
MADRAS.
22nd. December, 1879.

SIR,—I am desired by His Grace the Governor to acknowledge with thanks the receipt of a copy of "Victoria-Rajsuya" forwarded with your letter of the 11th Instant.

I remain, Sir,
Yours faithfully
(Sd) PHILIP C. HANKEN,
Private Secretary.

GOVERNMENT HOUSE.
Malabar Point.
Bombay, 22nd December, 1879.

DEAR SIR,—I am desired by His Excellency the Governor to acknowledge with thanks the receipt of a copy of your work entitled "Victoria-Rajsuya" forwarded with your letter of the 11th Instant.

I remain.
Yours very truly
(Sd) G. H. R. HART.
Ass. Private Secy to H. E. the Governor.

SIR,—H. H. the Lieutnant Governor desires me to acknowledge with many thanks your present of the copy of "Victoria-Rajsuya."

Lt. Governor's Camp.
N. W. P.
19th December, 1879.

Faithfully yours
(Sd) H. P. OKEDEN, Lt.
Private Secretary.

Lahore, 17th December, 1879.

SIR,—I am desired to convey to you the thanks of His Honour the Lieutnant Governor for your Courtesy in sending him a copy of "Victoria-Rajsuya" which has been duly received.

I have the honor to be
SIR,
Your most obedient Servant.
(Sd) LOUIS W. DANE.

Extract from a letter from the Inspector of Schools, Western circle, to the Director of Public Instruction, Bengal, No. 1899. *dated* 9*th July*, 1880.

Para. 1.—In reference to your No 3303, dated the 19th May last, forwarding for report a copy of the Bengali work entitled *Victoria-Rajsuya*,

I have the honor to state that the author, Babu Gopal Chunder Mookerjee, has given in it a lucid description of all the incidents in connection with the Imperial Assemblage at Delhi, on the 1st of January 1877, to celebrate the assumption of the title of Empress of India by Her Majesty the Queen, together with short histories of England and India, and brief notice of the Rajahs and Indian chiefs and Sirdars. The book contains valuable and useful information, and it has been written in langauge which may be characterized as plain and graceful. * * * I am of opinion that the author is desrving of patronage.

* * * *

No 563T. dated Darjeeling, the 14 September 1880.

From—A. Mackenzie Esq, Secretary to the Govrnment of Bengal, General and Revenue Departments,

To—The Director of Public Instruction.

I Am directed to acknowledge the receipt of your letter No 5532 of the 2nd Instant, and its enclosures, and in reply to say that the Lieutnant Governor has no objection to the purchase of copies of the Bengali work entitled *Victoria-Rajsuya* for School libraries and for prizes.

CIRCULAR No 59.

Copy forwarded to all Inspectors and joint-Inspectors, with spare copies for Deputy Inspectors, and to Head Masters of Zillah Schools, including the Schools at Baraset, Barrackpore, Deoghur, Utterpara, and Palamow, with the intimation that copies may be purchased for prizes and libraries from School funds.

* * * *

FORT WILLIAM,
The 22nd Sept. 1880.

A. W. CROFT.
Director of Public Instruction.

Opinion of the Press;—

"We invite attention to an advertisement in another column of *Victoria-Rajsuya* by Babu Gopal Chandra Mookerjee, Editor of the *Provakur.* It is a translation of Mr. Wheeler's Delhi Assemblage. The English version has of course merits of its own, but the Bengali version is worthy of the grand occasion which it chronicles. There is much in this book, which distant readers who had no opportunity of seeing the most magnificent State display ever held in this country under the auspices of British rule, would like to know."—*Hindoo Patriot*, July 12, 1880.

"* * * We have called it the Bengali version of Mr. Wheeler's book, but it is not *exactly* that. We have here almost all that Mr. Wheeler gave

us, and something more. The author has made his histories of India and Great Britain more complete. He has given us short descriptions of the minor ceremonies that were performed in Calcutta and other places in India. He also furnishes us with short notices of the Native Rajes and the British possession in the world. Much of all this has been wisely selected. The style is in the main, chaste and spirited. " *Sunday Mirror*, Apr. 1880.

" It is a neat Volume of more than 250 pages (Royal 8Vo), well bound in cloth, promising to give us a graphic description of the affairs at Delhi. " *Amrita Bazar Patrika*, February, 5, 1880.

" The book is very interesting, inasmuch as it gives a good deal of information regarding the Princes and chiefs of India. " *Bengal Magazine*, December, 1879.

" Babu Gopal Chander Mukherji is a Bengali author of some standing. He is an earnest, diligent, and intelligent worker in the department of literature. ' Victoria Rajsuya ' is at least one of those works which bespeak great industry and a desire to be useful to society. All the Indian Vernaculars ought to possess a history like this, and we sincerely thank Babu Gopal Chundra for giving us a history in the Vernacular of our own province. The get-up of his work is really creditable. " *Oriental Miscellany*, December, 1879.

" * * * the commencing poems are a happy selection, and are really excellent which speak highly of the author's taste and irrudition. To do Mr. Mookerjee justice, we should not forget mentioning that in undertaking the difficult task, he had been actuated by the most loyal motives to commemorate the great event and we accordingly commend the book to the reading public as eminently suited for preserving in every house-hold. " *National Paper*, December, 23, 1879.

" ইহাতে কেবল সেই বিখ্যাত দিল্লীর দরবারের আমূল বৃত্তান্ত নহে, ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডের আদিম অবস্থা অবধি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রভৃতি বিবরিত হইয়াছে। ফলতঃ ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। এই গ্রন্থ কেবল জাতীয় রাজভক্তির সূচনা নিবন্ধন নহে, অন্য পক্ষেও ইহার উপাদেয়তা বিলক্ষণ আছে। " এডুকেশন গেজেট, ৫ই পৌষ, ১২৮৬।

" এতদ্ব্যতীত এই পুস্তক খানিতে পাঠক অন্যান্য অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন। ভিকটোরিয়া-রাজসূয় রচনাতে গোপাল বাবু যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। " নববিভাকর, ২২এ পৌষ, ১২৮৬।

" গোপাল বাবু একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক। দিল্লীর দরবার অতি কুক্ষণে হয়, সাম্রাজ্য স্থাপন অবধি দেশের ক্রমাগত কষ্টই চলিতেছে, তথাপি গোপাল

বাবু এমন অপ্রীতিকর বিষয়ও ভাষার গুণে ভাগ্য করিয়াছেন। এমন বাঁধান ও ছাপান আমরা সর্ব্বদা বাঙ্গালা পুস্তকে দেখিতে পাই না।" সহচর, ১৩ই মাঘ।

"গ্রন্থকার পাষাণ-প্রতিমা, এবং যৌবনে যোগিনী প্রভৃতি নাটক প্রণয়ন করিয়া যশ উপার্জ্জন করিয়াছেন। ভিকটোরিয়া-রাজসূয় সে শ্রেণির না হইলেও ইহাতে তাঁহার পরিশ্রমের সার্থকতা হইয়াছে। ভিকটোরিয়া-রাজসূয়ে এমত কতকগুলি বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে, যাহা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হইলেও বাঙ্গালা ভাষার পাঠকদিগের পাঠযোগ্য।" ভারতমিহির, ২৫এ চৈত্র,১২৮৬।

"গ্রন্থের অবয়ব ও চিত্রিত মূর্ত্তিগুলি দেখিলে অতীব আনন্দ উপস্থিত হয়। গ্রন্থকার কেবল সংবাদপত্রের ঋণ গ্রহণ না করিয়া, নিজ চেষ্টায় ইংরাজি হইতে বিশদ অনুবাদ করিয়াছেন। ভরসা করি শক্তিশালী ব্যক্তি মাত্রেই ইহার এক এক খণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন বা করিবেন।" ঢাকাপ্রকাশ, ৫ই মাঘ, ১২৮৬।

"ইহাতে কেবল দিল্লীর মহাদরবারের সবিস্তার ইতিবৃত্ত নহে, অন্যান্য অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে সন্নিবিষ্ট আছে। মেং হুইলারের পুস্তকে যাহা আছে, তদ্ব্যতীত গ্রেট ব্রিটেনের সমস্ত ইতিহাস, ইংলণ্ডীয় রাজবংশের ইতি-ইতিবৃত্ত, দেশীয় রাজগণের ইতিবৃত্ত বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। সার কথায় এখানি সকল শ্রেণির লোকের পক্ষেই অনেক সময়ে প্রয়োজনীয় হইবে। প্রত্যেক বাঙ্গালীরই ইহার এক এক খণ্ড গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।" প্রভাতী, ১৭ই মাঘ, ১২৮৬।

"সুতরাং গোপাল বাবুর উদ্দেশ্য বিষয়ের আর অধিক প্রশংসা করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই।" সমাচার চন্দ্রিকা, ৭ই মাঘ, ১২৮৬।

"ইহার রচনা প্রাঞ্জল, মনোহর, ও ওজোগুণশালী হইয়াছে। দেশীয় রাজন্যবর্গের সংক্ষেপ ইতিবৃত্ত একস্থলে সমাবেশিত হওয়াতে ইহা নিতান্ত প্রীতিপ্রদ ও একটী তৎজ্ঞান অভাব বিমোচক হইয়াছে। ইহাতে অনেকানেক বিষয় রহিয়াছে, যাহা সাধারণে জানিতে ইচ্ছুক কিন্তু অন্যত্র তাহা বিরল প্রাপ্য। আমরা ইহাকে একখানি মূল্যবান পুস্তক ও ডাইরেকটারি জ্ঞান করি। গোপাল বাবু অনেক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়াছেন, তিনি প্রভূত ধন্যবাদের পাত্র।" শ্রীহট্ট প্রকাশ, ২৭এ মাঘ, ১২৮৬।

"বিস্তর প্রয়োজনীয় বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে ভারতবর্ষ ও ব্রিটিস সাম্রাজ্য সংক্রান্ত অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ

হইতে পারে বলা বাহুল্য। গোপাল বাবু যে সুলেখক তাহা অপ্রকাশ নাই; সুতরাং এই ঐতিহাসিক গ্রন্থ খানির রচনাও উৎকৃষ্ট হইয়াছে, বলা বাহুল্য।” হিন্দুরঞ্জিকা, ৩রা পৌষ, ১২৮৬।

“এ গ্রন্থে আরও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যাঁহারা ইংরাজি জানেন না, তাঁহাদের পক্ষে এ গ্রন্থ বিশেষ উপকারী হইবে; কেন না ইহাতে জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক আছে। দিল্লী নগরীর বর্ণনা অতি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।” বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী, ৯ই পৌষ, ১২৮৬।

“ইনি “পাষাণ প্রতিমা” “যৌবনে যোগিনী” প্রভৃতি গ্রন্থ দ্বারা পাঠক সমাজের পূর্ব্বপরিচিত। তিনি এই পুস্তক খানি সাধারণ পাঠক-বর্গের সুপাঠ্য করিবার জন্য আনুষঙ্গিক নানাবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় যথোচিত পরিশ্রম সহকারে ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এতদ্বারা গোপাল বাবু বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি গুরুতর অভাব পূরণ করিয়াছেন। পুস্তক খানি বঙ্গ সাহিত্যের একটী সম্পত্তি হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। পাঠকেরা ইহা পাঠ করিয়া অবশ্যই লাভবান হইবেন।” মেদিনী, ২২এ মাঘ, ১২৮৬।

পাষাণ-প্রতিমা সম্বন্ধে সংবাদপত্রের অভিমতি,—

“ইহাঁর প্রণীত যৌবনে যোগিনীর বিষয় সোমপ্রকাশের অনেক পাঠকই অবগত আছেন। সমালোচ্য নাটক খানিও সর্ব্বথা প্রশংসার যোগ্য। আমরা এক্ষণে এইরূপ নাটকের রচনায় একটী বৃহৎ উপকারের সম্ভাবনা দেখিতেছি। ভারতের পুরাবৃত্ত এক্ষণে অনেকাংশে নিবিড় তমসাচ্ছন্ন, এইরূপ ঐতিহাসিক নাটক গুলির দ্বারা একদিকে যেমন বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে, অপরদিকে তেমনি ঐতিহাসিক সত্য সমূহের উদ্ধার করিয়া ভারতের একটী চিরন্তন অভাবের ভূরিপরিমাণে অপনয়ন করিতেছে।” সোমপ্রকাশ, ৭ই ফাল্গুন, ১২৮৪ সাল।

“পাষাণ-প্রতিমা খানি ঐতিহাসিক নাটক বটে, এবং নাটকের সমস্ত গুণসমন্বিতও তাহার সন্দেহ নাই।” এডুকেশন গেজেট, ৮ই আষাঢ়, ১২৮৫।

“আমরা পাষাণ-প্রতিমা পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি, ইহার লেখা ও কল্পনা অতি সুন্দর হইয়াছে। অত্যুৎকৃষ্ট নাটকে যে সকল গুণ গরিমা চাই, ইহাতে তাহার অসদ্ভাব নাই। সহৃদয় কাব্যামোদী ব্যক্তিগণ এতৎপাঠে সুখানুভব করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই।” ঢাকাপ্রকাশ, ১৩ই শ্রাবণ, ১২৮৫।

" ইনি সাহিত্যসংসারে সুপরিচিত। " ভারত মিহির, ১৭ই ফাল্গুন, ১২৮৫।

" গ্রন্থকার অপরিচিত লোক নহেন। ভাষার মধুরতাদি বিলক্ষণ আছে। " হিন্দুহিতৈষিণী, ১৯এ ফাল্গুন, ১২৮৪।

" বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র হইতে সচরাচর কদর্য্য নাটক প্রকাশিত হইতেছে দেখিয়া এবং পড়িয়া পাঠক সকলের মনে নাটকের উপর যে অরুচি জন্মিতেছে, এই পুস্তক খানি পাঠ করিলে, তাহা তিরোহিত হইয়া যাইবে। পাষাণ-প্রতিমার লেখক একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লোক এবং তাঁহার এই নাটক খানি উৎকৃষ্ট নাটক শ্রেণির অন্তর্গত হইয়াছে। ইহার ভাষা মধুর এবং দৃশ্যগুলি সুনিপুণ চিত্রকরের ন্যায় চিত্রিত হইয়াছে। " শ্রীহট্টপ্রকাশ, ১লা আশ্বিন, ১২৮৫।

আমরা এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার নামটী যেরূপ সুমিষ্ট লেখাও ততোধিক। ইহার ভাষা অতীব প্রাঞ্জল। বঙ্গভাষায় ঐতিহাসিক কাব্যের অভাব আছে, গোপাল বাবু যদি সেই অভাব দূর করেন, তাহা হইলে ভাল হয়। এখানি অভিনয়োপযোগী হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। " সমাচার চন্দ্রিকা, ২২এ ফাল্গুন, ১২৮৪।

" ইহাঁর রচিত দৃশ্য কাব্যগুলি অভিনয়ের বিশেষ উপযোগী। পাষাণ প্রতিমার আদ্যন্ত পাঠ করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। এই দৃশ্যকাব্য খানির দ্বারা এক দিকে বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি অপর দিকে ঐতিহাসিক সত্যের উদ্ধার করা হইয়াছে। চিন্তাশীল পাঠক মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে পুস্তকের স্থানে স্থানে গোপাল বাবুর আর একটী চিন্তাশীলতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে মনে মনে অবশ্যই ধন্যবাদ প্রদান করিতে বাধ্য হইবেন। " গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা, ২৬এ ফাল্গুন, ১২৮৪।

" বাঙ্গালা সাহিত্য-সংসারে যে সকল নাটক জন্মিয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া সাধারণতঃ বঙ্গীয় পাঠকের নাটকের প্রতি অরুচি এবং অনাদর জন্মিয়াছে। আমাদিগের পাঠক মণ্ডলীর পাছে ঐ সকল নাটক পাঠজনিত চিত্তবিকার " পাষাণ-প্রতিমার " সম্বন্ধেও সংক্রামক হইয়া পড়ে, এই জন্য আমরা বলি পাষাণ-প্রতিমা সে দরের নাটক নহে। এই নাটক খানি যে, প্রথম শ্রেণির উপযুক্ত তাহা বলা বাহুল্য। " সমাচার সার। (এলাহাবাদ)

" এই নাটক খানি যেমন দৃশ্যকাব্য, ইহাতে বিচিত্র দৃশ্য অতি সুন্দররূপে

চিত্রিত হইয়াছে, ইহাতে যে চরিত্রগুলি বিন্যস্ত হইয়াছে তাহাও যথাযথ হইয়াছে। ইহার অনেকগুলি দৃশ্য অভিনয়ের অতি চমৎকার উপযোগী।” ভারতসংস্কারক। ১৮ই শ্রাবণ, ১২৮৫।

“এই দৃশ্য কাব্য খানির রচনার মাধুর্য্য, কল্পনার চাতুর্য্য ও ভাষার পারিপাট্য দেখিয়া আমরা পরিতুষ্ট হইয়াছি। গোপাল বাবু যে কয়েকটী উপমা এই পুস্তকে প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা অতীব সুমধুর হইয়াছে।” সুহৃদ, ১লা ফাল্গুন ১২৮৪।

“যেরূপ কল্পনা লইয়া ইংরাজি নবেলিষ্ট রেনল্ড সাহেব পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মনোরঞ্জন করিয়াছেন, এই নাটকে তদ্রূপ আশ্চর্য্য ঘটনা নিবিষ্ট হইয়াছে। নাটকের এক পৃষ্ঠা পাঠ করিলে উহার শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না; পরবর্ত্তী ঘটনা জানিবার জন্য হৃদয়ে ঔৎসুক্য জন্মায়। এমন কি আমরা নাটকখানি রাত্রি নয় ঘটিকার পর পাঠ করিতে আরম্ভ করি এবং সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া আদি অন্ত পাঠ করিতে বাধ্য হই; কোন ক্রমেই পুস্তকখানি পাঠ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি নাই। এতাদৃশ নাটক দ্বারা বঙ্গ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির আশা করা যায়।” হাবড়া হিতকরী, ১২ই চৈত্র, ১২৮৪।

“The author of the piece before us has written for the stage and like a practised dealer produces wares to suit the tastes of his customers. We think the writer evinces some power and skill in the composition of dramatic pieces.” *Hindoo Patriot*, Novr. 4, 1878.

“ “Pasan Pritima” and “Joubanay Jogini” are certainly above the average order of kindered books of the day. The historical dramas have been written with care and with an eye to stage and scenic effects. His language is chaste, his descriptions lively, his plot interesting, and his dialogue well-sustained, and, at times, spirited. Babu Gopal Chandra's productions are altogether hopeful, and indicate a spirit of patriotism.” *Indian Mirror*, January 31, 1879.

“The author has an essentially poetic cast of mind and shews considerable power in portraying the working of passions.” *Bengali*, May, 16,

“Its language is rich, plot deeep and interesting, and descriptions faithful and spirited. On the whole, the work is a readable one and deserves public support.” *Amrita Bazar Patrika*, May, 16, 1878.

“In this drama, there is much action, much fighting much bloodsheding. It is quite sensational.” *Bengal Magazine*.

" The plot is very interesting and the descriptions are lively and full of spirit. " *National Paper*. March 6, 1878.

যৌবনে যোগিনী সম্বন্ধে সংবাদপত্রের অভিমতি;—

সাধারণতঃ আমরা যে সকল নাটক দেখিয়া থাকি, তাহা অপেক্ষা ইহা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। নাটক খানির নামটী যেরূপ সুমিষ্ট, ইহা পাঠ করিয়াও আমরা সেইরূপ তৃপ্তি লাভ করিলাম।" অমৃতবাজার পত্রিকা।

" সচরাচর আমরা যেরূপ বাঙ্গালা নাটক দেখিতে পাই, তাহার অনেকানেক অপেক্ষা এখানি উৎকৃষ্ট হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। নাটককার দেখাইয়াছেন, গৃহবিচ্ছেদ, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা, বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মের বিরোধ এবং অতিসরলতা এই কারণ চতুষ্টয় সমবেত হইয়া সুরবীর ভারতের নিপাতসধান করিয়াছিল। ইহার উপাখ্যান রচনার বিলক্ষণ পারিপাট্য আছে।" এডুকেশন গেজেট।

যৌবনে যোগিনীকার রসরচনপটু। যে উদ্দেশে যৌবনে যোগিনী প্রকাশ, তাহা অধিকাংশ সফল হইয়াছে।" সাধারণী।

" এখানি উৎকৃষ্ট নাটক হইয়াছে। ইহার রচনা প্রাঞ্জল এবং সুমিষ্ট। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে কুণ্ঠিত নই যে, যৌবনে যোগিনী নাটক খানি উৎকৃষ্টই হইয়াছে। লেখকের অঙ্কসন্নিবেশনাদির শক্তি দর্শন করিয়া বোধ হইল, অভিনয়াংশে কিসে উৎকৃষ্ট হইতে পারে, সে বিষয়ে তাঁহার সবিশেষ পটুতা আছে।" ঢাকাপ্রকাশ।

" * * * তাহার পর চারি খানিতেই একই সময়ের চিত্র, তন্মধ্যে গৌরবে প্রধান যৌবনে যোগিনী।" বান্ধব।

" যৌবনে যোগিনীর উদ্দেশ্য মহৎ। গ্রন্থকার যথাসাধ্য আর্য্যগৌরব উদ্দীপনের চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের মৃত প্রাণ সঞ্জীবীত করিতে স্থানে অস্থানে বীররস ঢালিয়া দিয়াছেন। যৌবনে যোগিনী অভিনয় ভূমিতে দর্শকের মন আকর্ষণ করিবে।" ভারত মিহির।

" সাধারণতঃ ঐতিহাসিক বিবরণসংযুক্ত দৃশ্যকাব্য খানি উত্তম পাঠোপযোগী হইয়াছে।" বারিশাল বার্ত্তাবহ।

" এই নাটক খানি অধিকাংশে উৎকৃষ্ট হইয়াছে। এইরূপ গ্রন্থ প্রচার দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্যের অনেক উন্নতির আশা করা যায়।" ভারতসংস্কারক।

"আমরা এই কাব্য খানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরিতুষ্ট হইয়াছি। যে সকল নাটক এখানকার নাট্যশালায় প্রায় অভিনীত হইয়া থাকে, তাহাদের অনেকের হইতে এই খানি উচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইবার যোগ্য।" হাবড়া-হিতকরী।

"ভাষা ও বর্ণনাদি অনেক স্থলে সুন্দর হইয়াছে। ঘটনার বৈচিত্র আছে। গোপাল বাবু বর্ণনীয় কালের ইতিহাস জ্ঞানে অনেক শ্রেষ্ঠ।" মধ্যস্থ।

"নাটক খানির রচনা তাঁহার (সম্পাদকের) বিবেচনায় অতি সুন্দর হইয়াছে। তিনি সকলকেই এই নাটক খানি পাঠ করিতে বিশেষ অনুরোধ করেন।" অনুবিক্ষণ।

"The plot is interesting. It is a good performance—the descriptions are lively and the style is clear." *Bengal Magazine.*

"How the disunnion among the Indian Princes led to the success of the Mahomedan invaders, is very clearly brought out in the wrok. The author seems to possess considerable power. He can understand the internal working of the mind and the move of the passaions." *Bengali.*

"The author seems to possess some insight into the human heart. It seems also the author possess considerable power of writing Bengali in high and excellent style." *National Magazine.*

বিধবার দাঁতে মিশি সম্বন্ধে সংবাদপত্রের অভিমতি;—

"অনেকানেক রঙ্গভূমি হইতে আরম্ভ হওয়ায়, এক্ষণকার নাটক গুলিও পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু কিছু ভাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বিধবার দাঁতে মিশি এই নবোৎসহজনিত ফল। এখানি সাবেক উচ্চ বাঙ্গালা নাটকের দলে মিশিতে পারে না।" এডুকেশন গেজেট।

"ইহাতে সমাজ চিত্রটী সুন্দর হইয়াছে। নামটী শুনিতে ভাল নহে বটে, কিন্তু পুস্তক খানি পড়িয়া প্রীতিলাভ করা যায়।" অমৃতবাজার পত্রিকা।

"গ্রন্থ খানির শিরোনাম পাঠ করিয়া আমরা প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, ইহা বিধবা বিবাহ সম্বন্ধীয় নাটক, কিন্তু পাঠ পরিসমাপ্তি হইলে আমাদিগের সে ভ্রম দূর হইল। নাটক খানির প্রস্তাবটী নূতন, মনোরম, উপদেশক, সমাজ-সংস্কারক, সারবিশিষ্ট অথচ বিশেষ হাস্যোদ্দীপক। নাটক খানি পাঠ করিয়া যে আমরা বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়াছি, তাহা বলা বাহুল্য। গ্রন্থকারের কল্পনা-

শক্তির এবং রচনা নৈপুণ্যের উৎকৃষ্টতায় নাটক খানি প্রথম শ্রেণির মধ্যে পরিগণিত হইতেছে।” হালিসহর পত্রিকা।

“We are glad to notice the publication of a very useful Bengali Drama called Bidhobar Datamisi by Gopal Chunder Mookerjee, who endeavors to point out the mainfold evils arising from wine and other dissipation amongst the enlightened portion of the native community.” *Friend of India.*

কামিনীকুঞ্জ সম্বন্ধে সংবাদপত্রের অভিমতি ;—

“সতী কি কলঙ্কিনীর পর যে সকল গীতিকাব্য প্রকাশিত হইয়াছে, এ খানি তদপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে। অভিনয়ের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে।” সমাচার চন্দ্রিকা, ৮ই মাঘ, ১২৮৫।

“আমরা নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, এই ক্ষুদ্রকায়া পুস্তক খানি পাঠ করিয়া দেখিলাম ইহা একখানি সুন্দর সুখদ ও উত্তম গীতিকাব্য হইয়াছে।” শ্রীহট্ট প্রকাশ, ১৩ই ফাল্গুন, ১২৮৫।

“ইনি আরও কয়েক খানি দৃশ্যকাব্য প্রকাশ করিয়া লোকরঞ্জন ও যশঃ-লাভ করিয়াছেন। এ কাব্য খানিও অভিনয়ের উপযুক্ত হইয়াছে।” গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা, ২০এ মাঘ ১২৮৫।

“ইহাতে দিব্য শব্দলালিত্য আছে। গানগুলির সুর ও তান উত্তম।” সমাচার সার, ৪ঠা চৈত্র, ১২৮৫।

উপরোক্ত পুস্তকগুলি উল্লিখিত স্থান ব্যতীত গরাণহাটা কে, সি, চট্টোপাধ্যায়ের সারদারী পুস্তকালয়ে, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে বি, ব্যানর্জির দোকানে, এবং চিনাবাজারে পদ্মচন্দ্র নাথের দোকানে প্রাপ্তব্য।